রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

মুফতী জুবায়ের আহমাদ চৌধুরী

সম্পাদনায়ঃ

মুফতী সাঈদ আহমাদ কাসেমী

প্রধান উস্তাদঃ উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ, জামি'য়া মাহমূদিয়া ইসলামিয়া ঢাকা

বই পরিচিতি

বইয়ের নামঃ

ষড়যন্ত্রের কবলে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর হাদীস

লেখকঃ

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ জুবায়ের আহমাদ ইবনে মালেক চৌধুরী

পরিচালকঃ দারুল হাদীস ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার,বাংলাদেশ

সম্পাদকঃ

মুফতী সাঈদ আহমাদ কাসেমী

প্রধান উস্তাদঃ উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ, জামি'য়া মাহমূদিয়া ইসলামিয়া ঢাকা

বইটি লেখার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু

বইটি মূলত **'মুযাফফর বিন মুহসিন'** নামক এক ভদ্রলোকের লিখিত **"জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত"** নামক বইয়ের খণ্ডন। উক্ত বইয়ে লেখক বেশকিছু সহীহ ও হাসান হাদীসের উপর মিথ্যা অভিযোগ রটিয়ে জাল/যঈফ আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছেন। লেখকের সেই মিথ্যচার উন্মোচন করতেই সুস্পষ্ট দলীলাদির মাধ্যমে তার বইয়ের খণ্ডনে **'ষড়যন্ত্রের কবলে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর হাদীস'** নামক বইটির লিখন।

প্রকাশনায়ঃ চৌধুরী পাবলিকেশন্স

০১৭১৫১৯৩২৬০

প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট, ২০২১ ইং

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ২৫০ টাকা মাত্র !

সম্পাদকের কথা ....

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على سيد الأنبياء و المرسلين وعلى آله وأصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.

সালাফদের যামনা থেকেই স্বত:সিদ্ধ; যে অঞ্চলে যে মাযহাব প্রচলিত সে অঞ্চলে সে মাযহাব চলতে দেওয়া। এবং ইখতিলাফে মামদুহের ক্ষেত্রে একে অপরকে হেয় না করা। এক্ষেত্রে ইমাম মালেকের সেই স্বর্ণালী বাণী স্মরণীয় যা তিনি খলিফা আবু জাফর মানসুরকে বলেছিলেন, যখন মানসুর সকলকে মুওয়াত্তা মালেকের উপর আমল করতে বাধ্য করতে চেয়েছিলেন,

ইমাম মালেক রহঃ বলেন– أقر أهل كل بلدة على ما فيها من العلم

"আপনি প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদেরকে তাদের সেখানে যে ইলম চর্চিত হচ্ছে তার উপর বলবৎ রাখুন" (আদাবুল ইখতিলাফ- ৪০)

কিন্তু দুঃখের বিষয়! এই মূলনীতির বিপরীতে কিছু ব্যক্তিবর্গ হানাফী মাযহাবের উপর হামলে পড়েছেন, যে মাযহাব লাখো মুহাক্কিক আলেমের তাহকীকে লব্ধ, প্রতিষ্ঠিত। যার উপর উম্মাহর অধিকাংশ মানুষ আমল করে আসছে। এই মাযহাবের আমলসমূহকে বাতিল ও বানোয়াট প্রমাণ করতে গিয়ে আমাদের দেশের কিছু ব্যক্তি 'ইলমী মুনাকাশার' মোড়কে মূলত তাদের আক্রোশ উগড়ে দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে তারা ইখতেলাফের উসূল ও আদাব কোনটিই রক্ষা করেন না। সে সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন **'শাইখ মুযাফফর বিন মুহসিন'**। তিনি একটি কিতাব লিখেছেন যার নাম দিয়েছেন **"জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত"**। যাতে তিনি সহীহ সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত যুগ যুগ ধরে চলে আসা বেশ কিছু আমলকে জাল প্রমাণ করতে আপ্রাণ অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। এক্ষেত্রে কখনো তিনি হাদীস শাস্ত্র ও তাসহিহ-তাযয়ীফের মূলনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়েছেন। কখনো ভুল অনুবাদ করেছেন। কখনো দলীল ও দাবীর মাঝে সমন্বয়হীনতার প্রমাণ দিয়েছেন। কখনো স্বল্প অনুসন্ধানের ভিত্তিতে হাদিসের হুকুম দিয়েছেন। কখনো পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের

সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করেছেন। এছাড়াও হাস্যকর বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এভাবে শুধু স্বার্থসিদ্বির প্রয়াসে প্রমাণ্য অনেক হাদীসকে জাল/যঈফ আখ্যা দিয়ে হত্যা করার অপচেষ্টা করেছেন।

আমি শুকরিয়া জানাই! আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র মাওলানা জুবায়ের আহমাদকে, সে উক্ত **"জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত"** নামক ভ্রান্তিকর বইটির বিভিন্ন অসংগতি তার **"ষড়যন্ত্রের কবলে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর হাদীস"** বইটিতে তুলে ধরেছেন। তিনি যদিও এখন একজন তরুণ আলেম, কিন্তু হাদীস গবেষণায় যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও প্রবীণতার পরিচয় দিয়েছেন। এবং উক্ত ভ্রান্তিকর বইটির খণ্ডনে অনেক পরিশ্রমসাধ্য একটি কাজ করেছেন। তার ইলম চর্চার প্রবল আগ্রহ ও লেখনীর মাধ্যমে বাতিলবিরোধী দুর্বার সংগ্রাম, আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি ইলমে হাদীসের অনেক বড় একজন গবেষক হবেন। তার অগ্রযাত্রা আমাকে এটা'ই ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে!

আমি তার **"ষড়যন্ত্রের কবলে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর হাদীস"** বইটি পড়েছি, আশাকরি বইটি **'শাইখ মুযাফফর বিন মুহসিন'**কে তার লিখিত গ্রন্থটি পুনরায় পর্যালোচনা করতে সহযোগিতা করবে। তেমনি সাবলীল ও সহজবোধ্য হওয়ায় সাধারণ পাঠকবৃন্দও এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

আমি বইটির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার কামনা করছি। মহান আল্লাহ লেখকের ইলমে ও আমলে বরকত দান করুন। আমিন!

সাঈদ আহমাদ, পটুয়াখালী

খাদেম ঃ তাখাসসুস ফি উলূমিল হাদীস, জামি'য়া মাহমূদিয়া ইসলামিয়া ঢাকা

১২/০১/২০২২ ইং

লেখকের কথা........

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম।

দাওরা হাদীস পড়াকালীন এক সন্ধ্যায় আমার কাছে একটি বই আসে। বইটির নাম, **"জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত"** বইটির লেখক হলেন, **"মুযাফফর বিন মুহসিন।"** বইয়ের নামটি দেখে খুব আকর্ষিত হলাম। বইটি হাতে নিয়ে কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম যে, বইটি কী কী বিষয় নিয়ে লেখ হয়েছে। কয়েকটা পৃষ্ঠা দেখেই বইটির ব্যাপারে অনেক সন্দেহ জাগলো। তাই ভাবলাম, বইটি ধীরস্থির ভাবে, মনোযোগ দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই পড়বো। কিন্তু কখন পড়বো, এমন কোন সময় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কারণ, ক্বউমী মাদ্রাসা সম্পর্কে যাদের ধারণা রয়েছে, তারা জানেন যে, দাওরা হাদীসের একটি বছর ছাত্রদের কতো মেহেনত করতে হয় এবং কতো রাত সামান্য ঘুমিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়! আমাদেরও অবস্থা একইরকম ছিল। নিয়মিত ক্লাস শেষ হতো প্রায় রাত বারটা বাজে। ফজরের পর আবার শুরু হয়ে যেত ক্লাস সারাদিনের মতো। মাঝখানে শুধু খাওয়া ও নামাযের জন্য কিছুটা বিরতী ছিল। অতএব বইটি পড়ার মতো দিনেও সময় নেই, রাতেও সময় নেই। চিন্তায় পড়ে গেলাম, বইটি কখন পড়া যায়! ঘটনাক্রমে কোন কারণে সেদিন রাতে ইশার পর ক্লাস না হওয়ার ঘোষণা আসে। অর্থাৎ ইশা থেকে রাত বারটা, পুরো সময়টিই ফাঁকা। ভাবলাম, এটিই মোক্ষম সুযোগ। যেই ভাবা সেই কাজ। বিলম্ব না করে রুমের এক পাশে গিয়ে শুরু করে দিলাম **"জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত"** নামক বইটি পাঠ করা। খুব মনোযোগের সাথে বইটি পাঠ করতে লাগলাম। পাঠ যখন শেষ হলো, আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম, কয়েকজন ছাত্রভাই ঘুমের তৃপ্তি নিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে অযুখানার দিকে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কেউ কেউ তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়েও গেছে। আমিও রাত জাগার তৃপ্তি নিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে অযুখানার দিকে চললাম। অতএব বইটি পড়তে পুরো একটি রাত বিসর্জন দিতে হলো। বইটির জন্য আরো কতো রাত বিসর্জন দিতে হবে, তখনো তা অজানা। বইটি আদ্য-পান্ত পাঠ শেষে বেশ কিছু বিষয় আমার সামনে স্পষ্ট হলো। **যেমনঃ**

১- নিজের মতের বিপক্ষে হওয়ায় লেখক অনেক সুস্পষ্ট সহীহ ও হাসান হাদীসকে অপকৌশলে জাল/যঈফ আখ্যায়িত করে অস্বীকার করেছেন এতে।

২- নিজের মতকে প্রাধান্য দিতে যঈফ হাদীসকে সহীহ বলে উপস্থাপন করে তার বিপরীত সহীহ হাদীসটির বিরুদ্ধে বিষেদগার করেছেন বইটিতে।

৩- নিজের ভ্রান্ত মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এক হাদীস সম্পর্কে ইমামদের মন্তব্য আরেক হাদীসে লাগিয়ে উপস্থাপন করেছেন বইটিতে।

৪- কোন জায়গায় নিজের ভ্রান্ত মতকে টিকাতে হাদীস সম্পর্কে ইমামদের মন্তব্য বিকৃতি করে উপস্থাপন করেছেন বইটিতে।

৫- কোন হাদীসকে জাল/যঈফ প্রমাণ করতে গিয়ে লেখক এমন রাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে হাদীসটির সনদে উক্ত রাবী নেই।

৬- কোন হাদীসকে জাল/যঈফ প্রমাণ করতে গিয়ে লেখক হাদীসটির শুধু যঈফ সনদটি উল্লেখ করে দেখিয়েছেন। অথচ হাদীসটি তার অন্যান্য একাধিক সহীহ বা হাসান সনদে প্রমাণিত। সেদিকে তিনি ভ্রুক্ষেপ করেননি।

৭- শুধু নিজের মতকে টিকাতে গিয়ে লেখক এমন অনেক আমলকে ভ্রান্ত, গাঁজাখোরী, বিদআত, হারাম, নাজায়েয, শেরেকী, কুফুরী ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করেছেন, যার সপক্ষে সুস্পষ্ট সহীহ ও হাসান হাদীস রয়েছে।

৮- অনেক জায়গায় লেখক ভুল অনুবাদ করেছেন। এবং অনেক জায়গায় তার মতের সপক্ষে টীকা উল্লেখ করতে গিয়ে ভুল রেফারেন্সও প্রদান করেছেন।

এমন আরো অনেক মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি ও কারচুপি করা হয়েছে বইটিতে। যার স্পষ্ট প্রমাণ ভিতরে অহরহ পাওয়া যাবে। বইটি পড়ে আমি খুব মর্মাহত হই এবং হাদীসের ছাত্র হিসেবে নিজেকে খুব অসহায় মনে করি। সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাই, লেখক এখানে অনেক সহীহ ও হাসান হাদীসকে নির্দ্বিধায়, নিঃশংকোচে জাল/যঈফ ট্যাগ লাগিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং পাঠককেও প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান করেছেন। আমার জানা ছিল না, নিজের ভ্রান্ত মতকে টিকাতে কোন মুসলমান আল্লাহর রাসূল সাঃ এর সুপ্রমাণিত হাদীসগুলোকে এভাবে অবলিলায় অস্বীকার করতে পারে! তাই বইটির জবাব লেখা নিজের উপর ওয়াজিব করে নিলাম। দাওরা হাদীসের পরবর্তী বছর 'উলূমুল হাদীস' বিভাগে ভর্তি হয়। সেখানে পড়াশোনার ব্যস্ততায় **"জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত"** বইটির খণ্ডন লেখার সুযোগ আর হয়নি। তারও দীর্ঘদিন কেটে যাওয়ার পর বইটি সম্পর্কে প্রথমে কয়েকজন হাদীসবিশারদ আলেমের সাথে কথা বলি, যারা দীর্ঘদিন যাবত হাদীস শিক্ষা-দিক্ষায় ও গবেষণায় নিয়োযিত। তারা সকলেই বইটির চরম নিন্দা জানান। এবং এটির খণ্ডন লিখতে উৎসাহ প্রদান করেন। এমনকি কয়েকজন লামাযহাবী আলেমও এবইয়ের নিন্দা করেন। বইটির কিছু অংশ খণ্ডন করার পর তা দেখাতে প্রসিদ্ধ লামাযহাবী আলেম শায়খ আশাদুল্লাহ খান মাদানীর কাছে নিয়ে যাই। তিনি প্রসিদ্ধ লামাযহাবী আলেম শায়খ শহীদুল্লাহ খান মাদানীর ভাই। যিনি মদীনায় দীর্ঘদিন যাবত পড়াশোনা করেছেন। এবং বর্তমান সালাফী মাদরাসা **'মাদরাসাতুল হুদা'** এর পৃন্সিপ্যালের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনিও বইটির নিন্দা জানান। এবং আমাকে এই পরামর্শ দেন যে, আমি যেন **"জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত"** বইটির লেখকের সাথে সরাসরি

সাক্ষাৎ করে তার এই ভ্রান্ত মন্তব্য ও ভুলগুলো তুলে ধরি। যাতে তিনি এগুলো শুধরে নিতে পারেন। শায়েখের এমন্তব্য আমিও মাথা পেতে নিলাম। রাজশাহীতে এসে সরাসরি লেখক **"মুযাফফর বিন মুহসিন।"** এর ফোন নাম্বারে কল লাগাতে থাকলাম, কিন্তু রিসিভ হলো না। এভাবে কয়েকদিন ফোন করলাম, একবারও রিসিভ হলো না। একপরযায়ে বইটির কিছু বিষয় তুলে ধরে লেখককে ম্যাসেজও পাঠাতে থাকলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটিও রিপ্লাই পেলাম না। যখন বুঝতে পারলাম, লেখক আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী না, তখন আমিও তার সাথে সাক্ষাৎ করার আশা দাফন করে দিলাম। এবং মহান আল্লাহর সাহায্য চেয়ে **"মুযাফফর বিন মুহসিন"** লিখিত **"জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত"** নামক ভ্রান্তিকর বইটির খণ্ডন পুরোপুরিভাবে লিখতে মনোযোগী হলাম। মহান আল্লাহর সাহায্যে অল্পদিনেই বইটির খণ্ডন সমাপ্ত হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া যে, আমার মতো একজন অধমের দ্বারা তিনি এমন একটি বিভ্রান্তিকর বইয়ের খণ্ডন লিখালেন, যে বই পড়ে হাজারো মুসলমান গোমরাহ হচ্ছে। আশা করি, এ বই পড়ে পাঠকের চোখ খুলবে এবং লেখক **"মুযাফফর বিন মুহসিন"** এর ধোঁকা ও মিথ্যাচার থেকে সতর্ক হতে পারবে, ইনশাআল্লাহ!

বইটি লিখতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি

সর্বপ্রথম **"জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত"** নামক বইটির যেখানে খণ্ডন করা জরুরী মনে করেছি, তা হুবহু উল্লেখ করে চতুর্পার্শে বর্ডার করে দিয়েছি। অতঃপর উক্ত বিষয়টি নিয়ে বর্ডারের নিচে প্রয়োজনমতো খণ্ডন লিখেছি। আশা করি পাঠকের কাছে **"মুযাফফর বিন মুহসিন"** এর লিখিত **"জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত"** বইটির খণ্ডন করার পদ্ধতি স্পষ্ট হয়েছে।

বিনীতঃ

মুফতী জুবায়ের আহমাদ চৌধুরী

মোহনপুর, রাজশাহী

০৭/০৭/২১ ইং, রোজ বুধবার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে **“মুযাফফর বিন মুহসিন”** লিখিত **“জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত”** নামক বইটির খণ্ডন লিখতে শুরু করলাম। হে আল্লাহ! একমাত্র তুমিই উত্তম সাহায্যকারী। অতএব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

লেখক তার **“জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত”** নামক ৪০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বইটিতে শুধু পবিত্রতা ও সালাতের আলোচনা করেছেন। আমি তার পুরো বইটি তিন খণ্ডে ভাগ করেছি। প্রথম খণ্ডে শুধু তার পবিত্রতা অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করবো। এ অধ্যায়ে তিনি ৩৫ টি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি মেসওয়াক নিয়ে আলোচনা করেন। এ অনুচ্ছেদে মেসওয়াকের ৭ টি হাদীস উল্লেখ করেন। এর মধ্যে প্রথম দুটিকে তিনি ‘জাল’ বলেছেন। অথচ এই দুটি হাদীস’ই সহীহ। অতঃপর পরের ৫টি হাদীসকে তিনি ‘যঈফ’ বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে সেগুলোও যঈফ নয়। বরং রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে প্রমাণিত। এর সপক্ষে যথেষ্ট দলীল পেশ করবো ইনশাআল্লাহ!

লেখক **“মুযাফফর বিন মুহসিন”** তার বইটি শুরু করেন এভাবেঃ

(১) মিসওয়াক করার ফযীলত ৭০ গুণ

শরী‘আতে মিসওয়াক করার গুরুত্ব অনেক। তবে মিসওয়াক করার ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত উক্ত প্রসিদ্ধ কথাটি জাল।(১)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَفْضُلُ الصَّلاَةُ الَّتِيْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلاَةِ الَّتِى لاَ يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ছালাত মিসওয়াক করে আদায় করা হয়, সেই ছালাতে মিসওয়াক করা বিহীন ছালাতের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী নেকী হয়।

(১) পাঠক! লক্ষ্য করুন, তিনি নির্দ্বিধায় বলে দিলেন 'জাল'। অথচ যে হাদীসকে তিনি 'জাল' বললেন প্রকৃতপক্ষে সেটি 'জাল' হওয়া তো দূরের কথা, যঈফও না। বরং রাসূল সাঃ থেকে সুপ্রমাণিত একটি হাদীস। হাদীসের অনেক ইমাম এটিকে 'সহীহ' বলেছেন। এব্যাপারে হাদীসবিশারদ ও ইমামদের মন্তব্য উল্লেখ করবো। আগে দেখে নেই তিনি কিভাবে সেটিকে 'জাল' প্রমাণ করেন। হাদীসটিকে 'জাল' প্রমাণ করতে লেখক হাস্যকরভাবে ইমাম বায়হাকী রহঃ এর একটি মন্তব্য পেশ করেছেন। অথচ ইমাম বায়হাকী রহঃ নিজেও হাদীসটিকে জাল বলেননি। এবং তার বক্তব্য থেকে এটাও বোঝা যায় না যে, হাদীসটি জাল। তারপরেও লেখক ইমাম বায়হাকী রহঃ এর মন্তব্যটি বিকৃতি করে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। **যেমন লেখক বলেনঃ**

তাহক্বীক্ব: ইমাম বায়হাক্বী উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন,

وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكِلاَهُمَا ضَعِيْفٌ وَفِىْ طَرِيْقِ الْوَجْهِ الْآخِرِ عَنْ عُرْوَةَ الْوَاقِدِىّ وَ هُوَ كَذَّابٌ.

মু'আবিয়া ইবনু ইয়াহইয়া যুহরী থেকে বর্ণনা করেছে। সে নির্ভরযোগ্য নয়।[২] অন্য সূত্রে উরওয়া আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু তারা উভয়েই যঈফ।[৩] অন্য সূত্রে ওয়াক্বেদী উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু সে বড় মিথ্যাবাদী।[৪]

(২) এটি আরেকটি সূত্র, ইমাম বায়হাকী যেই সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তাতে **‘মু‘আবিয়া ইবনু ইয়াহইয়া’** নামক রাবী নেই। তার পরেও লেখকের অনুবাদ এখানে যথার্থ হয়নি। কারণ, যেহেতু এক সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করার পর অন্য সূত্রের কথা বলা হচ্ছে, সেহেতু বাংলায় ‘এছাড়া, তাছাড়া’ জাতীয় কোন শব্দ যোগে অনুবাদ করা উচিত। অন্যথায় কথার মর্ম স্পষ্ট হয় না। অতএব অনুবাদটি হওয়া উচিত ছিল এমনঃ **“এছাড়াও মু‘আবিয়া ইবনু ইয়াহইয়া হাদীসটি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন।”**

(৩) এখানে অপর আরো দুটি সূত্রের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু লেখক ঠিকভাবে অনুবাদ করতে পারেননি। ইবারতসহ তার সঠিক অনুবাদ উল্লেখ হলোঃ

وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكِلاَهُمَا ضَعِيْفٌ

অর্থঃ এবং অন্য একটি সূত্রে উরওয়া আয়েশা রদ্বিঃ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর আরেকটি সূত্রে আমারা (নামক রাবী) আয়েশা রদ্বিঃ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে উরওয়া ও আমারা উভয়েই যঈফ।

(৪) **‘কিন্তু সে** (অর্থাৎ ওয়াকেদী মিথ্যুক।) **মিথ্যুক’** এ কথা ইমাম বায়হাকী রহঃ এর নয়। তিনি **“ওয়াকেদী”** নামক কাউকে মিথ্যুক বলেননি। এতএব এটি ইমাম বায়হাকী রহঃ এর নামে স্পষ্ট মিথ্যাচার। যা করা লেখকের কোনভাবেই উচিত হয়নি।

পাঠক! মার্ক করা অংশটুকু লক্ষ্য করুন, লেখক মুজাফফর বিন মুহসিন ইমাম বায়হাকীর নামে ইবারত উল্লেখ করেছেন যে, وَ هُوَ كَذَّابٌ ওয়াকেদী বড় মিথ্যুক।

আমি দুঃখিত! এই ইবারতটি ইমাম বায়হাকী’র কোন কিতাবে পাওয়া যায় না। আশা করি লেখক পরবর্তী সংস্কারে এটা স্পষ্ট করে দিবেন যে, ইমাম বায়হাকী তার কোন কিতাবে **“ওয়াকেদী”** কে মিথ্যুক বলেছেন। অন্যথায় সংশোধন করে নিবেন। বস্তুত, ইমাম বায়হাকী রহঃ **“ওয়াকেদী”** নামক কাউকে মিথ্যুক বলেননি। এতএব এটি ইমাম বায়হাকী রহঃ এর নামে স্পষ্ট মিথ্যাচার !! যা করা লেখকের কোনভাবেই উচিত হয়নি।

প্রিয় পাঠক! উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে লেখকের আলোচনা কিন্তু এখান থেকেই শেষ। তিনি হাদীসটিকে ‘জাল’ আখ্যায়িত করে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু হাদীসটি ‘জাল’ হওয়ার সপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ পেশ করেননি। আপনি হয়তো বলবেন, হাদীসটি ‘জাল’ প্রমাণ করতে তিনি তো ইমাম বায়হাকীর মন্তব্য পেশ করেছেন। আমি বলবো, ইমাম বায়হাকী রহঃ কিন্তু হাদীসটিকে জালও বলেননি জয়ীফও বলেননি। তিনি শুধু কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করে কোন সূত্রে কোন রাবী দুর্বল তা স্পষ্ট করেছেন। আর সনদে জয়ীফ রাবী থাকলেই যে, হাদীস জাল হয়ে যায়, এমন কথা পৃথিবীর কোন মুহাদ্দিস বলেননি। বরং এর বিপরীতে উসূলে হাদীসের কিতাবগুলোতে অহরহ পাওয়া যায় যে, অনেক সময় সনদে জয়ীফ রাবী থাকার পরেও হাদীস হাসান বা সহীহ এর মর্যাদা লাভ করে। পাঠক! হাদীসটি যে জাল, ইমাম বায়হাকীর মন্তব্যে এমন কোন গন্ধও পাওয়া যায় না। আপনার জ্ঞাতার্থে হাদীসটি ইমাম বায়হাকীর সনদ ও পূর্ণ মন্তব্য সহ পেশ করে আমি অনুবাদ করে দিলাম, যাতে আপনার কাছে আরো স্পষ্ট হয় যে, ইমাম বায়হাকী হদীসটিকে জাল বলেননি।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى ح قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« تَفْضُلُ الصَّلاَةُ الَّتِى يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلاَةِ الَّتِى لاَ يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا ». وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا يُخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَدْلِيسَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ. وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَمَنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكِلاَهُمَا ضَعِيفٌ.

অনুবাদঃ ইমাম বায়হাকী বলছেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন **হাফেয আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ।** তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন **আহমাদ ইবনে জা’ফর কুতাঈ।** তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন **আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল।** তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা **আহমাদ ইবনে হাম্বল।**

ইমাম বায়হাকী হাদীসটির আরেকটি সনদ উল্লেখ করে বলছেন, এবং আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু **যাকারিয়া আম্বারী।** তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন **ইবরাহীম ইবনে আবু তালেব।** তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন **মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া।**

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও **মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া** উভয়ে বলেন- আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন **ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে সা'দ।** তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা **ইবরাহীম ইবনে সা'দ।** তিনি বর্ণনা করেছেন **মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক** থেকে। তিনি বলেন- **মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম যুহরী** হাদীসটি বর্ণনা করেছেন **উরওয়া** থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন হযরত **আয়েশা রাদিঃ** থেকে।

আয়েশা রাদিঃ বলেনঃ **রাসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেছেন, যে সালাত মিসওয়াক করে আদায় করা হয়, সেই সালাতে মিসওয়াক করা বিহীন সালাতের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী নেকী হয়।**

অতঃপর ইমাম বায়হাকী হাদীসটির ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন- **হাদীসটির একটি ত্রুটি হলোঃ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের তাদলীস করা। কেননা তিনি সরাসরি যুহরী থেকে শ্রবণ করেননি। তবে হাদীসটি সরাসরি যুহরী থেকে মুআবিয়া ইবনে ইয়াহইয়া সদাফী শ্রবণ করেছেন। কিন্তু তিনি শক্তিশালী রাবী নন। আর অন্য একটি সূত্রে হযরত আয়েশা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন উরওয়া। অপর আরেকটি সূত্রে হযরত আয়েশা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আমারা। তবে উরওয়া ও আমারা উভয়েই যঈফ।**

পাঠক! এপর্যন্তন্তই ইমাম বায়হাকীর কথা শেষ। হাদীসটির সনদ, মতন ও মন্তব্য সবই আমি তুলে ধরেছি। অতএব দেখতেই পাচ্ছেন, এর কোথাও **"ওয়াকেদী"** নামক কোন রাবী কে ইমাম বায়হাকী রহঃ মিথ্যাবাদী বলেননি। তাহলে এভাবে মিথ্যাচার করে হাদীসকে অস্বীকার করা বা সাধারণ মানুষকে হাদীস বিদ্বেষী বানানোর মানে টা কী ? এর উত্তর হয়তো আপনারও জানা নেই।

এবার মনে করতে পারেন, হয়তো শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে 'জাল' বলেছেন। কেননা লেখক তো আলবানীর তাহকীককৃত মেশকাতেরও রেফারেন্স দিয়েছেন। দুঃখিত! আপনার

এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। শায়েখ আলবানী মেশকাতে স্পষ্টভাবে হাদীসটিকে জালও বলেননি জয়ীফও বলেননি। শুধু এতটুকু যে, ইমাম বায়হাকীর মন্তব্যটি নকল করে জয়ীফ হওয়ার দিকে ইশারা করেছেন। তবে তার জয়ীফা নামক গ্রন্থে হাদীসটিকে জয়ীফ বলেছেন এবং সেখানে হাদীসটি নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, অথচ এর কোথাও হাদীসটিকে 'জাল' বলেননি। **দেখুনঃ** শায়েখ আলবানীর "যঈফা" হাদীস নং ১৫০৩।

পাঠক! হাদীসটিকে ইমাম বায়হাকী রহঃও 'জাল' বলেননি এবং শায়েখ আলবানী রহঃও 'জাল' বলেননি। অথচ লেখক তাদের নাম উল্লেখ করে হাদীসটিকে 'জাল' ট্যাগ লাগিয়ে দিলেন! শুধু নিজের ভ্রান্ত মতকে টিকিয়ে রাখতে এমন নিকৃষ্ট মিথ্যাচার কেন ? প্রশ্নটি রইলো লেখকের সমীপে। আর বিচারের ভার রইলো স্বয়ং আপনার হাতে!!

আরো অবাক হওয়ার বিষয় হলো, লেখক "মুযাফফার বিন মুহসিন" যেই ইমাম বায়হাকী (রহঃ) এর মন্তব্য পেশ করে সহীহ হাদীসটিকে জাল বলে প্রত্যাখ্যান করার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছেন! স্বয়ং সেই ইমাম বায়হাকী (রহঃ) নিজেই হাদীসটি প্রমাণিত হওয়ার সপক্ষে বক্তব্য প্রদান করেছেন!! যেমন তিনি বলেন, হাদীসটির অনেকগুলো সূত্র ও শাহেদ রয়েছে। এগুলোর একটি আরেকটিকে সমর্থন দিয়ে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য করে তুলে। **দেখুনঃ** আল্লামা শাওকানী রহঃ এর "আল ফাওয়াইদুল মাজমূআহ" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১১ এবং আল্লামা ত্বাহের আল-ফাত্তানীর 'তাজকিরা' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৪।

হাদীসটির সবগুলো সনদ না জানা থাকার কারণে হয়তো কেউ কেউ হাদীসটিকে ভুলবশত 'যঈফ' বলে ফেলেছেন। কিন্তু সত্য বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে অনেক মুহাদ্দীস ও ইমাম হাদীসটিকে 'সহীহ' বা 'হাসান' বলেছেন। হাদীসটি 'সহীহ', এতে কোন সন্দেহ নেই। তারপরেও যেহেতু হাদীসটিকে ভুলবশত কেউ 'যঈফ' বলে ফেলেছেন, তাই একটি উসূল বলে রাখা প্রয়োজন মনে করছি। তা হলোঃ হাদীসের 'সহীহ-যঈফ' নিয়ে মুহাদ্দীস বা ইমামদের মাঝে এখতেলাফ হলে 'সহীহ' হওয়ার মতটিকেই গ্রহণ করা নিরাপদ। কেননা যিনি 'যঈফ' বলেন, শুধু সনদ কে বিচার করেই 'যঈফ' বলেন। আর এ কথা সবার জানা যে, সনদ 'যঈফ' হওয়ার পরেও অনেক সময় অন্য কোন কারণে হদীস সহীহ হতে পারে। একারণে যিনি 'সহীহ' বলেন, হয়তো তিনি হদীসটিকে 'সহীহ' সনদে পেয়েছেন, না হয় তার কাছে এমন কোন প্রমাণ রয়েছে যার ভিত্তিতে তিনি হদীসটিকে 'সহীহ' বা 'হাসান'

বলেন। যেমন লেখকের জাল আখ্যায়িত উল্লেখিত হাদীসটিকে অনেক ইমাম সহীহ ও হাসান বলেছেন। তবে শায়েখ আলবানী রহঃ এটিকে যঈফ বলেছেন। তার এমন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রমাণিত যে, হাদীসটি সহীহ।

নিচে কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস ও ইমামের নাম উল্লেখ করা হলো, যারা হদীসটিকে 'সহীহ' বা 'হাসান' বলেছেন।

১- ইমাম হাকিম আবু আব্দুল্লাহ (রহঃ), তিনি বলেন- হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। **দেখুনঃ** ইমাম হাকিমের আল মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন, হাফেয যাহাবী রহঃ এর তা'লীক সংযুক্ত খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২০৪।

২- হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ), তিনি ইমাম হাকিমের সহীহ বলার সাথে একমত পোষণ করেছেন। **দেখুনঃ** ইমাম হাকিমের আল মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন, হাফেয যাহাবী রহঃ এর তা'লীক সংযুক্ত, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২০৪।

৩- হাফেয মুনযিরী (রহ), তিনি তার 'আত-তারগীব' গ্রন্থে হাদীসটির একটি মারফূ সনদ কে জায়্যিদ (উত্তম) বলেছেন। এবং অপর একটি মারফূ সনদ কে হাসান বলেছেন। **দেখুনঃ** হাফেয মুনযিরী রহঃ 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব মিনাল হাদীসিশ শরীফ', খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১০২ এবং ইমাম মানাবী রহঃ এর "ফয়যুল ক্বদীর", খন্ড-১৪ পৃষ্ঠা-৮৯।

এছাড়াও কট্টর লা-মাযহাবী আলেম শায়খ আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ মোবারকপুরী রহঃ হাফেয মুনযিরী (রহঃ) থেকে নকল বলেন- ইমাম আবু নুআইম এ মর্মে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে জায়্যিদ সনদে (উত্তম সনদে) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সহীহ সনদে হাদীস সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** শায়খ আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ মোবারকপুরী রহঃ এর মিরআতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৭৯।

৪- আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ), তিনি বলেন- হযরত ইবনে আব্বাস ও জাবের (রাঃ) এর হাদীস দুটি উল্লেখিত হদীসটিকে সমর্থন করে। উভয় হদীসই ইমাম আবু নুআইম জায়্যিদ ও হাসান সনদে সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এর মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৩১০।

৫- আল্লামা ইমাম আব্দুর রহমান আস-সাখাভী (রহঃ), তিনি বলেন- এছাড়াও হদীসটি ইমাম আবু নুআইম হুমায়দীর সূত্রে সংকলন করেছেন। হুমায়দী সফিয়ান থেকে, সফিয়ান মানসূর থেকে, মানসূর যুহরী থেকে হদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর সমস্ত রাবীই সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) । এবং এ মর্মে হযরত আবু হুরায়রা (রাদিঃ) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। যা ইমাম ইবনে আদী রহঃ তার কামীল গ্রন্থে সংকলন করেছেন। **হদীসটি হলোঃ**

صلاة في أثر سواك أفضل من خمس وسبعين ركعة بغير سواك

মেসওয়াক করে এক রাকাত নামাজ মেসওয়াক বিহীন ৭৫ রাকাতের চেয়ে উত্তম।

এবং ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) থেকেও এ মর্মে হাদীস বর্ণিত আছে। যা ইমাম আবু নুআইম রহঃ কিতাবুস সিওয়াকে সংকলন করেছেন। **হদীসটি হলোঃ**

لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك.

'মেসওয়াক করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা আমার কাছে মেসওয়াক বিহীন ৭০ রাকাতের চেয়ে অধিক প্রিয়'।

ইমাম সাখাভী (রহঃ), আরো বলেন, হদীসটির সনদ জায়্যিদ (উত্তম)। এছাড়াও হযরত আনাস, জাবের ও ইবনে ওমর (রাদিঃ) থেকেও এ মর্মে হাদীস বর্ণিত আছে। অনুরূপ উম্মে দারদা এবং জুবায়ের ইবনে নুফায়ের থেকে মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন আমি আমার অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ করেছি। আর এ হাদীসগুলো একটি আরেকটিকে সমর্থন দিয়ে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য করে তুলে। এ কারণে হাফেজ যিয়াউদ্দীন মাকদিসী রহঃ তার 'মুখতারা' **(المختارة)** নামক সহীহ হাদীসের গ্রন্থে উল্লেখিত হদীসটি সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** ইমাম সাখাভী রহঃ এর আল মাকাসিদুল হাসানা, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪২৩।

দ্রষ্টব্যঃ ইমাম বায়হকী বলেন- আল্লাহই অধিক জানেন, জুবায়ের ইবনে নুফায়ের থেকে মুরসাল ও মারফূ উভয় সূত্রেই হাদীস বর্ণিত আছে। **দেখুনঃ** ইমাম বায়হকী রহঃ এর সুনানুল কুবরা, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৮,

৬- ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ), তিনি তার 'আল বাদরুল মুনীর' নামক গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রদিঃ) থেকে বর্ণিত উল্লেখিত হদীসটির ৭ টি (সাতটি) সনদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ৩ নং সনদ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

الطريق الثالث: عن سفيان، عن منصور عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك. رواه أبو نعيم عن أبي بكر الطلحي، ثنا سهل بن المرزبان، عن محمد التميمي الفارسي، ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، ثنا سفيان. وهذه الطريق أجود الطرق، فمن الحميدي إلى عائشة أئمة ثقات.

অনুবাদঃ তৃতীয় সূত্রঃ হযরত সুফিয়ানের সূত্রে, সুফিয়ান মানসূর থেকে, মানসূর যুহরী থেকে, যুহরী উরওয়া থেকে, উরওয়া হযরত আয়েশা রদিঃ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। হযরত আয়েশা রদিঃ বলেন- রাসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেছেন, **মিসওয়াক করে দুই রাকাত সালাত আদায় করা, মিসওয়াক বিহীন সত্তর রাকাত সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম।**

হাদীসটি ইমাম আবু নুআইম রহঃ তার উস্তাদ আবু বকর তলাহী থেকে সংকলন করেছেন। আবু বকর তলাহী বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সাহল ইবনে মারযুবান হযরত মুহাম্মদ তামীমী ফারেসী থেকে। মুহাম্মদ তামীমী ফারেসী বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের হুমাইদী। তিনি বলেন- আমার কাছে বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান।

এই সূত্রটি সবচেয়ে উত্তম সূত্র। আর আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের হুমাইদী থেকে নিয়ে হযরত আয়েশা রদিঃ পর্যন্ত সকলেই হাদীসের ইমাম ও নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ) এর 'বাদরুল মুনীর', খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬।

৭- আল্লামা ইসমাঈল ইবনে জারাহী আল-আজলূনী (রহঃ), তিনি বলেন- এবং হদীসটি ইমাম আবু নুআইম রহঃ হুমায়দীর সূত্রে যুহরী থেকে সংকলন করেছেন। এর সমস্ত রাবীই সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) । **দেখুনঃ** আল্লামা ইসমাঈল ইবনে জারাহী আল-আজলূনী রহঃ এর 'কাশফুল খফা', খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৬।

৮- আল্লামা ইবনুল গারাস (রহঃ), তিনি হদীসটি হাসান হওয়ার ব্যাপারে মন্তব্য পেশ করেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা ইসমাঈল ইবনে জারাহী আল- আজলূনীর 'কাশফুল খফা', খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৬ এবং শায়েখ ইবনে উকাইল (রহঃ) এর 'ফাতাওয়া সমগ্র', খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫৭।

৯- আল্লামা ইবনে জিবরীন (রহঃ), তিনি তার "আখসারুল মুখতাসারাত ফিল ফিকহি আলা মাযহাবিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল" নামক গ্রন্থে বলেন- হদীসটির সনদে যদিও কথা রয়েছে, তবে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) একটি ইয়াকিনী সনদে (নিশ্চিন্ত সনদে) হদীসটি সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা ইবনে জিবরীন (রহঃ) এর "আখসারুল মুখতাসারাত ফিল ফিকহি আলা মাযহাবিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল", খন্ড-৫ পৃষ্ঠা-২।

১০- হাফেয নূরুদ্দীন আল-হায়সামী (রহঃ), তিনি তার "মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফওয়ায়েদ" নামক গ্রন্থে বলেন- হদীসটি ইমাম বাযযার রহঃ সংকলন করেন, তার সমস্ত রাবীই 'মাওসূক' (নির্ভযোগ্য)। **দেখুনঃ** হাফেয নূরুদ্দীন আল-হায়সামী (রহঃ) এর "মাজমাউয যাওয়ায়েদ", খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৬৩।

১১- হাফেয ইবনে হাজার আল-হায়সামী মাক্কী (রহঃ), তিনি তার "ফাতহুল ইলাহি" নামক গ্রন্থে বলেন- হাদীসটির সনদ হাসান। এবং "তোহফাতুল মুহতাজ" নামক গ্রন্থে হদীসটির অপর আরেকটি সনদকে তিনি জায়্যিদ বলেছেন। **দেখুনঃ** "ফাতহুল ইলাহি", খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৫৬ এবং তার "তোহফাতুল মুহতাজ", খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৪৯।

১২- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ), তিনি তার "আদ-দুররুল মানসূর" নামক গ্রন্থে হাদীসটির একটি সনদকে জায়্যিদ (উত্তম) বলেছেন। **দেখুনঃ** ইমাম জলালুদ্দীন সুয়ূতী রহঃ এর "আদ দুররুল মানসূর", খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৭৭।

১৩- ইমাম বায়হাকী (রহঃ), তিনি বলেন- হাদীসটির অনেকগুলো সূত্র ও শাহেদ রয়েছে। এগুলোর একটি আরেকটিকে সমর্থন দিয়ে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য করে তুলে। দেখুনঃ আল্লামা শাওকানী রহঃ এর "আল ফাওয়াইদুল মাজমূআহ" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১১ এবং আল্লামা ত্বাহের আল-ফাত্তানীর 'তাজকিরা' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৪।

১৪- আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব আশ-শা'রানী (রহঃ), তিনি তার 'আল-আহূদ' গ্রন্থে হদীসটির একটি সনদকে জায়্যিদ, অপর একটি সনদকে হাসান বলেছেন। অতঃপর বলেন- এ মর্মে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। **দেখুনঃ** আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব আশ-শা'রানী রহঃ এর 'আল-আহূদ' খন্ড-**১** পৃষ্ঠা-৫৯।

১৫- শায়েখ আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইল (রহঃ), তিনি বলেনঃ

ورواه أبو نعيم من حديث الحميدي عن الزهري، ورجاله ثقات. ورواه ابن عدي في «كامله» عن أبي هريرة بلفظ: «ركعتين في إثر سواك أفضل من خمس وسبعين ركعة بغير سواك» . وعند أبي نعيم بسند جيد عن ابن عباس بلفظ: «لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك»

অনুবাদঃ এবং হদীসটি ইমাম আবু নুআইম রহঃ হুমায়দীর সূত্রে যুহরী থেকে সংকলন করেছেন। এর সমস্ত রাবীই সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) । এবং অনুরূপ হাদীস হযরত আবু হুরায়রা (রাদিঃ) থেকে ইমাম ইবনে আদী রহঃ তার কামীল গ্রন্থে সংকলন করেছেন। **হদীসটি হলোঃ**

صلاة في أثر سواك أفضل من خمس وسبعين ركعة بغير سواك

মেসওয়াক করে এক রাকাত নামাজ মেসওয়াক বিহীন ৭৫ রাকাতের চেয়ে উত্তম।

এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) থেকেও এ মর্মে হাদীস বর্ণিত আছে। যা ইমাম আবু নুআইম কিতাবুস সিওয়াকে সংকলন করেছেন। **হদীসটি হলোঃ**

لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك.

'মেসওয়াক করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা আমার কাছে মেসওয়াক বিহীন ৭০ রাকাতের চেয়ে অধিক প্রিয়'।

হদীসটির সনদ জায়্যিদ (উত্তম)। **দেখুনঃ** শায়েখ আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইল (রহঃ) এর 'ফাতাওয়া সমগ্র', খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫৭।

১৬- ইমাম আব্দুর রউফ আল-মুনাভী (রহঃ), তিনি জামেউস সগীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আত-তায়সীরে হাদীসটির একটি সনদ কে হাসান বলেছেন। **দেখুনঃ** ইমাম আব্দুর রউফ আল-মানাবীর 'আত-তায়সীর, খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৬৯।

১৭- আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ), তিনি তার জামে তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তোহফাতুল আহওয়াযী' তে হাদীসটির একটি মারফূ সনদ কে জায়্যিদ (উত্তম) বলেছেন। এবং অপর একটি মারফূ সনদ কে সহীহ বলেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী রহঃ এর 'তোহফাতুল আহওয়াযী শরহে সুনানুত তিরমিযী', ১/১৪৩।

১৮- আল্লামা খতীব আশ-শিরবীনী (রহঃ), তিনি তার 'আল-ইক্বনা' ও 'মুগনীল মহতাজ' গ্রন্থদয়ে হাদীসটির একটি সনদ কে জায়্যিদ (উত্তম) বলেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা খতীব আশ-শিরবীনীর 'আল-ইক্বনা', খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৬ এবং 'মুগনীল মহতাজ' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৫২।

১৯- আল্লামা ঝায়নুদ্দীন আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া (রহঃ), তিনি তার 'আসনাল মাত্বালিব' গ্রন্থে হাদীসটির একটি সনদ কে জায়্যিদ (উত্তম) বলেছেন। **দেখুনঃ** তার লিখিত গ্রন্থ 'আসনাল মাত্বালিব', খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৮৭ এবং 'শরহুল বাহজাহ' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪১৮।

২০- আল্লামা খতীব সুলায়মান আল-বুজায়রিমী (রহঃ), তিনি তার 'বুজায়রিমী' নামক গ্রন্থে হাদীসটির একটি সনদ কে জায়্যিদ (উত্তম) বলেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা সুলায়মান আস-সুওয়ায়ফী এর 'হাশিয়া বুজায়রিমী', খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৯৫।

২১- আল্লামা তক্বীউদ্দীন আবু বকর দিমাশকী (রহঃ), তিনি তার 'কিফায়াতুল আখয়ার ফি হল্লে গয়াতুল ইখতিসার' **গ্রন্থে বলেন-**

رواه أبو نعيم من حديث الحميدي بإسناد كل رجاله ثقات

অনুবাদঃ হাদীসটি ইমাম আবু নুআইম রহঃ হুমায়দীর সূত্রে এমন একটি সনদে সংকলন করেছেন যার সমস্ত রাবীই 'সিকা' (নির্ভযোগ্য)। **দেখুনঃ** আল্লামা তক্বীউদ্দীন দিমাশকীর 'কিফায়াতুল আখয়ার, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৭।

২২- আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কাশেম আন-নজদী (রহঃ), তিনি হাদীসটির একটি সনদ কে জায়্যিদ (উত্তম) বলেছেন। **দেখুনঃ** নজদী রহঃ এর 'হাশিয়াতুর রওজ' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৫১।

২৩- আল্লামা ওয়ালিদ ইবনে রাশেদ সুআঈদান (রহঃ), তিনি তার 'আল-আনজামুয ঝাহিরাত' নামক গ্রন্থে হাদীসটির একটি সনদ কে জায়্যিদ (উত্তম) বলেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা ওয়ালিদ সুআঈদান (রহঃ) এর 'আল-আনজামুয ঝাহিরাত', খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩০।

২৪- আল্লামা রশীদ ইবনে আলী রিজা (রহঃ), তিনি বলেন- হাদীসটির অনেকগুলো সূত্র রয়েছে, এগুলোর একটি আরেকটিকে সমর্থন দিয়ে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য করে তুলে। **দেখুনঃ** আল্লামা রশীদ ইবনে আলী রিজা রহঃ এর "মাজাল্লাতুল মানার" খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৯৩৫।

পাঠক! আশা কারি, আর কোন সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, হাদীসটি সহীহ হওয়ার সপক্ষে এতোগুলো প্রমাণ থাকার পরেও লেখক 'মুযাফফর' কীভাবে পারলেন, সহীহ হাদীসটিকে 'জাল' ট্যাগ লাগিয়ে প্রত্যাখ্যান করতে? এটা নিশ্চয় তার হাদীস বিদ্বেষী মনোভাবকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। এভাবেই কিছু হাদীসবিদ্বেষী সামান্য ইলম নিয়ে যথেষ্ট তাহকীক ছাড়া'ই আল্লাহর রাসূল সাঃ এর অসংখ্য হাদীসকে অস্বীকার করে বসছে। আর তাদের এমন ভুল তাহকীকের অনুসরণ করে অনেক মুসলমান হাদীস বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান যামনায় যেটা উম্মতের জন্য এক মহা আপদ। উপরোক্ত হাদীসটির সমর্থনে আরো অনেক প্রমাণ পেশ করা যাবে। কিন্তু একজন সত্যান্বেষীর জন্য এতটুকু'ই অনেক। তাই বইটি আরো দীর্ঘ করার প্রয়োজন মনে করলাম না। মহান আল্লাহ হাদীস বিদ্বেষীদের কবল থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমীন!

অতঃপর লেখক এ অনুচ্ছেদে তার উল্লেখিত দ্বিতীয় হাদীসটিকেও 'জাল' বলেছেন। কিন্তু হাদীসটি 'জাল' নয়, বরং সহীহ। তার 'জাল' বলার সপক্ষে তিনি যে দলীল পেশ করেন, তা নিতান্ত'ই হাস্যকর এবং বাচ্চাসুলভ। **যেমন তিনি উল্লেখ করেনঃ**

(ب) رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ.

(খ) মিসওয়াক করে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা- মিসওয়াক বিহীন সত্তর রাক'আত ছালাত পড়ার সমান।[৫]

উল্লেখ্য, প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতের অন্যতম প্রবক্তা মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্দালভী প্রণীত 'মুন্তাখাব হাদীস' গ্রন্থে ফযীলত সংক্রান্ত অনেক জাল বা মিথ্যা হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] উক্ত বর্ণনাটি তার অন্যতম।[৭]

তাহক্বীক : বর্ণনাটি জাল।[৮]

(৫) সমান নয়, বরং সঠিক অনুবাদ হবে, **সত্তর রাকাত সালাত পড়ার চেয়ে উত্তম।** বিষয়টি সংশোধনযোগ্য তাই চিহ্নিত করা হরে দেয়া হলো।

(৬) প্রিয় পাঠক! এটা ডাহা মিথ্যা কথা! আল্লামা ইউসুফ কান্দালভী রহঃ প্রণীত 'মুন্তাখাব হাদীস' গ্রন্থে একটি মাত্র জাল বা মিথ্যা হাদীস নেই। এ গ্রন্থের সমস্ত হাদীসই আমরা তাহকীক করেছি, আমলযোগ্য নয় এমন একটি হাদীসও নেই এ কিতাবে। তবে কিছু আমলযোগ্য যঈফ হাদীস রয়েছে। কারণ তার সবগুলোই ফাযায়েল সংক্রান্ত। আর ফাযায়েল সংক্রান্ত যঈফ হাদীস আমলযোগ্য। কিন্তু এ গ্রন্থে জাল বা মিথ্যা হাদীস না থাকার পরেও লেখক কীভাবে পারলেন এতো বড় মিথ্যা অপবাদ রটাতে!! এধরনের মিথ্যা কথা বলা আল্লাহর রাসূল সাঃ এর হাদীস থেকে উম্মতকে বিমুখ করার একটি কূটকৌশল মাত্র। আমাদের তাহকীককৃত নুসখাটি **"আল-মুজতাবা ফি তাহকীকিল আহাদীসিল মুনতাখাবা"** নামে অচিরেই উম্মতের খেদমতে পেশ করা হবে ইনশা-আল্লাহ।

(৭) পাঠক! একটি সু-সাব্যস্ত হাদীসকে যে লোক এতো সহজে 'জাল বা মিথ্যা হাদীসের অন্যতম' বলে দিতে পারে, তাতে কি স্পষ্ট হয় না, আল্লাহর রাসূল সাঃ এর হাদীসের প্রতি তার কতোটা বিদ্বেষ রয়েছে !

(৮) ডাহা মিথ্যা! বরং হাদীসটি সহীহ ও প্রমাণিত। **দেখুনঃ** আদ-দুররুল মানসূর খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৭৭, ফয়জুল কদীর খন্ড-১৪ পৃষ্ঠা-৮৯, মাজমাউয ঝাওয়ায়েদ খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৬৩, কাশফুল খফা খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৮৮, শায়েখ আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনে বাঝ (রহঃ) এর তত্বাবধানে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'মাজাল্লাতুল জামিয়াতিল ইসলামিয়া বিল মাদীনাতিল মুনাও্ওয়ারা' খন্ড-১৭ পৃষ্ঠা-৩০৩, 'তোহফাতুল আহওয়াযী শরহে সুনানুত তিরমিযী' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৪৩, 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব মিনাল হাদীসিশ শরীফ', খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১০২। আল-আহূদ খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৬, মাকাসিদুল হাসানা, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪২৩, 'আল-বাদরুল মুনীর', খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬। ইত্যাদি।

হাদীসটি যে, সহীহ ও প্রমাণিত এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হাদীস বিদ্বেষীরা সর্বদা একটি চোখ বন্ধ রাখে, যে কারণে সত্য উপলব্ধি করতে পারে না।

লেখক হাদীসটিকে জাল প্রমাণ করতে তিনটি অভিযোগ করেছেন। একে একে আমি সেগুলো তুলে ধরবো। **এক- তিনি বলেনঃ**

ইমাম বাযযার বলেন, এর সনদে মু'আবিয়া নামে একজন রাবী রয়েছে। সে ছাড়া আর কেউ এই হাদীছ বর্ণনা করেনি।(৯)

(৯) প্রথমত কথা হলো, শুধু এই দোষের কারণে 'জাল' তো হওয়া দূরের কথা, হাদীস যঈফও হয় না। কোন হাদীস শুধু একজন রাবী বর্ণনা করলে তা জাল হয়ে যাবে, এমন কথা পৃথিবীর কোন মুহাদ্দিসও বলেননি। যদি এ কারণে লেখক হাদীসটিকে জাল বলে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন, তাহলে কি তিনি সেই একই কারণে সহীহ বুখারীর ১ নম্বর হাদীসটিকেও জাল বলে অস্বীকার করবেন? সেটিও তো শুধু একজন রাবী থেকেই বর্ণিত। অথচ লেখক কখনই সেটিকে জাল বলবেন না। কারণ লেখকের ভালোই জানা আছে, ঐ হাদীসকে জাল বললে, সহীহ হাদীসের আড়ালে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। পাঠক! এটি যে, অমূলক ও ভ্রান্ত অভিযোগ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতএব লেখক হাদীসটিকে জাল বলার সমর্থনে একথা উল্লেখ করে নিজেই নিজেকে লজ্জিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত, এখানে ইমাম বাযযার রহঃ এর নামে তার বক্তব্য বিকৃতি করা হয়েছে। ইমাম বাযযার রহঃ কোথাও এমন দাবি করেননি যে, মু'আবিয়া ছাড়া আর কেউ এই হাদীছ বর্ণনা করেনি। **এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম বাযযার রহঃ যা বলেছেন তা হলোঃ**

وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا معاوية بن يحيى

অর্থঃ এই হাদীস মু'আবিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছে কি না, তা আমি জানি না। **দেখুনঃ** আল-বাহরুয যাখ্খার খন্ড-১৮ পৃষ্ঠা- ১৪৬।

পাঠক! বুঝতেই পারছেন, এ কথা বলা যে, **"কেউ এই হাদীছ বর্ণনা করেনি"** আর এ কথা যে, **"অন্য কেউ বর্ণনা করেছে কি না, তা আমি জানি না।"** এ দুইয়ের মাঝে অনেক তফাত রয়েছে। তা জানা সত্ত্বেও লেখক কেন ইমাম বাযযার রহঃ এর মন্তব্যের সঠিক অনুবাদ করলেন না ? তিনি এখানে ইমাম বাযযার রহঃ এর তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করেছেন। তাতে কোন সমস্যা হতো না, যদি ইমাম বাযযার রহঃ যা বুঝিয়েছেন, তিনি তা'ই বুঝতেন। আমি জানি না, লেখক আরবী ভাষা ভালোভাবে শিখেছেন কি না! যদি শিখে থাকেন, তাহলে হয়তো তিনি এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুটা বিকৃতি ঘটিয়ে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর যদি আরবী ভাষা ভালোভাবে না শিখে থাকেন, তাহলে হয়তো তিনি ইমাম বাযযার রহঃ এর মন্তব্যের অর্থ বুঝতে ভুল করেছেন। আশা করি লেখক আগামীতে ভুলটি সংশোধন করে নিবেন।

এবার চলুন, ইমাম বাযযার রহঃ এর মন্তব্য সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করি। হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বাযযার রহঃ বলেন-

وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا معاوية بن يحيى

অর্থঃ এই হাদীস মু'আবিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছে কি না, তা আমি জানি না। **দেখুনঃ** আল-বাহরুয যাখ্খার খন্ড-১৮ পৃষ্ঠা- ১৪৬।

পাঠক! বিজ্ঞজনেরা এভাবেই মন্তব্য করেন যে, "**আমি জানি না।**" এভাবেই মন্তব্য করা সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ, হতে পারে আমি জানি না, কিন্তু অন্য কেউ তো জানতে পারে।

অতএব এ ধরনের কিছু অজানা থাকলে, তার মন্তব্য করতে গিয়ে **“আমি জানি না।”** বলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এটা দোষের কিছু নয়। পক্ষান্তরে কেউ চেষ্টা করার পরেও জানতে না পারলে, যদি এভাবে মন্তব্য করে যে, **“এটা নেই”** বা **“কেউ বর্ণনা করেনি”,** তাহলে সেটা ভুল হয়ে যাবে। কারণ আপনার গবেষণায় আপনি পাননি, তাই বলে যে, একেবারেই নাই হয়ে যাবে, এমনতো না। বরং অন্য কারো গবেষণায় সেটা উন্মোচন হয়ে যেতে পারে! তখন আপনার এ মন্তব্য মূল্যহীন ও মিথ্যা হয়ে যাবে। অতএব **“আমি জানি না।”** বা **“আমি পাইনি”** বলে মন্তব্য করাই খুব নিরাপদ। আলহামদুল্লিাহ! ইমাম বাযযার রহঃও ঠিক এই মূলনীতী অনুসরণ করে নিরাপদ রয়েছেন।

মহান আল্লাহ ইমাম বাযযার রহঃ কে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন! সত্য যে, হাদীসটি **মুআবিয়া** ছাড়াও অন্যান্য রাবীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মুআবিয়া তো রয়েছে হযরত আয়েশা রদিঃ থেকে বর্ণিত হাদীসটির সনদে, আর হাদীসটি শুধু হযরত আয়েশা রদিঃ না, অন্যান্য সাহাবীদের থেকেও বর্ণিত আছে, আলহামদুল্লিাহ!

এর প্রমাণসরূপ আমি হাদীসটি এমন একটি সনদে উল্লেখ করে দেখাচ্ছি, যে সনদে **‘মুআবিয়া’** নামক কোন রাবী নেই।

حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال: الوضوء شطر الأيمان، والسواك شطر الوضوء، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ركعتان يستاك فيهما العبد أفضل من سبعين ركعة لا يستاك فيها.

অনুবাদঃ ইমাম আবু বকর ইবনে আবু শাইবা রহঃ বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওয়াকী’, তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান ইবনে আমর আওযাঈ, তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হিসান ইবনে আত্বিয়্যা থেকে।

হিসান ইবনে আত্বিয়্যা বলেন- **...এমন দুই রাকাত সলাত, যা কোন বান্দা মেসওয়াক করে আদায় করে, তা মেসওয়াক বিহীন সত্তর রাকাত সলাত আদায় করার চেয়ে উত্তম।** দেখুনঃ মুসান্নাফে ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং- **১৮১৪।**

লক্ষ্য করুন, এ সনদে 'মুআবিয়া' নামক কোন রাবী নেই। এবং এর সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য ও বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর হিসান ইবনে আত্বিয়্যা এটি মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব স্পষ্ট যে, লেখক ইমাম বাযযার রহঃ এর মন্তব্য বিকৃতি ঘটিয়েও কোনরকম সফল হতে পারলেন না।

তিনি হাদীসটিকে জাল প্রমাণিত করতে তিনটি ঠুনকো অভিযোগ করেছেন। এর মধ্যে একটি ছিল, **"এর সনদে মু'আবিয়া নামে একজন রাবী রয়েছে। সে ছাড়া আর কেউ এই হাদীছ বর্ণনা করেনি।"** এ কথা যে, একেবারেই মিথ্যা তা ইতোমধ্যে আপনার সামনে স্পষ্ট হয়েছে। এবার দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করি। **লেখকের দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, তিনি বলেনঃ**

ইবনু হাজার আসক্কালানী তাকে যঈফ বলেছেন।(১০)

(১০) **প্রথমত কথা হলো,** সনদের রাবী 'যঈফ' হলে হাদীস 'জাল' হয় না। একথা অজানা নয়। অতএব হাদীসকে 'জাল' প্রমাণ করতে এমন অভিযোগ নিতান্তই বাচ্চাসুলভ ও অনর্থক। এবং অনেক বড় খেয়ানতও বটে।

দ্বিতীয়ত, ইবনু হাজার আসক্কালানী রহঃ তাকে অর্থাৎ মুআবিয়াকে 'যঈফ' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুআবিয়া একজন সত্যবাদী রাবী। তবে তাকে 'যঈফ' বলার একটি কারণ রয়েছে, তা হলোঃ এক সময় তার মেধাশক্তি কমে যায়। এমতাবস্থায় যখন তিনি কিতাব দেখে হাদীস বর্ণনা করতেন, তা সঠিক থেকে যায়। কিন্তু যখন মুখস্থ বর্ণনা করতেন, তখন তার কিছু ভুল হয়ে যেত। তার এ ধরনের ভুলের কারণে অনেকে তাকে যঈফ বলেছেন। যেমন ইমাম বুখারী রহঃ তার "তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে বলেন-

روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من كتاب، وروى عنه عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه.

অর্থঃ মুআবিয়া থেকে হাকল ইবনে যিয়াদ বেশকিছু সঠিক (সহীহ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর এগুলো ছিল তার কিতাব দেখে দেখে বর্ণনাকৃত হাদীস। এবং ঈসা ইবনে ইউনুস ও

ইসহাক ইবনে সুলায়মান তার থেকে কিছু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন, এগুলো ছিল তার মুখস্থ বর্ণনাকৃত হাদীস।

দেখুনঃ ইমাম বুখারীর "তারীখুল কাবীর" খন্ড- ৭ পৃষ্ঠা- **১১৫**, ইমাম যাহাবীর "মীযানুল ই'তিদাল" খন্ড- ৩ পৃষ্ঠা- ৯২, অনুরূপ কথা **আব্দুর রহমান** তার পিতা থেকেও বর্ণনা করেছেন। **দেখুনঃ** ইমাম হানযালীর "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" খন্ড- **১৭** পৃষ্ঠা- ২৪০।

এবং ইমাম ইবনে খারাশ রহঃ বলেন-

رواية الهقل عنه صحيحة، ورواية إسحاق الراوي عنه مقلوبة.

অর্থঃ মুআবিয়া থেকে হাকলের বর্ণনাকৃত হাদীসগুলো সহীহ। এবং তার থেকে ইসহাকের বর্ণনাকৃত হাদীসগুলোতে ওলোট-পালট রয়েছে। **দেখুনঃ** ইবনু হাজার আসক্কালানীর "তাহযীবুত তাহযীব" খন্ড- ৯ পৃষ্ঠা- ১৫৭।

এবং ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ বলেন-

كان يشتري الكتب ويحدث بها ثم تغير حفظه فكان يحدث بالوهم

অর্থঃ মুআবিয়া কিতাব ক্রয় করে তা থেকে দেখে দেখে হাদীস বর্ণনা করতেন। যখন তার মেধাশক্তি কমে যায়, তখন হাদীস মুখস্থ বর্ণনা করলে, ভুল করে ফেলতেন। **দেখুনঃ** "তাহযীবুত তাহযীব" খন্ড- ৯ পৃষ্ঠা- ১৫৭।

পাঠক! আশা করি, আপনার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুআবিয়া কেন যঈফ। আর এটাও পরিষ্কার যে, হাদীসটি বর্ণনায় তিনি ভুল করেননি। কারণ, তিনি যদি এতে ভুল করতেন তাহলে অবশ্যই তার ও অন্য সনদে বর্ণিত হাদীসটির মধ্যে অর্থগতভাবে পার্থক্য থাকতো। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্য সনদে আর তার সনদে বর্ণিত হাদীসটির মধ্যে অর্থগতভাবে কোন পার্থক্য নেই। অতএব মুআবিয়ার এ দুর্বলতা হাদীসটি সহীহ হওয়াকে বাধাগ্রস্থ করছে না। তাছাড়া হাদীসটি অন্যান্য সহীহ সনদেই বর্ণিত আছে। আর কোন হাদীসের একাধিক সনদ থাকলে, তার যেকোন একটি সনদ সহীহ হলেই যথেষ্ট। অন্য যঈফ সনদের দিকে তাকানোর কোন প্রয়োজন নেই।

লেখক হাদীসটিকে জাল ট্যাগ লাগিয়ে অস্বীকার করেছেন। এতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু কথা হলো, কোন হাদীসকে জাল বলতে হলে হাদীসটি দুই অবস্থার যেকোন একটি হতেই হবে। ১) হয়তো হাদীসটি এমন হবে যে, তার কোন সনদ নেই। ২) অথবা তার কোন সনদ পাওয়া গেলে, সেটিতে মিথ্যুক রাবী থাকতে হবে। অথচ এই হাদীস উক্ত দুই অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এক তো, এটির একাধিক সনদ রয়েছে। দুই, এর সনদে কোন মিথ্যুক রাবী নেই। তাহলে লেখক কোন মূলনীতিতে হাদীসটিকে 'জাল' ট্যাগ লাগালেন? এর উত্তর হয়তো পৃথিবীর কোন মুহাদ্দিসের জানা নেই। আশা করি, লেখক কোন মূলনীতিতে হাদীসটিকে 'জাল' বলেছেন, তা জানিয়ে বাধিত করবেন। অন্যথায় সংশোধন করে নিবেন। **সত্য গ্রহণে কোন লজ্জা নেই।**

হাদীসটিকে জাল বানাতে লেখকের তৃতীয় অভিযোগ। **তিনি বলেনঃ**

এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু ওমর নামে আরেকজন রাবী রয়েছে। সে মিথ্যুক।(১১)

(১১) এটি একেবারেই মিথ্যে কথা! এই সনদে কোন মিথ্যুক থাকা তো দূরের কথা, **'মুহাম্মাদ ইবনু ওমর'** নামেও কোন রাবী নেই। লেখক হাদীসটি উল্লেখ করে ছয় নম্বর টীকা কায়েম করেছেন। অতঃপর এর দুটি রেফান্সে দিয়েছেন। রেফান্সে দুটি হলোঃ

[6]. **মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/১৮০৩** এবং **মুসনাদে বাযযার ১/২৪৪ পৃঃ।**

তার রেফান্সেকৃত এ দুই কিতাবে হাদীসটি দুটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিতেই **'মুহাম্মাদ ইবনু ওমর'** নামক রাবী নেই। বিষয়টি নিশ্চিত করতে, সনদ দুটি উল্লেখ করে দেখানোর প্রয়োজন মনে করছি।

প্রথমটি হলো, **মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/১৮০৩।**

حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال: الوضوء شطر الأيمان، والسواك شطر الوضوء، ولولا أن أشق

على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ركعتان يستاك فيهما العبد أفضل من سبعين ركعة لا يستاك فيها.

অনুবাদঃ ইমাম আবু বকর ইবনে আবু শাইবা রহঃ বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওয়াকী', তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান ইবনে আমর আওযাঈ, তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হিসান ইবনে উতাইয়্যা থেকে।

হিসান ইবনে আত্বিয়্যা বলেন- **...এমন দুই রাকাত সলাত, যা কোন বান্দা মেসওয়াক করে আদায় করে, তা মেসওয়াক বিহীন সত্তর রাকাত সলাত আদায় করার চেয়ে উত্তম।** দেখুনঃ মুসান্নাফে ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং- **১৮১৪।**

লক্ষ্য করুন, এ সনদে **'মুহাম্মাদ ইবনু ওমর'** নামক কোন রাবী নেই। এবং এর সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য ও বুখারী-মুসলিমের রাবী।

দ্বিতীয়টি হলো, **মুসনাদে বাযযার ১/২৪৪ পৃঃ।**

حدثنا به إدريس بن يحيى، قالَ: حَدَّثَنا محمد بن الحسن الواسطي، قالَ: حَدَّثَنا معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.

অনুবাদঃ আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইদ্রিস ইবনে ইয়াহইয়া, তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে হাসান ওয়াসেতী, তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুআবিয়া ইবনে ইয়াহইয়া, তিনি বর্ণনা করেছেন যুহরী থেকে, যুহরী বর্ণনা করেছেন উরওয়া থেকে, উরওয়া বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা রদিঃ থেকে। **আয়েশা রদিঃ বলেনঃ**

মেসওয়াক করে দুই রাকাত সলাত আদায় করা মেসওয়াক বিহীন সত্তর রাকাত সলাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। দেখুনঃ বাহরুয যাখ্খার-১৮/১৪৬।

পাঠক! নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে, লেখকের রেফান্সেকৃত দুই সনদের কোনটিতেই **'মুহাম্মাদ ইবনু ওমর'** নামক কোন রাবী নেই। যে সনদে **'মুহাম্মাদ ইবনু ওমর'** নামক কোন রাবী'ই নেই।

সেখানে উক্ত রাবীর নাম উল্লেখ করে, উক্ত সনদের সহীহ হাদীসটিকে কারচুপি করে কীভাবে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন। তা আপনার সামনে এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। অতএব এভাবে মিথ্যা রেফারেন্স দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করে সহীহ হাদীসকে জাল বানানো এবং মানুষকে ধোঁকা দিয়ে হাদীস বিদ্বেষী বানানোর কোন মানে'ই হয় না !

হাদীসটি হযরত আয়েশা ছাড়াও হুবহু একই শব্দে হযরত জাবের, আবু হুরায়রা ও উম্মে দারদা বর্ণনা করেছেন। এবং কিছুটা ভিন্ন শব্দে হযরত ইবনে আব্বাস ও জুবায়ের ইবনে নুফায়ের বর্ণনা করেছেন। আর তাবেয়ী হিসান ইবনে আত্বিয়্যা হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাদের হাদীসগুলোও নিম্নে উল্লেখ করে দিলাম।

হযরত জাবের রাঃ এর হাদীস

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك. رواه أبو نعيم أيضا بإسناد صحيح.

অনুবাদঃ হযরত জাবের রদিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, **মেসওয়াক করে দুই রাকাত সলাত আদায় করা মেসওয়াক বিহীন সত্তর রাকাত সলাত আদায় করার চেয়ে উত্তম।** হাদীসটি ইমাম আবু নুআইম সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** 'তোহফাতুল আহওয়াযী শরহে সুনানুত তিরমিযী' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৪৩।

হযরত আবু দারদা রাঃ এর হাদীস

وعن أم الدرداء مرفوعا: ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك. رواه الدارقطني فى الأفراد. ورجاله موثوقون. كشف الخفاء (٤٣٥/١)

অনুবাদঃ হযরত উম্মে দারদা রদিঃ বলেন- রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, **মেসওয়াক করে দুই রাকাত সলাত আদায় করা মেসওয়াক বিহীন সত্তর রাকাত সলাত আদায় করার চেয়ে উত্তম।** হাদীসটি ইমাম দারাকুতনী রহঃ তার "আফরাদ" নামক গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এর সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** 'কাশফুল খফা' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪৩৫,

হযরত আবু হুরাইরা রাঃ এর হাদীস

وعن أبى هريرة مرفوعا: ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك. أخرجه الديلمى (٣٢٣٦) الحديث صحيح لغيره.

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরাইরা রদিঃ বলেন- রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, **মেসওয়াক করে দুই রাকাত সলাত আদায় করা মেসওয়াক বিহীন সত্তর রাকাত সলাত আদায় করার চেয়ে উত্তম।** হাদীসটি ইমাম দায়লামী রহঃ সংকলন করেছেন। হাদীসটি সহীহ। **দেখুনঃ** 'ফিরদাউস' হাদীস নং ৩২৩৬,

হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের রাঃ এর হাদীস

وعن جبير بن نفير مرفوعا: صلاة بعد سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك. رواه الديلمى (٣٧٣٥) الحديث صحيح لغيره.

অনুবাদঃ হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের রদিঃ বলেন- রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, **মেসওয়াক করে সলাত আদায় করা মেসওয়াক না করে ৭৫ রাকাত সলাত আদায় করার চেয়ে উত্তম।** হাদীসটি ইমাম দায়লামী রহঃ সংকলন করেছেন। হাদীসটি সহীহ। **দেখুনঃ** 'মুসনাদুল ফিরদাউস' হাদীস নং ৩৭৩৫,

হযরত হিসান ইবনে আত্বিয়্যা রহঃ এর হাদীস

وعن حسان بن عطية مرسلا: ركعتان يستاك فيهما العبد أفضل من سبعين ركعة لا يستاك فيه. رواه ابن أبي شيبة رقم (١٨١٤) ولفظ ابن المبارك: ركعتان يركعهما العبد وقد استن فيهما أفضل من سبعين ركعة لم يستن فيها. كتاب الزهد لابن المبارك رقم (١٢٢٦) الحديث صحيح لغيره.

হিসান ইবনে আত্বিয়্যা মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, **এমন দুই রাকাত সলাত, যা কোন বান্দা মেসওয়াক করে আদায় করে, তা মেসওয়াক বিহীন সত্তর রাকাত সলাত আদায় করার চেয়ে উত্তম।** হাদীসটি সংকলন করেন ইমাম ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং- **১৮১৪**, আর ইমাম ইবনে মোবারক হাদীসটি এভাবে সংকলন করেনঃ **এমন দুই রাকাত সলাত, যা কোন বান্দা মেসওয়াক করে আদায় করে, তা ঐ সত্তর রাকাত সলাতের চেয়ে উত্তম, যাতে সে মেসওয়াক করেনি।** ইমাম ইবনে মোবারক রহঃ এর "কিতাবুয যুহুদ" হাদীস নং- **১২২৬**, হাদীসটি সহীহ।

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর হাদীস

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلى من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد.

এবং হযরত ইবনে আব্বাস রদিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, **মেসওয়াক করে দুই রাকাত সলাত আদায় করা, আমার কাছে মেসওয়াক বিহীন সত্তর রাকাত সলাত আদায় করার চেয়ে প্রিয়।** হাদীসটি ইমাম আবু নুআইম কিতাবুস সিওয়াকে জায়্যিদ সনদে (উত্তম সনদে) সংকলন করেছেন।

এর সনদ জায়্যিদ। **দেখুনঃ** 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব মিনাল হাদীসিশ শরীফ', খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১০২, কাশফুল খফা খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪৩৬, মাকাসিদুল হাসানা খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪২৪, হাশিয়াতুর রওজ খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৫১, আল-আহূদ খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫৯, আল-আনজামুয ঝাহিরাত খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩০, শায়েখ আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনে বাঝ (রহঃ) এর তত্বাবধানে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'মাজাল্লাতুল জামিয়াতিল ইসলামিয়া বিল মাদীনাতিল মুনাও্ওয়ারা' খন্ড-১৭ পৃষ্ঠা-৩০৩, তোহফাতুল আহওয়াযী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৪৩।

প্রিয় পাঠক! একটু ভাবুন তো, রাসূল সাঃ থেকে সুপ্রমাণিত কোন হাদীসকে অস্বীকার করা একজন মুসলমানের জন্য উচিৎ হবে কি! অতএব আমি লেখক **'মুযাফফর বিন মুহসিন' দাঃ বাঃ** এর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাবো যে, গোড়ামী ছেড়ে তার এ ভ্রান্ত মত যেন তিনি পরিহার করে নেন। এতে তিনি ও তার অনুসারী সকলেই নিরাপদ থাকবেন।

পাঠক! মেসওয়াকের এই ফযীলত সম্পর্কে অনেক তথ্য ও প্রমাণ রয়েছে। যেগুলোর মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করেছি। আরও অনেক তথ্য-প্রমাণ ছেড়ে দিয়েছি শুধু এই ভয়ে যে, বইটি লম্বা হয়ে যাবে। আর বাস্তব কথা হলো, যে সরল পথ গ্রহণ করতে চায়, তার জন্য অল্পই যথেষ্ট। আর যে নিজের গোরামীকেই প্রাধান্য দেয়, তার সামনে হাজারো দলীল-প্রমাণ পেশ করুন না কেন, সে কোন না কোন অজুহাত খাড়া করবেই। অতএব আমি আর আলোচনা দীর্ঘ করবো না, তবে শেষ করার আগে এ হাদীস সম্পর্কে দুজন মহামনিষীর মন্তব্য উল্লেখ করে দেয়ার প্রয়োজন মনে করছি।

হাদীসটির মর্ম সম্পর্কে **ইমাম মুনাভী রহঃ বলেন-**

الظاهر أن السبعين للتكثير وأن المراد أن الصلاة بسواك أفضل منها بدونه بكثير قال ابن عبد البر: فضل السواك مجمع عليه والصلاة بعد السواك أفضل منها قبله بلا خلاف. فيض القدير للمناوي (١٥ / ٥٨)

অনুবাদঃ স্পষ্ট যে, সত্তর দ্বারা হাদীসটিতে অধিক সওয়াব বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য হলো, মেসওয়াক করে সলাত আদায় করা, মেসওয়াক না করে সলাত আদায় করার চেয়ে অনেক বেশী সওয়াব।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহঃ বলেন- মেসওয়াকের ফযীলত সম্পর্কে উলামাদের ঐক্যমত রয়েছে। মেসওয়াক করে সলাত আদায় করা, মেসওয়াক না করে সলাত আদায় করার চেয়ে অনেক ফযীলতপূর্ণ, এতে কোন দ্বিমত নেই।

দেখুনঃ ফয়জুল ক্বদীর খন্ড- **১৫/৫৭,** মহান আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফীক দান করুন এবং হাদীস বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের কবল থেকে হেফাযত করন, আমীন!

অতঃপর লেখক তৃতীয় নম্বরে হযরত যায়েদ রদিঃ এর একটি হাদীস উল্লেখ করে বিনা দলীল/প্রমাণে যঈফ বলেছেন। অথচ এর সনদে কোন সমস্যা নেই। **যেমন তিনি বলেনঃ**

(ج) عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ρ يَخْرُجُ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ حَتَّى يَسْتَاكَ.

(গ) যায়েদ ইবনু খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, মিসওয়াক না করে রাসূল (ছাঃ) কোন ছালাতের জন্য বাড়ী থেকে বের হতেন না।

তাহক্বীক : বর্ণনাটি যঈফ।(১২)

(১২) এটি তার মিথ্যা তাহক্বীক, বরং বর্ণনাটি সহীহ। লেখক হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, কিন্তু কেন যঈফ তার কোন কারণ উল্লেখ করেননি। আর উসূলের দাবী এই যে, কোন হাদীসকে যঈফ বলতে হলে অবশ্যই তার গ্রহণযোগ্য কারণ থাকতে হবে। অন্যথায় এ মন্তব্য কিছুতেই গৃহিত হবে না। মূলত লেখক এখানে আলবানীর তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করেছেন। আলবানীও তার "যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব" গ্রন্থে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, কিন্তু এর কোন কারণ উল্লেখ করেননি। অতএব এ মন্তব্যের কোন মূল্য নেই। আর প্রমাণবিহীন কোন হাদীসকে অস্বীকার করা বা এব্যাপারে কারো তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করা কিছুতেই জায়েয হবে না। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, আলবানী যেই গ্রন্থে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, স্বয়ং সেই "আত-তারগীব ওয়াত তারহীব" গ্রন্থের মুসান্নেফ **আল্লামা ইমাম হাফেয মুনযিরী রহঃ** নিজেই এর সনদের নির্ভরযোগ্যতার পক্ষে মন্তব্য করেছেন। হাদীসটি সুপ্রমাণিত, এতে কোন সন্দেহ নেই। এবং এর সপক্ষে অনেক প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং হাদীস বিদ্বেষীদের থেকে সাবধান!

এটিকে যারা সহীহ বা হাসান বলেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেনঃ

১- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ), তিনি তার "দুররুল মানসূর" গ্রন্থে বলেন-

وأخرج الطبراني بسند حسن

অনুবাদঃ **হাদীসটি ইমাম ত্বাবরানী হাসান সনদে সংকলন করেছেন।** দেখুনঃ ইমাম জলালুদ্দীন সুয়ূতী রহঃ এর "আদ দুররুল মানসূর", খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৭৮।

২- হাফেয নূরুদ্দীন আল-হায়সামী (রহঃ), তিনি তার "মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ" নামক গ্রন্থে বলেন-

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.

অনুবাদঃ **হাদীসটি ইমাম ত্বাবরানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে সংকলন করেন, তার সমস্ত রাবীই 'মাওসূক' (নির্ভযোগ্য)।** দেখুনঃ হাফেয নূরুদ্দীন আল-হায়সামী (রহঃ) এর "মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ", খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৬৬।

৩- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী আশ-শামী (রহঃ), দেখুনঃ তার "সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ", খন্ড-৮ পৃষ্ঠা-১০২।

৪- হাফেয মুনযিরী (রহ), তিনি তার 'আত-তারগীব' গ্রন্থে বলেন-

رواه الطبراني باسناد لا بأس به

অনুবাদঃ **হদীসটি ইমাম ত্বাবরানী এমন সনদে সংকলন করেন যার কোন ত্রুটি নেই।** দেখুনঃ হাফেয মুনযিরী রহঃ এর 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১০১।

৫- কথিত আছে, আলবানী রহঃ ও হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তবে তিনি কোন কিতাবে বলেছেন তা আমার নযরে পড়েনি। **দেখুনঃ** 'তাফরীগু সুনানি ইয়াওমিয়্যা' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১১,

৬- আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানী (রহ), তিনি 'ই'লাউস সুনান' গ্রন্থে বলেন-

رواه الطبراني باسناد لا بأس به

অনুবাদঃ **হদীসটি ইমাম ত্বাবরানী এমন সনদে সংকলন করেন যার কোন ত্রুটি নেই।** দেখুনঃ 'ই'লাউস সুনান' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৯১।

পাঠক! স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, হাদীসটি হাসান/সহীহ। আর হাদীস বিরোধীরা হাদীসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, এটাই তাদের কাজ। অতএব তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে দূরে থাকতে হবে।

অতঃপর লেখক চতুর্থ নম্বরে হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিঃ এর একটি হাদীস উল্লেখ করে যঈফ বলেছেন। তা নিম্নরূপঃ

(د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِى السِّوَاكِ عَشْرُ خِصَالٍ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَعَالَى وَمَسْخَطَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَمَفْرَحَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ جَيِّدٌ لِلَّثَةِ وَيُذْهِبُ بِالْحَفْرِ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَيُطَيِّبُ الْفَمَ وَيُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَيَزِيْدُ فِى الْحَسَنَاتِ.

(ঘ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মিসওয়াকের ১০টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (১) মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি (২) শয়তানের অসন্তুষ্টি (৩) ফেরেশতাদের জন্য আনন্দ (৪) আলজিভের সৌন্দর্য (৫) দাঁতের আবরণ দূর করে (৬) চোখকে জ্যোতিময় করে (৭) মুখকে পবিত্র করে (৮) কফ হ্রাস করে (৯) এটি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত (১০) নেকী বৃদ্ধি করে।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি নিতান্তই যঈফ। ইমাম দারাকুৎনী হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন, মু'আল্লা ইবনু মাঈন[১৩] দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী।[১৪]

(১৩) এখানে মু'আল্লা ইবনু **"মাঈন"** হবে না, বরং মু'আল্লা ইবনু **"মায়মূন"** হবে। মূলত এটি টাইপিং এর ভুল। সংশোধনযোগ্য তাই চিহ্নিত করে দিলাম।

(১৪) **"মু'আল্লা ইবনু "মায়মূন"** কে কেউ "যঈফ" কেউ "মাতরূক" বলেছেন। কিন্তু যারা তাকে "যঈফ" বা "মাতরূক" বলেছেন, তাদের কারো থেকে এটা জানা যায় না যে, তিনি কেন "যঈফ" বা "মাতরূক"? তবে ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ এর মন্তব্য থেকে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন সত্যবাদী রাবী। সমস্যা হলো, তার মুখস্থ শক্তি তেমন প্রখর ছিল না। তিনি কখনো পান্ডুলিপি দেখে হাদীস বলতেন, আর কখনো মুখস্থ বলতেন। ফলে তিনি যখন মুখস্থ বলতেন, তখন কিছুটা খলত-মলত বা ভুল হয়ে যেত। আর মুহাদ্দিসীনে কেরাম ছিলেন খুব সতর্ক। তার এ ত্রুটির কারণে অনেকে তার হাদীস সংকলন করেননি। এ ত্রুটি থেকে তাকে "যঈফ" বা "মাতরূক" বলা হয়েছে। ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ তার নির্ভরযোগ্য রাবীদের নিয়ে সংকলিত বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুস

সিকাত” গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য রাবী হিসেবে তাকে উল্লেখ করেছেন। এখানে ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ **‘মু‘আল্লা ইবনু মায়মূন’** এর ত্রুটি সম্পর্কে বলেন-

يخطىء إذا حدث من حفظه

‘মু‘আল্লা ইবনু মায়মূন’ যখন হাদীস মুখস্থ বলতেন, তখন ভুল করে ফেলতেন। দেখুনঃ কিতাবুস সিকাত, খন্ড-৭ পষ্ঠা-২০০।

এখন উল্লেখিত হাদীসটি কি তার মুখস্থ বর্ণনা করা নাকি পান্ডুলিপি দেখে বর্ণনা করা, তা কিন্তু সন্দিহান। আর একটি সন্দিহান হাদীসকে যঈফ বলাটাই স্বাভাবিক। তবে হাদীসটির আলোচনাগুলো যদি একটু গভীরভাবে ভাবা যায়, তাহলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তা প্রমাণিত। চলুন আমরা এবার হাদীসটির বিষয়-বস্তুগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করে দেখি।

প্রথমে মনে রাখতে হবে, এটি একটি মাওকূফ বর্ণনা। অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিঃ এটি নিজের মতো করে বর্ণনা করেছেন, এখানে তিনি বলেননি যে, রাসূল সাঃ বলেছেন। অনেক সময় সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাঃ এর একাধিক বক্তব্য একসাথে নিজের মতো করে বর্ণনা করেন, আবার অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাঃ এর একটি বক্তব্য একাধিক মানুষের কাছে একাধিক জায়গায় নিজের মতো করে বর্ণনা করেন। এ ধরনের হাদীসকে মাওকূফ বর্ণনা বলে। কোন হাদীস যদি নিজ সনদে সহীহ না হয়, আর সেটা যদি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়, অথাবা হাদীসটি শুধু একটি যঈফ সনদেই বর্ণিত, কিন্তু এর অংশগুলো বিভিন্ন সহীহ সনদে পাওয়া যায়। এ দু’অবস্থতেই হাদীস প্রমাণিত ও দলীলযোগ্য। আমরা এবার হাদীসটির বিষয়-বস্তু ও অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। **হাদীসটির আরবী হলোঃ**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي السِّوَاكِ عَشْرُ خِصَالٍ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَعَالَى، وَمَسْخَطَةٌ لِلشَّيْطَانِ، وَمَفْرَحَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ، جَيِّدٌ لِلِّثَةِ، وَيُذْهِبُ بِالْحَفْرِ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُطَيِّبُ الْفَمَ، وَيُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ، وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ، وَيَزِيْدُ فِي الْحَسَنَاتِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মিসওয়াকের ১০টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

(১) مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَعَالَى **মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি।** এ অংশ সহীহ সনদে প্রমাণিত। এর আলোচনা লেখকের উল্লেখিত পরবর্তি হাদীসে আসবে।

(২) وَمَسْخَطَةٌ لِلشَّيْطَانِ **শয়তানের অসন্তুষ্টি।** মেসওয়াক করা ঐক্যমতে একটি সুন্নত আমল। আর সুন্নত মানেই নেক আমল। এটা সত্য যে, নেক আমলে মহান আল্লাহ রাজী হন আর শয়তান বেরাজ। এছাড়াও এ অংশ আরো অন্যান্য সনদে বর্ণিত আছে। অতএব তা অস্বীকার করবেন কীভবে!

(৩) وَمَفْرَحَةٌ لِلْمَلاَئِكَةِ **ফেরেশতাদের জন্য আনন্দ।** নেক আমলে আল্লাহর ফেরেশতারা আনন্দীত হবেন এটাই স্বাভাবীক।

(৪) جَيِّدٌ لِلَّثَةِ **আলজিভের সৌন্দর্য।** এটাও বাস্তব কথা।

(৫) وَيُذْهِبُ بِالْحَفْرِ **দাঁতের আবরণ দূর করে।** যে লোক হাদীসটি অস্বীকার করে, সেও এ অংশ মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারবে না।

(৬) وَيَجْلُو الْبَصَرَ **চোখকে জ্যোতিময় করে।** এর আলোচনা লেখকের উল্লেখিত পরবর্তি হাদীসের "وَمَجْلاَةٌ لِلْبَصَرِ চোখের জন্য জ্যোতিময়।" এর আলোচনায় দেখুন। উক্ত হাদীসটি ইবনে আব্বাস থেকেই ভিন্ন সনদে বর্ণিত। অর্থ, মর্ম একই, শুধু শব্দ আলাদা। সুতরাং একটি আরেকটিকে সমর্থন করবে।

(৭) وَيُطَيِّبُ الْفَمَ **মুখকে পবিত্র করে।** এ অংশ সহীহ সনদে প্রমাণিত। এর আলোচনা লেখকের উল্লেখিত পরবর্তি হাদীসে আসবে।

(৮) وَيُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ **কফ হ্রাস করে।** এটাও বাস্তব কথা। এছাড়াও হযরত আলী রদিঃ থেকে অনুরূপ মর্মের হাদীস বর্ণিত আছে। যা ইমাম ইবনুস সুন্নী রহঃ সংকলন করেছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

عن علي بن أبي طالب قال: قراءة القرآن والسواك يذهب البلغم.

হযরত আলী রদিঃ বলেন, কুরআন তিলাওয়াত ও মেসওয়াক কফ দূল করে। দেখুনঃ আল-বাদরুল মুনীর ১/২৭৮

(৯) وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ **এটি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।** মেসওয়াক যে সুন্নত, এ ব্যাপারে সকলেই একমত। অতএব একথার বিরুদ্ধাচরণ মোটেই জায়েয নেই।

(১০) وَيَزِيْدُ فِى الْحَسَنَاتِ **নেকী বৃদ্ধি করে।** মেসওয়াক একটি সুন্নত ও নেক আমল। নেক আমলে যে নেকী বৃদ্ধি হয়, তার দলীল কুরআন-হাদীসে অগণীত। এর সমর্থনে নিম্নে কুরআনে কারীম থেকে দু'একটা দলীল পেশ করলামঃ

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

১) আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করবে। (সূরা বাকারা, আয়াত- ৮২)

মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

২) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে বেহিসাব প্রতিদান। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, আয়াত- ৮)

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

৩) এবং যারা নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার। সেদিন তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা কোন রকম পেরেশান ও চিন্তগ্রস্তও হবে না। (সূরা বাকারা, আয়াত- ৬২)

মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ

৪) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত। (সূরা লুকমান, আয়াত- ৮)

মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

৫) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আমি তাদের প্রতিদান নষ্ট করবো না। (সূরা কাহফ, আয়াত- ৩০)

পাঠক! এর সমর্থনে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এছাড়াও মেসওয়াকের ১০টি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে **হযরত আনাস রদিঃ** থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আনাস রদিঃ থেকে অনুরূপ হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম দায়লামী ও হাকিম। এবং মেসওয়াকের ২৪ টি বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন **হযরত আবু দারদা রদিঃ**। যা ইমাম আবু নুআইম সংকলন করেছেন। অতএব মেসওয়াকের উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো একাধিক সাহাবী থেকে একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়াও দালালত করে যে, তা প্রমাণিত। **দেখুনঃ** ফয়জুল ক্বদীর খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-৪৫১ এবং খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-২৫৭। এতোসব প্রমাণ পাওয়ার পরেও কি লেখক নিজের মিথ্যার উপর থেকে যাবেন? সত্যান্বেষী হলে অবশ্যই সত্য মেনে নিবেন।

অতঃপর লেখক ৫ম নম্বরে ইবনে আব্বাস রদ্বিঃ এর আরেকটি ‘সহীহ হাদীস’ উল্লেখ করে ‘যঈফ’ বলেছেন, অথচ হাদীসটি টনটনে সহীহ। **হাদীসটি নিম্নরূপঃ**

(٥) عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ p قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَمَجْلاَةٌ لِلْبَصَرِ.

(৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মিসওয়াক মুখ পরিষ্কারকারী, প্রতিপালকের সন্তুষ্টির কারণ ও চোখের জন্য জ্যোতিময়।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।(১৫)

(১৫) তিনি আন্দাজি হাদীসটিকে 'যঈফ' বলে দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি সহীহ। এর সপক্ষে অনেক প্রমাণ রয়েছে। হাদীসটির প্রথম দুই অংশ অর্থাৎ

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

"মিসওয়াক মুখ পরিষ্কারকারী এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টির কারণ"

এ অংশ হযরত আয়েশা ও আবু হুরায়রা রাদিঃ থেকে সহীহ সনদে এবং ইবনে ওমর রদিঃ থেকে হাসান সনদে প্রমাণিত। **দেখুনঃ** 'রওজাতুল মুহাদ্দিসীন' খন্ড-৮ পৃষ্ঠা-২২৬, আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ খন্ড-৫ পৃষ্ঠা-১৫৪, 'খুলাসাতুল আহকাম ফি মুহিম্মাতিস সুনান' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৮৪, 'হাশিয়ায়ে জামউল মাহসূল', খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৯, 'হাশিয়ায়ে সিলিসিলাতু লিক্বাআতিল বাব' অধ্যায়-১৮৭, ফাতাওয়াশ শাবকাতিল ইসলামিয়্যাহ খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১০৬৯ এবং খন্ড-৫ পৃষ্ঠা-৩৩১৫, 'মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ' খন্ড-২৬ পৃষ্ঠা-৪০ এবং খন্ড-৩০ পৃষ্ঠা-১১১, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'মাজাল্লাতুল জামিয়াতিল ইসলামিয়া বিল মাদীনাতিল মুনাওওয়ারা' খন্ড-১৭ পৃষ্ঠা-২৯৮, 'মাওসূআতুল বুহূস ওয়াল মাকালাত' 'আমালুস সালে' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১১৮, 'আসারুস সুনান' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৯, 'ই'লাউস সুনান' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৯২, সকল মুহাদ্দীস ও হাদীসের ইমামগণ একে সহীহ বলেছেন। এমনকি ইমাম বুখারী রহঃ এর নিকটেও এ হাদীস সহীহ। কিন্তু লেখক মুযাফফরকে ধরলো কোন ভূতে! আফসোস, লেখকের প্রতি!!

হযরত ইবনে ওমর রদিঃ এর হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও তাবরানী তার "আওসাত" গ্রন্থে হাসান সনদে সংকলন করেছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط بسند حسن عن ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى.

তিনি বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন- তোমরা মেসওয়াকের এহতেমাম করবে, কেননা মিসওয়াক মুখ পবিত্র করে এবং এতে মহান প্রতিপালক সন্তুষ্ট হন।

আর হাদীসটির শেষ অংশ وَمَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ **চোখের জন্য জ্যোতিময়।**

এ অংশটি হাসান লিগায়রিহি। তা অনেক সূত্রে বর্ণিত আছে এবং একাধিক সাহাবীর বিভিন্ন হাদীসে তা পাওয়া যায়। এর সবগুলো সূত্র একত্র করলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি রাসূল সাঃ থেকে প্রমাণিত। যেমনঃ ইমাম দারাকুতনী রহ, তার "সুনান" গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রদিঃ থেকে হযরত ইকরিমার সূত্রে তা বর্ণনা করেন।

এর সনদ হলোঃ

نا عثمان بن أحمد الدقاق نا محمد بن أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي نا موسى بن داود نا معلى بن ميمون عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال:

ইমাম দারাকুতনী রহঃ বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **উসমান ইবনে আহমাদ।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **মুসা ইবনে দাউদ।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **মুআল্লা ইবনে মায়মূন,** হযরত **আইয়ূব** থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন, **ইকরিমা** থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন **ইবনে আব্বাস** রদ্বিঃ থেকে।

এবং ইমাম ইবনে আদী রহ, তার "কামিল" গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রদিঃ থেকে হযরত আত্বা এর সূত্রে তা বর্ণনা করেন। **এর সনদ হলোঃ**

ثنا إسحاق بن إبراهيم الغزي ثنا محمد بن أبي السري ثنا بقية عن الخليل بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ইমাম ইবনে আদী রহঃ বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **ইসহাক ইবনে ইবরাহীম।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **মুহাম্মদ ইবনে আবু সিররী।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **বাকিয়্যা** হযরত **খলীল** থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন, **আত্বা** থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন **ইবনে আব্বাস** রদ্বিঃ থেকে।

এবং ইমাম দাইলামী রহ, তার "মুসনাদুল ফিরদাওস" গ্রন্থে হযরত আনাস রদিঃ থেকে একটি হাদীসে এ অংশ বর্ণনা করেন। **এর সনদ হলোঃ**

أخبرنا بنجير أخبرنا جعفر أخبرنا إسماعيل بن الحسين بن علي البخاري حدثنا خلف بن محمد البخاري حدثنا أبو بكر بن أبي عبد الله بن أبي حفص بن قطن حدثنا أحمد بن حرب عن أحمد بن عبد الله عن كنانة بن جبلة عن بكر بن حسين عن ضرار بن عمرو وعن أبيه عن أنس مرفوعا

আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, বানজীর। তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **জা'ফার।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **ইসমাঈল ইবনে হুসাইন।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **খলফ ইবনে মুহাম্মদ বুখারী।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **আবু বকর ইবনে আবু আব্দুল্লাহ।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **আহমাদ ইবনে হারব,** হযরত **আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ** থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন, **কিনানাহ** থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন, **বকর ইবনে হুসাইন** থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন, **জরর ইবনে আমর** থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন, তার পিতা **আমর** থেকে। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত **আনাস** রদ্বিঃ থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন **রাসূল সাঃ** থেকে।

পাঠক! হাদীসটির অধিক সূত্রই এর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে। এর পরেও যদি কেউ জেনে-শুনে গোড়ামিবশত আল্লাহর রাসূল সাঃ এর হাদীসকে অস্বীকার করে তার আয়াতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এর বিরুদ্ধে অবস্থান করার মতো দুঃসাহস দেখায়, তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। **মহান আল্লাহ বলেন-**

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অনুবাদঃ **রাসূল তোমাদের যা দেন তা মেনে নাও এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোরভাবে হিসাব গ্রহণ করবেন।** সূরা হাশর- ৭,

আমরা সাধ্যমতো রাসূল সাঃ এর প্রমাণিত হাদীসগুলো প্রচার করে যাবো। ইনশা-আল্লাহ! কারণ, **আল্লাহর রাসূল সাঃ ইরশাদ করেন-** بلغوا عني ولو آية

"আমার পক্ষ হতে একটি বাক্য হলেও প্রচার করো।" সহীহ বুখারী- ৩২১৫।

হাদীসটিকে যঈফ প্রমাণ করতে লেখক ইমাম তাবরানী রহঃ এর একটি মন্তব্য এবং আল্লামা আলবানী রহঃ এর একটি রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন। চলুন তাহলে তার উল্লেখিত দলীল দুটো আগে দেখে নেই। **তিনি বলেনঃ**

ইমাম ত্বাবারাণী বলেন, হারিছ বিন মুসলিম ছাড়া বাহরে সিক্কা থেকে অন্য কেউ এই হাদীছ বর্ণনা করেননি।(১৬)[১৪]

[14]. لم يرو هذا الحديث عن بحر السقاء إلا الحارث بن مسلم -আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৪৯৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২৭৬।(১৭)

(১৬) পাঠক! ইমাম তাবারানীর এ কথার দ্বারা হাদীসটি কিছুতেই যঈফ প্রমাণিত হয় না। হাদীসটি একাধিক সাহাবী থেকে সহীহ সনদে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। এটি প্রমাণিত হওয়ার সপক্ষে কিছু রেফারেন্স পূর্বে উল্লেখ করেছি, এবার একটি টনটনে সনদ উল্লেখ করে দেখাবো, যা ইমাম নাসাঈ রহঃ হযরত আয়েশা রদ্বিঃ থেকে সংকলন করেছেন। **সনদটি হলোঃ**

أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلي عن يزيد وهو بن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

ইমাম নাসাঈ রহঃ বলেনঃ আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **হুমাইদ ইবনে মাসউদ** ও **মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আ'লা** হযরত **ইয়াযিদ** থেকে। তিনি বলেন, আমার কাছে

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **আব্দুর রহমান ইবনে আবু আতীক।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আমার **পিতা।** তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে হযরত **আয়েশা** রদ্বিঃ কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, **মিসওয়াক মুখ পরিষ্কারকারী এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টির কারণ।**

এসনদের সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য। দেখুন ইমাম নাসাঈ রহঃ এর "আল-মুজতাবা" হাদীস নং-৫। অতএব ইমাম তাবারানীর মন্তব্য যে, হাদীসটির উপর কোন প্রভাব ফেলে না, আশা করি তা ইস্পষ্ট হয়েছে। এটিকে যঈফ বানাতে ইমাম তাবারানীর মন্তব্যটি ছিল লেখকের প্রথম ও প্রধান দলীল। আর এ দলীল যে অকৃতকার্য, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

(১৭) হাদীসটিকে যঈফ বানাতে লেখকের দ্বিতীয় দলীল শায়েখ আলবানী রহঃ এর 'সিলসিলা যঈফাহ' গ্রন্থের রেফারেন্স। আসলেই কি শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন ? উত্তরঃ না। এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে শায়েখ আলবানী কেন তার 'সিলসিলা যঈফাহ' গ্রন্থে হাদীসটি নিয়েছেন, আর লেখক কেনই বা এ গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন ?

প্রথম জওয়াবঃ হাদীসটি সহীহ হলে শায়েখ আলবানী কেন তার 'সিলসিলা যঈফাহ' গ্রন্থে হাদীসটি নিয়েছেন, এর উত্তর শায়েখ আলবানী নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি আমি 'যঈফাহ' গ্রন্থে নিয়ে এসেছি **"চোখের জন্য জ্যোতিময়"** এ অংশের কারণে। **দেখুন** 'যঈফাহ' হাদীস নং ৫২৭৬।

পাঠক কী বুঝলেন! আমি আরো স্পষ্ট করে দিচ্ছি, শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেননি, তিনি শুধু **"চোখের জন্য জ্যোতিময়"** এ অংশকে যঈফ বলেছেন। কিন্তু শায়েখ আলবানীরও এখানে ভুল হয়ে গেছে, অধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় এ অংশও সহীহ, যেমন উপরে কিছু প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। অতএব তার মন্তব্যও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় জওয়াবঃ লেখক কেন এ গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, এর উত্তর হলোঃ হয়তো লেখক মনে করেছেন, যেহেতু শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে তার

'সিলসিলা যঈফাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তাই হাদীসটি যঈফ। কিন্তু লেখকের এ ধারণা যে চরম ভুল, তা শায়েখ আলবানীর জওয়াব থেকেই আমরা পেয়েছি। অতএব যঈফ বলে হাদীসটিকে অস্বীকার করতে লেখকের এ অজুহাত যে, একেবারেই অনর্থক তা স্পষ্ট।

আমি হাদীসটির প্রথম দুই অংশ ঐক্যমতে সহীহ দাবি করেছিলাম। এখন এর সপক্ষে দু'একজনের নাম উল্লেখ না করলে হয়তো আপনি একটু অস্বস্তিতে ভুগবেন যে, যারা সহীহ ও প্রমাণিত বলেছেন তাদের দু'একজনের নামও উল্লেখ করা হলো না! আপনার এ অস্বস্তি দূর করতেই উল্লেখযোগ্য মাত্র কয়েক জনের নাম নিচে বর্ণনা করে দিলাম। এতে সত্যটা উপলব্ধি করতে পারবেন।

০১ ইমাম বুখারী (রহ), তিনি তার সহীহ বুখারীতে হাদীসটি নিশ্চিত বাক্যে 'মু'আল্লাকরূপে' উল্লেখ করেছেন। **তিনি বলেন-**

وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم، مرضاة للرب.

"মিসওয়াক মুখ পরিষ্কারকারী এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টির কারণ"

দেখুনঃ 'সহীহ বুখারী' খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৬৮২, তিনি তার সহীহতে যে সমস্ত 'মু'আল্লাক' হাদীস নিশ্চিত বাক্যে উল্লেখ করেন, সেগুলো সহীহ। **দেখুনঃ** 'ইতহাফুল খয়রা' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৭৪, 'তোহফাতুল আহওয়াজী' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৯০, 'মিরআতুল মাফাতীহ' খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৭, 'আল-বাদরুল মুনীর' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৬৮৭, 'সহীহ ওয়া যঈফ তারগীব ওয়া তারহীব' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫০, 'আল-মাজমূ' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৬৮, 'কিফায়াতুল আখয়ার ফি হল্লে গয়াতুল ইখতিসার', খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৬, "আল-মুহিম্মাত" খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৫৬, "আল-জামে লিআহকামিস সালাত", খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৮২, 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১০০, মক্কার জমেয়া উম্মুল কুররা থেকে প্রকাশিত 'মাজাল্লাতু উম্মিল কুররা এর হাশিয়া' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৫৮, 'আদ-দুররুল মানসূর' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৮৯।

০২ ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ), তিনি তার সহীহতে হাদীসটি সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** হাদীস নং ১০৬৭, ১০৭০।

০৩ ইমাম ইবনে খুযায়মা (রহঃ), তিনি তার সহীহতে হাদীসটি সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** হাদীস নং ১৩৫, সহীহ ইবনে খুযায়মার মুহাক্কিক আল্লামা মোস্তফা আ'যমী রহঃ বলেন, হাদীসটির সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।

০৪ ইমামুল হরামাইন আল্লামা রুকুনুদ্দীন আব্দুল মালেক আল-জুওয়াইনী (রহঃ), তিনি তার লিখিত 'নিহায়াতুল মাত্বলাব ফি দিরায়াতুল মাযহাব' গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। **দেখুনঃ** 'নিহায়াতুল মাত্বলাব ফি দিরায়াতুল মাযহাব' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪৭।

০৫ ইমাম বায়হাকী রহঃ, তিনি তার 'সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে হাদীসটি হযরত আয়েশা রদিঃ থেকে পাঁচটি সূত্রে সংকলন করেছেন। কিন্তু একটিরও কোন ত্রুটি বর্ণনা করেননি। কেননা ইমাম বায়হকীর অভ্যাস হলো, তিনি তার 'সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে যখন কোন হাদীস সংকলন করেন, তখন সেটার কোন ত্রুটি থাকলে তা বর্ণনা করে দেন। **দেখুনঃ** ইমাম বায়হকী রহঃ এর 'সুনানুল কুবরা' হাদীস নং ১৩৭-১৪১।

০৬ ইমাম নববী রহঃ, তিনি তার "রিয়াদুস সালেহীন" গ্রন্থে বলেন-

رواه النسائي وابنُ خُزَيْمَةَ في صحيحهِ بأسانيدَ صحيحةٍ. وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث تعليقًا بصيغة الجزم.

হাদীসটি ইমাম নাসাঈ তার সুনানে ও ইবনে খুযায়মা তার সহীহতে সহীহ সনদে সংকলন করেন। এবং ইমাম বুখারী তার সহীহতে হাদীসটি নিশ্চিত বাক্যে 'মু'আল্লাকরূপে' উল্লেখ করেছেন। **দেখুনঃ** 'তাতরীঝু রিয়াদিস সালেহীন' খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৭ এবং 'খুলাসাতুল আহকাম' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৮৪।

এবং তিনি তার 'আল-মাজমূ' গ্রন্থে বলেন-

هذا حديث صحيح، رواه أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة امام الائمة في صحيحه والنسائي والبيهقي في سننهما، وآخرون باسانيد صحيحة. وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا. وقال: وهذا التعليق صحيح لانه بصيغة جزم وقد ذكرت في علوم الحديث ان تعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة.

হাদীসটি সহীহ। হাদীসটি ইমাম ইবনে খুযায়মা, নাসাঈ ও বায়হাকী রহঃ সহ অন্যান্য ইমামগণ সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। এবং ইমাম বুখারী রহঃ তার সহীহ তে হাদীসটি তা'লীকরূপে উল্লেখ করেছেন। আর এই তা'লীকটি সহীহ। কেননা, তা নিশ্চিত বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি উলূমুল হাদীসের কিতাবে আলোচনা করেছি যে, ইমাম বুখারী রহঃ এর নিশ্চিত বাক্যের তা'লীক গুলো সহীহ। **দেখুনঃ** ইমাম নববী 'আল-মাজমূ' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৬৭, এছাড়াও তিনি তার 'খুলাসাতুল আহকাম' গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ 'খুলাসাতুল আহকাম ফি মুহিম্মাতিস সুনান' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৮৪।

০৭ ইমাম ইবনে রজব রহঃ, তিনি বলেন-

أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها.

অনুবাদঃ ইমাম নাসাঈ হযরত আয়েশা রদ্বিঃ থেকে হাদীসটি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** ''ইখতিয়ারুল আওলা'' খন্ড-৯১ পৃষ্ঠা-২৬১।

০৮ ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহঃ, তিনি তার ''নুখাবুল আফকার'' গ্রন্থে বলেন-

وأخرج أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح عن عائشة.

অনুবাদঃ এবং ইমাম আবু ইয়া'লা তার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আয়েশা রাদিঃ থেকে সহীহ সনদে হাদীসটি সংকলন করেন। **দেখুনঃ** ''নুখাবুল আফকার'' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪০১।

০৯ আল্লামা হাফেয মুনযিরী রহঃ, তিনি বলেন- رجال إسناده كلهم ثقات

অনুবাদঃ এর সনদে সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** 'আল-বাদরুল মুনীর' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৬৮৭ এবং 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১০০।

১০ আল্লামা হাফেয আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আবদুল বার রহঃ, দেখুনঃ তার লিখিত গ্রন্থ ''আত-তামহীদ'' খন্ড-১৮ পৃষ্ঠা-৩০১,

১১ ইমাম আল্লামা জামালুদ্দীন আব্দুর রহীম আসনাবী রহঃ, তিনি তার ''আল-মুহিম্মাত'' নামক গ্রন্থে বলেন-

والحديث الذي ذكره الرافعي صحيح. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والنسائي والبيهقي في سننهما بأسانيد صحيحة. وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقًا. فقال: وقالت عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وتعليقات البخاري إذا كانت بصيغة جزم كالمذكور هنا صحيحة.

অনুবাদঃ ইমাম রাফেঈ রহঃ এর উল্লেখিত এই হাদীসটি সহীহ। হাদীসটি ইমাম ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান রহঃ তাদের সহীহ তে এবং ইমাম নাসাঈ ও বায়হাকী রহঃ তাদের সুনানে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। এবং ইমাম বুখারী রহঃ তার সহীহ তে হাদীসটি তা'লীকরূপে উল্লেখ করেছেন। তিমি বলেন, হযরত আয়েশা রদ্বিঃ বলেন যে, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন- **"মিসওয়াক মুখ পরিষ্কারকারী এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টির কারণ"।** বুখারী রহঃ যখন নিশ্চিত বাক্যে তা'লীক উল্লেখ করেন তা সহীহ। যেমন এই তা'লীকটি তিনি নিশ্চিত বাক্যে উল্লেখ করেছেন। **দেখুনঃ** "আল-মুহিম্মাত"- ২/১৫৬,

১২ আল্লামা হাফেয নূরুদ্দীন আল-হায়সামী রহঃ, তিনি তার "মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ" নামক গ্রন্থে বলেন-

رواه أبو يعلى بإسنادين في أحدهما ابن إسحاق وهو ثقة مدلس. ورجال الآخر رجال الصحيح

অনুবাদঃ হদীসটি ইমাম আবু ইয়া'লা দুটি সনদে সংকলন করেন, তার একটিতে 'ইবনে ইসহাক' নামক একজন রাবী রয়েছে। তিনি নির্ভযোগ্য রাবী, তবে বর্ণনায় মাঝে মাঝে তাদলীস করতেন। আর অপর সনদের সমস্ত রাবীই সহীর মানদন্ডে উত্তীর্ণ। **দেখুনঃ** হাফেয নূরুদ্দীন আল-হায়সামী (রহঃ) এর "মাজমাউয যাওয়ায়েদ", খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫১৪।

১৩ ইমাম বাগাভী রহঃ, দেখুনঃ "শরহুস সুন্নাহ" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৯৪ এবং "আল-ই'লাম বিসুন্নাতিহি আলাইহিস সালাম" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫৪, ফয়জুল কদীর খন্ড-১১ পৃষ্ঠা-১৫৬।

১৪ হাফেয ইবনে হাজার আসক্বলানী (রহঃ), দেখুনঃ হাশিয়ায়ে মুখতাসারুল ওয়াফী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৯ এবং "হিদায়াতুর রুওয়াহ", খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২১৪।

১৫ হাফেয ইবনে হাজার আল-হায়সামী মাক্কী (রহঃ), দেখুনঃ হাফেয ইবনে হাজার আল-হায়সামীর লিখিত "ফাতহুল ইলাহি", খন্ড-১ পৃষ্ঠা।

১৬ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আলাউদ্দীন মুগালতাই রহঃ, তিনি বলেন- এর সনদ সহীহ। **দেখুনঃ** তার লিখিত সুনানে ইবনে মাজার ভাষ্যগ্রন্থ "আল-ই'লাম বিসুন্নাতিহি আলাইহিস সালাম" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫৪।

১৬ ইমাম তক্বীউদ্দীন ইবনুস সালাহ রহঃ, তিনি বলেন- إسناده صالح

অনুবাদঃ হাদীসটির সনদ ত্রুটিমুক্ত। **দেখুনঃ** ফয়জুল কদীর, খন্ড-১১ পৃষ্ঠা-১৫৬।

তিনি আরেক জায়গায় বলেন- هذا حديث ثابت

অনুবাদঃ হদীসটি সুপ্রমাণিত। **দেখুনঃ** 'আল-বাদরুল মুনীর' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৬৮৪।

১৭ আল্লামা তক্বীউদ্দীন আবু বকর দিমাশকী (রহঃ), তিনি তার 'কিফায়াতুল আখয়ার ফি হল্লে গয়াতুল ইখতিসার' গ্রন্থে বলেন-

وهو حديث صحيح. رواه ابن حزيمة وابن حبان والبيهقى والنسائي بإسناد صحيح. وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم وتعليقاته بصيغة الجزم صحيحة.

অনুবাদঃ এ হাদীস সহীহ। হাদীসটি ইমাম ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মা, নাসাঈ ও বায়হাকী রহঃ সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। এবং ইমাম বুখারী রহঃ নিশ্চিত বাক্যে হাদীসটি তা'লীকরূপে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম বুখারী রহঃ এর নিশ্চিত বাক্যের তা'লীক গুলো সহীহ। **দেখুনঃ** আল্লামা তক্বীউদ্দীন দিমাশকীর 'কিফায়াতুল আখয়ার ফি হল্লে গয়াতুল ইখতিসার', খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৬।

১৮ আল্লামা সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন রহঃ, তিনি 'আল-বাদরুল মুনীর' গ্রন্থে হাদীসটির সাতটি সনদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি বলেন-

هذا الحديث مشهور وارد من طرق.

অনুবাদঃ **হাদীসটি মাশহুর, এটি অনেক সূত্রে বর্ণিত আছে।** দেখুনঃ ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহঃ 'আল-বাদরুল মুনীর' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৬৮৪।

ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহঃ তার এ কিতাবের আরেক জায়গায় সহীহ বুখারীতে উল্লেখিত মুআল্লাকটির সম্বন্ধে বলেন-

وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة جزم، وهو حديث صحيح من غير شك ولا مرية، ولا يضره كونه في بعض أسانيده ابن إسحاق كرواية ابن عيينة ومسعر، فإن إسناد الباقين ثابت صحيح لا مطعن لأحد في رجاله، وقد شهد له بذلك غير واحد.

এই তা'লীকটি সহীহ। কারণ এটি নিশ্চিত বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং হাদীসটি যে সহীহ, এতে কোন প্রকার সন্দেহ বা সংসয় নেই। এর কোন কোন সনদে ইবনে ইসহাক রয়েছে। যেমন ইবনে উআইনা এবং মুসআর এর বর্ণনায়। কিন্তু এতে কোন সমস্যা নেই। কারণ এর অন্যান্য সনদগুলো সহীহ ও সুপ্রমাণিত। এগুলোতে কোন রাবীর ত্রুটি নেই। এছাড়াও হাদীসটির অনেক সমর্থন রয়েছে। **দেখুনঃ** 'বাদরুল মুনীর' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৬৮৭।

১৯ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ), দেখুনঃ তার লিখিত মেশকাত শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ "মিরকাতুল মাফাতীহ", খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৩০৫।

২০ আল্লামা শুআইব আরনাউত রহঃ, দেখুনঃ তার তহকীককৃত সুনানে ইবনে মাজার ২৮৯ নং হাদীসের আলোচনা। এবং সহীহ ইবনে হিব্বানের ১০৬৭, ১০৭০ নং হাদীসের আলোচনা। এবং 'মুসনাদে আহমাদ' হদীস নং ৭, ৬২, ৫৮৬৫, ২৪২০৩, ২৪৩৩২, ২৪৯২৫, ২৫১৩৩, ২৬০১৪। এছাড়াও তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদিঃ থেকে বর্ণিত হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বলেন- رجاله ثقات رجال الصحيح.

অনুবাদঃ **এর সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য ও সহীর মানদন্ডে উত্তীর্ণ।** দেখুনঃ তার তাহকীককৃত সহীহ ইবনে হিব্বানের ১০৭০ নং হাদীসের আলোচনা।

২১ আল্লামা মুস্তফা আ'জমী রহঃ, তিনি বলেন- رجال إسناده ثقات.

অনুবাদঃ **এর সনদে সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য।** দেখুনঃ তার তহকীককৃত 'সহীহ ইবনে খুযায়মা' ১৩৫ নং হাদীসের আলোচনা।

২২ আল্লামা হাফেয আহমাদ আল-বূসীরী (রহ), তিনি তার 'ইতহাফুল খয়রা' গ্রন্থে হযরত আবু বকর রদিঃ এর সনদে উল্লেখ করে বলেন- وله شاهد من حديث عائشة.

অনুবাদঃ হযরত আয়েশা রদিঃ থেকে বর্ণিত হাদীসটি একে সমর্থন করে। **দেখুনঃ** 'ইতহাফুল খয়রা' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৭৪।

২৩ আল্লামা আলী ইবনে নায়িফ আশ-শুহুদ রহঃ, তিনি তার সংকলিত "মওসূআতু ফিকহুল ইবাদাত" কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ "ফিকহুল ইবাদাত" অধ্যায়-৮১,

২৪ আল্লামা ওয়ালীদ ইবনে রাশেদ আস-সুআঈদান রহঃ, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। **দেখুনঃ** 'আনজামুয ঝাহিরাত' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৯।

২৫ আল্লামা সুলায়ম আসাদ রহঃ, তিনি তার তাহকীককৃত মুসনাদে আবু ইয়া'লা গ্রন্থে বলেন- رجاله ثقات **এর সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য।** দেখুনঃ তার তহকীককৃত "মুসনাদে আবু ইয়া'লা" খন্ড-৮ পৃষ্ঠা-৭৩, ৩১৫।

২৬ শায়েখ আহমাদ ঝামরালী রহ, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তার তাহকীককৃত "সুনানে দারেমী" হাদীস নং ৬৮৪।

২৭ শায়েখ জুবায়ের আলী যাঈ রহঃ, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। **দেখুনঃ** তার তাহকীককৃত "মেশকাতুল মাসাবীহ" হাদীস নং ৩৮১।

২৮ শায়েখ আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনে বাঝ রহঃ, তিনি বলেন-

أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها.

অনুবাদঃ **হাদীসটি ইমাম নাসাঈ রহঃ হযরত আয়েশা রদ্বিঃ থেকে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন।** দেখুনঃ 'মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বাঝ' খন্ড-১৪ পৃষ্ঠা- ২৬০।

২৯ শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল-উসাইমিন রহ, তিনি হদীসটিকে সহীহ বলেছেন। **দেখুনঃ** 'আশইয়াউ লা তাফসুদুস সিয়াম' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩।

৩০ শায়েখ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ রহ, তিনি হদীসটিকে সহীহ বলেছেন। **দেখুনঃ** তার 'সিলসিলাতুল আদাবিল ইসলামিয়্যাহ' খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-২।

৩১ শায়েখ ইবনে আব্দুর রহমান আল-জিবরীন রহঃ, তিনিও হদীসটিকে সহীহ বলেছেন। **দেখুনঃ** 'ফাতাওয়ায়ে ইসলামিয়্যাহ', খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৫৩।

৩২ শায়েখ মুহাম্মদ হিসান রহ, তিনি হদীসটিকে সহীহ বলেছেন। **দেখুনঃ** 'ইবাদুর রহমান ফি রমাদ্বান' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৪।

৩৩ শায়েখ মুহাম্মদ হামূদ নজদী রহ, তিনি বলেন-

أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها.

অনুবাদঃ **হাদীসটি ইমাম নাসাঈ রহঃ হযরত আয়েশা রদ্বিঃ থেকে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন**। দেখুনঃ 'মাজালিসে রমাদ্বানিয়্যাহ' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৬০।

৩৪ শায়েখ আলবানী (রহ), তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ তার তহকীককৃত সুনানুন নাসাঈ হাদীস নং ৫, আল-জামে খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৪৩,৩৭২, 'মেশকাত' হাদীস নং ৩৮১, 'সহীহ ওয়া যঈফ তারগীব-তারহীব' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫০, ইরওয়াউল গলীল খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১২৫, সহীহা খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-১৬।

পাঠক! আরো কতোজন হাদীস বিশারদের রেফারেন্স প্রদান করলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন, তা আমার অজানা। অতএব এই লিষ্ট আর দীর্ঘ করার প্রয়োজন মনে করছি না। তবে মনে রাখুন, যতোজন বিদ্যান হাদীসটি প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন এবং এর দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, তাদের এক অংশের শুধু নামগুলো যদি উল্লেখ করতে যাই তাহলে বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করতে হবে। কিন্তু আমি বইটি সংক্ষেপ করতে চেয়েছি।

অতঃপর লেখক ৬ নম্বরে হযরত আবু উমামা রদ্বিঃ এর একটি হাদীস উল্লেখ করে 'যঈফ' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি সহীহ। **তার উল্লেখকৃত হাদীসটি হলোঃ**

(و) عَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ρ قَالَ تَسَوَّكُوْا فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ مَا جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ إِلَّا أَوْصَانِيْ بِالسِّوَاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِيْ وَلَوْلاَ أَنِّيْ أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ وَإِنِّيْ لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ فَمِيْ.

(চ) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা মিসওয়াক কর। নিশ্চয়ই মিসওয়াক মুখ পরিষ্কারকারী ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। যখনই জিবরীল আমার নিকট আসেন, তখনই আমাকে মিসওয়াক করার জন্য বলেন। এমনকি আমি ভয় করি যে, আমার ও আমার উম্মতের উপর তা ফরয করা হয় কি-না। আমার উম্মতের উপর কঠিন হয়ে যাওয়ার ভয় না করলে মিসওয়াক করা আমি উম্মতের উপর ফরয করে দিতাম। আমি মিসওয়াক করতেই থাকি এমনকি আশংকা করি যে, আমি হয়ত আমার মুখের সামনের দিক ক্ষয় করে ফেলব।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[১৮]

(১৮) হাদীসটি যঈফ নয়, বরং বলতে পারেন সনদ টি যঈফ। একথা স্পষ্ট যে, সনদ যঈফ হলেই হাদীস যঈফ হয়ে যায় না।

পাঠক! আমরা আগে এর সনদ নিয়ে আলোচনা করবো। অতঃপর এর বিষয়বস্তু আলোচনা করে দেখবো যে, আসলে হাদীসটি যঈফ নাকি সহীহ। হাদীসটিতে ইমাম ইবনে মাজাহ ও সাহাবী আবু উমামা ব্যতীত পাঁচজন রাবী রয়েছে। ইমাম ইবনে মাজাহ ও সাহাবী আবু উমামার আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ একজন স্বয়ং ইমাম আর অপরজন স্বয়ং রাসূল সাঃ এর সাহাবী। **যেমন এই পাঁচজন হলেনঃ**

حدثنا هشام بن عمار . حدثنا محمد بن شعيب . حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة.

এক নং রাবীঃ **হিশাম ইবনে আম্মার**

তিনি নির্ভযোগ্য রাবী। শুধু তাই নয়, তিনি হাফেযে হাদীস এবং সহীহ বুখারীর রাবী। **দেখুনঃ** আল-কাশেফ **১/১৩৫**, আল-বাদরুল মুনীর **১/৬৯০**।

দুই নং রাবীঃ **মুহাম্মদ ইবনে শুআইব**

তিনিও নির্ভরযোগ্য রাবী। **দেখুনঃ** "কিতাবুস সিকাত" খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-২২, আল-কাশেফ খন্ড-**১** পৃষ্ঠা-৭**১**, "তাহযীবুত তাহযীব" খন্ড-৮ পৃষ্ঠা-**১**৬**১**, "তাহযীবুল কামাল" খন্ড-২৫ পৃষ্ঠা-৩৭০, আল-বাদরুল মুনীর **১**/৬৯০।

তিন নং রাবীঃ **উসমান ইবনু আবীল আতেকা**

তিনি ব্যাক্তিগতভাবে নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী ও নিষ্ঠবান। তবে তিনি যা আলী ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে অনেকে যঈফ বলেছেন। উক্ত বর্ণনাতেও আলী ইবনে ইয়াযিদ রয়েছে। এব্যাপারে **ইমাম অহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ বলেন,** তার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। তবে আলী ইবনে ইয়াযীদ থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে সমস্যা আছে। **দেখুনঃ** "মাওসূআতু আকওয়ালিল ইমাম আহমাদ" খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-৪৯০, "আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতির রিজাল" খন্ড-**১** পৃষ্ঠা-**১**৪**১**, "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-**১**৬২,

“আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূআহ” খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪৪৯, “তাহযীবুল কামাল” খন্ড-১৯ পৃষ্ঠা-৪০০, “মীযানূল ই’তিদাল” খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৭।

হাফেয ইবনে হাজার রহঃ বলেন- صدوق ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد.

অনুবাদঃ তিনি একজন সত্যবাদী রাবী। তবে তার আলী ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনেকে তাকে যঈফ বলেছেন। **দেখুনঃ** “তাক্বরীব” খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৬৬৪, এবং আল্লামা ইউসুফ মিযযী রহঃ এর “তাহযীবুল কামাল” খন্ড-১৯ পৃষ্ঠা-৪০১।

এছাড়াও তাকে ইমাম ইবনে হিব্বান নির্ভরযোগ্য বলেছেন। **দেখুনঃ** “কিতাবুস সিকাত লি ইবনে হিব্বান” খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৮০।

ইমাম আবু দাউদ রহঃ বলেন- তিনি একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যাক্তি। **দেখুনঃ** “সুআলাতুল আজরী” খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৮৯।

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহঃ বলেন- ضعفه النسائي ووثقه غيره

অনুবাদঃ তাকে ইমাম নাসাঈ যঈফ বলেছেন, কিন্ত অন্যান্য ইমামগণ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। **দেখুনঃ** “আল-কাশেফ” খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৩, “আল-মুগনী” খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২০৫, আল-বাদরুল মুনীর - খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৬৯০।

ইমাম ইজলী রহঃ বলেন- উসমান ইবনু আবীল আতেকার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। **দেখুনঃ** “মা’রেফাতুস সিকাত” খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৮, আল্লামা ইউসুফ মিযযী রহঃ এর “তাহযীবুল কামাল” খন্ড-১৯ পৃষ্ঠা-৪০১।

ইমাম অবু হাতেম রাযী রহঃ বলেন- আমি দাহীম কে বলতে শুনেছি যে, উসমান ইবনু আবীল আতেকার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। এবং হাফেয যাহবী বলেন- দাহীম তাকে সত্যবাদী বলেছেন। আল্লামা উসমান দারেমী বলেন- দাহীম তাকে সত্যবাদী বলেছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন। **দেখুনঃ** “তাহরীরু উলুমিল হাদীস” ১/৩৫৭, “মীযানুল ই’তিদাল”

৫/৩৩, “আল-কামিল” ৩/১৬৯, “তাহযীবুত তাহযীব” ৬/৮৮, আল্লামা ইউসুফ মিযযী রহঃ এর “তাহযীবুল কামাল” ১৯/৩৩৭।

তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ছিলেন খুব ভালো মানুষ এবং সত্যবাদী। দেখুনঃ “মু’জামু লিসানিল মুহাদ্দিসীন” খন্ড-৪ পৃষ্ঠ-৩০।

আল্লামা ইবনে সা’দ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য রাবী। **দেখুনঃ** আল্লামা ইউসুফ মিযযী রহঃ এর “তাহযীবুল কামাল” খন্ড-১৯ পৃষ্ঠা-৪০১।

আল্লামা খলীফা ইবনে খয়্যাত বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। আরেক জায়গায় বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী এবং অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা ইউসুফ মিযযী রহঃ এর “তাহযীবুল কামাল” খন্ড-১৯ পৃষ্ঠা-৪০০, তাহযীবুত তাহযীব খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৮৮,

চার নং রাবীঃ **আলী ইবনু ইয়াযিদ**

অনেকে তাকে যঈফ বললেও হাফেয যাহাবী রহঃ তাকে “সালেহ” সঠিক বলেছেন। **দেখুনঃ** “মীযানুল ই’তিদাল” খন্ড-২ পৃষ্ঠ-১১২, আল-বাদরুল মুনীর ১/৬৯০, তিনি মুখতালাফ ফিহি রাবী। তার হাদীস হাসান পরযায়ের। ইমাম তিরমিযী তার হাদীসকে হাসান বলেছেন। এবং শায়েখ আলবানী তার একটি হাদীসকে সহীহ এবং কয়েকটি হাদীসকে হাসান বলেছেন। তার রেফারেন্স একটু পরেই উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ!

পাঁচ নং রাবীঃ **কাসেম আবু আব্দুর রহমান**

তিনি কাসেম আবু আব্দুর রহমান ও কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান উভয় নামে পরিচিত। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। **দেখুনঃ** আল্লামা ইউসুফ মিযযী রহঃ এর “তাহযীবুল কামাল” খন্ড-২৩ পৃষ্ঠা-৩৮৯।

পাঠক! সনদের রাবীদের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, **আলী ইবনু ইয়াযিদ** ব্যতীত এর সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য। আর আলী ইবনু ইয়াযিদ মুখতালাফ ফিহি অর্থাৎ তার ব্যাপারে ইখতেলাফ রয়েছে। এ কথা জানা আছে যে, মুখতালাফ ফিহি রাবীর হাদীস সহীহ না হলেও হাসান হয়ে থাকে। অতএব হাদীসটি **'আলী ইবনু ইয়াযিদ'** এর কারণে সহীহ হতে না পারলেও হাসান হবে ইনশাআল্লাহ! বস্তুত মুখতালাফ ফিহি রাবীর হাদীসকে অনেকে সহীহও বলেছেন। যেমন জামেউত তিরমিযী শরীফে বর্ণিত **'আলী ইবনু ইয়াযিদ'** এর একটি হাদীসকে শায়েখ আলবানী রহঃ সহীহ বলেছেন **দেখুনঃ** জামেউত তিরমিযী, হাদীস নং- **২৪০৬**, এছাড়াও তিরমিযী শরীফে **'আলী ইবনু ইয়াযিদ'** এর সনদে বর্ণিত **১২৮২** ও **৩১৯৫** নং হাদীসকে শায়েখ আলবানী রহঃ হাসান বলেছেন। এবং ইমাম তিরমিযীও তার সনদে বর্ণিত হাদীসকে হাসান বলেছেন। **দেখুনঃ** জামেউত তিরমিযী হাদীস নং- **২৪০৬** ও **২৩৪৭।** এবং আরো অনেকে তার সনদকে হাসান বলেছেন। যেমন হাফেয ইবনে হাজার মাক্কী রহঃ তার সনদ কে হাসান বলেছেন। আলী ইবনু ইয়াযিদ এর সনদে এ মর্মে আরো হাদীস বর্ণিত আছে, যা ইমাম আহমাদ রহঃ তার মুসনাদে সংকলন করেন। সে হাদীস সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার হায়সামী তার **"ফাতহুল ইলাহি"** গ্রন্থে বলেন- এর সনদ হাসান। **দেখুনঃ** "ফাতহুল ইলাহি" খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৫৫, এ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহঃ বলেন, মিরাক বলেছেন- ইমাম আহমাদ হাদীসটি উত্তম সনদে সংকলন করেন। **দেখুনঃ** "মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিসকাতুল মাসাবীহ" খন্ড-**১** পৃষ্ঠা-**৯১।** অতএব হাদীসটি যে, কমপক্ষে হাসান হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন হলো, যেখানে সনদ হাসান, সেখানে হাদীসটিকে লেখক যঈফ বললেন কোন যুক্তিতে?

তাছাড়া হাদীসটি অন্যান্য হাদীসের সমর্থনেও প্রমাণিত। **হাদীসটির প্রথম অংশঃ**

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

এ অংশ পূর্বের হাদীসের আলোচনায় সহীহ সনদে প্রমাণিত হয়েছে। এবং সকল ইমামমের মতেই তা সহীহ। **আর হাদীসটির দ্বিতীয় অংশ হচ্ছেঃ**

مَا جَاءَنِىْ جِبْرِيْلُ إِلَّا أَوْصَانِىْ بِالسِّوَاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِىْ.

অনুবাদঃ আলী ইবনু ইয়াযিদ এর কারণে এ অংশকে হাসান বলা যায়। সে যঈফ ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কোন রাবীর যঈফ ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ থাকলে তাকে হাসানুল হাদীস বলা হয়। যেমন সনদের আলোচনায় তা স্পষ্ট করা হয়েছে। **হাদীসটির তৃতীয় অংশ হচ্ছেঃ**

وَلَوْلاَ أَنِّىْ أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِىْ لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ

অনুবাদঃ **আমার উম্মতের উপর কঠিন হয়ে যাওয়ার ভয় না করলে মিসওয়াক করা আমি উম্মতের উপর ফরয করে দিতাম।**

এ অংশও নিঃসন্দেহে সহীহ। কেননা তা অনেক সাহাবী থেকে অনেক সনদে বর্ণিত আছে। যেমন এর সমর্থন হযরত আবু হুরাইরা রদ্বিঃ এর হাদীস থেকে পাওয়া যায়। যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহীহ সনদে তাদের সহীহ তে সংকলন করেছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. صحيح البخاري رقم الحديث (٨٨٧) صحيح مسلم رقم الحديث (٢٥٢)

অনুবাদঃ **আমার উম্মতের উপর কঠিন হয়ে যাওয়ার ভয় না করলে ইশার নামায দেরিতে আদায় করা এবং মিসওয়াক করা আমি উম্মতের উপর ফরয করে দিতাম।** সনদ সহীহ, দেখুন সহীহ বুখারী হাদীস-৮৮৭, সহীহ মুসলিম হাদীস-২৫২।

এছাড়াও এর সমর্থন পাওয়া যায় এমন আরো অনেক হাদীস রয়েছে। **যেমনঃ** হযরত আবু হুরাইরা রদ্বিঃ এর অপর একটি হাদীস। যা ইমাম আবু ইয়া'লা তার মুসনাদ গ্রন্থে জায়্যিদ সনদে (উত্তম সনদে) সংকলন করেন। **দেখুনঃ** ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহঃ এর 'আল বাদরুল মনীর'- খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৭৭।

এবং হযরত ইবনে আব্বাস রদিঃ এর হাদীস, **তা হলোঃ**

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي به قرآن أو وحي.

অনুবাদঃ হযরত ইবনে আব্বাস রদিঃ বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন- আমাকে মেসওয়াকের আদেশ করা হতে লাগল, এমনকি আমি মনে করলাম যে, হয়তো এটি ফরজ করে আমার উপর কুরআনের আয়াত নাযিল করা হবে।

এবং ইবনে আব্বাস রদিঃ এর অপর আরেকটি হাদীস, যা ইমাম আবু বকর ইবনে আবু শায়বা রহঃ সংকলন করেছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

عن ابن عباس قال: لقد كنا نؤمر بالسواك حتى ظننا أنه سينزل به.

ইবনে আব্বাস রদিঃ বলেন, **আমরা মেসওয়াক সম্পর্কে এরূপ আদেশ পেতে থাকলাম যে, একসময় মনে হলো, হয়তো এটি ফরজ করে কুরআনের আয়াত নাযিল করা হবে।**

এবং হযরত আয়েশা রদিঃ এর হাদীস, যা ইমাম বাযযার, তাবরানী ও আবু ইয়া'লা রহঃ সংকলন করেন। **হাদীসটি হলোঃ**

عن عائشة قالت: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالسواك حتى خشينا أن ينزل فيه قرآن.

অনুবাদঃ হযরত আয়েশা রদিঃ বলেন, রাসূল সাঃ মেসওয়াক সম্পর্কে এতো বেশি আলোচনা করতে লাগলেন যে, একপরযায়ে আমি ভাবলাম, হয়তো এটি ফরজ করে তার উপর কুরআনের আয়াত নাযিল করা হবে।

এবং হযরত উম্মে সালমা রদিঃ এর হাদীস, যা ইমাম তাবরানী রহঃ হাসান সনদে সংকলন করেন। **হাদীসটি হলোঃ**

وأخرج الطبراني بسند حسن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، مازال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي.

অনুবাদঃ হযরত উম্মে সালমা রদিঃ বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন- হযরত জিবরাঈল আঃ আমাকে মেসওয়াকের এতো বেশি উপদেশ দিতে থাকলেন যে, একপরযায়ে আমি ভাবলাম, বেশি বেশি মেসওয়াক করার কারণে আমার দাঁতের মাড়ি ছিলে যাবে।

এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রদিঃ এর হাদীস, যা ইমাম আবু নুআইম রহঃ হাসান সনদে সংকলন করেছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

وأخرج أبو نعيم بسند حسن عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار.

অনুবাদঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রদিঃ বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন- আমার উম্মতের উপর কঠিন হয়ে যাওয়ার ভয় না থাকলে, আমি তাদের জন্য শেষ রাতে মেসওয়াক করা আবশ্যক করে দিতাম।

এবং হযরত আলী রদিঃ এর হাদীস, যা ইমাম তাবরানী তার "আওসাত" গ্রন্থে হাসান সনদে সংকলন করেছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن علي، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.

অনুবাদঃ হযরত আলী রদিঃ বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন- আমার উম্মতের উপর কঠিন হওয়ার ভয় না থাকলে, আমি প্রত্যেক অযুর সময় তাদের জন্য মেসওয়াক করা আবশ্যক করে দিতাম।

এবং হযরত কসাম বা তামাম ইবনে আব্বাস রদিঃ এর হাদীস, যা ইমাম আহমাদ সংকলন করেছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

وأخرج أحمد بسند ضعيف عن قثم أو تمام بن عباس قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لكم تأتوني قلحا لا تسوكون، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء.

অনুবাদঃ হযরত কসাম বা তামাম ইবনে আব্বাস রদিঃ বলেন, আমরা একবার রাসূল সাঃ এর কাছে গেলাম। তখন আমাদের দেখে তিনি ইরশাদ করলেন- তোমাদের কী হলো যে, মেসওয়াক না করে করে দাঁত হলুদ করে ফেলেছো, আর এমন অবস্থাতেই তোমরা আমার কাছে চলে আসছো ! আমার উম্মতের উপর যদি কঠিন হওয়ার ভয় না থাকতো, তাহলে আমি তাদের জন্য মেসওয়াক ফরয করে দিতাম, যেমন অযু ফরয করে দিয়েছি।

উপরোক্ত আলোচনায় আলহামদুল্লিাহ! প্রমাণিত হয়েছে, হাদীসটি সনদগতভাবে হাসান এবং অন্যান্য হাদীসের সমর্থনে সহীহ। এ মর্মে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। তবে সত্যান্বেষীদের জন্য অল্পই যথেষ্ট। অতএব হাদীস বিদ্বেষীদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ আল্লাহর রাসূল সাঃ এর হাদীস অস্বীকার করার পরিণতি অনেক ভয়াবহ!

লেখক হাদীসটিকে যঈফ বলে অস্বীকার করেছেন। এবং হাদীসটিকে যঈফ বানাতে তিনটি ঠুনকো, ভিত্তিহীন অভিযোগও করেছেন। **তার প্রথম অভিযোগ হলোঃ**

উক্ত বর্ণনার সনদে অনেক ত্রুটি রয়েছে।(১৯) ওছমান ইবনু আবীল আতেকা নামক একজন রাবী রয়েছে। ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন এবং নাসাঈ তাকে যঈফ বলেছেন।(২০)

(১৯) তিনি বলছেন, "উক্ত বর্ণনার সনদে অনেক ত্রুটি রয়েছে।" এটি একটি মিথ্যা মন্তব্য ও অপকৌশল। সত্য যে, এতে **"আলী ইবনু ইয়াযিদ"** এর 'মুখতালাফ ফিহি' হওয়া ছাড়া ধরার মতো তেমন কোন ত্রুটি নেই। প্রসঙ্গত, লেখক নিজেও অনেক ত্রুটি উল্লেখ করতে

পারেননি। সুতরাং এটি একটি কথার মারপ্যাঁচ। আর ধোঁকাবাজরা কথার মারপ্যাঁচে ফেলে মানুষকে এভাবেই ধোঁকা দিয়ে থাকে। আর মানুষ তাদের ধোঁকায় অহরহ পতিত হচ্ছে।

(২০) লেখক বলছেন, **"ওছমান ইবনু আবীল আতেকা নামক একজন রাবী রয়েছে। ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন এবং নাসাঈ তাকে যঈফ বলেছেন।"**

পাঠক! সনদের রাবীকে যঈফ প্রমাণিত করতে এটি লেখকের প্রথম অভিযোগ। তিনি রাবীর প্রতি যঈফ হওয়ার অভিযোগ করতে এখানে তিনজনের নাম উল্লেখ করেছেন। এর প্রথমজন হলেন ইমাম আহমাদ রহঃ। উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমাদ রহঃ **'ওসমান ইবনু আবীল আতেকা'** নামক রাবীকে কোথায় যঈফ বলেছেন তার কোন রেফারেন্স লেখক উল্লেখ করতে পারেননি। এবং আমি তা অনেক চেষ্টা করেও পাইনি। কিন্তু এর বিপরীতে **ইমাম আহমাদ রহঃ** তার নির্ভযোগ্যতার পক্ষে মন্তব্য করেছেন। দেখুনঃ "মাওসূআতু আকওয়ালিল ইমাম আহমাদ" খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-৪৯০, "আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতির রিজাল" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৪১, "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৬২, "আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূআহ" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪৪৯, আল্লামা ইউসুফ মিযযী রহঃ এর "তাহযীবুল কামাল" খন্ড-১৯ পৃষ্ঠা-৪০০, "মীযানুল ই'তিদাল" খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৭।

অতএব লেখক তার অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ দিতে না পারায় তা অগ্রহণযোগ্য হিসেবে সাব্যস্ত। এবং এর বিপরীতে **ইমাম আহমাদ রহঃ 'ওসমান ইবনু আবীল আতেকা'** এর নির্ভযোগ্যতার পক্ষে মন্তব্য করেছেন। তার প্রমাণ আপনার সামনে স্পষ্ট। তার পরেও লেখকের প্রতি আমার আরজী রইলো, তিনি যেন পরবর্তি সংস্কারে এটা উল্লেখ করে দেন যে, ইমাম আহমাদ রহঃ **'ওসমান ইবনু আবীল আতেকা'** নামক রাবীকে কোন কিতাবে যঈফ বলেছেন। অন্যথায় তিনি যেন তার এ মিথ্যা মন্তব্য পরিহার করে নেন।

এবার আসুন দেখি, ইবনু মাঈন এবং নাসাঈ তাকে কেন যঈফ বলেছেন। মূলত **'ওসমান ইবনু আবীল আতেকা'** ব্যক্তিগতভাবে সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য। তবে **আলী ইবনে ইয়াযিদ**

থেকে তার বর্ণনা করাকে অনেকে যঈফ বলেছেন। যেমন হাফেয ইবনে হাজার আসক্বলানী রহঃ বলেন- صدوق ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد.

অনুবাদঃ তিনি একজন সত্যবাদী রাবী। তবে তার আলী ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনেকে তাকে যঈফ বলেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা ইউসুফ মিযযী রহঃ এর "তাহযীবুল কামাল" খন্ড-১৯ পৃষ্ঠা-৪০১।

অতএব হাদীসটি সনদগত ভাবে সহীহ হতে পারেনি, হাসান হয়েছে **আলী ইবনে ইয়াযীদ** এর কারণে, **'ওসমান ইবনু আবীল আতেকা'র** কারণে নয়।

পাঠক! **'ওসমান ইবনু আবীল আতেকা'** একজন নির্ভরযোগ্য রাবী, এ দাবির সপক্ষে নিম্নে কয়েকজন রিজালবিদ ইমামের মন্তব্য উল্লেখ করে দিলাম।

এব্যাপারে **ইমাম অহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ বলেন- 'ওসমান ইবনু আবীল আতেকা'র** বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। তবে আলী ইবনে ইয়াযীদ থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে সমস্যা আছে। **দেখুনঃ** "মাওসূআতু আকওয়ালিল ইমাম আহমাদ" খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-৪৬০, "আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতির রিজাল" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৪১, "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৬২, "আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূআহ" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪৪৯, আল্লামা ইউসুফ মিযযী রহঃ এর "তাহযীবুল কামাল" খন্ড-১৯ পৃষ্ঠা-৪০০, "মীযানূল ই'তিদাল" খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৭।

হাফেয ইবনে হাজার আসক্বলানী রহঃ বলেন-

صدوق ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد

অনুবাদঃ তিনি একজন সত্যবাদী রাবী। তবে তার আলী ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনেকে তাকে যঈফ বলেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা ইউসুফ মিযযী রহঃ এর "তাহযীবুল কামাল" খন্ড-১৯ পৃষ্ঠা-৪০১।

এছাড়াও তাকে ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ নির্ভরযোগ্য বলেছেন। দেখুনঃ "ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ এর কিতাবুস সিকাত" খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৮০।

ইমাম আবু দাউদ রহঃ বলেন- তিনি একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যাক্তি। **দেখুনঃ** "সুআলাতুল আজরী" খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৮৯।

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহঃ বলেন- ضعفه النسائي ووثقه غيره

তাকে ইমাম নাসাঈ যঈফ বলেছেন, কিন্ত অন্যান্য ইমামগণ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। **দেখুনঃ** "আল-কাশেফ" ২/৩, "আল-মুগনী" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২০৫, বাদরুল মুনীর ১/৬৯০।

ইমাম ইজলী রহঃ বলেন- উসমান ইবনু আবীল আতেকার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। **দেখুনঃ** "মা'রেফাতুস সিকাত" খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৮, "তাহযীবুল কামাল" খন্ড-১৯ পৃষ্ঠা-৪০১।

এবং ইমাম অবু হাতেম রাযী রহঃ বলেন- আমি দাহীম কে বলতে শুনেছি, উসমান ইবনু আবীল আতেকার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। এবং হাফেয যাহবী রহঃ বলেন- দাহীম তাকে সত্যবাদী বলেছেন। উসমান দারেমী বলেন- দাহীম তাকে সত্যবাদী বলেছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন। **দেখুনঃ** "তাহরীরু উলুমিল হাদীস" ১/৩৫৭, "মীযানুল ই'তিদাল" ৫/৩৩, "কামিল" ৩/১৬৯, "তাহযীবুত তাহযীব" ৬/৮৮, "তাহযীবুল কামাল" ১৯/৩৩৭।

তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ছিলেন খুব ভালো মানুষ এবং সত্যবাদী। দেখুনঃ "মু'জামু লিসানিল মুহাদ্দিসীন" খন্ড-৪ পৃষ্ঠ-৩০।

আল্লামা ইবনে সা'দ রহঃ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য রাবী। **দেখুনঃ** আল্লামা ইউসুফ মিযযী রহঃ এর "তাহযীবুল কামাল" খন্ড-১৯ পৃষ্ঠা-৪০১।

আল্লামা খলীফা ইবনে খায়্যাত রহঃ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। আরেক জায়গায় বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী এবং অনেক হাদীস বর্ণনা

করেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা ইউসুফ মিযযী রহঃ এর "তাহযীবুল কামাল" খন্ড-**১৯** পৃষ্ঠা-৪০০, তাহযীবুত তাহযীব খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৮৮।

অতএব হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করতে লেখকের প্রথম অভিযোগ মিথ্যা ও অনর্থক প্রমাণিত হলো, আলহামদুলিল্লাহ! লেখকের দ্বিতীয় অভিযোগ, **তিনি বলেনঃ**

> এছাড়াও আলী ইবনু যায়েদ[(২১)] আবু আব্দিল মালেক নামের একজন রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন।[(২২)]

(২১) এখানে আলী ইবনু **"যায়েদ"** হবে না, বরং হবে আলী ইবনু **"ইয়াযিদ"** বিষয়টি সংশোধনযোগ্য তাই চিহ্নিত করে দিলাম।

(২২) **"আলী ইবনু ইয়াযিদ"** মুখতালাফ ফিহি রাবী। কেউ কেউ তার বর্ণনা কবুল হওয়ার পক্ষে মন্তব্য করেছেন। যেমনঃ হাফেয যাহাবী রহঃ তাকে "সালেহ" সঠিক বলেছেন। **দেখুনঃ** "মীযানুল ই'তিদাল" খন্ড-২ পৃষ্ঠ-**১১২**, আল-বাদরুল মুনীর **১**/৬৯০। এ জন্য তার হাদীসকে অনেকে হাসান বলেছেন। তার সম্পর্কে উপরে প্রমাণসহ যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। অতএব হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করতে লেখক মুযাফফর বিন মুহসিনের দ্বিতীয় অভিযোগও অকার্যকর ও অসিদ্ধ প্রমাণিত হলো, আলহামদুলিল্লাহ!

লেখকের তৃতীয় অভিযোগ হলোঃ

> ইবনু হাতেম এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন।[(২৩)]

(২৩) লেখক বুঝতে ভুল করেছেন। ইবনু হাতেম হাদীসটিকে যঈফ বলেননি। বরং তিনি রাবী "আলী ইবনু ইয়াযিদ" কে যঈফ বলেছেন। আর এ কথা স্পষ্ট যে, রাবীকে যঈফ বলা আর হাদীসকে যঈফ বলা, এই দুইয়ের মধ্যে আসমান-যমীন তফাত রয়েছে। আর রাবী **"আলী ইবনু ইয়াযিদ"** মুখতালাফ ফিহি। তার হাদীস হাসান। তার সম্পর্কে উপরে প্রমাণসহ যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও বিখ্যাত মুহাক্কিক আল্লামা আরনাউত রহঃ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। **দেখুনঃ** "তার তাহকীককৃত সুনানু ইবনে মাজাহ" হাদীস নং- ২৮৯।

অতঃপর লেখক এ অনুচ্ছেদে সর্বশেষে হযরত আবু আইয়ুব রদ্বিঃ এর একটি হাদীস উল্লেখ করেন। এটিকেও তিনি 'যঈফ' বলেছেন। অথচ হাদীসটি যঈফ নয়। হাদীসটিকে 'যঈফ' বানাতে এর উপর কিছু মিথ্যা অভিযোগও লাগিয়েছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

(ز) عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ρ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.

(ছ) আবু আইয়ূব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, চারটি বিষয় নবীদের সুন্নাত। (ক) লজ্জা করা। অন্য বর্ণনায় খাতনা করার কথা রয়েছে (খ) সুগন্ধি ব্যবহার করা (গ) মিসওয়াক করা ও (ঘ) বিবাহ করা।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।(২৪)

(২৪) বরং বর্ণনাটি হাসান। পাঠক! এটা আমার কথা না। এর সংকলনকারী স্বয়ং ইমাম তিরমিযী'ই একে 'হাসান' বলেছেন। তবে এক নুসখায় রয়েছে, ইমাম তিরমিযী একে 'হাসান সহীহ' বলেছেন। এর সনদ নিয়ে একটু পরেই আলোচনা করবো। প্রসঙ্গতঃ হাদীসের একজন ইমাম যখন কোন হাদীসকে 'হাসান' বা 'সহীহ' বলবেন, তখন তার বিরুদ্ধে গিয়ে হাদীসটিকে 'জাল-যঈফ' ট্যাগ লাগিয়ে অস্বিকার করা আপনার জন্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে? আপনার দৌড় তো শুধু সনদ পর্যন্ত। এর বিপরীতে একজন ইমাম শুধু

সনদ সম্পর্কেই আপনার-আমার চেয়ে অধিক ভালো জানতেন না, বরং হাদীসের মতন সম্পর্কেও আপনার-আমার চেয়ে হাজার গুণে বেশী জানতেন। অতএব এই সামান্য ইলম নিয়ে মহাসাগরের মতো ইলমের অধিকারী একজন ইমামের বিরুদ্ধে গিয়ে হাদীসটিকে অস্বীকার করা, আমি মনে করি, আপনার-আমার জন্য নিরাপদ হবে না। এ কারণেই আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসক্কালানী রহঃ উলূমুল হাদীস সম্পর্কে তার বিক্ষ্যাত গ্রন্থ "শরহে নুখবাতুল ফিকার" এর শুরুর দিকে বলেছেন- **"ঘরে কী রয়েছে ঘরের মালিকই অধিক জানেন"।** আশা করি, বিবেকবান হলে অনুধাবন করতে পারবেন।

হাদীসটিকে যঈফ বানাতে লেখক বলেনঃ

উক্ত বর্ণনায় কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে।(২৫) আইয়ূব ও মাকহূলের মাঝে রাবী বাদ পড়েছে।(২৬)হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ নামক রাবীর দোষ রয়েছে।(২৭)এছাড়াও এর সনদে আবু শিমাল রয়েছে। তাকে আবু যুর'আহ ও ইবনু হাজার আসক্কালানী অপরিচিত বলেছেন।(২৮)

(২৫) অনেক হাদীসের একাধিক সূত্র থাকে। হতে পারে এগুলোর কোনটি যঈফ এবং কোনটি নির্ভরযোগ্য। এখন উসূল হলো, কোন হাদীসের একাধিক সূত্র থাকলে তার যেকোন একটি নির্ভরযোগ্য হলেই যথেষ্ট, তখন আর অন্যান্য যঈফ সূত্রের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু লেখক করেছেন তার উল্টো, তিনি হাদীসটির সহীহ সূত্র বাদ দিয়ে যঈফ সূত্র উল্লেখ করে হাদীসটিকে যঈফ আখ্যায়িত করেছেন। এটি একটি সুসাব্যস্ত হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। তিনি বললেন- **'উক্ত বর্ণনায় কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে'।** এটাও মিথ্যা কথা। সত্য যে, হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার মতো কোন ত্রুটি নেই। একটু পরেই এর প্রমাণ পেশ করবো। এতে মিথ্যার মুখোশ খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ!

(২৬) এটা মিথ্যা দাবী। আইয়ূব ও মাকহূলের মাঝে যে রাবী রয়েছে, ইমাম তিরমিযী, ত্বাবরানী ও সাঈদ ইবনে মানসূর সহ অনেকেই তাকে উল্লেখ করেছেন। আমি জানি না,

লেখক ইমাম তিরমিযীর সনদটি দেখেছেন কি না! যদি দেখে থাকেন, তাহলে হয়তো গভীরভাবে লক্ষ্য করেননি। অথবা বুঝতে পারেননি। অথবা মিথ্যা বলে পাঠককে ধোঁকা দিয়েছে। আমি আপনাকে ইমাম তিরমিযীর পুরো সনদ উল্লেখ করে দেখাচ্ছি। এতে লেখকের মিথ্যাচার আপনার সামনে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح.

অনুবাদঃ ইমাম তিরমিযী বলেন- আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন 'সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী', সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী বলেনে- আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন 'হাফস ইবনে গিয়াস', হাফস ইবনে গিয়াস হাদীস বর্ণনা করেন 'হাজ্জাজ' থেকে। হাজ্জাজ হাদীস বর্ণনা করেন, 'মাকহুল' থেকে। মাকহুল হাদীস বর্ণনা করেন, 'আবু শিমাল' থেকে। আবু শিমাল হাদীস বর্ণনা করেন, 'আবু আইয়ূব' থেকে। আবু আইয়ূব রাসূল সাঃ থেকে। "চারটি বিষয় নবীদের সুন্নাত। (ক) লজ্জা করা। (খ) সুগন্ধি ব্যবহার করা (গ) মিসওয়াক করা ও (ঘ) বিবাহ করা।"

পাঠক! সনদে মার্ক করা নামটি লক্ষ্য করুন। তার পূর্বে **'আবু আইয়ূব'** ও তার পরে রয়েছে **'মাকহূল'।** সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, আইয়ূব ও মাকহূলের মাঝে রাবী বাদ পড়েনি। উভয়ের মাঝে **'আবু শিমাল'** নামক রাবী বিদ্যমান। অতএব লেখকের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে হাদীসটিকে জাল-যঈফ বলে ছুড়ে মারার একটা অজুহাত এখানে নিস্ক্রিয় হলো আলহামদুল্লিাহ! ইমাম তিরমিযী রহঃ এর সনদ সম্পর্কে যা মন্তব্য করেন, **তা হলোঃ**

قال: وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. حدثنا محمود بن خداش البغدادي حدثنا عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص. قال أبو عيسى: وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه: عن أبي الشمال. وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح.

ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন, এ মর্মে আরো হাদীস বর্ণিত আছে, হযরত উসমান, সাওবান ইবনে মাসউদ, আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আবু নুজাইহ্ এবং জাবের ও ইকাফ রদিয়াল্লাহু আনুহম থেকে। তবে আবু আইয়ুব এর হাদীসটি হাসান গরীব। এবং আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন- খাদ্দাস বাগদাদী। তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন- ইবাদ ইবনে আওয়াম। তিনি বর্ণনা করেছেন- মাকহূল থেকে। মাকহূল বর্ণনা করেছেন- আবু শিমাল থেকে। আবু শিমাল বর্ণনা করেছেন- আবু আইয়ুব থেকে। আবু আইয়ুব হাফসের হাদীসটির মতো হাদীস বর্ণনা করেছেন রাসূল সাঃ থেকে। এছাড়াও আবু আইয়ুব এর সনদে মাকহূল থেকে হাজ্জাজের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- হুশাইম ও মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ওয়াসেতী সহ আরো অনেকে। কিন্তু তারা **"আবু শিমাল"** নামক রাবীর নাম উল্লেখ করেননি। আর **"হাফস ইবনে গিয়াস"** এবং **"ইবাদ ইবনে আওয়াম"** এর হাদীস অধিক সহীহ।

পাঠক! ইমাম তিরমিযী রহঃ এর মন্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, হাদীসটি বেশ কিছু সূত্রে বর্ণিত আছে। তবে এর কোন কোন সূত্রে **"আবু শিমাল"** নামক রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এবং এর মধ্যে **"হাফস ইবনে গিয়াস"** এবং **"ইবাদ ইবনে আওয়াম"** এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিক সহীহ।

এখন আমার কথা হলোঃ আমি মেনে নিলাম, লেখক হাদীসটির অন্যান্য সূত্র আহরণ করতে পারেননি। কিন্তু হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযীর এ মন্তব্য থাকতে তিনি কীভাবে এমন একটি আজাইরা অভিযোগ করতে পারলেন ! এটি যে, একটি বাচ্চাসুলভ অভিযোগ তা স্পষ্ট। এ ধরনের বাচ্চাসুলভ অভিযোগ হাদীসকে বিন্দুমাত্রও ত্রুটিযুক্ত করে না।

(২৭) হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ নামক রাবীর কী দোষ রয়েছে, লেখক কিন্তু তা বলেননি। লেখক এখানে খুব চাতুরতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, কী দোষ রয়েছে, তা বলে দিলে জবাব দেয়াটা সহজ হয়ে যাবে। আর অনির্দিষ্ট দোষ চাপালে সেটা খুঁজে বের করাও কঠিন, জবাব দেয়াও কঠিন। সত্য যে, হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ নামক রাবীর দোষ রয়েছে, আর সেটা হলো তিনি মুদাল্লিস। মুদাল্লিস রাবী যখন আরবী "আন" শব্দে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন এ সনদকে যঈফ ধরা হয়। আর যখন "হাদ্দাসানা" শব্দে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তার কারণে সনদকে যঈফ বলা হবে না। অর্থাৎ "হাদ্দাসানা" বলার মাধ্যমে সনদ তার

ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে যায়। মজার বিষয় হলো, প্রকৃতপক্ষেই লেখক যেই সনদ উল্লেখ করে হাদীসটিকে যঈফ বলে ছুড়ে মারছেন, সেই সনদে রাবী হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ হাদীসটি "আন" শব্দে বর্ণনা করেছেন। আরো মজার বিষয় হলো, হাদীসটির অপর আরো একটি এমন সনদের সন্ধান রয়েছে, যে সনদে রাবী **হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ** হাদীসটি "হাদ্দাসানা" শব্দে বর্ণনা করেছেন। অতএব প্রমাণিত, লেখকের এ অভিযোগও অনর্থক। লেখক মূলত ইমাম আহমাদ রহঃ এর সনদের ভিত্তিতে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। আমি দুটো সনদই উল্লেখ করে দেখাব। প্রথমে ইমাম আহমাদ রহঃ এর সনদটি উল্লেখপূর্বক লেখকের অভিযুক্ত স্থানটি মার্ক করে দিলাম।

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول وثنا محمد بن يزيد عن حجاج عن مكحول قال قال أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

এবার আমার দাবিকৃত সনদটি উল্লেখ করবো। যে সনদে ইমাম মাহামিলী রহঃ তার আল-আমালী গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন। আল-আমালী ১/৩০৮।

حدثنا محمود بن خداش ثنا عباد بن العوام ثنا حجاج قال ثنا مكحول عن ابي الشمال بن ضباب عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

পাঠক! মার্ক করা অংশটুকু দেখুন, সেখানে আরবীতে রয়েছে **"সানা"** এটি **"হাদ্দাসানা"** শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ। স্পষ্ট হলো যে, হাজ্জাজ থেকে হাদীসটি **"হাদ্দাসানা"** শব্দে প্রমাণিত। তাই তার কোন ত্রুটিতে হাদীসটিকে আর অভিযুক্ত করা যাচ্ছে না। দ্রষ্টব্য যে, সনদের সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য। অতএব লেখকের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে হাদীসটিকে জাল-যঈফ বলে ছুড়ে মারার দ্বিতীয় অজুহাতও এখানে অকেজো হলো আলহামদুল্লিাহ!

কী বলবো দুঃখের কথা! একটা হাদীসকে যঈফ বলতে গেলে, হাদীসটি কতগুলো সনদে বর্ণিত আছে, সনদগুলো কোন কোন গ্রন্থে আছে, সমস্ত সনদ একত্র করে গবেষণা করা ওয়াজিব। শুধু এতেই যথেষ্ট না। হাদীসটির গ্রহণযোগ্য কোন সনদ না পেলে, দেখতে হবে, এর কোন শাহেদ বা মুতাবে রয়েছে কি না। অথবা এর সমর্থনে সাহাবীদের কোন মন্তব্য বা আমল আছে কি না। এমন আরো কিছু দিক নিয়ে গভীর মনযোগে গবেষণার পরেও এর কোন সমর্থন পাওয়া না গেলে তবেই বলা উচিৎ যে, এর সনদ যইফ। কেননা হয়তো

আপনার গবেষণায় এর সঠিক অবস্থা উন্মোচিত হয়নি, কিন্তু আরেকজনের গবেষণায় তার সঠিক অবস্থা উন্মোচিত হয়ে হাদীসটি প্রমাণিত হতে পারে। অতএব হাদীসকে যঈফ না বলে সনদকে যঈফ বলাই উচিত। কিন্ত আমাদের দেশের হাদীস গবেষকদের এ কী বেহাল দশা! হাদীসের একটি সনদ দেখেই লাফ মেরে বলে দিচ্ছে, হাদীসটি যঈফ, জাল ইত্যাদি ইত্যাদি! অথচ সে জানেই না, হাদীসকে যঈফ বলা আর সনদকে যঈফ বলার মাঝে আসমান-যমীন তফাত রয়েছে। অতএব স্পষ্ট, হাদীস গবেষণার নামে এটা চরম খেয়ানত করা হচ্ছে। তাই সাবধান হওয়া উচিত!

(২৮) ভাই, আমি যাকে চিনি না তার সম্পর্কে তো বলবই যে, তাকে চিনি না। এতেই কি সে প্রত্যাখ্যাত বা অপরাধী হয়ে যায়! বরং তাকে যে চেনে তার কথাটি গ্রহণ করে নিন, সহজ সমাধান পেয়ে যাবেন। তাকে আবু যুর'আহ ও ইবনু হাজার আসক্বালানী অপরিচিত বলেছেন, এতেই হাদীসটি যঈফ সাব্যস্ত হয়ে গেল? এর বিপরীতে ইবনু হাজার আসক্বালানীর জন্মেরও প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে ইমাম তিরমিযী রহঃ যার সনদে হাদীস গ্রহণ করে হাদীসটিকে 'হাসান' বলে ঘোষণা করলেন, তার কথাকে আপনি উড়িয়ে দিচ্ছেন! ইমাম তিরমিযীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে এ অজুহাত টিকে না। আরে ভাই! আপনি যেই ইবনু হাজার আসক্বালানীর মন্তব্য উল্লেখ করে হাদীসটিকে ছুড়ে মারছেন, সেই ইবনু হাজার আসক্বালানী নিজেও তো হাদীসটিকে যঈফ বলেননি। তিনি নিজেও ইমাম তিরিমিযীর মন্তব্য সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন, কোন আপত্তি করেননি। তিনি ছাড়াও তার মতো আরো অনেক হদীসের হাফেয ইমাম তিরিমিযীর মন্তব্য গ্রহণ করে নিয়েছেন, তার মন্তব্যে কোন আপত্তি তুলেননি। অতএব এটা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন মনে করি না।
তবে লেখককে বলবো, অমূলক অজুহাত খাড়া করে সুপ্রমাণিত হাদীস প্রত্যাখ্যান করার মানসিকতা নিয়ে হাদীস গবেষণার অনুমতি কে দিয়েছে আপনাকে ?

পাঠক! আমার মন্তব্য কিছুই না ইমাম তিরযীর 'হাসান' মন্তব্যের কাছে। অতএব অবজ্ঞার ছলে আমার আলোচনা উড়িয়ে দিলেও আমি আহ্বান করবো, ইমাম তিরিমিযী রহঃ এর মন্তব্যটি গ্রহণ করে নিন। এটাই নিরাপদ, কারণ একটি সুসাব্যস্ত হাদীস অস্বীকার করার পরিণতি অনেক ভয়াবহ!

এখান থেকে লেখকের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ শুরু। এ অনুচ্ছেদে তিনি দুটি হাদীস এনেছেন। এবং প্রথমটিকে 'জাল' আর দ্বিতীয়টিকে 'যঈফ' বলেছেন। তার উল্লেখিত প্রথম হাদীসটি সনদগতভাবে অগ্রহণযোগ্য হলেও কিন্তু দ্বিতীয় হাদীসটি হাসান। **যেমন তিনি বলেনঃ**

(২) যায়তুন দ্বারা মিসওয়াক করা ফযীলতপূর্ণ

যায়তুন দ্বারা মিসওয়াক করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়। অথচ এর পক্ষে শারঈ কোন বিধান নেই। এ মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল।(২৯)

(২৯) যায়তুন দ্বারা মেসওয়াক করা ভালো, এ কথা আমাদের আহলে হাদীস শায়েখরাই বলে থাকেন। যেমন, শায়েখ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। **দেখুন**, তার লিখিত গ্রন্থ "মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা" পৃঃ ৩৫।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

আবু খায়রাহ ছববাহী (রাঃ) বলেন, আমি আব্দুল ক্বায়স প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলাম, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়েছিল। তিনি পাথেয় বাবদ মিসওয়াক করার জন্য আমাদেরকে আরাক গাছের ডাল দিলেন, যাতে আমরা তা দ্বারা মিসওয়াক করি। আমরা বললাম, আমাদের নিকট মিসওয়াক করার জন্য খেজুরের ডাল রয়েছে। তবে আমরা আপনার সম্মানজনক দান গ্রহণ করছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আব্দুল ক্বায়েসের প্রতিনিধি দলকে ক্ষমা করুন। কারণ তারা আনুগত্য স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করেছে, অসন্তুষ্টিতে নয়। আর আমার সম্প্রদায় অপমানিত ও তীর-ধনুকের কবলে না পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।(৩০)

(৩০) এটা ইনসাফ হয়নি। বরং ইনসাফের কথা হলো, হাদীসটির সনদ হাসান। যেখানে সনদ হাসান, সেখানে হাদীস যঈফ হয় কীভাবে! পক্ষান্তরে এর উল্টো হতে পারে, অর্থাৎ কখনো সনদ যঈফ হলেও হাদীস হাসান হতে পারে। **দেখুনঃ** আল্লামা হাফেয নূরুদ্দীন হায়সামীর “মাজমাউয যাওয়ায়েদ” খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৬৮, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীর “জামেউল জাওয়ামে” খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫১৭৫, “জামেউল আহাদীস” খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-১৩২, শায়েখ মুহাম্মদ আল-আমীনের তাহকীককৃত “আহাদীসুল মুনতাখাবা” পৃষ্ঠা-১৯৪।

এছাড়াও হাদীসটিকে সমর্থন করে যায়েদ ইবনে আলীর হাদীসটি, যা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** হাফেয নূরুদ্দীন হায়সামীর “মাজমাউয যাওয়ায়েদ” খন্ড-৫ পৃষ্ঠা-৮৮, আল্লামা শুআইব আরনাউত রহঃ এর তাহকীককৃত “মুসনাদে আহমাদ” খন্ড-২৯ পৃষ্ঠা-৩৬৩।

এবং ইবনে আব্বাস রদ্বিঃ এর হাদীসটি, যা ইমাম ত্ববরানী রহঃ সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** “মু’জামুত ত্ববরানী” খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-২৩১।

এবং আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা আসলামীর হাদীসটি, যা ইমাম আবুল ফজল রহঃ সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২০৬।

এবং যায়েদ ইবনে আলীর হাদীসটি, যা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ “ফাজাইলুস সাহাবা” গ্রন্থে সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১০৭।

হাদীসটিকে যঈফ বানাতে লেখক যে অভিযোগ করেন তা হলো, **তিনি বলেনঃ**

এর সনদে দাঊদ ইবনু মাসাওয়ার নামক রাবী রয়েছে। সে অপরিচিত,(৩১)কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি।(৩২)তার শিক্ষক মুক্বাতিল বিন হুমামও অপরিচিত।[৫] (৩৩)

[5]. ইমাম বুখারী, তারীখুল কাবীর ৩/২৪৭ পৃঃ।(৩৪)

(৩১) সে আপনার কাছে অপরিচিত, আরেকজনের কাছে তো নয়। আপনার কাছে অপরিচিত হলেই কি একজন রাবী দোষী হয়ে যাবে!

(৩২) বরং কেউ তাকে অনির্ভরযোগ্য বলেননি। আসলে তার সনদকে 'হাসান' বলা হয়েছে এবং হাসান হওয়ার মতকে অনেকেই গ্রহণ করেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা হাফেয নূরুদ্দীন হায়সামীর "মাজমাউয যাওয়ায়েদ" খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৬৮, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীর "জামেউল জাওয়ামে" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫১৭৫, "জামেউল আহাদীস" খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-১৩২।

(৩৩) আপনার কাছে অপরিচিত, আরেকজনের কাছে তো নয়। অতএব আপনার কাছে অপরিচিত হলেই একজন রাবী দোষী হয়ে যাবে না।

(৩৪) আপনি এমনভাবে ইমাম বুখারীর রেফারেন্স দিলেন, আমি মনে করেছি হয়তো ইমাম বুখারী রহঃ হাদীসটিকে বা সনদটিকে যঈফ বলেছেন। তাই কিতাবটি খুলে দেখলাম, কিন্তু কই! ইমাম বুখারী তো হাদীসকেও যঈফ বলেননি, সনদকেও যঈফ বলেননি! এটা শুধু আপনার প্রতারণা একটা কৌশল মাত্র!!

এখান থেকে লেখকের তৃতীয় অনুচ্ছেদ শুরু। এ অনুচ্ছেদে লেখক একটি হাদীস এনে হাদীসটিকে প্রথমে 'জাল' এবং পরে তাহকীকে 'যঈফ' বলেছেন। কিন্তু হাদীসটি 'জাল'ও নয়, 'যঈফ'ও নয়। বরং রাসূল সাঃ থেকে প্রমাণিত। আরো অবাক হবেন যে, লেখক দুজন এমন রাবীর নাম উল্লেখ করে তাদেরকে 'যঈফ' ও 'মিথ্যুক' বলেছেন। অতঃপর তাদের কারণে হাদীসটিকে ত্রুটিযুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এ দুজন রাবী'ই হাদীসটিতে নেই। অর্থাৎ হাদীসটির উপর একটি চরম মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। **যেমন তিনি বলেনঃ**

(৩) আঙ্গুল দিয়ে মিসওয়াক করাই যথেষ্ট

মিসওয়াক দ্বারাই মুখ পরিষ্কার করা সুন্নাত। মিসওয়াক না থাকলে আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা যায়। কিন্তু শুধু আঙ্গুল দ্বারা

মিসওয়াক করাই যথেষ্ট, একথা ঠিক নয়। এর পক্ষে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল।[(৩৫)]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ρ قَالَ يَجْزِئ مِنَ السِّوَاكِ الْأَصَابِعُ.

আনাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করাই যথেষ্ট।[(৩৬)]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[(৩৭)]

(৩৫) শায়েখ! আপনি এখানে বললেন 'জাল', হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন 'যঈফ'! এখানেই আপনার দুইরকম কথা কেন ? অথচ 'জাল' আর 'যঈফ' এর মাঝে আসমান যমীন তফাত। আশা করি সংশোধন করে নিবেন।

(৩৬) লেখক হয়তো এখানে ভুল বুঝেছেন। প্রথমত তিনি অনুবাদে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। তিনি অনুবাদ করেছেনঃ **আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক "করাই" যথেষ্ট।** "করা" শব্দে তিনি "ই" এর তা'কীদ যোগ করেছেন। আরবী ভায়ায় এ নিয়মকে তা'কীদ বলে। শব্দটি তা'কীদ ছাড়া অর্থাৎ "ই" ছাড়া করা উচিত। তবেই এর সঠীক মর্ম উদ্ধার হবে। অন্যথায় এতে কিছুটা বাড়াবাড়ি চলে আসে। যে কারণে ভুল বুঝা'ই স্বভাবিক। অতএব এর সঠিক অনুবাদ হবেঃ আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা যথেষ্ট। তাহলে স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছেঃ মেসওয়াক না পেলে আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ হাদীসটির মর্ম হলো, যখন মেসওয়াক পাওয়া যাবে না। মেসওয়াক থাকলে তো তা দিয়েই দাঁত ঘষতে হবে। এভাবেই হাদীসের বড় বড় ইমামগণ হাদীসটির উপর ফতোয়া দিয়েছেন। **যেমন আল্লাম ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহঃ বলেন-** وإذا لم يجد السواك يعالج بإصبعه.

অনুবাদঃ আর যদি মেসওয়াক না পাওয়া যায়, তাহলে হাতের আঙ্গল দিয়েই দাঁত মেজে নিবে। **দেখুনঃ** "উমদাতুল ক্বারী" খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-১৬৩ এবং খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-১৫৭।

এবং মোল্লা আলী ক্বারী রহঃ বলেন-

ولو لم يكن معه سواك أو كان مقلوع الأسنان استاك بأصبع يمينه.

অনুবাদঃ আর যদি সাথে মেসওয়াক না থাকে, অথবা যদি অযুকারীর দাঁত না থাকে, তাহলে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে দাঁত বা মাড়ি ঘষে নিবে। **দেখুনঃ** "মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ" খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৯৭।

হাদীসটির তাহকীক করতে গিয়ে লেখক এটিকে যঈফ বলেছেন। অথচ হাদীসটি যঈফ নয়, বরং সহীহ।

(৩৭) এটা মিথ্যা দাবি। বরং হাদীসটি সুপ্রমাণিত। হাদীসটিকে অনেকেই সহীহ বা হাসান বলেছেন। আমি তাদের মন্তব্যগুলো একটু পরে উল্লেখ করবো, আগে দেখে নেই, হাদীসটিকে যঈফ বানাতে লেখক কী কী মিথ্যা অভিযোগ করেছেন।

হাদীসটিকে যঈফ বানাতে লেখক বলেনঃ

এর সনদে আবু গাযিয়া নামক একজন রাবী রয়েছে। সে মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্যে যঈফ। বরং দারাকুৎনী তাকে হাদীছ জালকারী বলে অভিযুক্ত করেছেন। এছাড়াও কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মুযানী নামক রাবীকেও মুহাদ্দিছগণ মিথ্যুক বলেছেন।(৩৮) তাছাড়া আরো অনেক ত্রুটি রয়েছে।

(৩৮) পাঠক! শুনে খুব আশ্চর্য হবেন যে, লেখক যে দুজন রাবীর নাম উল্লেখ করে অর্থাৎ **"আবু গাযিয়া"** ও **"কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মুযানী"** কে উল্লেখ করে হাদীসটিকে ত্রুটিযুক্ত করার চেষ্টা করেছেন, আসলে এ দুই নামের কোন রাবী'ই এর সনদে নেই। আমি আপনার সামনে এর সনদ তুলে ধরে আরো স্পষ্ট করে দিচ্ছি। লক্ষ্য করুন, লেখক হাদীসটি উল্লেখ করে এক নং টীকা কায়েম করে **[1]. বায়হাক্বী ১/৪০, ইবনু আদী**

৫/৩৩৪ এই রেফারেন্স দিয়েছেন। এখানে তিনি ইমাম বায়হাকীর **"সুনানুল কুবরা"** এবং ইমাম ইবনে আদীর **"কামীল"** এই দুই গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স প্রদান করেছেন। ইনশাআল্লাহ! আমিও এই দুই গ্রন্থ থেকে হাদীসটির সনদ উল্লেখ করে এটা প্রমাণ করবো যে, লেখকের অভিযোগকৃত দুজন রাবীর কেউ'ই এর সনদে নেই। ইমাম বায়হাকী রহঃ হাদীসটির পাঁচটি সনদ উল্লেখ করেছেন। এবং ইমাম ইবনে আদী রহঃ একটি। আমি একে একে এর সবগুলোই তুলে ধরবো, ইনশাআল্লাহ! প্রথমে ইমাম ইবনে আদী রহঃ এর সনদটি দেখুন। ইমাম ইবনে আদী রহঃ হাদীসটি সংকলন করেছেন এই সূত্রেঃ হযরত আনাস থেকে আব্দুল হিকাম, তার থেকে ঈসা ইবনে শুআইব।

ইমাম ইবনে আদী রহঃ এর সনদটি হলোঃ

حدثنا الساجي قال حدثني محمد بن موسى ثنا عيسى بن شعيب عن عبد الحكم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من السواك الأصابع.

অনুবাদঃ ইমাম ইবনে আদী রহঃ বলেনঃ হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- সাজী, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে মুসা, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ঈসা ইবনে শুআইব, তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আব্দুল হিকাম থেকে, তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- হযরত আনাস রদিঃ থেকে। হযরত আনাস রদিঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেছেন- **আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা যথেষ্ট।**

দেখুনঃ "আল-কামিল" খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৩৬৬, পাঠক! সনদে দেখুন, লেখকের অভিযোগকৃত রাবী **"আবু গাযিয়া"** ও **"কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মুযানী"** নামক কোন রাবী নেই। অতএব এই একটি সনদই যথেষ্ট লেখকের মুখোশ উন্মোচন করে দিতে। এবং ইমাম বায়হাকী রহঃ এর সনদগুলো প্রত্যক্ষ করলে আপনার সামনে লেখকের কূটকৌশল ও অপপ্রচার আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এবার একে একে ইমাম বায়হাকীর সনদগুলো দেখুন

১ নং সনদঃ এটি ইমাম বায়হাকী রহঃ তার উস্তাদ আবু সা'দ মালীনী থেকে ইমাম ইবনে আদী রহঃ এর সূত্রে হুবহু উপরোক্ত সনদেই বর্ণনা করেন।

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا السَّاجِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ الْقَسْمَلِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« تَجْزِى مِنَ السِّوَاكِ الأَصَابِعُ.

অনুবাদঃ ইমাম বায়হাকী রহঃ বলেন, হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- আবু সা'দ মালীনী, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- ইবনে আদী, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- সাজী, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে মুসা, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ঈসা ইবনে শুআইব, তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আব্দুল হিকাম থেকে, তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- হযরত আনাস রদিঃ থেকে। হযরত আনাস রদিঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেছেন- **আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা যথেষ্ট।**

২ নং সনদঃ এটি হযরত আনাস রদিঃ থেকে নাযর, তার থেকে ইবনুল মুসান্না, তার থেকে ঈসা, তার থেকে মুহাম্মদ ইবনে মুসা, এ সূত্রে সংকলন করেছেন।

أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِى أَبُو الضَّحَّاكِ بْنُ أَبِى عَاصِمٍ النَّبِيلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَجْزِى مِنَ السِّوَاكِ الأَصَابِعُ.

অনুবাদঃ ইমাম বায়হাকী রহঃ বলেন, হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- আলী ইবনে আহমাদ ইবনে আবদান, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- আহমাদ ইবনে উবাইদ, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- আবু দ্বাহহাক ইবনে আবি আসিম নাবীল, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- মুহাম্মদ ইবনে মুসা, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- ঈসা ইবনে শুআইব, তিনি বলেন, হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- ইবনুল মুসান্না, তিনি বর্ণনা করেছেন- নাযর ইবনে আনাস থেকে, নাযর তার পিতা আনাস রদিঃ থেকে। আনাস রদিঃ বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন- **আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা যথেষ্ট।**

৩ নং সনদঃ এটি হযরত আনাস রদিঃ থেকে নাযর, তার থেকে ইবনুল মুসান্না, তার থেকে ঈসা, তার থেকে আব্দুর রহমান, এ সূত্রে সংকলন করেছেন।

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبد الرحمن بن صادر المدائني ثنا عيسى بن شعيب ثنا عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجزىء الأصابع مجزى السواك.

অনুবাদঃ ইমাম বায়হাকী রহঃ বলেন, হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- হাফেয আবু আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- আবু আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ দাওরী, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- আব্দুর রহমান ইবনে সদের মাদাইনী, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- ঈসা ইবনে শুআইব, তিনি বলেন- হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন- আব্দুর রহমান ইবনুল মুসান্না, তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- নাযর ইবনে আনাস থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন- হযরত আনাস রদিঃ থেকে, হযরত আনাস রদিঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেছেন- **মেসয়াক না থাকলে তার পরিবর্তে আঙ্গুল যথেষ্ট।**

৪ নং সনদঃ এটি হযরত আনাস রদিঃ থেকে আহলে বায়তের একজন, তার থেকে ইবনুল মুসান্না, এ সূত্রে সংকলন করেছেন। **সনদটি হলোঃ**

أَخْبَرَنَا الأُسْتَاذُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى نَصْرٍ الصَّابُونِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَخْلَدِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الإِصْبَعُ تُجْزِئُ مِنَ السِّوَاكِ.

অনুবাদঃ ইমাম বায়হাকী রহঃ বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আমার উস্তাজ ইসমাইল ইবনে আবু নাসর সাবুনী, তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে আহমাদ মাখলাদী, তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- মুহাম্মদ ইবনে হামদূন ইবনে খালেদ, তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আবু উমাইয়া তারাসূসী, তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হাম্মাল, তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আব্দুল্লাহ ইবনুল মুসান্না, তিনি বর্ণনা করেছেন সুমামাহ থেকে,

তিনি বর্ণনা করেছেন হযরত আনাস থেকে। হযরত আনাস রদিঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেছেন- **আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা যথেষ্ট।**

৫ নং সনদঃ এ সনদের হাদীসকে ইমাম বায়হাকী রহঃ "মাহফূয" বলেছেন। "মাহফূয" এমন বিষয়ের সহীহ হাদীসকে বলা হয়, যে বিষয়ে আরো একাধিক সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীস থাকে। কিন্তু সেই সনদের রাবীর চেয়ে এই হাদীসের রাবী অধিক শক্তিশালী ও মজবুত। অথবা এমন হাদীসকে "মাহফূয" বলা হয়, যে হাদীসের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এটি হযরত আনাস রদিঃ থেকে আহলে বায়তের একজন, তার থেকে ইবনুল মুসান্না, এ সূত্রে সংকলন করেছেন। **সনদটি হলোঃ**

وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ رَغَّبْتَنَا فِى السِّوَاكِ، فَهَلْ دُونَ ذَلِكَ مِنْ شَىْءٍ؟ قَالَ: إِصْبَعَاكَ سِوَاكٌ عِنْدَ وُضُوئِكَ تُمِرُّهُمَا عَلَى أَسْنَانِكَ.

অনুবাদঃ ইমাম বায়হাকী রহঃ বলেন, আর "মাহফূয" হলো, **ইবনুল মুসান্নার** হাদীসটি। যেটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আবুল হুসাইন ইবনে বিশরান, তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আবু জা'ফর রাযযাঝ, তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে সালেহ, তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আব্দুল্লাহ ইবনুল মুসান্না আনসারী, তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আহলে বায়তের একজন, তিনি বর্ণনা করেছেন হযরত আনাস রদিঃ থেকে। হযরত আনাস রদিঃ বলেন, আমর ইবনে আওফ গোত্রের এক আনসার লোক রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মেসওয়াকের ব্যাপারে আপনি আমাদের উৎসাহিত করছেন, কিন্তু মেসওয়াক সরূপ গাছের ডাল না পেলে অন্য কিছু দ্বারা মেসওয়াক হবে কি? **তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, 'মেসওয়াক' এর অনুপস্থিতিতে তোমার হাতের দু'আঙ্গুল মেসওয়াক সরূপ। অজুর সময় তা তোমার দাঁতের উপর চালিয়ে নিবে।**

প্রিয় পাঠক! দেখতেই পাচ্ছেন, ইমাম ইবনে আদীর একটি এবং ইমাম বায়হাকীর পাঁচটি সনদের কোথাও লেখকের অভিযোগকৃত রাবী **"আবু গাযিয়া"** ও **"কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ**

আল-মুযানী" নামক কোন রাবী নেই। অতএব লেখকের এটি একটি সুস্পষ্ট মিথ্যাচার ও প্রতারণা। জানি না, এভাবে মিথ্যা কৌশলে হাদীসের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে তিনি কী স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছেন। তার এই ফাঁদে আটকানোর আগেই সজাগ হতে হবে।

এবার আমি হাদীসটির আরো একটি সনদ উল্লেখ করবো, এ সনদেও লেখকের অভিযোগকৃত রাবী **"আবু গাযিয়া"** ও **"কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মুযানী"** নামক কোন রাবী নেই। এ সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন ইমাম যিয়াউদ্দিন মাকদিসী রহঃ তার সহীহ হাদীস নিয়ে সংকলিত কিতাব "আল আহাদীসুল মুখতারাহ" নামক গ্রন্থে। এটি হযরত আনাস রদিঃ থেকে নাযর, তার থেকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুসান্না, এ সূত্রে সংকলন করেছেন। **সনদটি হলোঃ**

أخبرنا أبو محمد بن أبي بكر بن القاسم يعرف بابن الطويلة قراءة عليه ونحن نسمع قيل له أخبركم أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد فأقر به أبنا الحسن بن علي بن محمد الجوهري أبنا أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي ثنا أبو محمد الدقيقي هو عبد الله بن محمد بن يزيد ثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ثنا عيسى بن شعيب عن عبد الله بن المثنى الأنصاري عن النضر بن أنس عن أنس قال قال رسول الله.

অনুবাদঃ ইমাম যিয়াউদ্দিন মাকদিসী রহঃ বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আবু মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে কাসিম, তিনি ইবনে তুওয়াইলা নামে পরিচিত। তার কাছে হাদীস পাঠ করা হয় এবং আমরা শ্রবণ করি। তিনি তা সত্যায়িত করেছেন। আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বাকী বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- হাসান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ জাওহারী, তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আবুল কাসেম আব্দুল আযীয আবনে জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ খিরকী, তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- আবু মুহাম্মদ দাকীকী তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ। তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- ইবনুল মুসান্না আবু মুসা যামান। তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- ঈসা ইবনে শুআইব। তিনি বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুসান্না আনসারী থেকে। তিনি নাযর থেকে। নাযর হযরত আনাস থেকে। হযরত আনাস রদিঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন...।

এছাড়াও হাদীসটিকে সমর্থন করে হযরত আয়েশা রদ্বিঃ এর একটি হাদীস। যা ইমাম তাবরানী রহঃ সংকলন করেছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

عن عائشة رضي الله عنها، قلت: يا رسول الله، الرجل يذهب فوه، يستاك؟ قال: نعم، قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل أصبعه في فيه، فيدلكه هكذا وأشار بإصبعه إلى فيه.

অনুবাদঃ হযরত আয়েশা রদিঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাঃ কে জিজ্ঞেস করলাম যে, যার দাঁত পড়ে গেছে সেও কি মেসওয়াক করবে ? রাসূল সাঃ বললেন, হ্যাঁ সেও মেসওয়াক করবে। আমি বললাম, সে কীভাবে মেসওয়াক করবে ? রাসূল সাঃ বললেন, হাতের আঙ্গুল মুখে ঢুকিয়ে এভাবে ঘষবে। রাসূল সাঃ নিজের হাতের আঙ্গুল মুখে নিয়ে এভাবে ইশারা করে দেখালেন। **দেখুনঃ** "আল-বাদরুল মুনীর" খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৫৯, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ এর "আত-তালখীসুল হাবীর" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১২৭,

এবং যা ইমাম আবু নুআইম সংকলন করেছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينفض فاه فلا يستطيع أن يمر السواك على أسنانه ؟ قال: يجزئه الأصابع.

অনুবাদঃ হযরত আয়েশা রদিঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, যে লোকের দাঁত পড়ে গেছে, তার মেসওয়াক করা সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন। কারণ সে তো মাড়ির উপর মেসওয়াক দিয়ে ঘষতে সক্ষম না। তখন রাসূল সাঃ বলেন, তার জন্য আঙ্গুলই যথেষ্ট। **দেখুনঃ** "আল-বাদরুল মুনীর" খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৫৮।

এবং হযরত আলী রদ্বিঃ এর হাদীস, যা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ তার মুসনাদ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا، وتمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا، ومسح رأسه مرة واحدة، ثم قال: أين السائل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم.

অনুবাদঃ হযরত আলী রদিঃ থেকে বর্ণিত। তিনি অযুর জন্য এক মগ পানি নিলেন। অতঃপর তার মুখ ও হাতের কব্জি তিনবার ধুলেন এবং কুলি করলেন। তারপর (দাঁত মেসওয়াক করতে) আঙ্গুল মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর তিনবার নাকে পানি দিয়ে তা ঝাড়লেন। তারপর দু'হাতের কনইসহ তিনবার ধুলেন। অতঃপর একবার মাথা মাসেহ করলেন। অযুর শেষে তিনি বলেন, রাসূল সাঃ এর অযু সম্পর্কে যে জিজ্ঞেস করেছিল সে কই ? রাসূল সাঃ এর অযু এরূপই ছিল। **দেখুনঃ "মুসনাদে আহমাদ" খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৫৯,**

এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বলানী রহঃ বলেন- এটি অধিক সহীহ। **দেখুনঃ** "তালখীসুল হাবীর" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১২৭।

এবং রুহায়মার হাদীস যা আবু উবাইদ সংকলন করেছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

الطهورلأبي عبيد، عن رهيمة خادم عثمان رضي الله عنه قالت: كان عثمان رضي الله عنه إذا توضأ يشوص فاه بأصبعه.

হযরত উসমান রদিঃ এর খাদেম হযরত রুহায়মা রহঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উসমান রদিঃ যখন অযু করতেন, তখন হাতের আঙ্গুল দিয়ে দাঁত ঘষে নিতেন। **দেখুনঃ** "আত-তালখীসুল হাবীর" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১২৭।

পাঠক! ইতোমধ্যে আপনার সামনে লেখক **'মুযাফফরের'** মিথ্যর ঝুলি খুলে গেছে। উল্লেখিত হাদীসটিকে যঈফ বানাতে গিয়ে তিনি যে অভিযোগ করেছেন, তা যে শুধু প্রতারণা, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এখন আপনার চোখর সামনে সুস্পষ্ট। এবার লেখকের উল্লেখিত হাদীসটি সম্পর্কে স্বয়ং হাদীসের কয়েকজন ইমামরে বক্তব্য উল্লেখ করে দেখাবো। তাতে আপনার সামনে দিবালোকের ন্যায় এটাও স্পষ্ট হবে যে, হাদীসটি যঈফ নয়, বরং সহীহ।

হাদীসটি সম্পর্কে কয়েকজন ইমামমের মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

০১ ইমাম মাকদিসী রহঃ, তিনি তার সহীহ হাদীসের গ্রন্থে হাদীসটিকে সংকলন করেছেন। অতঃপর কিতাবের মুহাক্কীক সনদকে হাসান বলেছেন। **দেখুনঃ** "আল-আহাদীসুল

মুখতারাহ” ৪/১৩৩, “জামেউল আহাদীস” খন্ড-২৪ পৃষ্ঠা-২৬, এছাড়াও তিনি বলেন- এর সনদে আমি কোন ত্রুটি দেখি না। **দেখুনঃ** “তালখীসুল হাবীর” খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১২৬।

০২ ইমাম মুনাভী রহঃ, তিনি বলেন- ইমাম যিয়াউদ্দীন মাকদিসী রহঃ হাদীসটি এমন সনদে সংকলন করেছেন তাতে কোন সমস্যা নেই। **দেখুনঃ** তার লিখিত গ্রন্থ “আত-তাইসীর” খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৯৭৮ এবং “ফয়জুল ক্বদীর” খন্ড-১৮ পৃষ্ঠা-২৯৭।

০৩ ইমাম ঝায়নুদ্দীন ইরাকী রহঃ এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك رَغَّبْتَنَا فِي السِّوَاكِ فَهَلْ دُونَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ: إصْبَعَاك سِوَاكٌ عِنْدَ وُضُوئِك تُمِرُّهُمَا عَلَى أَسْنَانِك. الْحَدِيثُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ الرَّاوِيَ لَهُ عَنْ أَنَسٍ بَعْضُ أَهْلِهِ غَيْرُ مُسَمًّى، وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ بِأَنَّهُ النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَفْظُهُ: يُجْزِئُ مِنْ السِّوَاكِ الْأَصَابِعُ. وَفِيهِ عِيسَى بْنُ شُعَيْبٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ أَنَّهُ صَدُوقٌ.

অনুবাদঃ যেমন ইমাম বায়হাকী রহঃ হযরত আনাস রদিঃ থেকে হাদীস সংকলন করেছেন যে, **আমর ইবনে আওফ গোত্রের এক আনসার লোক রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মেসওয়াকের ব্যাপারে আপনি আমাদের উৎসাহিত করছেন, কিন্তু মেসওয়াক সরূপ গাছের ডাল না পেলে অন্য কিছু দ্বারা মেসওয়াক হবে কি ? তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, এর অনুপস্থিতিতে তোমার হাতের দু'আঙ্গুল মেসওয়াক সরূপ। অজুর সময় তা তোমার দাঁতের উপর চালিয়ে নিবে।**

হাদীসটির সমস্ত রাবী'ই নির্ভরযোগ্য। তবে আনাস থেকে তার পরিবারের ঐ বর্ণনাকারী যার নাম উল্লেখ করা হয়নি, অন্য বর্ণনায় তার নাম উল্লেখ কার হয়েছে যে, সে আনাস রদিঃ এর ছেলে নাযর। আর সেও একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। তার বর্ণনার ভাষা হলোঃ **আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা যথেষ্ট।** এ সনদে ঈসা ইবনে শুআইব নামক রাবী রয়েছে, তার সম্পর্কে আমর ইবনে আলী ফাল্লাস বলেন, **“ঈসা ইবনে শুআইব”** একজন সত্যবাদী রাবী। **দেখুনঃ** “ত্বরহুত তাসরীব” খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৬৩।

০৪ আল্লামা ইমাম ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ রহঃ, তিনি বলেন- আমি এর সনদে কোন ত্রুটি পাই না। **দেখুনঃ** "মাজমূআতুল হাদীস" খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-৪৩, "মানারুস সাবীল" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৩, "ইরওয়াউল গলীল" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১০৮, "আশ-শারহুল কাবীর" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১০২।

০৫ ইমাম ইবনে দাহীশ রহঃ এর সনদকে হাসান বলেছেন। **দেখুনঃ** তার তাহকীককৃত "আল-আহাদীসুল মুখতারা" খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-২৫২।

০৬ ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী রহঃ বলেন-

ذكره البيهقي من طرق وقد صحح أيضا بعض طرقه.

অনুবাদঃ ইমাম বায়হাকী রহঃ হাদীসটির বেশ কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করেছেন। এর কোন কোন সূত্র সহীহ। **দেখুনঃ** "ফয়জুল ক্বদীর" খন্ড-১৮ পৃষ্ঠা-২৯৭।

০৭ ইমাম বায়হাকী রহঃ হাদীসটিকে মাহফূয বলেছেন। **দেখুনঃ** "নায়ঃ আওঃ" ১ /১৯৪।

০৮ ইমাম ইবনে মুফলিহ রহঃ বলেন-

قال في المغني والشرح، أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء.

অনুবাদঃ যা দারা দাঁত ঘষলে দাঁত পরিষ্কার হবে, তা দিয়েই মেসওয়াকের সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। **দেখুনঃ** "আল-মাবদা" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৭৮।

০৯ ইমাম যফর আহমাদ উসমানী রহঃ বলেন- মেসওয়াক না থাকা অবস্থায় আঙ্গুল মেসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। **দেখুনঃ** "ই'লাইস সুনান" ১/৯৩।

১০ ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম নাজদী বলেন-

وروى البيهقي والحافظ في المختارة وقال: لا بأس بإسناده عن أنس مرفوعا، يجزي من السواك الأصابع، وفي المغني بلفظ أصبعيك سواك، عند وضوئك أمرهما على أسنانك وعن علي في صفة الوضوء: فأدخل بعض أصابعه في فيه. رواه أحمد، وروي عنه أيضا التشويص بالمسبحة والإبهام سواك، وفي الطبراني عن عائشة قالت: يدخل إصبعه في فيه.

এবং ইমাম বায়হাকী রহঃ ও হাফেয যিয়াউদ্দীন মাকদিসী রহঃ **"মুখতারাহ"** নামক গ্রন্থে হযরত আনাস থেকে মারফূ সুত্রে সংকলন করেছেন যে, **আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা যথেষ্ট।** হাফেয যিয়া বলেন, এর সনদে কোন সমস্যা নেই। আর মুগনী গ্রন্থে রয়েছে, তোমার দুই আঙ্গুল মেসওয়াক সরূপ। অযুর সময় দাঁতের উপর দিয়ে তা চালিয়ে নিবে। এবং অযুর বিবরণে হযরত আলী রদিঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, দাঁত ঘষার উদ্দেশ্যে হাতের আঙ্গুল মুখে ঢুকালেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ সংকলন করেছেন। তার থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, দাঁত ঘষার ক্ষেত্রে শাহাদাৎ আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুল মেসওয়াক সরূপ। ইমাম তাবরানী হযরত আয়েশা রদিঃ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাঃ বললেন, হাতের আঙ্গুল মুখে ঢুকিয়ে এভাবে ঘষবে।

যেই ভাইয়েরা বলে থাকেন, মেসওয়াক না পেলেও আঙ্গুল দিয়ে দাঁত ঘষলে যথেষ্ট হবে না। তাদের জবাবে আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম নাজদী রহঃ আরো বলেন-

وكذا حكاه بعض الأصحاب ولعل من قال به لم يبلغه ما ورد مما تقدم وغيره.

অনুবাদঃ **"মেসওয়াক না পেলেও আঙ্গুল দিয়ে দাঁত ঘষলে যথেষ্ট হবে না"** অনরূপ কথা অনেক সাথী-ভাইয়েরা বলে থাকেন। তারা এমন কথা এ জন্য বলে থাকেন যে, সম্ভবত এ সম্পর্কে যে হাদীসগুলো উল্লেখ করা হলো, আর যা উল্লেখ করা হয়নি, সেগুলো সম্পর্কে তারা অবগত হতে পারেনি। **দেখুনঃ** "হাশিয়াতুর রওজ" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৪৯-১৫০।

১১ ইমাম আব্দুল লতীফ উআইজা রহঃ বলেন-

فإذا كانت الأصابع تكفي لنيل الثواب، فإن ما هو أفضل منها في التنظيف كالفرشاة أو وضع معاجين خاصة على الأصابع لدلك الأسنان بها هو أولى وأحق، لأن النظافة هي المطلوبة.

অনুবাদঃ যখন এটা প্রমাণিত হলো যে, মেসওয়াক না পেলে আঙ্গুল দ্বারা মেসওয়াকের সওয়াব অর্জন হয়ে যাবে। তখন এটাও স্পষ্ট যে, যা দ্বারা দাঁত বেশি পরিষ্কার হবে তা দিয়েই দাঁত মাজা উত্তম হবে। যেমন টুথব্রাশ দিয়ে অথবা আঙ্গুলে মাজন বা পেপসুডেন্ট নিয়ে দাঁত মাজা উত্তম হবে। **দেখুনঃ** "আল-জামিউল আহকাম" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১৮৪।

১২ ইমাম ইবনে উসাইমিন রহঃ এর ছাত্র শায়খ খালেদ মুশায়কিহ রহঃ বলেন-

ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله والنووي وغيرهم، أنه لو استاك بالإصبع أو بالخرقة، ونحو ذلك أنه يجزئ، وأنه يحصل له من الأجر والسنية بقدر ما حصل من الإنقاء. ومن أدلتهم ما يروى عن النبي يجزئ من السواك الأصابع. لكن عندنا حديث الذي يعتبره قاعدة حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا علقه البخاري، فالحكمة هي رضى الرب وطهارة الفم، فبأي طريق حصل به رضى الرب وطهارة الفم بالعود أو بغيره أجزأ ، فالصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون السواك بعود، فلو أنه أنقى بأصبعه الخشنة أو بخرقة أو بالفرشة أو نحو ذلك. فنقول بأن هذا مجزئ، قد تكون لين من نحو أراك.

অনুবাদঃ ইমাম ইবনে কুদামা এবং নববী সহ অন্যান্য ইমামগণ এ মতই গ্রহণ করেছেন যে, কেউ আঙ্গুল দ্বারা বা তেনা দ্বারা মেসওয়াক করলে তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। এবং যা দারা দাঁত ঘষলে দাঁত পরিষ্কার হবে, তা দিয়েই মেসওয়াকের সওয়াব অর্জন হবে ও তার সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। তাদের দলীল হলো রাসূল সাঃ এর এ হাদীসঃ **আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা যথেষ্ট।** তবে আমাদের দলীল হলো হযরত আয়েশা রদিঃ থেকে বর্ণিত এই হাদীসঃ **মেসওয়াক মুখ পরিষ্কারকারী ও প্রতিপালকের সন্তুষ্টির কারণ।** এ হাদীসটি ইমাম বুখারী তার সহীহ বুখারীতে তা’লীকরূপে উল্লেখ করেছেন। মেসওয়াকের উদ্দেশ্য হলো, মুখ পরিস্কার করা ও আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করা। আর এটা যা কিছু দিয়েই হোক না কেন, যথেষ্ট হয়ে যাবে। হতে পারে তা কোন গাছের ডাল দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে। আর এ ব্যাপারে সহীহ কথা হলো, মেসওয়াকের ক্ষেত্রে এই শর্ত করা যাবে না যে, তা শুধু গাছের ডাল’ই হতে হবে, অন্যকিছু দ্বারা যথেষ্ট হবে না। অতএব আমাদের মাযহাব হলো, যদি আঙ্গুল দ্বারা বা তেনা দ্বারা অথবা টুথব্রাশ দ্বারা ঘষলে দাঁত পরিস্কার হয়, তাহলে তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে মেসওাকটি কোন নরম গাছের ডাল দিয়ে বানাবে। যেমন “আরাক” গাছ। **দেখুনঃ** “শরহু কিতাবিত ত্বহারাহ” খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫৬।

১৩ ইমাম আব্দুল্লাহ সুলামী রহঃ বলেন-

وأيده الحافظ العراقي، وقال ابن قدامة: والصحيح أنه يحصل به بقدر مايحصل من الإنقاء. والذي يظهر والله أعلم حصول السواك بالأصابع إذا لم يوجد غيرها. وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ماستطعتم. ولقوله: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

অনুবাদঃ এব্যাপারে ইমাম নববীর মন্তব্যকে সমর্থন দিয়ে শক্তিশলী করেছেন হাফেয ইরাকী রহঃ। এবং ইমাম ইবনে কুদামা বলেন, সহীহ কথা হলোঃ যা দ্বারা ঘষলে দাঁত পরিষ্কার হবে, তা দিয়েই মেসওয়াক যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ'ই অধিক জানেন, আঙ্গুল দ্বারা মেসওয়াক করলে সুন্নত আদায় হবে তখন, যখন মেসওয়াক পাওয়া যাবে না। যেমন কুরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, **তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করো।** এবং যেমন রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, **আমি যখন কোন বিষয়ে তোমাদের আদেশ করি, তখন সাধ্যমত তা পালন করার চেষ্টা করবে।** দেখুনঃ "আহকামুস সিওয়াক" ১/২৩।

১৪ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব তামিমী রহঃ বলেন-

يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها، وهو الصحيح، لحديث أنس، مرفوعاً: يجزئ من السواك الأصابع. رواه البيهقي، قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا إسناده لا أرى به بأساً.

অনুবাদঃ (মেসওয়াকের অনপস্থিতিতে) যা দিয়ে ঘষলে দাঁত পরিস্কার হয়, তা দিয়েই মেসওয়াকের সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। পুরোপুরি সুন্নত আদায় করতে অপারগ হলে, সুন্নতের সামান্য যাই আমল করতে পারে সাধ্যমত তাই আমল করবে। একেবারে ছেড়ে দিবে না। আর এটাই হলো সহীহ কথা। যার দলীল হলো হযরত আনাস রদিঃ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসঃ **আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা যথেষ্ট।** হাদীসটি ইমাম বায়হাকী সংকলন করেছেন। হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে হাফেয আব্দুল ওয়াহেদ বলেন, এর সনদে কোন ত্রুটি নেই। **দেখুনঃ** "মুখতাসারুল ইনসাফ" ১/৩০।

যখন প্রমাণিত হলো, হাদীসটি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য সত্য নয়, তখন আমি আশাবাদী, লেখক তার মিথ্যা পরিহার করে সত্যটা গ্রহণ করে নিবেন। কারণ একজন প্রকৃত আলেম মিথ্যার পক্ষে কখনো ওকালতি করতে পারে না।

লেখক মুজাফফর বিন মুহসিন লেখেনঃ

মিসওয়াক সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ :

আলী (রাঃ) মিসওয়াক করার নির্দেশ দান করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় বান্দা যখন মিসওয়াক করে ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, তখন ফেরেশতা তার পিছনে দাঁড়ায়। অতঃপর তার ক্বিরাআত শুনতে থাকে এবং তার কিংবা তার কথার নিকটবর্তী হয়। এমনকি ফেরেশতার মুখ তার মুখের উপর রাখে। তার মুখ থেকে কুরআনের যা বের হয়, তা ফেরেশতার পেটের মাঝে প্রবেশ করে। সুতরাং তোমরা কুরআন তেলাওয়াতের জন্য মুখ পরিষ্কার রাখ'।(৩৯)[৪] উল্লেখ্য, মিসওয়াকের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো অনেক হাদীছ রয়েছে।

(৩৯) পাঠক! আগে বলে নেই, হাদীসটি আমার মতে সহীহ। কিন্তু লেখক কোন যুক্তিতে বা কোন উসূলের ভিত্তিতে এটিকে সহীহ বললেন, তা অজানা। কেননা, ইতিপূর্বে আপনি জেনেছেন এবং এর পরেও দেখতে পাবেন, লেখকের মতের বিরুদ্ধে যে হাদীসই গিয়েছে, সে হাদীসকেই তিনি নানা কৌশলে ও নানা অজুহাতে জাল/যঈফ ট্যাগ লাগিয়ে অস্বীকার করেছেন। এমনকি সনদের সামন্য থেকে সামান্যতমও ত্রুটি ছাড়েননি। সনদের কোন রাবীকে কেউ যঈফ বললে তিনি মহা আনন্দে হাদীসটিকেও যঈফ ট্যাগ লাগিয়ে নিক্ষেপ করেছেন। পক্ষান্তরে এ হাদীসের সনদেও যঈফ রাবী রয়েছে, কিন্তু তিনি একে যঈফ বলেননি। পাঠক একটু ভেবে দেখুন তো, নিজের মতের বাইরে গেলে হাদীসকে জাল/যঈফ হতেই হবে। না হলে তাকে যেকোন উপায়ে জাল/যঈফ বানাতেই হবে! এটা কেমন ইনসাফ!! এর সনদে **"ফুজাইল ইবনে সুলাইমান"** নামক একজন রাবী রয়েছে, অধিকাংশ রিজালবিদ তাকে যঈফ বলেছেন।

যেমন ঈমাম যায়নুদ্দীন ইরাকী রহঃ বলেন- فقد ضعفه الجمهور.

অনুবাদঃ **'অধিকাংশ রিজালবিদ তাকে যঈফ বলেছেন।'** দেখুনঃ "ত্বরহুত তাসরীব" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২২৫, "আল-বাহরুল মুহীত" খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৩৮৪, "বাজলুল ইহসান" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৭৭।

এছাড়াও ইমাম ইবনে মাঈন রহঃ বলেন- **"ফুজাইল ইবনে সুলাইমান" 'কোন গ্রহণযেগ্য রাবী নন।'** ইমাম নাসাঈ ও আবু হাতিম রহঃ বলেন- **'তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।'** দেখুনঃ "উনায়সুস সারী" খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-২৬৯৩, "আত-তা'দীল ওয়াত-তাজরীহ" খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-১৪৯, "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" খন্ড-১৫ পৃষ্ঠা-৯৮, "আল-কাশেফ" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪৭, "আল-মুগনী" খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৫, "মীযানুল ই'তিদাল" খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৪৫, "খুলাসাতু তাহযীবুত তাহযীব" খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৬৮৪, এবং আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসক্বলানী বলেন, ইমাম ইবনে ক্বানে' বলেন- **তিনি যঈফ।** দেখুনঃ "তাহযীবুত তাহযীব" খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-২০৬।

আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসক্বলানী রহঃ আরো বলেন-

وقال الآجري عن أبي داود: كان عبد الرحمن لا يحدث عنه قال: وسمعت أبا داود يقول ذهب فضيل بن سليمان والسمتي إلى موسى بن عقبة فاستعارا منه كتابا فلم يرداه. وقال النسائي ليس بالقوي.

অনুবাদঃ ইমাম আজিরী রহঃ ইমাম আবু দাউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান **"ফুজাইল ইবনে সুলাইমান"** থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন না। তিনি আরো বলেন, আমি ইমাম আবু দাউদ কে বলতে শুনেছি যে, **"ফুজাইল ইবনে সুলাইমান"** ও **সামতী** একবার মুসা ইবনে উকবার কাছ থেকে একটি কিতাব ধার নেয়, কিন্তু সেটি আর তারা ফেরত দেয়নি। এবং ইমাম নাসাঈ বলেন, **"ফুজাইল ইবনে সুলাইমান"** একজন দুর্বল রাবী। **দেখুনঃ "তাহযীবুল কামাল" খন্ড-২৩ পৃষ্ঠা-২৭১, "তাহযীবুত তাহযীব" খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-২০৬।**

লেখকের উল্লেখিত হাদীসের সনদটি নিচে পেশ করে **"ফুজাইল ইবনে সুলাইমান"** নামক রাবীকে চিহ্নিত করে দিলাম, যাতে বুঝতে আরো সহজ হয়।

حدثنا أحمد، قال: سمعت محمد بن زياد ، يحدث عن فضيل بن سليمان ، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم

অনুবাদঃ আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আহামদ। তিনি বলেন, আমি হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদের কাছে শুনেছি। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **"ফুজাইল ইবনে সুলাইমান"** থেকে। **"ফুজাইল ইবনে সুলাইমান"** হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হাসান ইবনে উবাইদুল্লাহ থেকে। হাসান ইবনে উবাইদুল্লাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সা'দ ইবনে উবাইদা থেকে। সা'দ ইবনে উবাইদা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আবু আব্দুর রহমান থেকে। আবু আব্দুর রহমান হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী রদিঃ থেকে। হযরত আলী রদিঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেছেন...।

পাঠক! আমি উসূল বর্ণনা করেছি যে, সনদে যঈফ রাবী থাকা মানেই হাদীস জাল/যঈফ না। বরং সনদ যঈফ হওয়ার পরেও হাদীসটি সহীহ হওয়ার অন্য অনেক কারণ রয়েছে। তো আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি লেখক কে এখানে বুঝ দান করেছেন।

লেখক মুজাফফর বিন মুহসিন ৫ নং অনুচ্ছেদে লেখেনঃ

(৫) মাথায় টুপি দিয়ে বা মাথা ঢেকে টয়লেটে যাওয়া

পেশাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় মাথায় টুপি দেওয়া বা মাথা ঢেকে যাওয়ার প্রথা সমাজে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এর শারঈ কোন ভিত্তি নেই।[৪০] উক্ত মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা জাল।[৪১]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ρ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ غَطَّى رَأْسَهُ وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর মাথা ঢেকে নিতেন এবং যখন স্ত্রী সহবাস করতেন, তখনও মাথা ঢাকতেন।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল।[(৪২)]

(৪০) এর শারঈ কোন ভিত্তি নেই, নাকি আপনার জ্ঞানের কোন ভিত্তি নেই, আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন! তবে এ মর্মে অনেক হাসান, সহীহ বর্ণনা রয়েছে।

পাঠক! আসলে ঘটনা হলো, এক হাঁস গিয়েছিল কোন এক বড় পুকুরে সাঁতার কাটতে। পুকুরের মাঝখানে গিয়ে ডুব দেয়, কিন্তু তলা পর্যন্ত যেতে পারেনি। ফিরে এসে তখন গলাবাজি করে বলে, এই পুকুরের তলা'ই নেই। সম্মানিত লেখকের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ! এআমলের পক্ষে একাধিক হাদীস প্রমাণিত। অথচ তিনি পাননি বলে আত্বতৃপ্তির সাথে গলাবাজি করে বলছেন, এর শারঈ কোন ভিত্তি নেই!! আসলে এগুলো সব তার স্বল্প ইলমের ফল।

(৪১) এটা একাটা মিথ্যা দাবি মাত্র, উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীস সহীহ।

(৪২) হাদীসটি সহীহ ও আমলটি সুপ্রমাণিত। হাদীসটিকে 'জাল' বানাতে লেখক তিনিটি ঐতিহাসিক মিথ্যাচার করেছেন। **প্রথমে লেখক বলেনঃ**

এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কাদীমী[(৪৩)] নামক রাবী রয়েছে। সে এই হাদীছ জাল করেছে।[(৪৪)]

(৪৩) এখানে **"আল-কাদীমী"** হবে না, বরং নামটির সহীহ উচ্চারণ হবে **"আল-কুদাইমী"**

(৪৪) তিনি যে, এই হাদীস জাল করেছেন, এর প্রমাণ কই শায়েখ ? কিয়ামত পর্যন্ত কি তা প্রমাণ করতে পারবেন ? একটি হাদীস নিয়ে প্রমাণবিহীন এতো বড় মিথ্যাচার করলেন! একটুও কুণ্ঠাবোধ করলেন না!!

পাঠক! রাবী **'মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদাইমী"** যে, এ হাদীস জাল করেননি, তার জলজ্যান্ত একটি প্রমাণ হলো, **'মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল- কুদাইমী"** যেই সূত্রে রয়েছেন সেই সূত্র ছাড়াও হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে। আর একথা লেখকও স্বীকার করবেন যে, এক সনদের রাবী আরেক সনদের হাদীসকে জাল করতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ যদি কোন রাবী হাদীস জাল করেই থাকেন, তাহলে স্বাভাবিক বিষয় যে, তিনি নিজ সনদের হাদীসকে জাল করবেন। অন্যজনের হাদীসকে জাল করা ইম্পসিবল! ধরুন, আপনি দুজন লোকের মারফতে একটি খবর শুনলেন। এদরে একজন সত্য বললো, আরেকজন মিথ্যা। তাহলে কি আপনি দুজনের বক্তব্য একই পাবেন, নাকি ভিন্ন? অবশ্যয় ভিন্ন। আর দুজনের বক্তব্য হুবহু একইরকম পাওয়ার পরেও যদি আপনি বলেন যে, এই লোকটি মিথ্যা বলেছে আর সেই লোকটি সত্য বলেছে। তাহলে কি স্পষ্ট হবে না যে, আপনিই মিথ্যা বলছেন! পাঠক! সম্মানিত লেখকের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ! যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

লেখক যে এখানে চরম মিথ্যাচার করেছেন, তা আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন, **এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কাদীমী নামক রাবী রয়েছে। সে এই হাদীছ জাল করেছে।**

তিনি হাদীসটি জাল করেননি। তার প্রমাণ হলো, আয়েশার এ হাদীসটি তিনি ছাড়া আলী ইবনে হাইয়ান জাযরীও বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনে হাইয়ান জাযরীর সনদটি নিচে উল্লেখ করে দেখানো হলোঃ

حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا الحسن بن علي الطوسي ح. وحدثنا محمد بن المظفر، حدثنا القاسم بن إسماعيل، قالا: حدثنا إبراهيم بن راشد، حدثنا علي بن حيان الجزري، حدثنا سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتى أهله غطى رأسه، وإذا دخل المتوضأ غطى رأسه.

অনুবাদঃ ইমাম আবু নুআইম রহঃ বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আবু মুহাম্মদ ইবনে হাইয়ান। তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হাসান ইবনে আলী তূসী। এবং আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে মুযাফফর। তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কাসিম ইবনে ইসমাঈল। হাসান ইবনে আলী তূসী এবং কাসিম ইবনে ইসমাঈল তারা উভয়ে বলেন- আমাদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহীম ইবনে রাশেদ। তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **আলী ইবনে হাইয়ান জাযরী।** তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরী। সুফিয়ান সাওরী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে। হিশাম ইবনে উরওয়া হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার পিতা উরওয়া থেকে। উরওয়া হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা রদিঃ থেকে। হযরত আয়েশা রদিঃ বলেন, **রাসূল সাঃ যখন স্ত্রী সহবাসে আসতেন, তখন মাথা ঢেকে নিতেন। এবং যখন বাথকার্য সারতে যেতেন, তখনও মাথা ঢেকে নিতেন।** দেখুনঃ ইমাম আবু নুআইম রঃ এর 'হুলিয়াতুল আওলিয়া'- ৩/২১৫।

পাঠক! দেখুন, এই সনদে **"মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদাইমী"** নামক কোন রাবী নেই। অতএব প্রমাণ হলো হাদীসটি তিনি জাল করেননি। হাদীসটি হযরত আয়েশা থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত, শুধু তাই নয়, এটি একাধিক সাহাবী থেকেও বর্ণিত।

এপর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এটা প্রমাণিত হলো যে, রাবী **"মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদাইমী"** হাদীসটি জাল করেননি। অর্থাৎ হাদীসটি **"মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদাইমী'র"** ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অতএব "তিনি এই হাদীস জাল করেছেন" তার উপর এ অপবাদ স্পষ্ট মিথ্যাচার, গোড়ামি ও হাদীস অস্বীকার করার একটা মিথ্যা বাহানা। এবং হতে পারে, এমিথ্যা অভিযোগ প্রতারণার একটি কূটকৌশল। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হাদীস বিদ্বেষী ও প্রতারখদের কবল থেকে হেফাযত করুন, আমীন!

প্রমাণ হলো যে, **"মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদাইমী"** হাদীসটি জাল করেননি। আর হাদীসটি যে, সহীহ তা অন্যান্য অনেক সাহাবীর হাদীস ও আমল থেকে প্রমাণিত। এবং **"টয়লেটে যাওয়ার সময় মাথা ঢেকে নিবে।"** এ আমলকে মুস্তাহাব প্রমাণ করতে ইমাম

বায়হাকী রহঃ এর এই একটি মন্তব্য'ই যথেষ্ট। হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে **ইমাম বায়হাকী রহঃ বলেনঃ**

وَرُوِىَ فِى تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاَءِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ عَنْهُ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً.

এছাড়াও **"টয়লেটে যাওয়ার সময় মাথা ঢেকে নিবে।"** এ আমল সম্পর্কে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রদিঃ থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। এবং হাদীসটি মুরসাল সূত্রে আরো বর্ননা করেছেন, হাবীব ইবনে সালেহ।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ইমাম বায়হাকীর এই মন্তব্য থাকতে লেখক **'মুযাফফর বিন মুহসিন'** সাহেব কীভাবে হাদীসটিকে **"জাল"** ট্যাগ লাগিয়ে একটি সুপ্রমাণিত আমলকে অস্বীকার করতে পারলেন ?

হাবীব ইবনে সালেহ এর হাদীসটি সনদসহ উল্লেখ করা হলোঃ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِىُّ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ.

অনুবাদঃ ইমাম বায়হাকী রহঃ বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হাফেয আবু আব্দুল্লাহ। তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আবু বকর আহমাদ ইবনে ইসহাক সাবগী। তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইসমাঈল ইবনে কুতাইবা। তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইহাহইয়া ইবনে ইহাহইয়া। তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে। আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হাবীব ইবনে সালেহ থেকে।

হাবীব ইবনে সালেহ বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ যখন টয়লেটে যেতেন তখন পায়ে জুতা পরতেন ও মাথা ঢেকে নিতেন।

দেখুনঃ ইমাম বায়হাকী রহঃ এর সুনানুল কুবরা, হাদীস নং-২৫৬, খুলাসাতুল আহকাম, হাদীস নং-৩২৪, আল-ফাতহুল কাবীর, হাদীস নং-৯০৭২, কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-১৭৮৭৬, আশ শামায়েলুশ শরীফাহ, হাদীস নং-১৯৮, **হাদীসটি সহীহ মুরসাল। দেখুনঃ** আন-নাওয়াফেউল আতরাহ, হাদীস নং-২৩৭, তবে কেউ কেউ একে 'হাসান' বলেছেন। দেখুনঃ আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী রহঃ এর 'ই'লাউস সুনান' খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৬০৯।

পাঠক! এর সনদটিও লক্ষ্য করুন, **"মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদাইমী"** নামক কোন রাবী এতেও নেই। অতএব **"মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদাইমী"** হাদীসটি জাল করেছেন" এ কথা বলে হাদীসটিকে "জাল" ঘোষণা করা, কতো বড় ধাপ্পাবাজি ও মিথ্যাচার হতে পারে তা আপনিও সহজে আন্দাজ করতে পারবেন। **অতএব লেখকের এ মিথ্যাচার সংশোধনযোগ্য।**

পাঠক! হয়তো প্রশ্ন করবেন, **'মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদাইমী** "হাদীসটি জাল করেছেন" সম্ভবত এ কথা আলবানী বলেছেন। কারণ লেখক তো আলবানীর "সিলসিলা যঈফাহ" গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়েছেন। সরি! আলবানী এ কথা তো বলেননি, বরং এর বিপরীতে তিনি প্রমাণিত করেছেন যে, হাদীসটি **মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদাইমী'র** ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কাজেই আলবানীর রেফারেন্স দিয়ে এ কথা প্রচার করা ডাবল মিথ্যাচার। এ সম্পর্কে শায়েখ আলবানী রহঃ যা বলেন, **তা হলোঃ**

فالحديث لم يتفرد به الكديمي فهو بريء العهدة منه.

অনুবাদঃ আর "মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদাইমী" হাদীসটি একাকী বর্ণনা করেননি। অতএব তার ত্রুটি থেকে হাদীসটি সম্পূর্ণ মুক্ত। **দেখুনঃ** শায়খ আলবানী রহঃ এর "সিলসিলা যঈফাহ" খন্ড-৯ পৃষ্ঠা-২০৪।

বার বার প্রমাণ হচ্ছে, লেখকের এ অভিযোগ স্পষ্ট ধোঁকাবাজি ও মিথ্যাচার। আমি লেখকের প্রতি অনুরোধ জানাবো, আপনি এভাবে ধাপ্পাবাজি করে ও মিথ্যা অজুহাতে আল্লাহর রাসূল সাঃ এর সুসাব্যস্ত হাদীসগুলোকে অস্বীকার করা ও "জাল" ট্যাগ লাগানো বন্ধ করুন। কারণ, আল্লাহর রাসূল সাঃ এর হাদীস অস্বীকার করার পরিণতি অনেক ভয়াবহ। অতএব গোঁড়ামি ছেড়ে সত্য গ্রহণ করে নিন! **সত্য গ্রহণে লজ্জা নেই !!**

এটিকে জাল বানাতে লেখক আরো হাস্যকর যে অবিযোগ করেন তা হলো, **তিনি বলেনঃ**

এছাড়া তার শিক্ষক আলী ইবনু হাইয়ান আল-মাখযূমীকে[(৪৫)] ইবনু হাজার আসক্বালানী মাতরূক বলেছেন।[(৪৬)]

(৪৫) অথচ এ সনদে **'আলী ইবনু হাইয়ান আল-মাখযূমী'** নামক কেউ **'মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল- কুদাইমী'**র উস্তাদ নয়। তার উস্তাদের নাম হলো, **খালেদ ইবনে আব্দুর রহমান**। অতএব বিষয়টি সংশোধনযোগ্য।

(৪৬) ইবনু হাজার আসক্বালানী রহঃ তাকে কোন কিতাবে মাতরূক বলেছেন তার প্রমাণ লেখক দিতে পারেননি। পারলে লেখক যেন তার রেফারেন্স উল্লেখ করে দেন। তবে সত্য এটাই যে, **"আলী ইবনু হাইয়ান আল-মাখযূমী" কে** ইবনু হাজার আসক্বালানী রহঃ কোথাও মাতরূক বলেননি। আপনি যদি **"খালেদ ইবনে আব্দুর রহমান"** কে নিয়ে প্রশ্ন করেন, আমি বলবো, তার ত্রুটি থেকেও হাদীসটি সম্পূর্ণ মুক্ত। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ, **"আলী ইবনে হাইয়ান জাযরী"** এবং **"হাবীব ইবনে সালেহ"** এর হাদীস। যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি।

হাদীসটিকে জাল প্রমাণ করতে লেখকের সর্বশেষ ব্যর্থচেষ্টা এই যে, **তিনি বলেনঃ**

এছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিছও এই হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[(৪৭)]

(৪৭) অন্যান্য মুহাদ্দিসও যে, এই হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এর প্রমাণ কই শায়েখ ? যারা হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাদের দুই-চার জনের নামও উল্লেখ করতে পারলেন না! প্রমাণবিহীন ঢালাওভাবে ফতোওয়া মেরে দিলেন!

পাঠক! এই শায়েখরা'ই আবার বলে থাকেন যে, প্রমাণবিহীন কারো কথা মানা বা কারো অনুসরণ করা হারাম, শেরেক ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হাস্যকর ব্যাপার হলো, নিজেরাই এভাবে হাজারো প্রমাণবিহীন ফতোওয়া দিয়ে মানুষকে হারাম কাজে লিপ্ত করাচ্ছেন ও মুশরিক বানাচ্ছেন, তার কোন খবর নেই !

আপনি আবার বলতে পারেন, হাদীসটিকে হয়তো শায়েখ আলবানী “জাল” বলেছেন। কারণ, **“অন্যান্য মুহাদ্দিসও এই হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন”,** এ দাবি করে লেখক শায়েখ আলবানী’র “সিলসিলা যঈফাহ” গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়েছেন। জবাবে আমি বলবো, শায়েখ আলবানী’র **“সিলসিলা যঈফাহ”** গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে তিনি আরো ডাবল মিথ্যাচার করেছেন। শায়েখ আলবানী **“সিলসিলা যঈফাহ”** গ্রন্থ কেন, তার কোন কিতাবে’ই হাদীসটিকে তিনি “জাল” বলে প্রত্যাখ্যান করেননি। অতএব হাদীসকে অস্বীকার করতে “জাল” ট্যাগ লাগিয়ে এধরনের মিথ্যাচার ও ধোঁকার শেষ কোথায় !

আল্লাহর রাসূল সাঃ এর হাদীস কেউ প্রত্যাখ্যান করলো বা অস্বীকার করলো, তাতে আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাঃ এর সুসাব্যস্ত হাদীসগুলোকে কেউ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে “জাল” ট্যাগ লাগিয়ে প্রচার করবে, তা মেনে নেয়া সম্ভব না। ঐ মিথ্যাচারী হাদীস বিদ্বেষীদের মুখোশ উন্মোচন করেই ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ !

লেখক বলেছেন, **“অন্যান্য মুহাদ্দিসও এই হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন”,** কিন্তু এ কথার সপক্ষে তিনি কোন মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করতে পারেননি। এর বিপরীতে আমি প্রমাণ করবো, অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এর উপর ফতোয়া দিয়ে টয়লেটে যাওয়ার সময় মাথা ঢেকে নেয়াকে মুস্তাহাব বলেছেন।

১- প্রথমেই বলবো ইমাম বায়হাকী রহঃ এর কথা। তিনি হযরত আবু বকর রদিঃ এর সনদে বর্ণিত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। **দেখুনঃ** ইমাম বায়হাকী রহঃ এর “সুনানুল কুবরা” খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৯৬।

২- ইমাম নববী রহঃ, তিনি হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এর উপর ফতোয়া দিয়ে টয়লেটে যাওয়ার সময় মাথা ঢেকে নেয়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। **দেখুনঃ** আল-মাজমূ খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১১০, শরহু যাদিল মুস্তানক্বা খন্ড-১ পৃষ্ঠা-১০৬, ফাতাওয়াশ শাবকাহ আল-ইসলামিয়্যাহ খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-৩৩০১।

৩- ইমাম ইবনে মুফলিহ রহঃ তার “ফরূ” গ্রন্থে টয়লেটে যাওয়ার সময় মাথা ঢেকে নেয়াকে সুন্নত বলেছেন।

৪- আল্লামা হামদ ইবনে আব্দুল্লাহ রহঃ টয়লেটে যাওয়ার সময় মাথা ঢেকে নেয়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। **দেখুনঃ** শরহু যাদিল মুস্তানক্বা **১/১০৬।**

৫- আল্লামা আব্দুল্লাহ যুকাইল রহঃ তার রিসালাতে টয়লেটে যাওয়ার সময় মাথা ঢেকে নেয়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। তিনি বলেন, ইনসাফ কিতাবের মুসান্নেফ সহ মুহাদ্দিসীনে কেরামের এক জামাত এ আমলকে মুস্তাহাব বলেছেন।

পাঠক! টয়লেটে যাওয়ার সময় মাথা ঢেকে নেয়া মুস্তাহাব এবং এ আমল যে, সুপ্রমাণিত তা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ ! তবে এ আমলের সপক্ষে আরো দু'একটি নযির আমি তুলে ধরছি।

হযরত আবু বকর রদিঃ এর হাদীস। হাদীসটি হলোঃ

يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لاظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء، مغطيا رأسي استحياء من ربي.

তিনি এক খুতবায় বলেন, হে মুসলমানগণ ! তোমরা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে লজ্জাশীল হও। ঐ আল্লাহর কসম ! যার কুদরতী হাতে আমার জীবন, যখন আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে যাই, তখন আমার রবের ব্যাপারে লজ্জার কারণে মাথা ঢেকে নিই।

হাদীসটি সহীহ। দেখুনঃ ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ'র **"মুসান্নাফ"** হাদীস নং- **১১৩৩,** ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এর **"কিতাবুয যুহুদ"** খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-২১৮।

পাঠক! হযরত আবু বকর রদিঃ এর হাদীসটি দ্বারাও এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মাথা ঢেকে টয়লেটে যাওয়ার এই আমলটি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলে তা অস্বীকার করবেন কীভাবে!

তার পরেও একটু ভাবুন! যেখানে হযরত আবু বকর (রা) মুসলমানদেরকে টয়লেটে যাবার সময় লজ্জাশীল হতে নির্দেশ প্রদান করছেন, তার বিপরীতে সেখানে আমাদের দেশের লেখক **"মুযাফফর সাহেব"** মুসলমানদেরকে নির্লজ্জ ও বেহায়া হতে বলছেন !! মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই কুচক্র মহলের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করুন, আমীন!

হযরত বারা ইবনে আযেব রদিঃ এর হাদীস। হাদীসটি হলোঃ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِيْ رَافِعٍ الْيَهُوْدِيِّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيْكٍ، وَكَانَ أَبُوْ رَافِعٍ يُؤْذِيْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيُعِيْنُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِيْ حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لِأَصْحَابِهِ اجْلِسُوْا مَكَانَكُمْ فَإِنِّيْ مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ لَعَلِّيْ أَنْ أَدْخُلَ فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِيْ حَاجَةً.

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আবদুল্লাহ ইবনু আতীক’কে আমীর বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারদের কয়েকজন সাহাবীকে ইয়াহূদী আবূ রাফির (হত্যার) উদ্দেশে প্রেরণ করেন। ‘আবূ রাফি’ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দিত এবং এ ব্যাপারে লোকদেরকে সাহায্য করত। হিজায ভূমিতে তার একটি দূর্গ ছিল (যেখানে সে বাস করত)। তারা যখন তার দূর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সূর্য ডুবে গেছে এবং লোকজন নিজেদের পশু পাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে (নিজ নিজ গৃহে) ‘আবদুল্লাহ (ইবনু আতীক) তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে বসে থাক। আমি চললাম, ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দ্বার রক্ষীর সঙ্গে আমি কৌশল দেখাই। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌঁছলেন এবং কাপড় দ্বারা এমনভাবে মাথা ঢাকলেন যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছেন। **হাদীসটি সহীহ। দেখুনঃ** ইমাম বুখারী রহঃ এর ‘সহীহুল বুখারী’, হাদীস নং- ৩৭১৩।

হাদীসটির মার্ক করা অংশটুকু লক্ষ্য করুন। এখানে বলা হচ্ছে যে, **“এবং কাপড় দ্বারা এমনভাবে মাথা ঢাকলেন, যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছেন।”** এ কথার দ্বারাও স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, সাহাবায়ে কেরামের জামানায় মাথা ঢেকে টয়লেটে যাওয়ার এই সুন্নাহ চালু ছিল। এতো প্রমাণের পরেও আপনি কীভাবে এ আমল অস্বীকার করবেন!

পাঠক! সাধারণত রাসূল সাঃ সর্বদা’ই পাগড়ি পরে থাকতেন। এমতাবস্থায় টয়লেটে গেলে অবশ্যয় তিনি পাগড়ি খুলতেন না, তা পরে’ই টয়লেটে যেতেন। যা অসংখ্য সহীহ হাদীস

দ্বারা প্রমাণিত। এই মহুর্তে এমনই একটি সহীহ হাদীস আপনাকে উপহার দিচ্ছি, যেখানে রাসূল সাঃ পাগড়ি পরা অবস্থায়'ই বাথকার্য সেরেছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

عن المغيرة بن شعبة قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة. رواه مسلم (٦٥٦) وأحمد (١٨١٨٩) وأبو عوانة (٥٥٣) والطبراني في الكبير (٣٦٩) وفي الصغير(١٠٣٥) والأوسط (٣٤٤٨) والنسائ في المجتبى (١٠٨-١٠٩) وفي الكبرى (١٠٨) والدارقطني في السنن، باب في جواز المسح على بعض الرأس. والبيهقي في الكبري (٢٧٠)

অনুবাদঃ হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা রাদিঃ বলেন, এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছে রয়ে গেলেন। আমিও তার সাথে পিছনে পড়লাম। তিনি তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে বললেন, তোমার সাথে কি পানি আছে? আমি একটি পানির পাত্র নিয়ে এলাম। তিনি উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর উভয় বাহু বের করতে চাইলেন; কিন্তু জোব্বার আস্তিনে আটকে গেল। এতে জুব্বার নীচ থেকে তিনি হাত বের করলেন এবং জুব্বাকে কাঁধের উপর রেখে দিলেন। উভয় হাত তিনি ধুলেন, মাথার সম্মুখভাগ এবং পাগড়ি ও উভয় মোজার উপর মাসাহ করলেন। **দেখুনঃ** সহীহ মুসলিম হাদীস নং- ৬৫৬, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং- ১৮১৮৯।

পাঠক! সাধারণত রাসূল সাঃ এর মতো সাহাবায়ে কেরামও সর্বদা'ই পাগড়ি অথবা টুপি পরে থাকতেন। এমতাবস্থায় টয়লেটে গেলে অবশ্যয় তারা পাগড়ি বা টুপি খুলতেন না, তা পরে'ই টয়লেটে যেতেন। যা অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এই মহুর্তে এমনই দুটি হাদীস আপনাকে উপহার দিচ্ছি, যেখানে সাহাবায়ে কেরাম রদিঃ টুপি পরা অবস্থায়'ই বাথকার্য সেরেছেন।

عن أشعث، عن أبيه؛ أن أبا موسى خرج من الخلاء، وعليه قلنسوة.

অনুবাদঃ হযরত আশআস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু মুসা টয়লেট থেকে বের হলেন, তখন তার মাথায় টুপি পরা ছিল। **দেখুনঃ** মুসান্নাফে আবু বকর ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নম্বর- ২৫৩৫৬।

عن سعيد بن عبد الله بن ضرار قال رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة.

হযরত সাঈদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে দ্বারার বলেন, আমি হযরত আনাস রদিঃ কে টয়লেট থেকে বের হতে দেখলাম, তখন তার মাথায় বোতামওয়ালা একটি সাদা টুপি পরা ছিল। **দেখুনঃ** মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং ৭৪৫।

আমলটির সপক্ষে এতগুলো সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকতেও যদি আপনি এর বিরোধিতা করেন, তাহলে নিশ্চিত ভাবে এটাই প্রমাণিত হবে যে, আপনি কেবল হাদীসের'ই বিরোধিতা করছেন। অতএব এই চক্রান্ত হতে সাবধান!

লেখকের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ। এ অনুচ্ছেদে তিনি টয়লেট সেরে ঢিলা ও পানি উভয়টি একসাথে ব্যবহার করা যাবে না মর্মে বেশ বিষেদগার করেছেন। এবং টয়লেট সেরে ঢিলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করা যাবে মর্মের হাদীসকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। **তিনি অনুচ্ছেদটি শুরু করেন এভাবেঃ**

(৬) পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুখ নেওয়া অথবা কুলুখ নেওয়ার পর পুনরায় পানি নিয়ে ইস্তিঞ্জা করা

পানি থাকা অবস্থায় কুলুখ নেওয়া শরী'আত সম্মত নয়।(৪৮) পানি না পাওয়া গেলে কুলুখ নেওয়া যাবে। তবে পুনরায় পানি ব্যবহার করতে হবে না।(৪৯)

(৪৮) লেখকের এমন্তব্য একেবারেই মিথ্যা। বরং সত্য হলো, পানি থাকা অবস্থায় কুলুখ নেওয়া শরী'য়াতসম্মত এবং প্রশংসনীয়। উত্তম হলো, টয়লেট সেরে আগে কুলুখ নিবে, অতঃপর পানি ব্যাবহার করে ভালোভাবে পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে।

(৪৯) লেখকের দাবি, **“কুলুখ নেওয়ার পর পুনরায় পানি ব্যবহার করতে হবে না।”** এ কথার’ই কোন ভিত্তি নেই। এবং তা বিবেকহীন একটি মন্তব্য ও চিন্তাধারা। বরং সত্য এই যে, টয়লেট সেরে কুলুখ ও পানি উভয়টি ব্যবহার করা উত্তম। কুলুখটি হতে পারে কোন মাটির ঢিলা বা টিস্যু। তবে কুলুখটি যদি এমন হয় যে, তা দিয়ে মলদ্বার ভালোভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব, তাহলে যথেষ্ট হবে। অন্যথায় কুলুখ ব্যবহার শেষে পানি ব্যবহার করা আবশ্যক। কেননা, আপনি শুধু কুলুখ ব্যবহার করলেন, কিন্তু মলদ্বার ভালোভাবে পরিষ্কার হলো না। এমতাবস্থায় আপনার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়াটা স্বাভাবিক। এমন অবস্থায় আপনার দুর্গন্ধ আপনি না পেলেও আপনার আসে-পাশে থাকা কেউ তা থেকে কষ্ট পাবে। আর কাউকে এমনিতেই কষ্ট দেয়া যে হারাম, তা লেখক নিজেও ভালো জানেন। অতএব তার এ মন্তব্য একেবারেই অযৌক্তিক ও দলীলহীন। কুলুখ অথবা পানি, যেকোন একটা দিয়ে মলদ্বার পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু কুলুখ ব্যবহার করে পানি ব্যবহার করা অধিক নিরাপদ ও রুচিসম্মত। ধরুন, আপনি লেখকের এ অযৌক্তিক ও দলীলহীন মন্তব্য অনুসারে টয়লেট সেরে শুধু কুলুখ ব্যবহার করে সন্তুষ্ট থাকলেন। ফলে আপনার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে। এতে যেমন আপনার আসে-পাশে থাকা লোকেরা কষ্ট পাবে, তেমন আপনার নিজের জন্যও একটি লজ্জাজনক বিষয়। দ্বিতীয়তঃ অথবা ধরুন, আপনি লেখকের এ অযৌক্তিক ও দলীলহীন মন্তব্য অনুসারে টয়লেট সেরে টিস্যু ব্যবহার না করে’ই শুধু পানি ব্যবহার করলেন। এতে আপনি পরিচ্ছন্নতা লাভ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যা হলো, এমতাবস্থায় আপনাকে সরাসরি মলে হাত লাগাতে হচ্ছে। যা রুচিবিরোধী। বস্তুত, সবার রুচিতে তা ধরবে না। অতএব কারো রুচি নষ্ট হয়ে গেলেতো আর আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু, তার চেয়ে কি এটা উত্তম নয় যে, পানি ব্যবহারের আগে টিস্যু ব্যবহার করে নিবেন, অতঃপর পানি দ্বারা পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচ্ছন্নতা লাভ করবেন ? হ্যাঁ পাঠক! এটাই শরীয়তসম্মত। এবং ফুকাহে কেরাম ও হাদীস বিশারদদের এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

যেমন হাদীসের বিখ্যাত ইমাম, আল্লামা হাফেয ইমাম নববী রহঃ বলেন-

وَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ، وَجَمْعُهُمَا أَفْضَلُ

অনুবাদঃ টয়লেট সেরে পানি অথবা ঢিলা এর যেকোন একটি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা ওয়াজিব। তবে ঢিলা ও পানি উভয়টি'ই ব্যবহার করা উত্তম। **দেখুনঃ** "আল-মিনহাজ", ১/৭।

এবং আল্লামা আমরীতী রহঃ বলেন-

قال العمريطي ويجب استنجاء بالماء أو ثلاثة أحجار والجمع أولى وليقدم الحجر ينقي بهن موضع الأقذار والماء أولى وحده إن اقتصر

টয়লেট সেরে পানি অথবা তিনটি ঢিলা দ্বারা ইস্তিন্জা করা ওয়াজিব। তবে ঢিলা ও পানি উভয়টি'ই ব্যবহার করা (ঢিলা ব্যবহার করে পানি দ্বারা ভালোভাবে ধুয়ে নেয়া) উত্তম। প্রথমে ঢিলা দ্বারা মলদ্বার মুছে পরিষ্কার করে নিবে, অতঃপর পানি দ্বারা ভালোভাবে ধুয়ে নিবে। আর কেউ যদি ঢিলা অথবা পানি এর যেকোন একটি দ্বারা ইস্তিন্জা করতে চায়। তাহলে উত্তম হবে পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা। **দেখুনঃ** "রিসালা, আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ সালমান" খন্ড- ৩ পৃষ্ঠা- ১৩।

এবং ইমাম মুয়াফফাকুদ্দীন মাকদিসী রহঃ বলেন-

কেউ টয়লেট সেরে যদি শুধু কুলুখ ব্যবহার করে, তবে এটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এতে উলামাদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। যা আমরা উল্লেখ করেছি। এবং এব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামগণও ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে উত্তম হলোঃ টয়লেট শেষে আগে কুলুখ ব্যবহার করবে, অতঃপর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিবে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ বলেন, আমার কাছে পছন্দনীয় বিষয় হলোঃ টয়লেট সেরে কুলুখ ও পানি উভয়টি ব্যবহার করবে। কেননা, হযরত আয়েশা রদিঃ বলেন- **তোমরা তোমাদের স্বমীদেরকে প্রসাব ও পায়খানা শেষে কুলুখ ব্যবহার করে পানি ব্যবহার করতে বলবে। কারণ আমি তাদেরকে এ আমলের কথা বলতে লজ্জাবোধ করছি। রাসূল সাঃ প্রসাব ও পায়খানা শেষে আগে কুলুখ ব্যবহার করতেন অতঃপর পানি ব্যবহার করতেন।**

এ হাদীস দ্বারা ইমাম আহমাদ রহঃ দলীল পেশ করেছেন। হাদীসটি ইমাম সাঈদ রহঃ সংকলন করেছেন। কুলুখ ও পানি উভয়টি ব্যবহার করা এজন্য উত্তম যে, আগে কুলুখ ব্যবহার করলে, তা দ্বারা মল পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং মলে সরাসরি হাত লাগাতে হবে না।

অতঃপর পানি ব্যবহার করলে মলদ্বার ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর এটাই হলো, পূরণাঙ্গ ও সুন্দরতম পরিচ্ছন্নতা। **দেখুনঃ** ‘কিতাবুল মুগনী’ খন্ড- **১** পৃষ্ঠা- **১৬৪।**

আল্লামা ইমাম সানআনী রহঃ বলেন-

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: الْمَعْرُوفُ فِي طُرُقِ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا، يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَالْأَحْجَارِ سبل السلام - ١ / ١٢٢.

অনুবাদঃ ইমাম নববী রহঃ ‘শরহুল মুহাযযাব’ গ্রন্থে বলেছেন, অনেক সনদের ভিত্তিতে এটা জানা যায় যে, কুবাবাসীগণ টয়লেট সেরে কুলুখ ও পানি উভয়টি’ই ব্যবহার করতেন। **দেখুনঃ** ‘সুবুলুস সালাম’ খন্ড- **১** পৃষ্ঠা- ৩২৬।

আল্লামা ওয়ালিদ ইবনে রাশেদ রহঃ বলেন-

ولأنه أبلغ في الإنقاء لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده والماء يزيل ما بقي

অনুবাদঃ ইস্তিঞ্জায় পানি ব্যবহারের পূর্বে ঢিলা ব্যবহার করা এজন্য উত্তম যে, এতে ভালোভাবে পরিচ্ছন্নতা লাভ করা যায়। কেননা, ঢিলা দ্বারা মল দূর হয়ে যায়। এবং মল আর হাতে লাগে না। অতঃপর পানি ব্যবহার করে পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার হওয়া যায়। **দেখুনঃ** আনজামুয যাহিরাত খন্ড- **১** পৃষ্ঠা-।

আল্লামা শহীদ আব্দুল্লাহ আযযম রহঃ বলেন-

فالاستنجاء بالماء بعد الحجارة سنة, لأن المطلوب في هذه إزالة النجاسة عن الدبر والقبل هو التخفيف منها, لأن النجاسة تبقى بالحجارة, والله عز وجل يسر علينا وأجاز لنا بوجود الماء بفعل الرسول فإن أتبعها بالماء فلا بأس فهو مستحب

কুলুখ ব্যাবহার করার পর পানি ব্যাবহার করা সুন্নত। কেননা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নাপাকি দূর করে পবিত্রতা হাসিল করা। আর এটাই হলো, সহজ মাধ্যম। কেননা শুধু কুলুখ দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ হয় না। আর আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। এবং পানি থাকা সত্ত্বেও শুধু কুলুখ দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জায়েয, তা স্বয়ং রাসূল

সাঃ নিজে আমল করে দেখিয়েছেন। যদি কেউ কুলুখের পর পানি ব্যাবহার করে, তাতে সমস্যা নেই। বরং এটা মুস্তাহাব। **দেখুনঃ** তাফসীরে সূরা তাওবা, খন্ড- ২ পৃষ্ঠা-২০৯।

মেশকাত শরীফের ভষ্যগ্রন্থ **"মিরআতুল মাফাতীহ"** এর মুসান্নেফ বিক্ষ্যাত আহলে হাদীস আলেম আল্লামা উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরি রহঃ বলেন-

قال العلماء: الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، والجمع بينهما أفضل من الكل

উলামাগণ বলেন, ইস্তিঞ্জায় কুলুখের চেয়ে পানি ব্যাবহার করা উত্তম। কিন্তু ইস্তিঞ্জায় কুলুখ ও পানি উভয়টি ব্যাবহার করা অতি উত্তম। **দেখুনঃ** "মিরআতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ" খন্ড- ৩ পৃষ্ঠা-১৫৫।

আল্লামা আবু বকর হুসনী রহঃ বলেন-

ولو أقتصر على الماء أجزأه لأنه يزيل العين والأثر وهو الأفضل عند الاقتصار على أحدهما ويجوز ان يقتصر على ثلاثة أحجار أو على حجر له ثلاثة أحرف والواجب ثلاثة مسحات فإن حصل الإنقاء بها وإلا وجبت الزيادة إلى الإنقاء ويستحب الإيتار

কেউ শুধু পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে যথেষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, পানি দ্বারাই নাপাকি ও তার আসর দূর হয়ে যায়। আর কুলুখ ও পানি উভয়টির যেকোন একটি ব্যাবহার করতে চাইলে পানিই ব্যাবহার করা উত্তম। এবং পানি না ব্যাবহার করে তিনটি কুলুখ ব্যাবহার করা অথবা আকটি কুলুখ তিনপাশ থেকে ব্যবহার করা জায়েয। তবে আবশ্যক হলো, তিনবার মুছে নিবে। এই তিনবারে যদি মলদ্বার পরিষ্কার হয়ে যায়, তাহলে ভালো। অন্যথায় এর চেয়ে বেশি ব্যাবহার করে ময়লা পরিষ্কার করা আবশ্যক। তবে মুস্তাহাব হলো, বেজোর সংখ্যক ব্যাবহার করা। **দেখুনঃ** "কিফায়াতুল আখয়ার" খন্ড- ১ পৃষ্ঠা-২৮।

লেখক এই রুচিসম্মত আমলটির বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেক ভুল তথ্য উলেখ করেছেন। **যেমন এব্যাপারে তিনি আরো বলেনঃ**

কুলুখ নেওয়ার পর পানি নেওয়া সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণনা করা হয় তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।(৫০)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নিম্নোক্ত আয়াত কুবাবাসীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 'এতে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্র হওয়াকে ভালবাসে। আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন' (তওবা ১০৮)। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছিল, (আমরা ইস্তিঞ্জা করার সময়) ঢিল নেওয়ার পর পানি নিই।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা। এই বর্ণনার কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না।(৫১)

(৫০) হাদীসটি মিথ্যাও নয়, বানোয়াটও নয় এবং ভিত্তিহীনও নয়। বরং এটি সুসাব্যস্ত।

(৫১) বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা নয়, বরং সুসাব্যস্ত । এ হাদীস দ্বারা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃও দলীল গ্রহণ করেছেন। **দেখুনঃ** শরহুজ যাদ, **খন্ড- ২০ পৃষ্ঠা- ১২০,** এবং বর্ণনাটি সহীহ ও সত্য। এটির ভিত্তি রয়েছে, তা আমি প্রমাণ করবো, ইনশাআল্লাহ!

হাদীসটিকে জাল বানাতে লেখক বলেনঃ

ইমাম বাযযার এটি বর্ণনা করে বলেন, 'যুহরী থেকে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয ছাড়া অন্য কেউ একে বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। আর সে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছে।(৫২)

(৫২) **এমন্তব্যের জবাব আমি কয়েকটা পয়েন্টে দিব।**

একঃ ইমাম বাযযার রহঃ এর এই মন্তব্য দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, হাদীসটি জাল। কারণ, তিনি সহীহ সনদ সম্পর্কেও এ ধরনের মন্তব্য করে থাকেন। যার জলজ্যান্ত প্রমাণ হলো, তার "মুসনাদ" গ্রন্থটি।

দুইঃ ইমাম বাযযার রহঃ এর এই মন্তব্যটি আমার দাবির সপক্ষেই প্রমাণ বহন করছে, হাদীসটির ভিত্তি রয়েছে। কারণ, যদি ভিত্তি'ই না থাকতো, তাহলে সনদের রাবী সম্পর্কে ইমাম বাযযার রহঃ এর এভাবে মন্তব্য করার প্রয়োজন ছিল না। একটি হাদীসের ভিত্তি'ই হলো সনদ। যেখানে সুসাব্যস্ত সনদ রয়েছে, সেখানে এ দাবি করা যে, "হাদীসটির ভিত্তি নেই" তা অনর্থক না হলে কী হবে!

তিনঃ প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা এই যে, হাদীসটি এসনদ ছাড়াও অন্য সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। নিম্নে সহীহ সনদে উল্লেখ করা হলোঃ

حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زهير يعني ابن معاوية عن عاصم الأحول عن رجل من الأنصار في هذه الآية { فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قباء عن طهورهم وكأنهم كانوا يستحيون أن يحدثوه فقالوا: طهورنا طهور الناس. فقال: لكم طهورًا. فقالوا: أنَّا لنا خبرًا أنَّا نستنجي بالماء بعد الحجارة أو بعد الدراري. قال: إن الله يرضى طهوركم يا أهل قباء.

অনুবাদঃ আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, মুআবিয়া ইবনে আমর। তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যুহায়র ইবনে মুআবিয়া। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আসেম আহওয়াল থেকে। হযরত আসেম আহওয়াল একজন আনসারী সাহাবী থেকে এ আয়াত সম্পর্কে **"এতে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্র হওয়াকে ভালবাসে। আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন' (সূরা তাওবা, আয়াত ১০৮)।"** বলেন, অতঃপর রাসূল সাঃ কুফা বাসীদেরকে তাদের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তারা তা বলতে লজ্জাবোধ করছিল। তখন তারা বললো, আমরা অন্যান্য মানুষের মতো'ই পবিত্রতা অর্জন করি। রাসূল সাঃ বললেন, পবিত্রতা অর্জনে তোমাদের কোন বিশেষত্য রয়েছে। অতঃপর তারা বললো, আমরা (ইস্তিঞ্জা করার

সময়) **কুলুখ নেওয়ার পর পানি ব্যবহার করি।** তখন রাসূল সাঃ বললেন, হে কুবাবাসী! তোমাদের বিশেষত্য এটা'ই যে, তোমরা (ইস্তিঞ্জা করার সময়) কুলুখ নেওয়ার পর পানি ব্যবহার করো। তোমাদের এ উত্তম পবিত্রতায় আল্লাহ খুশী হয়েছেন।

হাদীসটি সহীহ। দেখুনঃ **"আখবারুল মাদীনা" খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ৪৮,৪৯, "তাম্বীহুল ক্বারী" খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ৬১,** হাদীসটি যখন সহীহ প্রমাণিত হলো, তখন এর অন্যান্য যঈফ সনদ নিয়ে হাদীস বিদ্বেষীদের অপপ্রচারে কান দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বরং হাদীস বিদ্বেষীদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

লেখক হাদীসটিকে 'জাল' বানাতে আরো বলেনঃ

ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বলেন,

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ضَعَّفَهُ أَبُوْ حَاتِمٍ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ وَلَا لِأَخَوَيْهِ عِمْرَانَ وَعَبْدِ اللهِ حَدِيْثٌ مُسْتَقِيْمٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيْبٍ ضَعِيْفٌ أَيْضًا.

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আযীযকে আবু হাতেম যঈফ বলেছেন। তিনি আরো বলেন, তার ও তার দুই ভাই ইমরান ও আব্দুল্লাহ কারো একটি হাদীছও সঠিক নয়। তাছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীবও দুর্বল।[৫৩]

(৫৩) ইবনু হাজার আসক্বালানী রহঃ এর এ মন্তব্য দ্বারা যদি লেখকের উল্লেখিত সনদ অগ্রহণযোগ্যও সাব্যস্ত হয়, তার পরেও কোন সমস্যা নেই। কেননা, হাদীসটি লেখকের উল্লেখিত সনদ ছাড়া'ও অন্য সনদে প্রমাণিত। এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী রহঃ এর এ মন্তব্য হাদীসটির সহীহ হওয়াকে বিন্দুমাত্র বাধাগ্রস্থ করবে না। অতএব হাদীসটিকে 'জাল' প্রমাণ করতে লেখকের এ অভিযোগও একেবারেই অনর্থক। তাছাড়া হাদীসটিকে অনেকেই সহীহ বলেছেন। **যেমনঃ** ইমাম যাইলাঈ রহঃ সহীহ বলেছেন। নাসবুর রায়া ১/৪৩৪।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

উক্ত বর্ণনার বিরোধী ছহীহ হাদীছ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এই আয়াতটি কুবাবাসীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 'এতে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্র হওয়াকে ভালবাসে' (তওবা ১০৮)। তিনি বলেন, তারা পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করত।[(৫৪)]

(৫৪) **পয়েন্ট নম্বর একঃ** এ হাদীস উপরোক্ত হাদীসের বিরোধী কিছুতেই হতে পারে না। কারণ এ হাদীসে কোথাও এটা বলা হয়নি যে, তারা কুলুখ ব্যবহার করতেন না। বরং সত্য যে, অবশ্যই তারা কুলুখ ব্যবহার করতেন। যা আমি পূর্বের সহীহ হাদীসে প্রমাণ করেছি। এখানে শুধু তাদের "পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা" এই বিষেশত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ পানির পূর্বে কুলুখ ব্যবহার করাটা একটি কমন বিষয়, যা সকলের জানা। ফলে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়েনি। অতএব এ হাদীসকে উপরোক্ত হাদীসের বিরোধী বলা যে, চরম বোকামী তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

পয়েন্ট নম্বর দুইঃ লেখক এখানে চার নম্বর টীকা উল্লেখ করে তাতে বলেছেন, 'সনদ সহীহ'। এটা দিন-দুপুরে ডাকাতি। প্রকৃত পক্ষে এর সনদ সহীহ নয়। এর সনদে উল্লেখযোগ্য এমন দুটি ত্রুটি রয়েছে, যার একটিই যথেষ্ট হাদীসের সনদকে যঈফ করতে। এর একটি হলোঃ সনদে "ইউনুস ইবনে হারিস" নামক একজন রাবী রয়েছে, সে সকলের ঐক্যমতে যঈফ। দ্বিতীয় ত্রুটি হলোঃ সনদে "ইবরাহীম ইবনে আবু মায়মুনা" নামক একজন রাবী রয়েছে, সে মাজহূল। আমি এবার সনদটি উল্লেখ করে দেখাচ্ছিঃ

حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة

অনুবাদঃ আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **মুহাম্মদ ইবনে আলা'ই**। তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **মুআবিয়া ইবনে হিশাম**। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **ইউনুস ইবনে হারিস** থেকে। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **ইব্রাহীম ইবনে আবু মায়মুনা** থেকে। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **আবু সালেহ** থেকে।

'ইউনুস ইবনে হারিস' সম্পর্কে কিছু মন্তব্য নিম্নে তুলে ধরলামঃ

১- আবুদুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ বলেন-

انا عبد الله ابن احمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال ذكر ابى يونس بن الحارث فقال: احاديثه مضطربة قال وسألته مرة اخرى فضعفه.

একবার আমার পিতা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ এর নিকট **'ইউনুস ইবনে হারিস'** এর আলোচনা করা হলো, তখন তিনি বললেন, **'ইউনুস ইবনে হারিস'** এর হাদীসগুলো 'মুজতারিব' (সঠিক নয়)। পরবর্তিতে আমি আবার আমার পিতার নিকট **'ইউনুস ইবনে হারিস'** সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন, **'ইউনুস ইবনে হারিস'** যঈফ রাবী।

দেখুনঃ 'আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল' ইমাম মুহাম্মদ হানযালী, খন্ড- ১৮ পৃষ্ঠা- ৪৪২, 'তাহযীবুত তাহযীব' খন্ড- ১০ পৃষ্ঠা- ৩০৮ 'তাহযীবুল কামাল' খন্ড- ৩২ পৃষ্ঠা- ৫০১, 'মাউসূআতু আকওয়ালিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল' খন্ড- ৪ পৃষ্ঠা- ১২৬, 'মীযানুল ই'তিদাল' খন্ড- ৩ পৃষ্ঠা- ৩১৪, 'আল-কামেল' খন্ড- ৭ পৃষ্ঠা- ১৭৫, 'যুআফা লিল উকাইলী' খন্ড- ৪ পৃষ্ঠা- ৩১৫।

২- ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহঃ বলেন-

حدثنا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين انه قال: يونس ابن الحارث ضعيف لا شئ.

অনুবাদঃ **'ইউনুস ইবনে হারিস'** একজন যঈফ রাবী। হাদীস বর্ণনায় সে কিছু'ই না।

দেখুনঃ 'আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল' ইমাম মুহাম্মদ হানযালী, খন্ড- ১৮ পৃষ্ঠা- ৪৪২, 'তাহযীবুল কামাল, খন্ড- ৩২ পৃষ্ঠা- ৫০১, 'যুআফাউল কাবীর', খন্ড- ২ পৃষ্ঠা- ৪৪৩,

‘মীযানুল ই’তিদাল’ খন্ড- ৩ পৃষ্ঠা- ৩১৪, ‘আল-কামেল’ খন্ড- ৭ পৃষ্ঠা- ১৭৫, ‘যুআফা লিল উকাইলী’ খন্ড- ৪ পৃষ্ঠা- ৩১৫।

উসমান ইবনে আবু শায়বা রহঃ বলেন-

عثمان بن أبي شيبة وسألت بن معين عنه فقال كنا نضعفه ضعفا شديدا

আমি ইমাম ইহাহইয়া ইবনে মাঈন রহঃ নিকট **‘ইউনুস ইবনে হারিস’** সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন, আমরা তাকে অত্যন্ত ‘যঈফ রাবী’ বলে থাকি। **দেখুনঃ** ‘তাহযীবুত তাহযীব’ খন্ড- ১০ পৃষ্ঠা- ৩০৮।

৩- আব্দুর রহমান রহঃ বলেন, আমি আবার আমার পিতার নিকট **‘ইউনুস ইবনে হারিস’** সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, **‘ইউনুস ইবনে হারিস’** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **দেখুনঃ** ‘আল-জারহু ওয়াত-তা’দীল’ ইমাম মুহাম্মদ হানযালী, খন্ড- ১৮ পৃষ্ঠা- ৪৪২।

৪- হাদীস বিশারদগণ বলেন- قالوا ليس بالقوي وقال أحمد ضعيف

অনুবাদঃ **‘ইউনুস ইবনে হারিস’** হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী না। এবং ইমাম আহমাদ রহঃ বলেন- সে যঈফ। **দেখুনঃ** ‘আল-কাশেফ’, খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ৬৩।

৫- ‘ইউনুস ইবনে হারিস’ কে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ ও ইমাম নাসাঈ রহঃ যঈফ বলেছেন। **দেখুনঃ** ‘আল-মুগনী ফিয যুআফা, খন্ড- ২ পৃষ্ঠা- ২৪৯, দেখুনঃ ‘বাহরুদ দাম, খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ৩৪১।

৬- হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ বলেন-

يونس بن الحارث الثقفي الطائفي نزيل الكوفة ضعيف

অনুবাদঃ **‘ইউনুস ইবনে হারিস’** কুফায় গিয়ে বসবাস করেন, তিনি যঈফ রাবী। **দেখুনঃ** ‘তাকরীবুত তাহযীব, খন্ড- ৩ পৃষ্ঠা- ১২৪।

৭- ইমাম নাসাঈ রহঃ একবার বলেছেন, 'ইউনুস ইবনে হারিস' যঈফ। আরেকবার বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী না। **দেখুনঃ** 'তাহযীবুত তাহযীব' খন্ড- **১০** পৃষ্ঠা- **৩০৮,** 'তাহযীবুল কামাল, আল্লামা ইউসুফ মাযীর রহঃ খন্ড- **৩২** পৃষ্ঠা- **৫০১,** 'মীযানুল ই'তিদাল' খন্ড- ৩ পৃষ্ঠা- ৩১৪, 'আল-কামেল' খন্ড- ৭ পৃষ্ঠা- ১৭৫।

৮- ইমাম আবু হাতিম বলেন- 'ইউনুস ইবনে হারিস' হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী না। **দেখুনঃ** 'তাহযীবুত তাহযীব' খন্ড- **১০** পৃষ্ঠা- **৩০৮,** , ইমাম মিযযী রহঃ এর 'তাহযীবুল কামাল' খন্ড- ৩২ পৃষ্ঠা- ৫০১।

৯- ইমাম সাজী রহঃ বলেন- 'ইউনুস ইবনে হারিস' যঈফ। **দেখুনঃ** 'তাহযীবুত তাহযীব' খন্ড- **১০** পৃষ্ঠা- ৩০৮।

১০- ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহঃ 'ইউনুস ইবনে হারিস' কে যঈফ বলেছেন। দেখুনঃ 'কিতাবুয যুআফা' খন্ড- **১** পৃষ্ঠা- ২০।

১১- ইমাম যাহাবী রহঃ বলেন-

سئل ابن المدينى عن يونس بن الحارث فقال : كنا نضعف [ذاك] ضعفا شديدا

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহঃ এর নিকট **'ইউনুস ইবনে হারিস'** সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমরা মনে করি **'ইউনুস ইবনে হারিস'** অত্যন্ত 'যঈফ'। **দেখুনঃ** 'মীযানুল ই'তিদাল' খন্ড- ৩ পৃষ্ঠা- ৩১৪।

১২- ইমাম আবু নুআইম রহঃ 'ইউনুস ইবনে হারিস' কে যঈফ রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দেখুনঃ 'কিতাবুয যুআফা' খন্ড- **১** পৃষ্ঠা- ২০।

পাঠক! এতক্ষণ রিজালশাস্ত্রের কিতাবসমূহ থেকে রাবী 'ইউনুস ইবনে হারিস' সম্পর্কে কিছু বক্তব্য উল্লেখ করে দেখালাম। এবার সরাসরি হাদীসের কিতাব থেকে লেখকের উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে কিছু বক্তব্য উল্লেখ করে দেখাব।

১- ইমাম তিরমিযী রহঃ লেখকের উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে বলেন-

قال هذا حديث غريب من هذا الوجه

অনুবাদঃ এ সনদে হাদীসটি গরীব। **দেখুনঃ** 'জমেউত তিরমিযী' খন্ড- ৫ পৃষ্ঠা- ২৮০।

২- ইমাম ইবনে কাসীর রহঃ লেখকের উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে বলেন-

ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف, وقال الترمذي غريب من هذا الوجه

অনুবাদঃ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজা 'ইউনুস ইবনে হারিস' এর সনদে সংকলন করেছেন। আর 'ইউনুস ইবনে হারিস' যঈফ রাবী। ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন, এ সনদে হাদীসটি গরীব।

দেখুনঃ 'তাফসীরে ইবনে কাসীর' খন্ড- ১০ পৃষ্ঠা- ১৬০, 'সীরাতুন নববিয়্যাহ' খন্ড- ২ পৃষ্ঠা- ২৯৩, ' আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' খন্ড- ৩ পৃষ্ঠা- ২৫৫, 'যঈফা, আল্লামা আবু আব্দুর রহমান' খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ২০৭।

৩- হাফেয ইমাদুদ্দীন দিমাস্কী রহঃ বলেন-

ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف, وقال الترمذي غريب من هذا الوجه

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজা 'ইউনুস ইবনে হারিস' এর সনদে সংকলন করেছেন। আর 'ইউনুস ইবনে হারিস' যঈফ রাবী। ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন, এ সনদে হাদীসটি গরীব। **দেখুনঃ** 'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম' খন্ড- ৭ পৃষ্ঠা- ১৬১।

৪- ইমাম আব্দুর রহমান মোবারকপুরী রহঃ বলেন- এর সনদ যঈফ। **দেখুনঃ** 'তোহফাতুল আহওয়াযী শরহে জামিউত তিরমিযী' খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ৭৮।

৫- ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহঃ বলেন- ইমাম ইবনে মাঈন ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ বলেছেন, 'ইউনুস ইবনে হারিস' যঈফ। **দেখুনঃ** 'শরহে আবু দাউদ, লিল আইনী' খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ১৪২।

৬- ইমাম মুগালতাই রহঃ বলেন-

وهو حديث إنّما يرويه إبراهيم بن أبي ميمونة، وهو مجهول الحال... لا يعرف روى عنه غير يونس بن الحرث الطالقي وهو ضعيف، قال فيه ابن معين: لا شي وقال فيه أحمد: مضطرب الحديث، وحكى أبو أحمد عن ابن معين أنه قال: فيه ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وعندي أنه لم تثبت عدالته والجهل بحال إبراهيم كاف في تعليل الخبر،

অনুবাদঃ হাদীসটি "ইব্রাহীম ইবনে আবু মায়মুনা" বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে মাজহূল রাবী। এবং তার থেকে 'ইউনুস ইবনে হারিস' ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেছে কি না, তাও জানা যায় না। আর 'ইউনুস ইবনে হারিস' যঈফ। তার ব্যাপারে ইমাম ইবনে মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছই না। এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ তার ব্যাপারে বলেন, তিনি হাদীস 'ইজতিরাব' (ভুলভাবে বর্ণনা) করতেন। আবু আহমাদ বলেন, ইমাম ইবনে মাঈন তাকে যঈফ বলেছেন। এবং ইমাম নাসাঈ রহঃ বলেন, 'ইউনুস ইবনে হারিস' হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী না। এবং ইমাম মুগালতাই রহঃ আরো বলেন- আমার নিকট তার ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হয়নি। আর রাবী "ইব্রাহীম ইবনে আবু মায়মুনা" এর জাহালাত'ই যথেষ্ট হাদীসটিকে ত্রুটিযুক্ত (যঈফ) করতে। **দেখুনঃ** 'শরহে ইবনে মাজা, ইমাম মুগালতাই' খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ১৭৮।

৭- আল্লামা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ যায়েদ রহঃ বলেন-

ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف, وقال الترمذي غريب من هذا الوجه

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজা **'ইউনুস ইবনে হারিস'** এর সনদে সংকলন করেছেন। আর **'ইউনুস ইবনে হারিস'** যঈফ। তিরমিযী রহঃ বলেন, এ সনদে হাদীসটি গরীব। **দেখুনঃ** 'আযবুল কালাম' খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ৩২৬।

৮- ইমাম নববী রহঃ বলেন-

فيه يونس بن الحارث، قد ضعفه الأكثرون وإبراهيم بن أبي ميمونة، وفيه جهالة

এর সনদে **'ইউনুস ইবনে হারিস'** নামক রাবী রয়েছে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে 'যঈফ' বলেছেন। এবং **'ইবরাহীম ইবনে আবু মায়মুনা'** নামক একজন রাবী রয়েছে। সে মাজহূল। **দেখুনঃ** 'আল-ঈজায' ১/২০৪।

৯- ইমাম মাগরিবী রহঃ বলেন-

وفي سنده يونس بن الحارث الثقفي الطائفي نزل الكوفة، ضعيف. الميزان ٤/ ٤٧٩، التقريب وإبراهيم بن أبي ميمونة حجازي مجهول، التقريب ٢٤ - الميزان ٦٩. قلت: فالحديث ضعيف بهذا السند وقد اختلف فيه كلام ابن حجر فقال في التلخيص: سنده ضعيف

এর সনদে **'ইউনুস ইবনে হারিস'** নামক একজন রাবী রয়েছে, কুফায় বসবাস করতো। সে যঈফ। মীযান খন্ড- ৪ পৃষ্ঠা- ৪৭৯, তাকরীব- ৩৯, এবং **'ইবরাহীম ইবনে আবু মায়মুনা'** নামক একজন রাবী রয়েছে। সে মাজহূল। তাকরীব- ২৪, মীযান- ৬৯, অতএব হাদীসটি এসনদে যঈফ। আর ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ এব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তবে তিনি তার 'তালখীসুল হাবীর' গ্রন্থে বলেন, এর সনদ যঈফ। **দেখুনঃ** 'আল-বাদরুত তামাম' খন্ড- ২ পৃষ্ঠা- ৯৪।

১০- আল্লামা শুআইব আরনাউত রহঃ বলেন-

وهذا إسناد ضعيف لضعف يونس بن الحارث وجهالة إبراهيم ابن أبي ميمونة

এই সনদটি **'ইউনুস ইবনে হারিস'** এর দুর্বলতার কারণে এবং **'ইবরাহীম ইবনে আবু মায়মুনা'** এর জাহালতের কারণে যঈফ। **দেখুন** তার তাহকীককৃত 'সুনানে আবু দাউদ' খন্ড- ১/৩৩, 'সুনানে ইবনে মাজা' ১/২৩৪।

পাঠক! যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, লেখকের দলীল হিসেবে পেশকৃত হাদীসটির সনদ যঈফ। এবার আপনাকে প্রশ্ন করবো, এটা আপনি কীভাবে দেখবেন যে, যেই লোক নিজের মতের বিরুদ্ধে গেলেই টনটনে সহীহ হাদীসকেও নানা অপকৌশলে 'জাল-যঈফ' ট্যাগ লাগিয়ে ছুড়ে মারে। সেই একই লোক যখন আবার শুধু স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসে যঈফ সনদে

বর্ণিত হাদীস নিজের মতের সপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করে ! তাও আবার সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে গিয়ে !! এ যেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা !!

পাঠক! সহীহ হাদীসটি আবার লক্ষ্য করুন, যেখানে কুলুখের পরে পানি ব্যাবহারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زهير يعني ابن معاوية عن عاصم الأحول عن رجل من الأنصار في هذه الآية { فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قباء عن طهورهم وكأنهم كانوا يستحيون أن يحدثوه فقالوا: طهورنا طهور الناس. فقال: لكم طهورًا. فقالوا: أنَّا لنا خبرًا أنَّا نستنجي بالماء بعد الحجارة أو بعد الدراري. قال: إن الله يرضى طهوركم يا أهل قباء.

অনুবাদঃ আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, মুআবিয়া ইবনে আমর। তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যুহায়র ইবনে মুআবিয়া। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আসেম আহওয়াল থেকে। হযরত আসেম আহওয়াল একজন আনসারী সাহাবী থেকে এ আয়াত সম্পর্কে **"এতে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্র হওয়াকে ভালবাসে। আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন' (সূরা তাওবা, আয়াত ১০৮)।"** বলেন, অতঃপর রাসূল সাঃ কুফা বাসীদেরকে তাদের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তারা তা বলতে লজ্জাবোধ করছিল। তখন তারা বললো, আমরা অন্যান্য মানুষের মতো'ই পবিত্রতা অর্জন করি। রাসূল সাঃ বললেন, পবিত্রতা অর্জনে তোমাদের কোন বিশেষত্য রয়েছে। অতঃপর তারা বললো, আমরা (ইস্তিঞ্জা করার সময়) **কুলুখ নেওয়ার পর পানি ব্যবহার করি।** তখন রাসূল সাঃ বললেন, হে কুবাবাসী! তোমাদের বিশেষত্য এটা'ই যে, তোমরা (ইস্তিঞ্জা করার সময়) কুলুখ নেওয়ার পর পানি ব্যবহার করো। তোমাদের এ উত্তম পবিত্রতায় আল্লাহ খুশী হয়েছেন।

হাদীসটি সহীহ। কিন্তু হাদীসবিদ্বেষীরা দেখেও দেখবে না। শুনেও শুনবে না। শুধু নিজের ভ্রান্ত মতকে টিকাতেই হবে। এতে মিথ্যার আশ্রয়, মিথ্যা অপবাদ, কারচুপি যাই করা লাগুক না কেন! এমনকি যদিও সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে যায়, এতে বিন্দু মাত্র তাদের অন্তরাত্মা কাঁপে না !!

অতঃপর লেখক বলেনঃ

অন্য হাদীছে এসেছে,

আবু আইয়ূব আনছারী, জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ ও আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়- 'তথায় (কুবায়) এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা পবিত্রতা লাভ করাকে ভালবাসে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আনছারগণ! এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন। তোমরা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন কর? তারা বলল, আমরা ছালাতের জন্য ওযূ করে থাকি, অপবিত্রতা হতে গোসল করে থাকি এবং পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটাই তার কারণ। সুতরাং তোমরা সর্বদা এটা করতে থাকবে।(৫৫)

(৫৫)**পয়েন্ট নম্বর একঃ** এ হাদীসের জওয়াব পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের জওয়াবের মতো'ই। অর্থাৎঃ **"টয়লেট শেষে কুলুখ ও পানি উভয়টি ব্যাবহার করতে হবে"** মর্মের হাদীসটির বিরোধী এহাদীস কিছুতেই হতে পারে না। কারণ এ হাদীসে কোথাও এটা বলা হয়নি যে, তারা কুলুখ ব্যবহার করতেন না। বরং সত্য যে, অবশ্যই তারা কুলুখ ব্যাবহার করতেন। যা আমি পূর্বের সহীহ হাদীসে প্রমাণ করেছি। এখানে শুধু তাদের **"পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা"** এই বিষেশত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ পানির পূর্বে কুলুখ ব্যাবহার করাটা একটি কমন বিষয়, যা সকলের জানা। ফলে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়েনি। অতএব এ হাদীসকে উপরোক্ত হাদীসের বিরোধী বলা যে, চরম বোকামী তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

পয়েন্ট নম্বর দুইঃ লেখক এখানে পাঁচ নম্বর টীকা উল্লেখ করে তাতে বলেছেন, 'সনদ সহীহ'। এটা দিন-দুপুরে ডাকাতি। প্রকৃতপক্ষে এর সনদ সহীহ নয়। এর সনদে **"উতবা**

ইবনে আবু হাকিম" নামক একজন রাবী রয়েছে, সে যঈফ। এছাড়াও **"তালহা ইবনে নাফে' আবু সুফিয়ান"** নামক রাবী **"আবু আইয়ুব আনসারী"** এর সাক্ষাত পায়নি। আমি নিম্নে সনদটি উল্লেখ করে দেখালামঃ

حدثنا هشام بن عمار . حدثنا صدقة بن خالد . حدثنا عتبة بن أبي حكيم . حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان . قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك

অনুবাদঃ আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **হিশাম ইবনে আম্মার।** তিনিবলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **সাদাকা ইবনে খালেদ।** তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **উতবা ইবনে আবু হাকিম।** তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **তালহা ইবনে নাফে' আবু সুফিয়ান।** তিনি বলেন- আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **আবু আইয়ুব, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও আনাস রদিঃ** ।

'উতবা ইবনে আবু হাকিম' নামক রাবী যঈফ। এ দাবির সপক্ষে রিজালশাস্ত্রের কিতাবসমূহ থেকে কিছু দলীল নিম্নে পেশ করলাম।

১- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ 'উতবা ইবনে আবু হাকিম' কে 'যঈফ' আখ্যায়িত করেছেন। **দেখুনঃ** 'আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল' ইমাম হানযালী, খন্ড- ১৪ পৃষ্ঠা- ১৭, 'তাহযীবুত তাহযীব' খন্ড- ৬ পৃষ্ঠা- ৬৭, 'তাহযীবুল কামাল, ইউসুফ মাযী রহঃ এর টীকা সম্বলীত' খন্ড- ১৯ পৃষ্ঠা- ৩০০, 'মাউসূআতু আকওয়ালিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল' খন্ড- ৪ পৃষ্ঠা- ১২৬, ইকমালু তাহযীবিল কামাল, খন্ড- ৯ পৃষ্ঠা- ১২২, দেখুনঃ 'শরহে ইবনে মাজা' ইমাম মুগালতাই, খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ১৭৩, 'আল-বাদরুল মুনীর' খন্ড- ২ পৃষ্ঠা- ৩৮০।

২- ইমাম ইবনে হাম্মাদ রহঃ 'উতবা ইবনে আবু হাকিম' কে 'যঈফ' আখ্যায়িত করেছেন। **দেখুনঃ** 'আল-কামিল' ইমাম ইবনে আদী, খন্ড- ৬ পৃষ্ঠা- ৩৫৯।

৩- ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহঃ বলেন, 'উতবা ইবনে আবু হাকিম' 'যঈফুল হাদীস' অন্যত্র ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহঃ বলেন-

والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث

ঐ সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, অবশ্যই **‘উতবা ইবনে আবু হাকিম’** মুনকারুল হাদীস। **দেখুনঃ** ‘তাহযীবুত তাহযীব’ খন্ড- ৬ পৃষ্ঠা- ৬৭, ‘তাহযীবুল কামাল, খন্ড- **১৯** পৃষ্ঠা- ৩০০, ‘মাগানিল আখইয়ার’ খন্ড- ২ পৃষ্ঠা- ২৯৭, ‘কুবূলুল আখবার’ খন্ড- ২ পৃষ্ঠা- ২৮**১**, ইকমালু তাহযীবিল কামাল, খন্ড- ৯ পৃষ্ঠা- **১**২২, দেখুনঃ ‘শরহে ইবনে মাজা’ ইমাম মুগালতাই, খন্ড- **১** পৃষ্ঠা- **১**৭৩, ‘আল-বাদরুল মুনীর’ খন্ড- ২ পৃষ্ঠা- ৩৮০।

৪- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আউফ রহঃ বলেন, ‘উতবা ইবনে আবু হাকিম’ ‘যঈফ’। **দেখুনঃ** ‘তাহযীবুত তাহযীব’ খন্ড- ৬ পৃষ্ঠা- ৬৭, আল্লামা ইউসুফ মাযী রহঃ এর ‘তাহযীবুল কামাল, খন্ড- **১৯** পৃষ্ঠা- ৩০০।

৫- ইমাম নাসাঈ রহঃ বলেন, **‘উতবা ইবনে আবু হাকিম’** ‘যঈফ’। তিনি অন্যত্র বলেন, **‘উতবা ইবনে আবু হাকিম’** ‘হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী রাবী নয়। **দেখুনঃ** ‘তাহযীবুত তাহযীব’ ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ, খন্ড- ৬ পৃষ্ঠা- ৬৭, ‘তাহযীবুল কামাল, খন্ড- **১৯** পৃষ্ঠা- ৩০০, ‘মীযানুল ই’তিদাল’ খন্ড- ২ পৃষ্ঠা- **১**৮, ‘ তাহযীবু তাহযীবুল কামাল’ খন্ড- ৬ পৃষ্ঠা- ২৭৫, ‘মাগানিল আখইয়ার’ খন্ড- ২ পৃষ্ঠা- ২৯৭, দেখুনঃ ‘শরহে ইবনে মাজা’ ইমাম মুগালতাই, খন্ড- **১** পৃষ্ঠা- **১**৭৩, ‘আল-বাদরুল মুনীর’ খন্ড- ২ পৃষ্ঠা- ৩৮০।

৬- ইমাম জূঝাজানী রহঃ বলেন, ‘উতবা ইবনে আবু হাকিম’ হাদীস বর্ণনায় প্রশংসিত না। **দেখুনঃ** ‘তাহযীবুত তাহযীব’ খন্ড- ৬ পৃষ্ঠা- ৬৭, ‘তাহযীবুল কামাল, খন্ড- **১৯** পৃষ্ঠা- ৩০০, ইকমালু তাহযীবিল কামাল, খন্ড- ৯ পৃষ্ঠা- **১**২২।

৭- ইমাম দূলাবী রহঃ বলেন, ‘উতবা ইবনে আবু হাকিম’ ‘যঈফ’। **দেখুনঃ** ‘তাহযীবুত তাহযীব’ খন্ড- ৬ পৃষ্ঠা- ৬৭, ইমাম মিযযী রহঃ এর ‘তাহযীব, খন্ড- **১৯** পৃষ্ঠা- ৩০০।

৮- হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ বলেন, ‘উতবা ইবনে আবু হাকিম’ হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করতেন। **দেখুনঃ** ‘তাকরীবুত তাহযীব’ ২/ **১**৫০।

৯- ইমাম দারাকুতনী রহঃ বলেন, ‘উতবা ইবনে আবু হাকিম’ ‘হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী রাবী না। **দেখুনঃ** ‘সুনানুদ দারাকুতনী’ খন্ড- **১** পৃষ্ঠা- ৬২।

১০- ইমাম বূসীরী রহঃ বলেন, 'উতবা ইবনে আবু হাকিম' 'যঈফ্'। এবং "তালহা ইবনে নাফে' আবু সুফিয়ান" নামক রাবী "আবু আইয়ুব আনসারী" এর সাক্ষাত পায়নি। দেখুনঃ 'সুনানে ইবনে মাজা' যাওয়ায়েদ সহ, ১/ ১২৭।

১১- ইমাম মুগালতাই রহঃ বলেন, এর সনদ যঈফ। **দেখুনঃ** 'শরহে ইবনে মাজা' ইমাম মুগালতাই, খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ১৭৩।

১২- ইমাম সা'দী রহঃ বলেন, 'উতবা ইবনে আবু হাকিম' হাদীস বর্ণনায় প্রশংসিত না। দেখুনঃ 'শরহে ইবনে মাজা' ইমাম মুগালতাই, ১/১৭৪।

১৩- ইমাম হিমসী রহঃ বলেন, 'উতবা ইবনে আবু হাকিম' যঈফুল হাদীস। **দেখুনঃ** 'শরহে ইবনে মাজা' ইমাম মুগালতাই, খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ১৭৪।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

মূল কথা হল, অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা শুধু ঢিল দ্বারা ইস্তিঞ্জা করত। কিন্তু কুবাবাসীরা অন্যদের তুলনায় শুধু পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন। সে জন্যই আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন।[(৫৬)]

(৫৬) এটা দলীলহীন একটি ভ্রান্ত মন্তব্য। যা সহীহ হাদীসের ঘোর বিরোধী। বরং সত্য এটাই যে, "অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা শুধু ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করত। কিন্তু কুবাবাসীরা অন্যদের তুলনায় **ঢিলা ও পানি,** উভয়টি ইস্তিঞ্জায় ব্যবহার করতেন। সে জন্যই আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন।" যার সপক্ষে স্পষ্ট সহীহ হাদীস রয়েছে। **হাদীসটির মূল অংশ হলোঃ** অতঃপর রাসূল সাঃ কুবা বাসীদেরকে তাদের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তারা তা বলতে লজ্জাবোধ করছিল। তখন তারা বললো, আমরা অন্যান্য মানুষের মতো'ই পবিত্রতা অর্জন করি। রাসূল সাঃ বললেন, পবিত্রতা অর্জনে তোমাদের কোন বিশেষত্য রয়েছে। অতঃপর তারা বললো, আমরা (ইস্তিঞ্জা করার সময়) **কুলুখ নেওয়ার পর পানি ব্যবহার করি।** তখন রাসূল সাঃ বললেন, হে কুবাবাসী! তোমাদের বিশেষত্য এটা'ই যে, তোমরা (ইস্তিঞ্জা করার সময়) **কুলুখ নেওয়ার পর পানি ব্যবহার করো।** তোমাদের এ

উত্তম পবিত্রতায় আল্লাহ খুশী হয়েছেন। **দেখুনঃ** "আখবারুল মাদীনা" খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ৪৮,৪৯, "তাম্বীহুল ক্বারী" খন্ড- ১ পৃষ্ঠা- ৬১, হাদীসটি সহীহ।

"কুবাবাসীরা অন্যদের তুলনায় শুধু পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন" এ মর্মে স্পষ্ট গ্রহণযোগ্য কোন হাদীস নেই। লেখক নিজেও স্পষ্ট কোন হাদীস উল্লেখ করতে পানেনি। শুধু শুধু সহীহ হাদীসকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মিথ্যা দাবি'ই করেছেন। যার কোন ভেলু নেই। অতএব সহীহ হাদীসকে উপেক্ষা করে এ ধরনের ভ্রান্ত বক্তব্য গ্রহণের কোন সুযোগ নেই।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

উক্ত বর্ণনার বিরোধী সরাসরি ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেখানে কুলুখ নেওয়ার কথা নেই; বরং শুধু পানি নেওয়ার কথা রয়েছে। যেমন-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيْبُوْا بِالْمَاءِ فَإِنِّيْ أَسْتَحْيِيْهِمْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ρ كَانَ يَفْعَلُهُ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের স্বামীদের বলে দাও, তারা যেন পানি দ্বারা পবিত্রতা হাছিল করে। কারণ আমি তাদেরকে বলতে লজ্জাবোধ করছি। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা করে থাকেন।[৫৭]

(৫৭) এ হাদীস উপরোক্ত হাদীসের বিরোধী কিছুতেই হতে পারে না। এখানে শুধু "পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা" এই বিষেশত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ পানির পূর্বে কুলুখ ব্যবহার করাটা একটি কমন বিষয়, যা সকলের জানা। ফলে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়েনি। অতএব এ হাদীসকে উপরোক্ত হাদীসের বিরোধী বলা, চরম বোকামী। যা একটি বাচ্চার কাছেও স্পষ্ট। কিন্তু লেখক 'মুযাফফর'কে কোন ভূতে ধরলো !

লেখক সুসাব্যস্ত এই রুচিসম্মত আমলের বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেক অপকৌশল খাটিয়েছেন। কিন্তু সমস্ত অপকৌশল'ই চূড়ান্তভাবে নিস্ক্রিয় হয়েছে। তার হয়তো জানা নেই, একটি সহীহ হাদীসের বিপরীতে হাজারো অপকৌশল সম্পূর্ণ অকেজ ও বিফল। এ আমলকে অস্বীকার করতে তিনি সর্বশেষ যে, চাপাবাজি করেন, **তা হলোঃ**

অতএব সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত উক্ত মিথ্যা প্রথাকে অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে। পানি থাকা সত্ত্বেও যেন কোন স্থানে কুলুখের স্তূপ সৃষ্টি না হয়। কারণ প্রকৃত ফযীলত পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার মধ্যেই রয়েছে।(৫৮)

(৫৮) লেখক 'মুযাফফর বিন মুহসিন' এর ইলম থাক আর না থাক, চাপা'র জোর কিন্তু ঠিক'ই রয়েছে। আর ধোঁকাবাজরা এই চাপা'র জোরে'ই সত্য কে মিথ্যা, আর মিথ্যা কে সত্য বানিয়ে উপস্থাপন করে স্বার্থ হাসিল করে থাকে! আর লেখক হয়তো ভুলে গেছেন, শরীয়ত চাপা'র জোরে চলে না ! চলে দলীলের আলোকে !!

লেখক সপ্তম অনুচ্ছেদে লেখেনঃ

(৭) কুলুখ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করা

কুলুখ নিয়ে চল্লিশ কদম হাঁটা, কাশি দেওয়া, নাচানাচি করা, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা, টয়লেটে কুলুখের আবর্জনার স্তূপ তৈরি করা সবই নব্য মূর্খতা। ইসলামে এরূপ বেহায়াপনার কোন স্থান নেই।(৫৯)

(৫৯) কুলুখ নিয়ে মানুষের সামনে হাঁটাহাঁটি করা, নাচানাচি করা ইত্যাদি অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রসাবের রাস্তায় যেন প্রসাব আটকে না থাকে। কারণ পুরুষের প্রসাবের রাস্তা একটু লম্বা হয়ে থাকে এবং প্রসাব সাথে সাথে নিংড়ে পড়ে না, বরং কিছুটা

সময় নেয়। এজন্য কেউ যদি প্রসাব করে সাথে সাথে পানি ব্যবহার করে উঠে চলে যায়, তাহলে ভিতর থেকে প্রসাব বের হয়ে কাপড়ে লেগে যাবে, সে টেরও পাবে না। এই প্রসাব থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যক। প্রয়োজনে আড়ালে কয়েক কদম হাঁটুন বা দু'একবার উঠা-বসা করুন। অথবা কুলুখ নিয়ে আড়ালে একটু বিলম্ব করুন। অর্থাৎ আপনাকে প্রসাব থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এজন্য যা করণীয় তাই করতে হবে। কেননা, প্রসাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন না করার পরিণতি অনেক ভয়ংকর। যেমন এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেনঃ

إن عامة عذاب القبر في البول، فتنزهوا من البول.

কবরের অধিকাংশ আযাব হবে প্রসাবের কারণে। তাই তোমরা প্রসাব থেকে বেঁচে থাকবে। মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমাইদ, হাদীস নং- ৬৪২, মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস নং- ৬৫৪, ইমাম নববী রহঃ বলেন, হাদীসটি হাসান। দেখুনঃ খুলাসাতুল আহকাম, ১/১৭৪, এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালনী রহঃ বলেন, এর সনদ হাসান। **দেখুনঃ** আত-তালখীসুল হাবীর- ১/১১৩।

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেনঃ

اتقوا البول، فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر.

প্রসাব থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে, কারণ কবরে সর্বপ্রথম বান্দার এই হিসাব নেয়া হবে যে, সে প্রসাব থেকে আত্মরক্ষা করেছে কিনা। মু'জামুল কাবীর, তাবরানী ৮/১৫৭, হাফেয নূরুদ্দীন হায়সামী রহঃ বলেন, এর সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/২০৯, ইমাম মানাবী রহঃ বলেন, সুয়ূতী রহঃ হাদীসটি হাসান হওয়ার আলামত দিয়েছেন। বাস্তবে এটি হাসানেরও উর্ধে। ফয়জুল কদীর, ১/১৩০।

হযরত ইবনে আব্বাস রদিঃ থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে রয়েছেঃ

عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله.

হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিঃ বলেন, মক্কা বা মদীনার এক বাগানের পাশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ অতিক্রম করলেন। তখন দুই ব্যক্তির আওয়ায শুনতে পেলেন যাদেরকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তাদেরকে কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে বড় কোন পাপের কারণে না, বরং তাদের একজনকে এজন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে যে, সে প্রসাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করতো না। হাদীসটি সহীহ। এটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ অনেক হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান। দেখুনঃ শরহে মুসলিম, নববী ১/১৪১, শরহে আবু দাউদ, আইনী ১/৮৩, ফাতহুল বারী, আসকালনী ১/৩৭৯, উমদাতুল কারী আইনী ২/৪৭১, শরহে ইবনে মাজা, মুগালতাঈ ১/১৫৫, বদরুল মুনীর ২/৩৪৬।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইসলাম যেখানে প্রসাব হতে ভালোভাবে পতবিত্রতা অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করছে, তার বিপরীতে লেখক একে তিরস্কার করছেন !!

অতঃপর লেখক বলেনঃ

উল্লেখ্য যে, পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের পেশাবে অপবিত্রতার মাত্রাবেশী।[৬০] অথচ তাদের ব্যাপারে এ ধরনের চরম ফতোয়া দেয়া হয় না।[৬১]

(৬০) এটা মিথ্যা দাবি যে, পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের পেশাবে অপবিত্রতার মাত্রা বেশী। এবং হাদীসের কোথাও এ ধরনের কোন কথা নেই। বরং সত্য যে, নারী-পুরুষ উভয়ের প্রসাব'ই একিরকম অপবিত্র। লেখক তার দাবির সপক্ষে একটি হস্যকর দলীল পেশ করেছেন। যে দলীল একজন প্রকৃত আলেম এমন উদ্ভট দাবির সপক্ষে কখনই দিবে না। লেখক তার দাবির সপক্ষে টীকাতে যে দলীল দিয়েছেন তা হলো, আবুদাঊদ এর ৩৭৬ নম্বর হাদীস। এটি মূলত শিশু বাচ্চার প্রসাব সম্পর্কিত হাদীস। কিন্তু লেখক বুঝলেন উল্টো, তিনি শিশু বাচ্চার প্রসাব সম্পর্কিত হাদীসটি নিয়ে লাগিয়ে দিলেন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের প্রসাবের সাথে! আশ্চরয !! **তার রেফাঙ্গেকৃত হাদীসটি হলোঃ**

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

মেয়ে বাচ্চার প্রসাব ধুবে আর ছেলে বাচ্চার প্রসাবে পানি ছিটিয়ে দিবে।

হাদীসটি স্পষ্ট। হযরত আলী রদ্বিঃ হাদীসটি আরো স্পষ্ট করে বর্ননা করেছেন। তিনি বলেন, **মেয়ে বাচ্চার প্রসাব ধুবে আর ছেলে বাচ্চার প্রসাবে পানি ছিটিয়ে দিবে। যতদিন না সে খাবার খেতে শিখে।** আবুদাউদ এর ৩৭৭ নম্বর হাদীস।

ইমাম তিরমিযী রহঃ এ হাদীস সম্পর্কে বলেন-

ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية و هذا مالم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا

মেয়ে বাচ্চার প্রসাব ধুবে আর ছেলে বাচ্চার প্রসাবে পানি ছিটিয়ে দিবে। এ হুকুম যতদিন পর্যন্ত বাচ্চা খাবার খেতে না শিখে। দেখুনঃ ইমাম তিরমিযী রহঃ এর জামেউত তিরমিযী, হাদীস নম্বর ৭১।

তিনি আরেক জায়গায় বলেন- قال قتادة و هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا

হযরত কাতাদা বলেন, এ হুকুম যতদিন পর্যন্ত বাচ্চা খাবার খেতে না শিখে। দেখুনঃ জামেউত তিরমিযী, হাদীস নম্বর ৬১০।

পাঠক! হাদীসটিতে এখানে কোথাও বলা হয়নি যে, পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের পেশাবে অপবিত্রতার মাত্রা বেশী। তারপরেও লেখক কীভাবে পারলেন মিথ্যা দলীল পেশ করে দলীলহীন একটি ভ্রান্ত দাবী প্রচার করতে !

(৬১) মুহাদ্দিসীনে কেরাম আপনার মতো এতো বোকা না যে, শিশু বাচ্চার প্রসাব সম্পর্কিত হাদীসটি নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের প্রসাবের সাথে লাগিয়ে দিবেন। হাদীসটি বুঝতে পারলে আপনিও এধরনের ভ্রান্ত দাবি করতেন না।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

অনুরূপভাবে একই ব্যক্তি যখন টয়লেট থেকে বের হয় তখন কিন্তু হাঁটাহাঁটি করে না, কুলুখও ধরে না। এগুলো তামাশা মাত্র।(৬২) এই অভ্যাস ইসলামের বিশ্বজনীন মর্যাদাকে চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে।(৬৩)

(৬২) টয়লেটে সাধারণত প্রসাব আগে হয়ে যায়। এবং পায়খানা সারতে কিছুটা বিলম্ব নেয়। এসময়ের মধ্যেই বাকি প্রসাব রগ থেকে চুয়ে চুয়ে পড়ে যায় এবং টয়লেট শেষে নতুন করে কুলুখ নেয়ার আর প্রয়েজন পড়ে না। এর পরেও যদি কারো প্রসাব বের হয়, তাহলে তা থেকেও তাকে বেঁচে থাকতে হবে। এটাই শরীয়ত। যেমন প্রসাব থেকে না বাঁচার ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে উপরে সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬৩) এটা আপনার ভুল ধারণা। বরং ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন ইসলামের বিশ্বজনীন মর্যাদাকে বহুগুণে বাড়িয়েছে।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

পেশাবের ছিটা কাপড়ে লেগে যাওয়ার আশংকায় ইসলাম তার জন্য সুন্দর বিধান দিয়েছে। আর তা হল, ওযূ করার পর হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দেওয়া।(৬৪) যেমন- كَانَ رَسُوْلُ اللهِ p إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ.

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পেশাব করতেন, তখন ওযূ করতেন এবং পানি ছিটিয়ে দিতেন’।(৬৫)

(৬৪) এটা লেখকের একটি ভ্রান্ত ধারণা। বরং সহীহ হাদীসের দাবী হলো, শরীর বা কাপড়ের কোথাও প্রসাব লাগলে অবশ্যই তা ধুয়ে নিবে। ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা প্রদর্শন করলে হাদীসে ভয়ংকর আযাবের সংকেত দেওয়া হয়েছে।

(৬৫) **প্রথম কথাঃ** এটি মুজতারিব হাদীস। 'মুজতারিব' হলো যঈফ হাদীসের একটি প্রকার। হাফেয যাহাবী ও ইবনে হাজার আসকালনী রহঃ সহ অনেক হাদীসবিশারদ এটিকে 'যঈফ' বলেছেন 'মুজতারিব' হওয়ার কারণে। আল্লামা শুআইব আরনাঊত রহঃ এব্যাপারে তার তাহকীককৃত মুসনাদে আহমাদে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দেখুনঃ খন্ড- ২৪ পৃষ্ঠা-১০৪, অতএব সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে যঈফ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা, লেখকের মূর্খতাকে চরমভাবে প্রকাশ করেছে।

দ্বিতীয় কথাঃ এহাদীস থেকে কিন্তু এটা জানা যায় না যে, শরীর বা কাপড়ের কোথাও প্রসাব লাগলে পানি ছিটিয়ে দিলেই হয়ে যাবে, ধোয়ার প্রয়োজন নেই। সাধারণভাবে শুধু এটা বলা হয়েছে যে, তিনি অযু করে পানি ছিটিয়ে দিতেন। কিন্তু কোথায় ছিটাতেন তারও উল্লেখ নেই। তার পরেও মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর জবাবে বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হলো, ওয়াসওয়াসা দূর করা। অর্থাৎ প্রসাব লগেনি এবং প্রসাব দেখাও যায়নি, শুধু ধারণা জাগছে যে, প্রসাব লাগলো কিনা! এই ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্যই এ আমল করবে যে, পানি ছিটিয়ে দিবে। কিন্তু যখন স্পষ্ট দেখা যাবে যে, প্রসাব লেগে আছে তখন অবশ্যই তা ধুয়ে পবিত্র করতে হবে। অন্যথায় এই নাপাক নিয়ে নামায পড়লে নামাযের যে, বিশাল ত্রুটি হয়ে যাবে তা লেখকও ভালো জানে, কিন্তু সত্যটা প্রকাশ করে না।

৯ম অনুচ্ছেদে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করে 'যঈফ' বলেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি সহীহ। **যেমন তিনি বলেনঃ**

> ৯) পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর 'আল-হামদুলিল্লা-হিললাযি আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া 'আফানী' দু'আ পাঠ করা
>
> টয়লেট সারার পর বলবে, 'গুফরা-নাকা', যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। 'আল-হামদুলিল্লা-হিললাযি.. মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ।

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন বলতেন, ঐ আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন ও আমাকে সুস্থ করেছেন।

তাহক্বীক্ব : উক্ত বর্ণনার সনদে ইসমাঈল ইবনু মুসলিম নামে একজন রাবী আছে, সে মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্যে যঈফ।[৬৬]

(৬৬) হাদীসটি সহীহ হওয়া সত্ত্বেও লেখক দাবি করেছেন হাদীসটি যঈফ। তার দাবির সপক্ষে ত্রুটি হিসেবে তিনি বলেছেন, 'উক্ত বর্ণনার সনদে ইসমাঈল ইবনু মুসলিম নামে একজন রাবী আছে, সে মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্যে যঈফ।' অথচ লেখকের এটা খবর নাই যে, ইসমাঈল ইবনু মুসলিম নামক রাবী ছাড়াও হাদীসটি অন্য আরো কয়েকটি সনদে বর্ণিত আছে। যেমন ইমাম নাসাঈ রহঃ তার 'সুনানুল কুবরা" ও ইমাম ইবনে আবু শায়বা তার মুসান্নাফ গ্রন্থে হাদীসটি অন্য আরেকটি সনদে হযরত আবু যর রদ্বিঃ থেকে সংকলন করেছেন, যাতে ইসমাঈল ইবনু মুসলিম নামক রাবী নেই। **হাদীসটি সনদসহ নিম্নে দেখুনঃ**

عن حسين بن منصور ، عن يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن منصور، عن أبي الفيض، عن أبي ذر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.

অর্থঃ হুসাইন ইবনে মানসূর থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে আবু বুকাইর থেকে, তিনি শো'বা থেকে, তিনি মানসূর থেকে, তিনি আবুল ফয়জ থেকে, তিনি আবু যর রদ্বিঃ থেকে। আবু যর রদ্বিঃ বলেন- **নবী করীম সাঃ যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন বলতেন, ঐ আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন ও আমাকে সুস্থ করেছেন।** দেখুনঃ সুনানুল কুবরা ১০/১৬।

অতএব 'ইসমাঈল ইবনু মুসলিম' নামক রাবীর কারণে হাদীসটি দুর্বল, এ দাবি নিতান্তই বাচ্চাসুলভ। এবং হাদীসের তাহকীক জগতে এধরনের বাচ্চাসুলভ মন্তব্যের কোন মূল্য নেই। হাদীসটির অনেক সনদ রয়েছে এবং অনেক সাহাবী'ই এই দোআ পাঠ করতেন।

যার বেশকিছু বর্ণনা "মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা'য় বিদ্যমান। লেখক মহদোয় যেন সেখান থেকে কিছু বর্ণনা দেখে নেন। আরো দেখতে পারেন "মুসনাদুল জামে" ও ইমাম ইবনুস সুন্নি রহঃ এর "আমালুল ইয়াউম ওয়াল-লাইল" ইত্যাদি।

সার কথা হাদীসটি সহীহ। এর একাধিক সনদ'ই এর প্রমাণ বহন করে। অনেকে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। যেমন হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ "নাতাইজুল আফকার" গ্রন্থে, হাফেয ইবনে হাজার হায়সামী মাক্কী রহঃ "ফাতহুল ইলাহি" গ্রন্থে এবং মোল্লা আরী ক্বারী রহঃ "মেরকাত" গ্রন্থে ইত্যাদি।

এবং আহলে হাদীস আলেম আল্লামা শাওকানী রহঃ হযরত আনাসের বর্ণিত হাদীসটির পরে হযরত আবু যর রদ্বিঃ এর হাদীসটি সম্পর্কে বলেন-

وأخرج نحوه النسائي وابن السني من حديث أبي ذر وإسناده صحيح.

অনুবাদঃ **এ মর্মে ইমাম নাসাঈ ও ইবনুস সুন্নি হযরত আবু যর রদ্বিঃ থেকে হাদীস সংকলন করেছেন। তার সনদ সহীহ।**
দেখুনঃ "আস-সায়লুল জাররার" ১/৭১, "তরজমাতুল ইমাম শাওকানী" ১২/৪৭।

তিনি আরো বলেন,
আল্লামা সুয়ূতীও এটি সহীহ হওয়ার দিকে ইশারা করেছেন। **দেখুনঃ** "নায়লুল আওতার" ১/১৫৪, "আশ-শামাইলুশ শারীফাহ" ১/১১৭।

আল্লামা আব্দুল ক্বাদের আরনাউত রহঃ বলেন-

وللحديث شواهد يقوى بها فيكون صحيحًا

হাদীসটির অনেক শাহেদ রয়েছে, যার শক্তিতে হাদীসটি সহীহ এর মর্যাদা লাভ করে। দেখুনঃ "জামিউল উসূল" ৪/৩১৬, "মানহাজুস সালেকীন" ১/৩৬।

ইমাম দারাকুতনী রহঃ বলেন, আবু যর রদ্বিঃ এর মাওকূফ বর্ণনাটি অধিক সহীহ। **দেখুনঃ** "আদ-দুররুল মানযূম" ১/১০৩, ইলালুল মুতানাহিয়া ১/৩২৯।

এগ্রন্থের তা'লীকে আল্লামা হাসান আবজী রহঃ বলেন-

وأما الموقوف على أبي ذر فهو صحيح، كما قاله أبو زرعة،

অনুবাদঃ আবু যর রদ্বিঃ এর মাওকূফ বর্ণনাটি সহীহ। যেমন আবু যুরআ বলেছেন।

আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনুল কাসেম রহঃ বলেন-

ورواه النسائي وابن السني عن أبي ذر وقال الحافظ: سنده حسن

এবং হাদীসটি ইমাম নাসাঈ ও ইবনুস সুন্নি হযরত আবু যর রদ্বিঃ থেকে সংকলন করেছেন। হাফেয বলেছেন তার সনদ হাসান। দেখুনঃ "হাশিয়াতুর রওজ" ১/ ১২২।

এবং আল্লামা ইবনে ইসমাঈল সনআনী রহঃ হযরত আবু যর রদ্বিঃ থেকে বর্ণিত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। **দেখুনঃ** "আত-তানউইর" খন্ড- ৮ পৃষ্ঠা- ৩৭২।

দশম অনুচ্ছেদে **তিনি লেখেনঃ**

(১০) ওযূর শুরুতে মুখে নিয়ত বলা

মুখে নিয়ত বলার শারঈ কোন বিধান নেই। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এ ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটি মানুষের তৈরী বিধান। অতএব তা পরিত্যাগ করে মনে মনে নিয়ত করতে হবে।[৬৭]

(৬৭) লেখকের উপরোক্ত পুরো মন্তব্যটি'ই মিথ্যা। বরং সত্য যে, অবশ্য'ই মুখে নিয়ত বলার শারঈ বিধান রয়েছে। আর এব্যাপারে শরীয়তে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এবং রাসূল সাঃ ও সাহাবয়ে কেরাম থেকে মুখে নিয়ত বলার সপক্ষে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় । শুধু তাই নয়, মুখে নিয়ত 'উচ্চারণ করা' জায়েয হওয়ার সপক্ষে খোদ কুরআনে কারীমে'ই এর দলীল রয়েছে। আমি এর সপক্ষে তিনটি দলীল পেশ করে দেখবো। একটি কুরআনে কারীম থেকে, একটি রাসূল সাঃ এর আমল থেকে এবং একটি সাহবী'র আমল থেকে ইনশআল্লাহ!

প্রথম দলীল ঃ

'মুখে নিয়ত 'উচ্চারণ করা' জায়েয হওয়ার সপক্ষে কুরআনে কারীমে স্পষ্ট আয়াত রয়েছে। সর্বপ্রকার ইবাদত বন্দেগি যেন একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য হয়। মহান আল্লাহ এজন্য কুরআনে আয়াত নাযিল করে রাসূল সাঃ কে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করতে শিখিয়ে দিলেন। যেমন দেখুন, সূরা আনআম, আয়াত ১৬২। **মহান আল্লাহ বলেন ঃ**

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অনুবাদঃ **হে রাসূল! আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার হজ্জ-কুরবানী এবং আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু'ই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।**

দ্বিতীয় দলীল ঃ

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাঃ নিজেও মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করেছেন। তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন দেখুন সহীহ মুসলিম, খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা- ১৫৮। **হযরত আয়েশা রাদ্বিঃ বলেন ঃ**

عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شىء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شىء. قال فإنى صائم.

অনুবাদঃ **একদিন রাসূল সাঃ আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমদের কাছে কি কোন খাবার রয়েছে ? তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কাছে কোন খাবার নেই। তখন তিনি উচ্চারণ করে বললেন, তাহলে আমি রোজা রাখার ইচ্ছা করলাম।**

পাঠক! মার্ক করা অংশটুকু লক্ষ্য করুন। এখানে রাসূল সাঃ রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ করে স্পষ্ট শব্দে মুখে উচ্চারণ করে বললেন যে, **'তাহলে আমি রোজা রাখলাম'**।

তৃতীয় দলীলঃ

রাসূল সাঃ কে অনুসরণ করে সাহাবায়ে কেরামও মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করেছেন। যেমন দেখুন সহীহ বুখারী, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা- ৬৮৮। **হযরত উম্মে দারদা রাদ্বিঃ বলেন ঃ**

قالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام ؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا.

অনুবাদঃ **হযরত আবু দারদা রদ্বিঃ জিজ্ঞেস করে বলতেন যে, তোমদের কাছে কি কোন খাবার রয়েছে? তখন যদি আমরা বলতাম যে, না কোন খাবার নেই। তাহলে তিনি বলতেন, তাহলে আমি আজকে রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ করলাম।**

এ হাদীস উল্লেখ করে ইমাম বুখারী রহঃ বলেন ঃ

وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم

ইমাম বুখারী রহঃ বলেন ঃ এভাবে নিয়ত করেছেনঃ আবু তালহা, আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস ও হুযাইফা রদ্বিঃ। দেখুন ঃ সহীহ বুখারী, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা- ৬৮৮।

পাঠক! স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, লেখকের উপরোক্ত পুরো মন্তব্যটি'ই মিথ্যা। লেখকের এমন মিথ্যা মন্তব্য বার বার এটাই প্রমাণ করছে যে, হাদীস সম্পর্কে তার জ্ঞান এখনো মায়ের কোলে'ই রয়েছে। কিশোর, তরুন তারপর যুবকে পৌঁছতে আরো অনেক দূর বাকি। এমন কাচা জ্ঞান নিয়ে যখন তিনি হাদীস গবেষণায় নেমে পড়েছেন, তখন তার অবস্থা ঐ নাজেহাল হাঁসের মতো'ই তো হবে, যে হাঁস কোন বড় পুকুরে গিয়ে বলে, এই পুকুরে তলা নেই! অতএব ঈমান বাঁচাতে এমন আনাড়ি হাদীস গবেষক হতে সাবধান থাকতে হবে !!

লেখক মুযাফফর এখানে আরো একটি ধোঁকা দিয়েছেন। **"নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা যাবে না। এটি মানুষের তৈরী বিধান। অতএব তা পরিত্যাগ করে মনে মনে নিয়ত করতে হবে।"** এ দাবির সপক্ষে তিনি দলীল হিসেবে টীকাতে যে রেফারেন্স দিয়েছেন, তা একেবারেই মিথ্যা। তার রেফারেন্সটি হলো ঃ [1]. ছহীহ বুখারী হা/১; ছহীহ মুসলিম হা/৫০৩৬; মিশকাত হা/১। এই রেফারেন্সে যে হাদীস রয়েছে, লেখকের দাবির সাথে সেই হাদীসের কোন মিল নেই। যেমন সহীহ বুখারীর ১ নং, সহীহ মুসলিমের ৫০৩৬ নং এবং মেশকাতের ১ নম্বরে অবস্থিত হাদীসটি হলো ঃ

عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

অনুবাদঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রদ্বিঃ বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে ইরশাদ করতে শুনেছি, প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্য'ই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।

পাঠক! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে, এ হাদীসের কোথাও এমন কোন কথা বা দাবি নেই যে, নিয়ত শুধু মনে মনে'ই করতে হবে। মুখে ইচ্চারণ করা যাবে না। বরং এ হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হলো, যে যেমন নিয়ত করবে সে তেমন ফল পাবে। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করুক বা মনে মনে করুক, এটা নিয়ে কুরআন-হাদীসে কোন বাধা নিষেধ নেই। বরং নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার সপক্ষে কুরআন-হাদীসে অনেক দলীল রয়েছে। যেমন উপরে প্রমাণ করা হয়েছে। অতএব **"নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা যাবে না। এটি মানুষের তৈরী বিধান। তা পরিত্যাগ করে মনে মনে নিয়ত করতে হবে।"** এ দাবির সপক্ষে লেখক মুযাফফর সাহেব যে মিথ্যা দলীলের রেফারেন্স দিয়েছেন। তাতে তিনি শুধু মহা অন্যায় করেননি, উম্মতকে অনেক বড় ধোঁকাও দিয়েছেন। মহান আল্লাহ এমন মিথ্যুক, ও প্রতারক থেকে উম্মতকে রক্ষা করুন।

১৩ তম অনুচ্ছেদে লেখক বলেনঃ

(১৩) ওযূর পানি পাত্রের মধ্যে পড়লে উক্ত পানি দ্বারা ওযূ হবে না বলে বিশ্বাস করা

এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) লিখেছেন, 'উঁচু স্থানে বসবে, যেন ওযূর পানির ছিটা শরীরে আসতে না পারে'।(৬৮)

(৬৮) আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) তো এটা দাবি করেননি যে, ওযূর পানি পাত্রের মধ্যে পড়লে উক্ত পানি দ্বারা ওযূ হবে না। তিনি বলেছেন, 'উঁচু স্থানে বসবে, যেন ওযূর পানির ছিটা শরীরে আসতে না পারে'। এতে কি প্রমাণিত হয় যে, এর দ্বারা অযু হবে না? তবে কেন একজন আলেমের নাম নিয়ে বিষেদগার ছড়াচ্ছেন? আর এটা তো বাস্তব যে, পবিত্র পানিও যদি মাটিতে পড়ে তার ছিটা গায়ে বা কাপড়ে লাগে, তবে কিছুটা নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন দেখায়। ইসলাম কি পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দেয়নি! একজন আলেমের মন্তব্য না বুঝে উল্টো ভুল ও মিথ্যা ধারণা প্রচার করা কি ঠিক হয়েছে ?

৪৪ নং পৃষ্ঠায় ইবনু আব্বাস রাঃ এর একটি হাদীস উল্লেখ করে লেখক বলেনঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অপবিত্রতা দুই প্রকার। জিহবার ও লজ্জাস্থানের অপবিত্রতা। দুইটি এক সমান নয়। লজ্জাস্থানের অপবিত্রতার চেয়ে জিহবার অপবিত্রতা বেশী। আর এর কারণে ওযূ করতে হবে।

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি বাতিল। এর সনদে বাক্বিয়াহ নামক রাবী রয়েছে, সে ত্রুটিপূর্ণ। সে দুর্বল রাবীদের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনাকারী। রাসূল (ছাঃ) থেকে উক্ত মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।[৬৯]

(৬৯) হাদীসটি মাওকূফ ও মারফূ উভয়ভাবেই পাওয়া যায়। উভয়টির সনদ যঈফ হলেও কিন্তু জাল ও বাতিল নয়। **দেখুনঃ** ইমাম নববী রহঃ এর 'খুলাসাতুল আহকাম'- ১/১৪৪।

অশ্লীল কথা বললে অযু নষ্ট হয় না, কিন্তু পাপ হয়। আর অযু করলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পাপ ঝরে পড়ে মর্মে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। এজন্য ইমাম নববী রহঃ বলেন,

ومعناه الاستحباب لأن إسباغ الوضوء يمحو الخطايا والذنوب

এর অর্থ হলো, মুস্তাহাব হিসেবে অযু করবে। কেননা, পরিপূর্ণভাবে অযু করলে আমলনামা থেকে পাপ মুছে যায়। **দেখুনঃ** আল-মাজমূ- ২/৬২।

এছাড়াও এ হাদীসকে সমর্থন করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বিঃ এর হাদীস। **তিনি বলেন-** لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إليّ من أن أتوضأ من الطعام الطيب

হালাল খাবার ভক্ষণ করে অযু করার চেয়ে আমার কাছে পছন্দনীয় হলো, অশ্লীল কথার কারণে অযু করা। হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাফেয নূরুদ্দীন হায়সামী রহঃ বলেন-

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون

হাদীসটি ইমাম তাবারানী রহঃ তার “কবীর” গ্রন্থে সংকলন করেন। এর সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ১/৫৭৫।

দ্রষ্টব্যঃ কোন কোন ভাই মনে করেন যে, উটের গোস্ত খেলে অযু ভেঙ্গে যায় এবং নতুন করে করা আবশ্যক, অন্যথায় নামায হবে না। তাদের এ ধারণাও ঠিক নয়। এবং তাদের জবাবগুলোর একটি জবাব এ হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। কারণ, উটের গোস্ত হালাল।

১৫ তম অনুচ্ছেদে লেখক বলেনঃ

(১৫) কুলি করার জন্য আলাদা পানি নেওয়া

সুন্নাত হল হাতে পানি নিয়ে একই সঙ্গে মুখে ও নাকে পানি দেয়া। রাসূল (ছাঃ) এভাবেই ওযূ করতেন।(৭০) مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ ‘তিনি এক অঞ্জলি দ্বারাই(৭১) কুলি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন’।

(৭০) রাসূল সাঃ শুধু এভাবেই অযু করতেন। লেখকের এ দাবি চরম মিথ্যা। আমি জনি না, লেখক এতো সুন্দর ও সুক্ষ চাপাবাজির প্রশিক্ষণ কোথায় নিয়েছেন। তার চাপাবাজি একটু পরেই উন্মোচন হবে ইশাআল্লাহ।

(৭১) লেখক এখানে সঠিক অনুবাদ করতে পানেনি। সঠিক অনুবাদ করতে ‘দ্বারাই’ শব্দের ‘ই’ কে বাদ দিতে হবে। অর্থাৎ সঠিক অনুবাদ হবে এভাবেঃ ‘তিনি এক অঞ্জলি দ্বারা কুলি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন’।

পাঠক! রাসূল সাঃ যেমন কখনো কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করাতে এক অঞ্জলি পানি ব্যবহার করেছেন। অনুরূপ কখনো কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করাতে আলাদা আলাদা অঞ্জলি পানি ব্যবহার করেছেন, যা অনেক সহীহ ও হাসান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

যেমন আহলে হাদীস আলেম আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী রহ বলেন-

إن الفصل والوصل كلاهما ثابتان جائزان كما قال العلامة العيني

অনুবাদঃ নিশ্চয় এক অঞ্জলি পানি দিয়ে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা এবং উভয়টিতে আলাদা আলাদা পানি নেয়া, এ দুটি আমলই সুপ্রমাণিত ও জায়েয। অনুরূপ কথা আল্লামা আইনী রহঃ বলেছেন। **দেখুনঃ** তোহফাতুল আহওয়াযী **১/১৬৯,**

অতএব নিজের মতের হাদীসকে সহীহ বলা, আর অপর মতের সহীহ ও সুপ্রমাণিত হাদীসগুলোকে জাল-যঈফ ট্যাগ লাগিয়ে অস্বীকার করা, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল সাঃ এর হাদীসের সাথে চরম সত্রুতা পোষণ করার নামান্তর। আমি এ মর্মে কিছু সহীহ হাদীস উল্লেখ করবো, আগে দেখে নেই তিনি আরো কী কী চাপাবাজি করেন।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

আলাদাভাবে পানি নেওয়ার যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ। যেমন-

عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلْتُ يَعْنِيْ عَلَى النَّبِيِّ ρ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيْلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ.

ত্বালহা (রাঃ) তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, আমি যখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম তখন তিনি ওযূ করছিলেন। আর পানি তাঁর মুখমন্ডল ও দাড়ি থেকে তাঁর বুকে পড়ছিল। অতঃপর আমি তাকে দেখলাম, তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার সময় পৃথক করলেন।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর সনদে লাইছ ও মুছাররফ নামের দু'জন রাবী রয়েছে, যারা ত্রুটিপূর্ণ। এছাড়াও আরো ত্রুটি রয়েছে। এই হাদীছ যঈফ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ একমত।[৭২]

(৭২) **“এই হাদীস যঈফ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত”** লেখকের এ মন্তব্য স্পষ্ট মিথ্যাচার। কারণ, হাদীসটিকে অনেকে হাসান বলেছেন। যেমন ইমাম আবু দাউদ রহঃ নিজেও হাদীসটির কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি। সাধরণত হাদীসের কোন ত্রুটি থাকলে তিনি তা উল্লেখ করে দেন। কিন্তু এ হাদীসের কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি তিনি। এতে বোঝা যায় হাদীসটি তার নিকট সহীহ ও দলীলযোগ্য।

যেমন আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহঃ বলেন,

رواه أبو داود (١٣٩) وسكت عنه، فهو صالح عنده للاحتجاج.

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহঃ সংকলন করেন এবং এর কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি। অতএব হাদীসটি তার নিকট সহীহ ও দলীলযোগ্য। **দেখুনঃ** ইলাউস সুনান, ১/ ৮১।

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহঃ বলেন-

وقال الحافظ العيني في نخب الأفكار: وهو دليل رضاه بالصحة.

অনুবাদঃ ইমাম আবু দাউদের কোন ত্রুটি উল্লেখ না করে চুপ থাকাটা প্রমাণ করে হাদীসটি তার নিকট সহীহ। **দেখুনঃ** নুখাবুল আফকার ১/২৬৫,

এছাড়াও হাদীসটিকে ইমাম ইবনুস সালাহ রহঃ ‘হাসান’ বলেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহঃ এর ইলাউস সুনান, পৃষ্ঠা- ১ খন্ড- ৮১।

“এই হাদীস যঈফ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত” এই মন্তব্য করে তো লেখক মিথ্যাচার করলেনই, আবার এই মিথ্যা ঢাকতে তিনি মিথ্যা দলীলও পেশ করেছেন। তিনি এ কথা বলে তিন নং টীকায় উল্লেখ করেছেনঃ [3]. **যঈফ আবুদাউদ হা/১৩৯-এর আলোচনা দ্রঃ।**

অথচ এমন কোন কথা বা মন্তব্য যঈফ আবুদাউদ হা/১৩৯-এর আলোচনায় নেই। অতএব এটি একটি মিথ্যা দাবিকে মিথ্যা দলীল দিয়ে প্রমাণ করার অপচেষ্টা মাত্র। এ যেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপচেষ্টা! হাদীস বিদ্বেষীদের এ সকল চক্রান্ত নস্যাৎ হোক!!

অতঃপর লেখক মুযাফফর আরো একটি মিথ্যা বানিয়ে বলেনঃ

শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, তালক বিন মুছাররফের হাদীছ পৃথক করা প্রমাণ করে, কিন্তু তা যঈফ।(৭৩)

(৭৩) **এক নম্বর কথাঃ** এ হাদীসের সনদে **'তালক বিন মুসাররফ'** নামক কোন রাবী নেই। বিষয়টি স্পষ্ট করতে নিম্নে এর সনদ উল্লেখ করে দেখালামঃ

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

ইমাম আবু দাউদ রহঃ বলেন- আমাদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হুমায়দ ইবনে মাসআদা। তিনি বলেন- আমাদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, মু'তামির। তিনি বলেন, আমি হাদীসটি শুনেছি লায়স থেকে। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন, তালহা থেকে। তালহা বর্ণনা করেন, তার পিতা মুসাররফ থেকে। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন, তার দাদা থেকে। **দেখুনঃ** সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী-১/৫১।

পাঠক! হাদীসটির সনদ উল্লেখ করে রাবীদের নামগুলোর নিচে মার্ক করে দিয়েছি। লক্ষ্য করুন, এখন আপনার সামনে স্পষ্ট যে, এখানে **'তালক বিন মুসাররফ'** নামক কোন রাবী নেই। তাহলে বুঝতেই পারছেন, লেখক মুযাফফরের কারচুপি কতোটা সুক্ষ। এখন আমার প্রশ্ন, তিনি কেন অন্য একটি নাম এ হাদীসের সাথে জুড়ে দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিলেন?

দুই নম্বর কথাঃ আমি জানি না, 'শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী' রহঃ এর কোন নুসখা থেকে এ মন্তব্য নিয়ে লেখক 'মুযাফফর বিন মুহসিন' এখানে গোঁজামিল দিয়েছেন। আমি তার 'ইতহাফুল কিরাম শরহে বুলূগুল মারাম' গ্রন্থটির বেশকিছু নুসখা খুলে দেখলাম। কিন্তু এ হাদীসের আলোচনায় শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী' রহঃ এর এই মন্তব্য কোনটিতেই পেলাম না! তাহলে কি মুযাফফর এখানেও মিথ্যাচার করলেন !!

পাঠক! তার এই কারচুপি স্বচক্ষে দর্শন করতে চায়লে দেখুনঃ 'শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী' রহঃ এর 'ইতহাফুল কিরাম শরহে বুলূগুল মারাম', ১/৬৩, মাকতাবা দারুস সালাম, উরদূ বাজার, লাহোর, পাকিস্তান।

তবে এ হাদীসের রাবী **'মুসাররফের'** কারণে অনেকে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। কারণ তারা মুসাররফের পরিচয় পায়নি। যেমন শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী রহঃ বলেন- ত্বলহা ইবনে মুসাররফের হাদীস পৃথক করা প্রমাণ করে, কিন্তু তা যঈফ। কারণ মুসাররফ মাজহূল রাবী, তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

দেখুনঃ 'শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী' রহঃ এর 'ইতহাফুল কিরাম শরহে বুলূগুল মারাম', ১/৬৩, মাকতাবা দারুস সালাম, উরদূ বাজার, লাহোর, পাকিস্তান।

সম্ভবত এ মন্তব্য সর্বপ্রথম ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬) রহঃ করেন। যেমন তিনি তার **'তাহযীবুল আসমা'** নামক গ্রন্থে বলেন-

اتفق العلماء على ضعفه، ولأن مصرفا والد" طلحة" مجهول الحال.

অনুবাদঃ হাদীসটি যঈফ হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ একমত। কারণ এর রাবী ত্বলহার পিতা **'মুসাররফ'** অপরিচিত। তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

ইমাম নববী রহঃ এর এই মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তার পূর্বের আলেম ইমাম ইবনুস সালাহ (৫৭৭-৬৪৩) রহঃ মুসাররাফের পরিচয় উদঘাটন করে তার সনদকে হাসান বলেছেন। যেমন আহলে হাদীস আলেম আল্লামা শাওকানী রহঃ বলেন-

وقد أعلوا هذا الحديث بجهالة مصرف والد طلحة ولكنه قد حسن إسناده ابن الصلاح

হাদীসটিকে তারা মুসাররাফের অপরিচিতির কারণে ত্রুটিযুক্ত করছে। অথচ ইমাম ইবনুস সালাহ রহঃ মুসাররাফের সনদকে হাসান বলেছেন। **দেখুনঃ** আস-সায়লুল জাররার ১/৮৯,

অতএব যেখানে সনদ হাসান, সেখানে হাদীসটি যঈফ হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ কীভাবে একমত হতে পারে। সম্ভবত ইমাম নববী রহঃ ইমাম ইবনুস সালাহ রহঃ এর মন্তব্য

সম্পর্কে অবগত হতে পারেননি। যে কারণে তিনি বলেছেন, হাদীসটি যঈফ হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ একমত।

হাদীসটি যে, হাসান ও দলীলযোগ্য তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তারপরেও বলি, এ মর্মে শুধু একটি না, অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। যা আমাদের সামনে স্পষ্ট। তার কিছু প্রমাণ নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

এ ব্যাপারে হযরত উসমান রদ্বিঃ এর হাদীস বর্ণিত আছে। তা সম্পর্কে আল্লামা শামসুল হক আবাদী রহঃ বলেন-

أنه دعا بماء فأتى بميضأة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. الحديث وفيه رفعه وهو ظاهر في الفصل.

অনুবাদঃ তিনি পানি চায়লে তাকে পানি দেওয়া হলো। তখন তিনি ডান হাতে পানি ঢাললেন, অতঃপর পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তিনবার কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিলেন। হাদীসটি লম্বা, শেষে তিনি এ আমল রাসূল সাঃ এর দিকে সম্বোধন করেছেন। হাদীসটি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াটা আলাদা আলাদা ভাবে হবে। **দেখুনঃ** আউনুল মা'বূদ, ২৭/২৩০।

হযরত আব্দে খায়র রহঃ এর হাদীসঃ

عن عبد خير قال: أتينا عليا رضي الله عنه وقد صلى فدعا بكوز ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا تمضمض من الكف الذي يأخذ وغسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا. ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. رواه أحمد (١١٩٨) وقال الشيخ الأرنؤوط فيه: صحيح.

অনুবাদঃ হযরত আবদে খায়র বলেন, আমি হযরত আলী রদ্বিঃ এর নিকট আসলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি এইমাত্র নামায পড়লেন। তখন তিনি পানির পাত্র চেয়ে নিলেন। অতঃপর তিনবার কুলি করলেন তারপর তিনবার নাকে পানি দিলেন। অতঃপর মুখমন্ডল ধুলেন তিনবার। তারপর ডান হাত তিনবার এবং বাম হাত তিনবার ধুলেন। অযু শেষে তিনি বলেন, যে, রাসূল সাঃ এর অযুর বিবরণ জেনে খুশি হতে চায় সে দেখুক, রাসূল সাঃ

এর অযু এটাই। **দেখুনঃ** মুসনাদে আহমাদ, হাদীস- **১১৯৮**, হাদীসটি ইমাম আহমাদ রহঃ সংকলন করেছেন। আল্লামা শুআইব আরনাউত রহঃ বলেন, হাদীসটি সহীহ।

এবং হযরত শাকীক ইবনে সালমা রহঃ এর হাদীসঃ

عن شقيق بن سلمة قال: شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وأفرد المضمضة من الاستنشاق ثم قال: هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. رواه المقدسي في المختارة (٣٤٧) وقال: إسناده حسن. وابن السكن في صحاحه.

হযরত শাকীক ইবনে সালমা বলেন, আমি হযরত উসমান রদ্বিঃ কে অযু করতে দেখেছি। তিনি তিনবার তিনবার করে অযু করেছেন। এবং পৃথকভাবে কুলি করেছেন ও নাকে পানি দিয়েছেন। অযু শেষে তিনি বলেন, রাসূল সাঃ এভাবেই অযু করেছেন।

হাদীসটি ইমাম মাকদিসী রহঃ তার 'আহাদীসুল মুখতারাহ' নামক সহীহ হাদীসের গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনুস সাকান রহঃ তার 'সিহাহ' নামক সহীহ হাদীসের গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

হযরত ইবনে আবু মুলাইকা রহঃ এর হাদীসঃ

سئل ابن أبى مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتى بميضأة فأصغى على يده اليمنى ثم أدخلها فى الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. الحديث. وقال عقب الوضوء: أين السائلون عن الوضوء، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه أبوداود (١٠٨) وقال: أحاديث عثمان رضى الله عنه الصحاح كلها. والبيهقي في الكبرى (٢٢٨-٣٠٤) قال الشيخ الأرنؤوط: صحيح، وقال الألباني: حسن صحيح. وأورده النموي في الآثار، وقال إسناده صحيح.

অনুবাদঃ হযরত ইবনে মুলায়কা কে অযুর বিবরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি একবার দেখলাম হযরত উসমান রদ্বিঃ কে অযুর বিবরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি অযুর পানি চেয়ে নিলেন। অতঃপর ডান হাতে পানি ঢাললেন। তারপর পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তিনবার কুলি করলেন, তারপর তিনবার নাক ঝারলেন ।হাদীসটি লম্বা, অযু শেষে তিনি বললেন, অযুর বিবরণ সম্পর্কে যারা জিজ্ঞেস করেছিল তারা কই ? এইযে, এভাবেই আমি রাসূল সাঃ কে অযু করতে দেখেছি।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহঃ সংকলন করেন এবং বলেন, এমর্মে হযরত উসমান রদ্বিঃ এর সবগুলো হাদীস সহীহ। এছাড়াও আল্লামা আরনাউত রহঃ বলেন, হাদীসটি সহীহ। এবং আলবানী রহঃ বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এবং নীমাবী রহঃ তার "আসারুস সুনান" গ্রন্থে বলেন, এর সনদ সহীহ।

হযরত আবু কাহিল রদ্বিঃ এর হাদীসঃ

عن أبي كاهل قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فقلت: يا رسول الله! قد أعطانا الله منك خيرا كثيرا، فغسل كفيه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. الحديث. رواه الطبراني في الكبير (٩٢٦)

অনুবাদঃ হযরত আবু কাহিল রদ্বিঃ বলেন, আমি একবার রাসূল সাঃ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি অযু করছিলেন। তখন আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ আপনার মাধমে আমাদের কে অনেক কল্যাণ দান করেছেন। তখন তিনি তার দুহাতের কব্জি ধুলেন। অতঃপর তিনবার কুলি করলেন, তারপর তিনবার নাকে পানি দিলেন। **হাদীসটি লম্বা। এটি সংকলন করেছেন ইমাম তাবারানী রহঃ।**

হযরত রাশেদ আবু মুহাম্মদ হাম্মানী রহঃ এর হাদীসঃ

راشد أبو محمد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك بالزاوية فقلت له: أخبرني عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان فإنه بلغني أنك كنت توضئه. قال: نعم. فدعا بوضوء فأتى. وفيه: ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. الحديث. أورده الحافظ نور الدين الهيثمي في المجمع (١١٧٢) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.

অনুবাদঃ হযরত রাশেদ আবু মুহাম্মদ হাম্মানী রহঃ বলেন, আমি হযরত আনাস রদ্বিঃ কে যাওয়াইত নামক স্থানে দেখতে পেলাম। তখন আমি তাকে বললাম, রাসূর সাঃ এর অযুর পদ্ধতি কেমন ছিল তা আপনি আমাকে বলুন। কেননা, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি রাসূল সাঃ কে অযু করিয়েছেন। হযরত আনাস রদ্বিঃ বললেন, হ্যাঁ আমি রাসূল সাঃ কে

অযু করিয়েছি। তখন তিনি অযুর পানি চেয়ে নিলেন। এবং রাসূল সাঃ এর অযুর পদ্ধতি দেখালেন। অযুতে তিনি প্রথমে তিনবার কুলি করেন, অতঃপর তিনবার নাকে পানি দেন। **হাদীসটি লম্বা। হাফেয নূরুদ্দীন হায়সামী রহঃ বলেন, এটি ইমাম তাবারানী তার আওসাত গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এর সনদ হাসান।**

হযরত আবু বাকারা রদ্বিঃ এর হাদীসঃ

وعن أبي بكرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. الحديث رواه البزار (٣٦٨٧) قال الهيثمي في المجمع: رواه البزار وقال: لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد وبكار ليس به بأس وابنه عبد الرحمن صالح. قلت: وشيخ البزار محمد بن صالح بن العوام لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح.

অনুবাদঃ হযরত আবু বাকারা রদ্বিঃ বলেন, আমি দেখলাম, রাসূল সাঃ দুই হাত ধুলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন, তারপর তিনবার নাকে পানি দিলেন। হাদীসটি লম্বা। এটি ইমাম বাযযার রহঃ সংকলন করেছেন। সনদে ইমাম বাযযারের শিক্ষক মুহাম্মদ ইবনে সালেহ এর পরিচয় পাওয়া যায় না। তাছাড়া এর সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।

এবং হযরত তালহা রহঃ এর হাদীসঃ

عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت (يعنى) على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. رواه أبو داود (١٣٩) وسكت عنه، فهو صالح عنده للاحتجاج اه. وقال الحافظ العيني في نخب الأفكار: وهو دليل رضاه بالصحة اه. (٢٦٥/١) وحسنه الحافظ ابن الصلاح. إعلاء السنن (٨١/١) والبيهقي في الكبرى (٢٣٧) والمعرفة (١٥٥) والطبراني في الكبير (٤١٠)

তালহা তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, একবার আমি রাসূল সাঃ এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি অযু করছিলেন। আর অযুর পানি তার মুখ ও দাড়ি বেয়ে বুকের উপর পড়ছিল। আমি দেখলাম অযুতে তিনি পৃথক পৃথকভাবে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ সংকলন করেন এবং এর কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি। অতএব হাদীসটি তার নিকট সহীহ ও দলীলযোগ্য। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহঃ বলেন- ইমাম আবু দাউদের কোন ত্রুটি উল্লেখ না করে চুপ থাকাটা প্রমাণ করে হাদীসটি তার নিকট সহীহ। দেখুনঃ নুখাবুল আফকার ১/২৬৫, এছাড়াও হাদীসটিকে ইমাম ইবনুস সালাহ হাসান বলেছেন।

حدثنا علي أنا الربيع عن الحسن، أنه كان <u>يفرد المضمضة من الاستنشاق.</u>

رواه ابن الجعد (٣١٥٩) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: وأن الأحاديث التي وقع فيها مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا تدل صراحة على الفصل (١ / ١٧٠) اه. الربيع هو الربيع بن صبيح أبو حفص البصري. قَال فيه عَبد الله بن أحمد بن حنبل عَن أبيه: لا بأس به، رجل صالح. وَقَال عثمان بن سَعِيد الدارمي: سألت يحيى بن مَعِين عن الربيع بن صبيح. فقال: ليس به بأس. وَقَال أبو زُرْعَة: شيخ صالح صدوق. وَقَال أبو حاتم: رجل صالح. وَقَال يعقوب بن شَيْبَة: رجل صالح صدوق ثقة. وَقَال أبو أحمد بن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة، ولم أر له حديثًا منكرا جدا، وأرجو أنه لا بأس به، ولا برواياته اه. واستشهد به البخاري في الكفارات، وروى له التِّرْمِذِيّ وابن ماجة. تهذيب الكمال (٩ / ٩٤) وتهذيب التهذيب لأبن حجر (٢ / ١٦١) وقال بن أبي شيبه عن أبن المديني: هو عندنا صالح وليس بالقوي. تهذيب التهذيب لأبن حجر (٢ / ١٦١) اه. وقد تكلم فيه البعض. فقلت هو على الأقل حسن الحديث إن شاء الله! وحسن له الترمذي في الجامع (٣٠٠٠) والحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة فقيه فاضل وزاهد مشهور.

হযরত হাসান অযুতে <u>পৃথকভাবে কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন।</u> হাদীসটি ইবনুল জা'দ সংকলন করেছেন। এর সনদ হাসান। আল্লামা মোবারকপুরী রহঃ বলেন, যে হাদীসগুলোতে তিনবার কুলি করা এবং তিনবার নাকে পানি দেওয়ার কথা আছে, সেগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পৃথকভাবে কুলি করতে হবে ও নাকে পানি দিতে হবে। **দেখুনঃ** তোফাতুল আহওয়াযী, ১/১৭০,

হযরত আবু উমামা রদ্বিঃ এর হাদীসঃ

عن أبي أمامة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. رواه أحمد (٢٢٣٦٤) صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط.

হযরত আবু উমামা রদ্বিঃ বলেন, রাসূল সাঃ অযু করলেন। অযুতে তিনি তিনবার কুলি করলেন, অতঃপর তিনবার নাকে পানি দিলেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ সংকলন করেছেন। এবং আল্লামা শুআইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

হযরত তালহা রহঃ এর আরেকটি হাদীসঃ

عن طلحة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، يأخذ لكل واحدة ماء جديدا. رواه الطبراني في الكبير (٤٠٩) إسناده ضعيف، لكن المتن ثابت بشواهد. وأنه إذا مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، لا يبقى في غرفة ماء المضمضة للاستنشاق. فلا بد من أن يأخذ ماء جديدا. والله أعلم.

তালহা তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সাঃ অযু করলেন। অযুতে তিনি তিনবার কুলি করলেন, অতঃপর তিনবার নাকে পানি দিলেন। প্রত্যেকবার কুলি করার জন্য ও নাকে পানি দেওয়ার জন্য তিনি নতুন পানি নিয়েছেন। হাদীসটি ইমাম তাবরানী সংকলন করেন। হাদীসটি সহীহ লিগাইরহি।

وعن أبي حية وهو بن قيس قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. حديث صحيح. رواه أحمد (١٠٦٤-٩٧١-١٠٥٠) إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أبي حية فمن رجال أصحاب السنن اه. وأخرجه الضياء (٧٩٥) وقال المحقق: إسناده حسن. وأبوداود (١١٦) والنسائ في الكبرى (١٠١) وفي المجتبى (٩٦) والبزار (٧٣٦) وأبو يعلى (٤٩٩) وقال الشيخ سليم أسد في مسنده: إسناده حسن. والترمذي (٤٨-٤٩) وقال: وهذا حديث حسن صحيح اه. قال الحافظ العيني في نخب الأفكار: استدل أصحابنا على ما قالوا بما رواه الترمذي. فإن قيل: لم يحك فيه أن كل واحدة من المضامض، والاستنشاقات بماء واحد بل حكي أنه تمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا. قلت: مدلوله ظاهرا ما ذكرناه، وهو أن يتمضمض ثلاثا، يأخذ لكل مرة ماء جديدا، ثم يستنشق كذلك، وهو رواية البويطي عن الشافعي؛ فإنه روى عنه أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة، وثلاث غرفات للاستنشاق. وقال المرغيناني: لو أخذ الماء بكفه وتمضمض ببعضه واستنشق بالباقي جاز، وعلي عكسه لا يجوز لصيرورة الماء مستعملا، والجواب عما ورد في الحديث "فتمضمض واستنشق من كف واحد" أنه مجمل لأنه يحتمل أنه تمضمض واستنشق بكف واحد بماء واحد، ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد بمياه، والمحتمل لا تقوم به

حجة، أو يرد هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرناه توفيقا بين الدليلين، وقد يقال: إن المراد: استعمال الكف الواحد بدون الاستعانة بالكفين كما في الوجه، وقد يقال؛ إنه فعلهما باليد اليمنى؛ ردا على قول من يقول يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى؛ لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاء، كذا في "المبسوط". وفيه نظر لا يخفى، وأما وجه الفصل بينهما كما هو مذهبنا. فما رواه الطبراني. عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده كعب بن عمرو اليامي: "أن رسول الله عليه السلام توضأ فمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، فأخذ لكل واحدة ماء جديدا". وكذا روى عنه أبو داود في سننه وسكت عنه، وهو دليل رضاه بالصحة. ثم اعلم أن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق باليمني، وقال بعضهم: المضمضة باليمني والاستنشاق باليسار؛ لأن الفم مطهرة والأنف مقذرة، واليمين للأطهار، واليسار للأقذار، ولنا ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه: "أنه استنثر بيمينه فقال له معاوية: جهلت السنة فقال: كيف أجهل والسنة من بيوتنا خرجت. أما علمت أن النبي - عليه السلام - قال: اليمين للوجه، واليسار للمقعد" كذا ذكره صاحب "البدائع". والترتيب بينهما سنة، ذكره في الخلاصة؛ لأنه لم ينقل عن النبي عليه السلام في صفة وضوئه إلا هكذا، وهما سنتان في الوضوء، واجبتان في الغسل عندنا، وبه قال الثوري اه. وأما "الاستنشاق": فهو إدخال الماء في الأنف، وقال ابن طريف: نثر الماء في أنفه: دفعه، وأما الاستنثار فزعم ابن سيده أنه يقال: استنثر إذا استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف، والنثرة: الخيشوم وما والاه، وتنشق واستنشق الماء في أنفه: صبه في أنفه، وفي "جامع القزاز": نثرت الشيء أنثره وأنثره إذا بددته، فأنت ناثر، والشيء منثور، قال: والمتوضئ يستنشق إذا جذب الماء بريح أنفه، ثم يستنثره، وفي "الغريبين": يستنشق أبي يبلغ الماء خياشيمه، ويقال: نثر، وانتثر، واستنثر، إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف، وذكر ابن الأعرابي، وابن قتيبة: الاستنشاق والاستنثار واحد. (١/٢٦٤-٢٦٦)

হযরত আবু হাইয়া বলেন, আমি হযরত আলী রদ্বিঃ কে অযু করতে দেখলাম। প্রথমে তিনি দু'হাতের কব্জি ভালোভাবে ধুয়ে নিলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন, তারপর তিনবার নাকে পানি দিলেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ সহ অনেকে সংকলন করেছেন। হাদীসটি সহীহ। সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

আহলে হাদীস আলেম আল্লামা মোবারকপুরী রহঃ বলেন-

اعلم أن اختلاف الأئمة في الوصل والفصل إنما هو في الأفضلية لا في الجواز وعدمه وقد صرح به الخطيب الشافعي وابن أبي زيد المالكي وغيرهما.

অনুবাদঃ **যেনে রাখ, ইমামদের মাঝে অযুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কাজটা পৃথকভাবে করা বা একিসাথে করার ইখতিলাফ শুধু উত্তম বা অনুত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে। জায়েয বা নাজায়েযের ক্ষেত্রে নয়। খতীব শাফেঈ ও ইবনে আবু যায়েদ মালেকী সহ অনেকে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।** দেখুনঃ তোহফাতুল আহওয়াযী- **১/১৭১।**

ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহঃ বলেন-

أصحهما: أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق أفضل

অনুবাদঃ **অযুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার আমলটা পৃথকভাবে আদায় করা বা একই পানি দিয়ে আদায় করা, এই দুই পদ্ধতির অধিক বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো, এতে পৃথকভাবে পৃথক পানি ব্যবহার করবে, এটাই উত্তম।** দেখুনঃ বাদরুল মুনীর- ২/১০২। তিনি পরের পৃষ্ঠায় আবার বলেন-

أن الفصل أفضل بلا خلاف، وحيث ذكر الجمع أراد بيان الجواز

অনুবাদঃ **এতে পৃথক পৃথক পানি ব্যবহার করা যে, অধিক উত্তম তাতে কোন ইখতেলাফ নেই। আর যে হাদীসে একই অঞ্জলি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা আছে, তাতে শুধু তা জায়েয বুঝানো হয়েছে।**

তিনি আরো বলেন-

أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاثا للاستنشاق؛ لأنه أقرب إلى النظافة وأيسر

অনুবাদঃ **প্রথমে তিনবার কুলি করাতে তিন অঞ্জলি পানি ব্যবহার করবে। তারপর নাকে তিনবার তিন অঞ্জলি পানি দিবে। এপদ্ধতি অধিক সহজ এবং অধিক পরিচ্ছন্নতা লাভের কারণ।** দেখুনঃ বাদরুল মুনীর- ২/১০৩।

আল্লামা ইমাম সনআনী রহঃ বলেন-

والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذا لكل واحد ماء جديد وقد دل له أيضا حديث على عليه السلام وعثمان أنهما أفرادا المضمضة والاستنشاق ثم

قالا هكذا رأينا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ أخرجه أبو على بن السكن في صحاحه وذهب إلى هذا جماعة

হাদীসটি প্রমাণ করে যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াটা পৃথকভাবে আদায় করা হবে। তা এভাবে যে, প্রত্যেকবারে নতুন নতুন পানি নিবে। তাছাড়া হযরত আলী ও উসমানের হাদীসটিও তা প্রমাণ করে। তারা উভয়ে পৃথকভাবে কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। এবং বলেন, আমরা এভাবেই রাসূল সাঃ কে অযু করতে দেখেছি। হাদীসটি ইমাম ইবনুস সাকান তার সহীহ হাদীসের গ্রন্থ "সিহাহ" তে সংকলন করেছেন। আর এপদ্ধতির উপরই এক জামাত উলামা মতামত ব্যক্ত করেছেন। দেখুনঃ সুবুলুস সালাম ১/৫৪।

ইমাম নববী রহঃ বলেন-

الفصل أفضل قطعا. وفي كيفيته وجهان. أصحهما: يتمضمض من غرفة ثلاثا، ويستنشق من أخرى ثلاثا.

অকাট্যভাবে অধিক উত্তম পদ্ধতি এই যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াতে পৃথক পৃথক পানি ব্যবহার করবে। এর দুটি পদ্ধতি আছে। অধিক বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো, প্রথমে তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার কুলি করবে, তারপর তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার নাকে পানি দিবে। দেখুনঃ রওজাতুত ত্বলিবীন ১/১৬৪।

আল্লামা শামসুদ্দীন রহঃ বলেন-

الْأَفْضَلُ أَنَّهُ يَتَمَضْمَضُ بِغَرْفَةٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِأُخْرَى ثَلَاثًا

অধিক বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো, প্রথমে তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার কুলি করবে, তারপর তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার নাকে পানি দিবে। দেখুনঃ নিহায়াতুল মুহতাজ, ২/ ৮২।

আল্লামা জামালুদ্দীন ইসনাবী রহঃ বলেন-

أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق أفضل من الجمع

অনুবাদঃ **একই অঞ্জলি পানি দিয়ে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করার চেয়ে পৃথক পৃথক পানি ব্যবহার করা অধিক উত্তম।**
তিনি আরো বলেন-

هذا يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاثًا وأخرى يستنشق منها ثلاثًا

এটা এভাবে হবে যে, প্রথমে এক অঞ্জলি দ্বারা তিনবার কুলি করবে, তারপর এক অঞ্জলি দ্বারা তিনবার নাকে পানি দিবে। দেখুনঃ আল-মুহিম্মাত ২/১৬৭,

আল্লামা ক্বাহতানী রহঃ বলেন-

إن شئت تمضمضت مضمضة منفصلة عن الاستنشاق ثلاثاً واستنشقت ثلاثاً وإن شئت جمعت بين المضمضة والاستنشاق مرةً واحدةً ثم ثانية ثم ثالثة، فالصورتان واردتان.

অনুবাদঃ তুমি চায়লে পৃথক তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার কুলি করবে, তারপর তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার নাক পরিষ্কার করবে। অথবা চায়লে এক অঞ্জলি দ্বারাই কুলি করবে ও নাক পরিষ্কার করবে, অতঃপর আরেক অঞ্জলি দ্বারা কুলি করবে ও নাক পরিষ্কার করবে, অতঃপর আরেক অঞ্জলি দ্বারা কুলি করবে ও নাক পরিষ্কার করবে। এ উভয় পদ্ধতি হাদীসে বর্ণিত আছে। **দেখুনঃ** দুরূসুল ক্বাহতানী, খন্ড- ১৪ পৃষ্ঠা- ৮৮।

১৬ তম অনুচ্ছেদে তিনি লেখেনঃ

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِإِصْبَعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ.

(খ) নাফে‘ বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন ওযূ করতেন, তখন কান মাসাহ করার জন্য দুই আঙ্গুলে পানি নিতেন।

তাহক্বীক্ব : এ বর্ণনাটিও যঈফ।[(৭৪)] বায়হাক্বীর মুহাক্কিক মুহাম্মাদ আব্দুল কবাদির 'আতা বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ঐ হাদীছগুলো যঈফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

(৭৪) লেখক শুধু গোঁড়ামিবশত'ই হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। কেন যঈফ তার কোন প্রমাণও পেশ করেননি। আসলে হাদীসটি টনটনে সহীহ। এর সনদে কোন দুর্বলতা নেই। **দেখুনঃ** মিরআত- ৩/২৩৬, নায়লুল আওতার- ১/২৯১, জামেউল উসূল-৭/১৮৬।

উল্লেখ্য যে, মুহাক্কিক মুহাম্মাদ আব্দুল ক্বাদির আত্বা রহঃ এর মন্তব্য উল্লেখ করে লেখক হাদীসটিকে যঈফ আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছেন। অথচ আব্দুল ক্বাদির আত্বা রহঃ ইবনে ওমরের এই হাদীসকে যঈফ বলেননি। তিনি এমর্মের মারফূ হাদীসকে যঈফ বলেছেন। অতএব স্পষ্ট হচ্ছে, লেখক এক হাদীসের মন্তব্য আরেক হাদীসে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন। এবং একটি টনটনে স্পষ্ট সহীহ হাদীসকে যঈফ আখ্যায়িত করে ছুড়ে মারার দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

অতঃপর এ অনুচ্ছেদে লেখক আরো বলেনঃ

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ব্যক্তিগত আমলকে ইবনুল ক্বাইয়িম ছহীহ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু উক্ত ত্রুটি[(৭৫)] থাকার কারণে তা যঈফ। যেমন তিনি বলেন, لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُمَا مَاءً جَدِيْدًا وَإِنَّمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ 'রাসূল (ছাঃ) দুই কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নিয়েছেন এমন হাদীছ প্রমাণিত হয়নি। তবে ইবনু ওমর থেকে সেটা ছহীহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে'।

(৭৫) উক্ত ত্রুটি মানে ! ইবনে উমরের হাদীসে বিন্দু মাত্র ত্রুটি নেই। কিন্তু লেখক "উক্ত ত্রুটি" বলতে এখানে কী বুঝিয়েছেন, আশা করি আগামী সংস্কারে তা স্পষ্ট করে দিবেন। অতঃপর আমরাও খণ্ডন করবো। আসলে এটা তার ধোঁকাবজির একটা কূটকৌশল!

১৮ তম অনুচ্ছেদে লেখক বলেনঃ

(১৮) মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করা

মাথা মাসাহ করার ব্যাপারে অবহেলা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। কেউ চুল স্পর্শ করাকেই মাসাহ মনে করেন, কেউ মাথার চার ভাগের একভাগ মাসাহ করেন এবং কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় নেমে পড়েন।

উল্লেখ্য, পাগড়ী পরা অবস্থায় থাকলে মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করা যাবে।(৭৬) আরো উল্লেখ্য যে, পাগড়ীর নীচে মাসাহ করতেন বলে আবুদাউদে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।(৭৭)

(৭৬) লেখক পূর্বে দাবি করলেন যে, পুরো মাথা মসেহ করা ফরয। এখানে আবার নিজেই স্বীকার করছেন যে, মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করা যাবে। আসলে পুরো মাথা মাসেহ করা ফরয না। বরং পুরো মাথা মাসেহ করা সুন্নত। এবং কমপক্ষে চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা ফরয। কারণ পুরো মাথা মসেহ করা যে, ফরয না তা বুঝানোর জন্য রাসূল সাঃ নিজেও কখনো কখনো পুরো মাথা মসেহ না করে শুধু সামনের অংশ মাসেহ করে দেখিয়েছেন। যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন লেখক এখানে সত্যটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও স্বীকার করতে তার অনেক কষ্ট হয়েছে। কথায় আছে, সত্য বড়'ই তিতা। স্বীকার করলেও সাথে তিনি পাগড়ীর শর্ত লাগিয়ে বলেন যে, "পাগড়ী পরা অবস্থায় থাকলে মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করা যাবে।" আসলে অন্তত মাতার একভাগ মাসেহ করা ফরয, এর সাথে পাগড়ী বা টুপির কোন সম্পর্ক নেই। মাথায় পাগড়ী, টুপি, রুমাল, উড়না ইত্যাদি থাক বা না থাক, মাথা মাসেহ করতেই হবে, এটাই ফরয।

(৭৭) হাদীসটিকে কেউ কেউ যঈফ বলেছেন, আবু মা'কাল এর অপরিচিতির কারণে। তাছাড়া এর সমস্ত রাবী নির্ভযোগ্য। ইমাম আবু দাউদ রহঃ এর কাছে হাদীসটি সহীহ ও দলীলযোগ্য। সম্ভবত তিনি আবু মা'কাল এর পরিচয় জানতেন। যে কারণে তিনি হাদীসটির কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি।

পাঠক! সত্য কথা হলো, অযুতে পুরো মাথা মাসেহ করা ফরয নয়। বরং পুরো মাথা মাসেহ করা সুন্নত। কেউ অযুতে মাথার এক অংশ মাসেহ করে নিলে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। যা রাসূল সাঃ নিজে এবং সাহাবায়ে কেরামও আমল করে দেখিয়েছেন। যেমন হযরত মুগিরা রদ্বিঃ বলেন-

قال المغيرة بن شعبة في حديث طويل: ومسح (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. رواه مسلم (٦٥٦) وأحمد (١٨١٨٩) وأبو عوانة (٥٥٣) والطبراني في الكبير (٣٦٩) وفي الصغير(١٠٣٥) والأوسط (٣٤٤٨) والنسائ في المجتبى (١٠٨-١٠٩) وفي الكبرى (١٠٨) والدارقطني في السنن، باب في جواز المسح على بعض الرأس. والبيهقي في الكبري (٢٧٠)

অনুবাদঃ রাসূল সাঃ অযুতে মাথার অগ্রভাগে, পাগড়ীতে ও দুই পায়ের মোজার উপর মাসেহ করেছেন। **দেখুনঃ** সহীহ মুসলিম হাদীস-৬৫৬।

এবং হযরত আনাস রদ্বিঃ বলেন-

وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. رواه أبو داود (١٤٧) اسناده ضعيف لجهالة أبي معقل عن أنس، وبقية رجاله رجال الصحيح. وسكت عنه أبو داود، فهو صالح عنده على قائدته.

অনুবাদঃ **আমি একবার রাসূল সাঃ কে অযু করতে দেখলাম, তার মাথায় একটি কাতারী পাগড়ী ছিল। আমি দেখলাম, মাথা মাসেহের সময় তিনি পাগড়ীটি না খুলে পাগড়ীর নিচে হাত ঢুকিয়ে মাথার অগ্রভাগ মাসেহ করে নিলেন।** হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহঃ সংকলন করেছেন। হাদীসটি তার নিকট সহীহ।

হযরত আতা বলেন-

وعن عطاء مرسلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فرفع العمامة فمسح مقدم رأسه. رواه ابن أبي شيبة (٢٣٨) والشافعي في المسند (٤٦) والبيهقي في الكبرى (٢٨٥) وفي المعرفة (١٦١) وقال: هذا مرسل، وقد روينا معناه في حديث بكر بن عبد الله المزني، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه موصولا صحيحا.

অনুবাদঃ **রাসূল সাঃ অযু করলেন। অযুতে মাথা মাসেহের সময় তিনি পাগড়ীটি উঁচু করে মাথার অগ্রভাগ মাসেহ করে নিলেন।** দেখুনঃ মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা হাদীস-২৩৮, ইমাম বায়হাকী রহঃ বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। তবে হযরত মুগিরা রদ্বিঃ থেকে মাওসূল সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। দেখনঃ মারিফাহ, হাদীস- ১৬১।

হযরত মুগিরা রদ্বিঃ বলেন-

وعن المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته. أو قال: مقدم رأسه بالماء. رواه البيهقي في المعرفة (١٦٠) وصححه.

অযুতে রাসূল সাঃ শুধু মাথার অগ্রভাগ মাসেহ করেছেন। হাদীসটি ইমাম বায়হাকী রহঃ সংকলন করেছেন। এবং তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন। দেখনঃ মারিফাহ, হাদীস- ১৬০,

হযরত নাফে রহঃ বলেন-

وعن نافع، أن ابن عمر كان يمسح بناصيته مسحة واحدة. رواه البيهقي (١٦٣)

অযুতে হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ মাথার অগ্রভাগ একবার মাসেহ করতেন। হাদীসটি সংকলন করেন ইমাম বায়হাকী। দেখনঃ মারিফাহ, হাদীস- ১৬৩,

হযরত নাফে রহঃ আরো বলেন-

وعن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه. رواه الدارقطني (٣٨٥) والبيهقي في الكبرى (٢٨٨) وفي المعرفة (١٦٤) قال في تعليق المغني: سنده صحيح.

অযুতে হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ যখন মাথা মাসেহ করতেন, তখন পরিহিত টুপি উঁচিয়ে মাথার অগ্রভাগ মাসেহ করে নিতেন। হাদীসটি সংকলন করেন ইমাম বায়হাকী ও দারাকুতনী রহঃ। এর সনদ সহীহ। দেখনঃ মারিফাহ, হাদীস- ১৬৪, সুনানে দারাকুতনী, হাদীস- ৩৮৫, সুনানুল কুবরা, হাদীস- ২৮৮,

হযরত মুগিরা রদ্বিঃ রাসূল সাঃ এর অযুর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন-

وعن المغيرة بن شعبة قال في حديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: فغسل يديه ومسح بناصيته ومسح على الخفين. رواه الطبراني في الكبير (١٠٣٩) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قلنا، قد روى عنه (عن المغيرة) مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا أخرجه أبو داود من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالاخر وحصلت القوة من الصورة المجموعة وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغوا وقد قررت جواب ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة الوضوء قال ومسح مقدم رأسه أخرجه سعيد بن منصور وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه وصح عن بن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قاله بن المنذر وغيره ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك قاله بن حزم وهذا كله مما يقوي به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم. (٨/٢)

রাসূল সাঃ দুই হাত ধুলেন, তারপর মাথার অগ্রভাগ মাসেহ করলেন এবং দুই পায়ের মোজার উপর মাসেহ করলেন। হাদীসটি সহীহ। এটি ইমাম বায়হাকী রহঃ তার "কাবীর" গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদীস নং- ১০৩৯। **ইমাম আইনী রহঃ বলেন-**

وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يمسح رأسه هكذا ووضع أيوب كفه وسط رأسه ثم أمرها إلى مقدم رأسه وفي المحلى صحيحا عن ابن عمر كان يمسح اليافوخ فقط وفي المصنف أن ابراهيم كان يمسح على يافوخه

এছাড়াও ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শায়বা রহঃ সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর রদ্বিঃ অযুতে মাথা এভাবে মাসেহ করতেন যে, হাত মাথার মাঝ বরাবর রেখে তা সামনের দিকে নিয়ে আসতেন। এবং মহল্লা গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, ইবনে

উমর রদ্বিঃ অযুতে শুধু মাথার উপরিভাগ মাসেহ করতেন। এবং মুসান্নাফ গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী রহঃও অযুতে শুধু মাথার উপরিভাগ মাসেহ করতেন। **দেখুনঃ** উমদাতুল কারী- ৪/৩৭৮।

পাঠক! এব্যাপারে আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে, তবে লেখকের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিতে এই যথেষ্ট। এখন আমার প্রশ্ন হলো, এতো প্রমাণ থাকার পরেও লেখক কীভাবে পারলেন, সহীহ হাদীসগুলোকে ধামাচাপা দিয়ে ষড়যন্ত্র করতে? আশা করি পাঠক, আপনার সামনেও লেখকের ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হয়ে গেছে।

১৯ তম অনুচ্ছেদে লেখক বলেনঃ

(১৯) ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা

ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার পক্ষে ছহীহ কোন প্রমাণ নেই। এর পক্ষে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবই জাল ও মিথ্যা।(৭৮) অথচ কিছু আলেম এর পক্ষে মুসলিম জনতাকে উৎসাহিত করেছেন। আশরাফ আলী থানবী ঘাড় মাসাহ করার দাবী করেছেন এবং এ সময় পৃথক দু‘আ পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

ড. শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল (মদ্বীনা মুনাওয়ারাহ) প্রণীত ও মারকাযুদ-দাওয়াহ আল-ইসলামিইয়াহ, ঢাকার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ অনুদিত ‘নবীজীর নামায’ বইয়ে ওযূর সুন্নাত আলোচনা করতে গিয়ে গর্দান মাসাহ করার কথা বলেছেন। এর পক্ষে জাল হাদীছও পেশ করেছেন।(৭৯)

(৭৮) এটা মিথ্যা দাবি। বরং ঘাড় মাসেহ করার পক্ষে অনেক সহীহ হাদীস আছে, তা প্রমাণ করে দেখানো হবে ইনশাআল্লাহ !

(৭৯) লেখক দাবি করেছেন, ড. শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল (মদ্বীনা মুনাওয়ারাহ) প্রণীত 'নবীজীর নামায' নামক বইয়ে গর্দান মাসাহ করার পক্ষে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, সেটি জাল। কিন্তু লেখক তার দাবির সপক্ষে না কোন প্রমাণ পেশ করতে পেরেছেন, আর না এটা স্পষ্ট করেছেন যে, হাদীসটি কেন জাল। আসলে হাদীসটি যে, জাল এর কোন প্রমাণ তার কাছে নেই। তার পরেও কীভাবে তিনি প্রমাণবিহীন এ মিথ্যাচার করতে পারলেন ! এটা সম্ভব হয়েছে কেবল গোঁড়ামি কে প্রাধান্য দেয়ার জন্য। প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি সহীহ। এবার চলুন, হাদীসটি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

ড. শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল রহঃ 'নবীজীর নামায' নামক বইয়ে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেটি হলোঃ

عن موسى بن طلحة قال: من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة

অনুবাদঃ **মুসা ইবনে তালহা রহঃ বলেন, যে ব্যক্তি অযুতে মাথার সাথে গর্দান মাসেহ করবে, সে কিয়ামতের দিন গলায় বেড়ি পরানো থেকে মুক্ত থাকবে।**

হাদীসটি সংকলন করেন ইমাম আবু উবাইদ রহঃ তার 'কিতাবুত তুহূর' নামক গ্রন্থে। এর সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। শুধু 'মাসউদী' নামক একজন রাবীর ব্যপারে শায়খ আলবানী রহঃ বলেন, সে ভুল করতো। এর জবাব আমি কয়েকটা পয়েন্টে দিব।

পয়েন্ট নম্বর একঃ মাসউদী একজন নির্ভযোগ্য রাবী। অতএব তার বর্ণনা সহীহ ও গ্রহণযোগ্য। যেমন তার সম্পর্কে ইমাম আবু বকর আসরিম রহঃ বলেন-

قَال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عَبد الله يسأل عَن أبي عميس والمسعودي أيهما أحب إليك ؟ قال : كلاهما ثقة ، المسعودي عبد الرحمن أكثرهما حديثًا.

অনুবাদঃ আমি আবু আব্দুল্লাহ কে জিজ্ঞেস করতে শুনলাম যে, আপনার কাছে আবু উমাইস বেশি প্রিয়, নাকি মাসউদী ? জবাবে তিনি বললেন, তারা দুজনেই নির্ভরযোগ্য রাবী। তবে উভয়ের মধ্যে মাসউদী বেশি হাদীস জানেন। **দেখুনঃ** তারীখুল খতীব- ১০/২২০, আল-মা'রিফাহ লিইয়াকুব- ২/১৬৩, হাফেয আসকালানী রহঃ এর তাহযীবুত তাহযীব- ৫/১৪৪।

এবং মুসআর রহঃ বলেন-

قال مسعر ما أعلم أحدا أعلم بعلم بن مسعود رضى الله عنه من المسعودي

অনুবাদঃ ইবনে মাসউদ এর ইলম সম্পর্কে মাসউদীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত এমন কাউকে আমি জানি না। **দেখুনঃ** ইমাম বুখারীর 'তারীখুল কাবীর' ৫/১১৭, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, তরজমা-১১৯৭, তাহযীবুল কামাল- ১৭/২২৬, আল-কাশেফ- ২/১৮৯, অনুরূপ কথা ইবনে উআইনাও বলেছেন। **দেখুনঃ** হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ এর তাহযীবুত তাহযীব- ৫/১৪৪।

এবং ইমাম আবু হাতিম রহঃ বলেন-

وكان أعلم بحديث ابن مسعود من أهل زمانه

অনুবাদঃ তিনি ইবনে মাসউদ থেকে সবচেয়ে বেশি হাদীস জানতেন। **দেখুনঃ** আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, তরজমা-১১৯৭, তাহযীবুল কামাল- ১৭/২২৬।

এবং ইমাম উসমান ইবনে সাঈদ দারিমী রহঃ বলেন-

وَقَال عثمان بن سَعِيد الدارمي: قلت ليحيى بن مَعِين: كيف حديث المسعودي ؟ قال: ثقة. فقلت: هو أحب إليك أو مسعر ؟ قال: ثقة وثقة.

অর্থঃ আমি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন কে জিজ্ঞেস করলাম, মাসউদীর হাদীস কেমন ? উত্তরে তিনি বললেন, হাদীস বর্ণনায় মাসউদী একজন নির্ভযোগ্য রাবী। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হাদীসের ক্ষেত্রে আপনার কাছে অধিক প্রিয় কে, মাসউদী নাকি মুসআর ? উত্তরে তিনি বললেন, হাদীস বর্ণনায় মাসউদীও নির্ভরযোগ্য, মুসআরও নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** তারীখে দারিমী, তরজমা-৬৭২, হাফেয আসকালানী রহঃ এর তাহযীবুত তাহযীব- ৫/১৪৪।

এবং ইমাম নাসাঈ রহঃ বলেন-

وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس.

মাসউদীর বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। দেখুনঃ তাহযীবুল কামাল- ১৭/২২৬, আল-কাশেফ- ২/১৮৯, তাহযীবুত তাহযীব- ৫/১৪৪।

এবং ইসহাক ইবনে মানসূর রহঃ বলেন, মাসউদী একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যাক্তি। **দেখুনঃ** আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, তরজমা-**১১৯৭।**

এবং আহমাদ ইবনে সা'দ রহঃ বলেন-

وَقَال أحمد بن سعد بن أَبي مريم عَنه: ثقة يكتب حديثه

মাসউদী একজন নির্ভরযোগ্য রাবী, তার থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হবে। দেখুনঃ তারীখুল খতীব- ১০/২২১, অতএব মাসউদীর হাদীস সহীহ।

হাফেয যাহবী রহঃ বলেন- وثقه أحمد ويحيى بن معين

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম ইবনে মাঈন রহঃ মাসউদীকে নির্ভরযোগ্য রাবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। দেখুনঃ লিসানুল মীযান- ৭/২৬৭, অতএব যখন প্রমাণ হলো, মাসউদী নির্ভরযোগ্য ও তার হাদীস সহীহ, যখন প্রমাণ হলো, তার এ হাদীসও সহীহ।

পয়েন্ট নম্বর দুইঃ শায়খ আলবানীর কথায় যদিও ধরে নেই, মাসঊদী ভুল করতেন, কিন্তু এ হাদীসে তিনি ভুল করেননি। কারণ, হাদীসটি তার থেকে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী রহঃ বর্ণনা করেছেন। আর আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী নির্ভরযোগ্য রাবী ছাড়া দুর্বল রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন না। তাহলে মাসউদী থেকে তার বর্ণনা করাটা প্রমাণ করছে, মাসউদী নির্ভরযোগ্য ও তার হাদীস সহীহ। যেমন আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী সম্পর্কে ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ বলেন-

وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأبى الرواية إلا عن الثقات

আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী ছিলেন একজন মুত্তাকী ও খোদাভিরু হাফেযুল হাদীস। তিনি হাদীস মুখস্থ করতেন ও সংরক্ষণ করে রাখতেন। এবং তিনি ফিক্বহী পান্ডিত্যও অর্জন করেছিলেন। তিনি কিতাব রচনা করতেন এবং হাদীস বর্ণনা করতেন। তবে নির্ভরযোগ্য

রাবী ছাড়া দুর্বল রাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন না। দেখুনঃ ইমাম ইবনে হিব্বানের 'কিতাবুস সিকাত'- ৭/১৪৫, হাফেয ইবনে হাজার রহঃ এর তাহযীবুত তাহযীব- ৫/১৯১, তাহলে স্পষ্ট হলো, যখন আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী তার থেকে হাদীসটি শুনেছেন তখন তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। অতএব সন্দেহ নেই যে, হাদীসটি সহীহ।

পয়েন্ট নম্বর তিনঃ আলবানীর কথায় যদিও ধরে নেই, মাসঊদী ভুল করতেন, কিন্তু এ হাদীসে তিনি ভুল করেননি। কারণ, হাদীসটি হযরত ইবনে উমর রদ্বিঃও রাসূল সাঃ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যদি তিনি এ হাদীসে ভুল করতেন, তাহলে অবশ্যই তার ও ইবনে উমর রদ্বিঃ এর হাদীসে বিরোধ দেখা যেত। কিন্তু বিষয়টি তা হয়নি। অতএব স্পষ্ট, হাদীসটিতে তিনি ভুল করেননি।

পয়েন্ট নম্বর চারঃ শায়খ আলবানীর কথায় যদিও ধরে নেই, মাসঊদী ভুল করতেন। এর জবাবে বলবো, তিনি সারাজীবন ভুল করেনেনি। কারণ তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয় বৃদ্ধ বয়সে, মৃত্যুর একবছর বা দু'বছর পূর্বে। যেমন ইমাম আবু হাতিম রহঃ বলেন-

قَال ابن أَبي حاتم: سَأَلتُ أبي عنه، فقال: تغير بأخرة قبل موته بسنة أو سنتين

বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর একবছর বা দু'বছর পূর্বে তার স্মৃতিশক্তির পরিবর্তন ঘটে। দেখুনঃ তাহযীবুত তাহযীব- ৫/১৪৪, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, তরজমা-১১৯৭, তাহযীবুল কামাল- ১৭/২২৬।

এবং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর রহঃ বলেন-

وَقَال محمد بن عَبد الله بن نمير: كان ثقة، فلما كان بأخرة اختلط

মাসঊদী নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন, তবে বৃদ্ধ বয়সে তিনি ভুল করতেন। দেখুনঃ আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, তরজমা-১১৯৭, তাহযীবুল কামাল- ১৭/২২৪, আল-কাশেফ- ২/১৮৯, আল-মুগনী- ১/৩৭৫, তাহযীবুত তাহযীব- ৫/১৪৪।

হাফেয ইবনে হাজার রহঃ বলেন-

المسعودي صدوق اختلط قبل موته

মাসউদী একজন সত্যবাদি রাবী, তবে মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভুল করতেন। দেখুনঃ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ এর তাকরীবুত তাহযীব- ২/৭৬।

এবং ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ বলেন-

كان صدوقا إلا أنه اختلط في آخر عمره وقال آخر كان حسن الحديث

মাসউদী সত্যবাদি রাবী ছিলেন, তবে বৃদ্ধ বয়সে তিনি ভুল করতেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি হাসানুল হাদীস ছিলেন। দেখুনঃ 'আল-মুগনী' ১/৩৭৫।

এবং আল্লামা ইয়াকুব ইবনে শায়বা রহঃ বলেন-

قال يعقوب بن شيبة وكان ثقة صدوقا إلا أنه تغير بآخره

মাসউদী একজন নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদি রাবী ছিলেন, তবে বৃদ্ধ বয়সে তার স্মৃতিশক্তির পরিবর্তন ঘটে। **দেখুনঃ** হাফেয আসকালানী রহঃ রহঃ এর তাহযীবুত তাহযীব- ৫/১৪৫।

এবং ইবনে সা'দ রহঃ বলেন-

وَقَال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث، إلا أنه اختلط في آخر عُمَره، ورواية المتقدمين عنه صحيحة.

অনুবাদঃ মাসউদী নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন এবং অনেক হাদীস জানতেন। তবে বৃদ্ধ বয়সে তিনি ভুল করতেন। ভুল করার পূর্বে যারা তার থেকে হাদীস শুনেছেন, সেগুলো সহীহ। **দেখুনঃ** ত্ববাক্বাতু ইবনে সা'দ- ৬/৩৬৬, তাহযীবুল কামাল- ১৭/২২৫।

ইমাম আজলী রহঃ বলেন-

قال العجلي ثقة إلا أنه تغير بآخره وقال بن خراش نحو ذلك

মাসউদী একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। তবে বৃদ্ধ বয়সে তার স্মৃতিশক্তির পরিবর্তন ঘটে। অনুরূপ মন্তব্য আরো করেছেন, আমাম ইবনে খারাশ রহঃ। দেখুনঃ হাফেয ইবনে হাজার রহঃ এর তাহযীবুত তাহযীব- ৫/১৪৫।

পাঠক! স্পষ্ট হলো, মাসউদী যদিও ভুল করতেন, কিন্তু সেটা তার বৃদ্ধ বয়সে। মৃত্যুর একবছর বা দু'বছর পূর্বে। তার মৃত্যু হয় ১৬০ হিজরীতে। তার মানে তিনি ভুল করতেন ১৫৮ বা ১৫৯ হিজরীতে। এখন খোশ খবর হলো, হাদীসটি তিনি তার উস্তাদ হযরত ক্বাসেম রহঃ থেকে মুখস্থ করে বর্ণনা করেছেন, যার মৃত্যু ১২০ হিজরীতে। তাহলে স্পষ্ট হচ্ছে, তিনি হাদীসটি মুখস্থ করেছেন ও বর্ণনা করেছেন মৃত্যুর (১৬০-১২০=৪০) ৪০ বছর পূর্বে। কিন্তু কতো পূর্বে, তা অজানা। তবে নিশ্চয় তখন তিনি টগবগে যুবক ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। অতএব স্পষ্ট, হাদীসটিতে তিনি ভুল করেননি।

পয়েন্ট নম্বর পাঁচঃ আলবানীর কথায় যদিও ধরে নেই, মাসঊদী ভুল করতেন, কিন্তু এ হাদীসে তিনি ভুল করেননি। কারণ, হাদীসটি তিনি তার উস্তাদ হযরত ক্বাসেম রহঃ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ক্বাসেম রহঃ থেকে যা বর্ণনা করেছেন সেগুলো সহীহ। যেমন ইমাম ইবনে মাঈন রহঃ বলেন-

يحيى بن مَعِين: المسعودي ثقة. وقد كان يغلط فيما يروي عن عاصم وسلمة والأعمش والصغار، يخطئ في ذلك. ويصحح له ما روى عن القاسم ومعن وشيوخه الكبار.

অনুবাদঃ মাসউদী হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য রাবী। তবে তিনি যা আসেম, সালামা, আ'মাশ ও অল্পবয়স্ক রাবীদের থেকে বর্ণনা করেছেন, সেগুলোতে ভুল করেছেন। এবং তিনি যা ক্বাসেম, মাআন ও তার বয়োজ্যেষ্ঠ শায়েখদের থেকে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সহীহ। **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- ১৭/২২৫, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ এর তাহযীবুত তাহযীব- ৫/১৪৪।

তিনি আরো বলেন-

وَقَال عَباس الدُّورِيُّ، عن يحيى بن مَعِين: أحاديثه عن الأعمش مقلوبة وعن عَبد المَلِك أيضا، وأحاديث عن عون وعن القاسم صحاح

অনুবাদঃ আ'মাশ ও আব্দুল মালেক থেকে মাসউদীর বর্ণনাগুলোতে ওলট-পালট আছে। তবে আউন ও ক্বাসেম থেকে তার বর্ণনাকৃত হাদীসগুলো সহীহ। **দেখুনঃ** তারীখে দাওরী- ২/৩৫১, তাহযীবুল কামাল- ১৭/২২৩, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ এর তাহযীবুত তাহযীব- ৫/১৪৪।

তিনি আরো বলেন-

إنما أحاديثه الصحاح عن القاسم وعن عون.

অনুবাদঃ নিশ্চয় তিনি তিনি যা ক্বাসেম ও আউন থেকে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সহীহ। **দেখুনঃ** তারীখে দাওরী- ২/৩৫১, তাহযীবুল কামাল- ১৭/২২৩, অতএব ক্বাসেম থেকে মাসউদীর বর্ণনা করাটা প্রমাণ করে, হাদীসটি সহীহ।

এবং ইমাম ইবনুল মাদীনী রহঃ বলেন-

وَقَال عَبد الله بن علي بن المديني، عَن أبيه: المسعودي ثقة، وقد كان يغلط فيما روى عن عاصم بن بهدلة، وسلمة، ويصحح فيما روى عن القاسم ومعن.

মাসউদী হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য। তবে তিনি যা আসেম, বাহদালা ও সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন, সেগুলোতে ভুল করেছেন। আর যেগুলো তিনি ক্বাসেম ও মাআন থেকে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সহীহ। দেখুনঃ তারীখুল খতীব- ১০/২২০, আল্লামা ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ১৭/২২৪, অতএব সন্দেহ নেই যে, হাদীসটি সহীহ।

পয়েন্ট নম্বর ছয়ঃ শায়খ আলবানীর কথায় যদিও ধরে নেই, মাসউদী ভুল করতেন, কিন্তু এ হাদীসে তিনি ভুল করেননি। কারণ, হাদীসটি তার থেকে তার তিনজন ছাত্র বর্ণনা করেছেন। তারা হলেনঃ আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী, আলী ইবনে সাবেত ও হাজ্জাজ। তারা তিনজনই তার থেকে হাদীসটি একইভাবে শুনেছেন এবং একইভাবে বর্ণনা করেছেন। যদি মাসউদী হাদীসটিতে ভুল করতেন, তাহলে অবশ্যই তাদের তিনজনের কেউ না কেউ তার থেকে হাদীসটি ভিন্নরকম শুনতেন এবং ভিন্নরকম বর্ণনা করতেন। কিন্তু বিষয়টি তেমন ঘটেনি।

দেখুনঃ ইমাম আবু উবাইদ রহঃ কিতাবুত তুহূর- ১/৩৮৪, তাহলে আরো স্পষ্ট হলো, হাদীসটিতে তিনি ভুল করেননি। **অতএব শায়খ আলবানী রহঃ এর এ মন্তব্যে হাদীস বিদ্বেষীদের খুশি হওয়ার কিছু নেই।**

পয়েন্ট নম্বর সাতঃ হাদীসটি হাফেয আল্লামা ইবনে হাজার আসক্কালানী রহঃ তার "তালখীসুল হাবীর" গ্রন্থে সনদ সহ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর কোন ত্রুটি উল্লেখ করা তো দূরের কথা, বরং হাদীসটি সাব্যস্ত ও আমলযোগ্য হওয়ার পক্ষে তিনি মন্তব্য পেশ করেছেন। তিনি হাদীসটির ব্যাখ্যাসরূপ বলেন-

فيحتمل أن يقال: هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو على هذا مرسل.

অনুবাদঃ বর্ণনাটি সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে, যদিও তা একজন তাবেয়ীর কথা হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা রাসূল সাঃ এর হাদীস হিসেবে গণ্য। কেননা, এমন সংবাদ রাসূল সাঃ ছাড়া আর কারো পক্ষে দেয়া সম্ভব না। অতএব হাদীসটি মুরসালের হুকুমে। **দেখুনঃ** তালখীসুল হাবীর ১/১৬৬, অনুরূপ কথা আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহঃও বলেছেন। দেখুনঃ কাশফুল খফা ২/৮৮।

পয়েন্ট নম্বর আটঃ হাদীসটি যে, সহীহ তার আরেকটি প্রমাণ হলো, হযরত ইবনে উমর রদ্বিঃ এর হাদীস। হযরত ইবনে উমর রদ্বিঃ বলেন-

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ومسح بيديه على عنقه، وقي الغل يوم القيامة.

অনুবাদঃ রাসূল সাঃ বলেন, অযুতে যে ব্যক্তি গর্দান মাসেহ করবে, সে কিয়ামতের দিন গলায় বেড়ি পরানো থেকে মুক্ত থাকবে। **দেখুনঃ** হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ এর তালখীসুল হাবীর ১/১৬৭।

পয়েন্ট নম্বর নয়ঃ এছাড়াও হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা রুইয়ানী রহঃ বলেন-

هذا إن شاء الله حديث صحيح

অনুবাদঃ ইনশাআল্লাহ, হাদীসটি সহীহ। **দেখুনঃ** তালখীসুল হাবীর ১/১৬৭, নায়লুল আওতার ১/২৯৪, বাদরুল মুনীর ২/২২৩।

এবার আমি লেখক কে প্রশ্ন করবো, হাদীসটির পক্ষে এতগুলো প্রমাণ থাকতে আপনি কীভাবে শায়খ আলবানীর একটি দুর্বল মন্তব্যের উপর তাক্বলীদ করে (অন্ধ অনুসরণ করে) সুসাব্যস্ত একটি হাদীসকে 'জাল' ঘোষণা করলেন ? অথচ শায়খ আলবানী নিজেও হাদীসটিকে জাল বলেননি। আপনার হয়তো জানা নেই যে, হাদীস অস্বীকার করার পরিণতি অনেক ভয়ংকর ! অতএব গোঁড়ামি ছেড়ে এই ভ্রান্ত মন্তব্য পরিহার করে নিন। সত্য গ্রহণে কোন লজ্জা নেই।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

এভাবেই ভিত্তিহীন আমলটি সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। জাল দলীলগুলো নিম্নরূপ:

ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর ওযূর পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি তিনবার তার মাথা মাসাহ করেন এবং দুই কানের পিঠ মাসাহ করেন ও ঘাড় মাসাহ করেন, দাড়ির পার্শ্ব মাসাহ করেন মাথার অতিরিক্ত পানি দিয়ে।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল।(৮০) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ρ هَذَا مَوْضُوْعٌ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ 'এটা জাল। নবী (ছাঃ)-এর বক্তব্য নয়।(৮১)

(৮০) লেখক হাদীসটিকে জাল বলেছেন, কিন্তু হাদীসটি কেন জাল তার কোন কারণ তিনি উল্লেখ করতে পারেননি। তবে তার এ মন্তব্যকে শক্তিশালী করতে তিনি চার নম্বর টীকা উল্লেখ করে রেফারেন্স দিয়েছেন শায়খ আলবানী রহঃ এর **"সিলসিলা যঈফা হা/৬৯ ও ৭৪৪।"** কিন্তু আশ্চরযের বিষয় হলো, শায়খ আলবানী রহঃ হাদীসটিকে জাল বলা তো দূরের কথা, তিনি এখানে হাদীসটি উল্লেখও করেননি।

উল্লেখ্য যে, হাদীসটির সনদে এমন কোন ত্রুটি নেই, যার কারণে একে জাল বলা যেতে পারে। তার পরেও লেখক কেন শায়খ আলবানী রহঃ এর নামে হাদীসটির উপর মিথ্যা অপবাদ লাগালেন ?

এ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা ইমাম ইরাকী রহঃ বলেন-

قال العراقي نعم ورد مسح الرقبة من حديث وائل بن حجر في صفة وضوء النبي أخرجه الطبراني والبزار في الكبير بسند لا بأس به والله أعلم

অনুবাদঃ হ্যাঁ, অযুতে রাসূল সাঃ ঘাড় মাসেহ করেছেন মর্মে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রদ্বিঃ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি ইমাম বাযযার রহঃ সংকলন করেছেন। এবং ইমাম তাবরানী রহঃ তার 'কাবীর' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এর সনদে কোন সমস্যা নেই। **দেখুনঃ** খুলাসাতু তাহযীবিল কামাল ১/৭৮২, তানযীহুশ শারীআহ- ২/৮৫।

(৮১) এখানে লেখক ভুল করে ফেলেছেন। ইমাম নববী রহঃ এ হাদীস সম্পর্কে এই মন্তব্য করেননি। তিনি অন্য একটি হাদীস সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন। আর বাস্তব যে, এ হাদীসের পুরোটাই ওয়ায়েল ইবনে হুজর রদ্বিঃ এর বক্তব্য। তিনি রাসূল সাঃ এর অযুর বিবরণ নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেছেন। সুতরাং যে হাদীসে রাসূল সাঃ এর কোন বক্তব্যই নেই, সে হাদীস সম্পর্কে এ মন্তব্য করারও প্রয়োজন হয় না যে, "এটা জাল। তা নবী সাঃ এর বক্তব্য নয়।" অতএব এটি সংশোধনযেগ্য।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

আমর ইবনু কা'ব বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ওযূ করার সময় আমি দাড়ির পার্শ্ব এবং ঘাড় মাসাহ করতে দেখেছি।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। ইবনুল ক্বাত্তান বলেন, এর সনদ অপরিচিত। মুছাররফসহ তার পিতা ও দাদা সবাই অপরিচিত।(৮২)

(৮২) লেখক হাদীসটিকে ‘জাল’ আখ্যায়িত করে অস্বীকার করলেন। হাদীসটি ‘জাল’ এর প্রমাণ হিসেবে তিনি ইবনুল ক্বাত্তান রহঃ এর মন্তব্য পেশ করেছেন। অথচ ইবনুল ক্বাত্তান রহঃ নিজেও হাদীসটিকে জাল বলেননি। তাহলে কি লেখক ইবনুল ক্বাত্তান রহঃ এর মন্তব্য থেকে তার চেয়েও বেশি বুঝে ফেললেন ! ইবনুল ক্বাত্তান রহঃ এর সনদের রাবীকে অপরিচিত বলেছেন। আর বাস্তব কথা হলো, সনদের রাবী অপরিচিত হলে, হাদীসকে জাল বলা হয় না। বরং যঈফ বলা হয়। কিন্তু হাদীসটিকে যঈফ বলাও অন্যায় হবে। কারণ হাদীসটি যদিও সনদগত ভাবে যঈফ, কিন্তু এর মতন বা মূল আলোচনা অন্যান্য সহীহ হাদীসের সমর্থনে সহীহ লিগাইরিহি। লেখক কি এটাও বুঝলেন না ! তিনি কি উলুমুল হাদীসের দু’একটা কিতাবও পড়াশোনা করেননি ? কারণ, উলুমুল হাদীসের দু’একটা কিতাবও যদি কেউ ভালোভাবে পড়াশোনা করে, তাহলেও তার দ্বারা এধরনের বাচ্চাসুলভ ভুল হওয়ার কথা না। কাজেই আশ্চরয হতে হয় আমাদের দেশের হাদীস গবেষকদের করুণ অবস্থা দেখে !!

অতঃপর লেখক বলেনঃ

(ج) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ρ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا.

(গ) ত্বালহা ইবনু মুছাররফ তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি একবার তাঁর মাথা মাসাহ করতেন এমনকি তিনি মাথার পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত পৌঁছাতেন। আর তা হল ঘাড়ের অগ্রভাগ।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুনকার বা অস্বীকৃত।(৮৩)

(৮৩) হাদীসটি জাল নয়। এর সনদে লায়স নামক একজন রাবী রয়েছে, কারো নিকট সে যঈফ। এবং মুসাররাফ নামক আরেকজন রাবীকে কেউ কেউ অপরিচি বলেছেন। তবে

ইমাম আবু দাউদ রহঃ তার হাদীস সংকলন করে কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি। এবং ইমাম উবনুস সালাহ মুসাররফের পরিচয় উদঘাটন করে তার সনদকে হাসান বলেছেন। যার প্রমাণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আর কোন ত্রুটি নেই। অতএব হাদীসটিকে লায়স এর দুর্বলতার কারণে যঈফ বলা যেতে পারে, কিন্তু কিছুতেই 'জাল' বলা যায় না। কারণ, 'জাল' বলার মতো হাদীসটিতে কোন ত্রুটি নেই। তাছাড়া হাদীসের ইমামগণের কেউ এটিকে 'জাল' বলেছেন মর্মে কোন মন্তব্য পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেকে এটিকে যঈফ বলেছেন, সনদে যঈফ রাবী থাকার কারণে। আর যেহেতু ঘাড় মাসেহ করার সপক্ষে অন্যান্য সহীহ হাদীস রয়েছে, সেহেতু এর সনদের দুর্বলতায় কিছু যায় আসে না।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

مَسْحُ الرَّقْبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغِلِّ.

'ঘাড় মাসাহ করলে বেড়ী থেকে নিরাপদ থাকবে'।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। ইমাম সুয়ূত্বী জাল হাদীছের গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।(৮৪)

(৮৪) লেখক হাদীসটিকে 'জাল' বলেছেন। কিন্তু হাদীসটি কেন 'জাল', না এর কোন কারণ তিনি উল্লেখ করতে পেরেছেন, আর না কোন প্রমাণ। তবে তার এ মন্তব্যকে শক্তিশালী করতে তিনি শায়খ আলবানী ও ইমাম সুয়ূতী'র রেফারেন্স দিয়েছেন।

পাঠক! আলবানী হাদীসটিকে জাল বলেছেন ঠিক'ই, কিন্তু হাদীসটি কেন 'জাল', এর কোন সদুত্তর তিনিও দিতে পারেননি। তিনি হাদীসটিকে জাল বলেছেন একারণে যে, ইমাম সুয়ূতী এটিকে জাল হাদীসের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম সুয়ূতী রহঃ এটিকে জাল হাদীসের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ঠিক'ই, কিন্তু হাদীসটি কেন 'জাল', এর যথাযত কোন জবাব তিনিও দেননি। তিনি হাদীসটিকে জাল বলেছেন একারণে যে, ইমাম নববী এটিকে জাল বলেছেন।

ইমাম নববী রহঃ এটিকে জাল বলেছেন ঠিক'ই, কিন্তু হাদীসটি কেন 'জাল', এ প্রশ্নের উত্তর তিনিও দেননি।

পাঠক! লক্ষ্য করুন, ইমাম নববী রহঃ হাদীসটিকে জাল বললেন, কিন্তু কেন 'জাল', এর কোন উত্তর নেই। ইমাম সুয়ূতী রহঃ হাদীসটিকে জাল হাদীসের গ্রন্থে বর্ণনা করলেন, কিন্তু কেন 'জাল', এর কোন উত্তর নেই। শায়খ আলবানী রহঃ হাদীসটিকে জাল বললেন, কিন্তু কেন 'জাল', এর কোন উত্তর নেই। আমাদের লেখক ড. মুযাফফর বিন মুহসিনও হাদীসটিকে জাল বললেন, কিন্তু কেন 'জাল', এর কোন উত্তর নেই। এভাবেই একজন থেকে আরেকজন তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করে একটি দুর্বল মন্তব্য সমাজে প্রচলিত হয়েছে। যেমন ইমাম শারওয়ানী রহঃ বলেন-

لكنه متعقب بأن الخبر ليس بموضوع

যারা বলেন হাদীসটি 'জাল', তারা সকলেই একজন থেকে আরেকজন শুনে শুধু অনুসরণ করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি 'জাল' নয়। **দেখুনঃ** হাওয়াশীশ শারওয়ানী- **১/২৪১।**

পাঠক! যে কথার কোন দলীল বা প্রমাণ নেই, তার কোন গ্রহণযোগ্যতাও নেই। বিষেশ করে যদি তার বিপরীত কথার দলীল বা প্রমাণ থকে। অতএব লেখকের এ মন্তব্য অগ্রণযোগ্য। যেহেতু তার বিপরীতে সহীহ হাদীস রয়েছে।

এবার আমি লেখক কে প্রশ্ন করবো, আপনি'ই তো সেই ব্যক্তি, যে কিনা তাকলীদ করা (বিনা দলীলে কারো অন্ধ অনুসরণ করা) নাজায়েয, হারাম, শেরেক ইত্যাদি ইত্যাদি ফতোয়া দিতে দিতে মুখে ফেনা তুলেন। সে কিনা আপনি'ই আবার নিজের ফতোয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তাকলীদ (বিনা দলীলে কারো অন্ধ অনুসরণ) করে নাজায়েয, হারাম, শেরেক ইত্যাদি অবৈধ কাজে লিপ্ত হচ্ছেন ? অতএব গোঁড়ামি ছেড়ে যদি সত্যটা গ্রহণ করতেন, তাহলে নিজের গর্তে নিজেকে পড়তে হতো না।

পাঠক! হাদীসটি 'জাল', এ মন্তব্যকে অনেক মুহাদ্দিস অস্বীকার করে 'যঈফ' হওয়ার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন। যেমন দেখতে পারেনঃ বহূসুয যঈফা, আল-মুগনী **১/৩২**, আল-

ফাওয়াইদুল মাজমূআ- ১/১২, তাজকিরাহ- ১/১৪, তাখরীজুল ইরাকী- ১/২৫৯, তা’লীকে ফিকহুল ইবাদাত-১/৩৭ টীকা ৩৩।

বরং তো ইমাম কুরদী রহঃ হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। তিনি বলেন-

وقال الكردي والحاصل أن المتأخرين من أئمتنا قد قلدوا الامام النووي في كون الحديث لا أصل له ولكن كلام المحدثين يشير إلى أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فالذي يظهر للفقير أنه لا بأس بمسحه

অনুবাদঃ “হাদীসটি জাল” এ কথার উপর আমাদের পরবর্তী ইমামগণ ইমাম নববী’র তাকলীদ করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কেরামের বক্তব্য এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, হাদীসটির অনেক সনদ ও সমর্থন রয়েছে। যার ভিত্তিতে হাদীসটি ‘হাসান’ এর মরযাদা লাভ করে। অতএব প্রত্যাশীদের জন্য স্পষ্ট হলো, ঘাড় মাসেহ করাতে কোন সমস্যা নেই। **দেখুনঃ** হাওয়াশীশ শারওয়ানী- ১/২৪১,

উল্লেখ্য যে, যদিও ধরে নেয়া হয় হাদীসটি ‘জাল’। এর জবাবে আমি বলবো, এতে আমাদের প্রকৃত আহলে হাদীসদের কিছু যায় আসে না। কারণ অযুতে ঘাড় মাসেহ করার সপক্ষে এ হাদীস ছাড়াও একাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يَغِلُّ بِالأَغْلاَلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

‘যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং ঘাড় মাসাহ করবে, তাকে ক্বিয়ামতের দিন বেড়ী দ্বারা বাঁধা হবে না’।

তাহক্বীক : বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা।[৮৫] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী উক্ত বর্ণনাকে জাল বলেছেন।[৮৬]

(৮৫) লেখক হাদীসটিকে 'জাল' বললেন, কিন্তু হাদীসটি কেন 'জাল', এর কোন কারণ বা প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেননি। অতএব এমন্তব্য মিথ্যা হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি জাল নয়, এর সনদে এমন কোন ত্রুটি নেই যে, হাদীসটিকে 'জাল' বলা হবে। হাদীসকে 'জাল' বলা হয় সনদে মিথ্যুক রাবী থাকলে, অথচ এর সনদে কোন মিথ্যুক রাবী নেই।

(৮৬) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহঃ উক্ত বর্ণনাকে জাল বলেননি। অথচ লেখক তার নামে মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে দিলেন! লেখক তার মিথ্যাকে ঢাকতে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহঃ লিখিত 'আল-মাসনূ ফী মা'রেফাতিল হাদীসিল মাওযূ' গ্রন্থের পৃঃ ৭৩ এর রেফারেন্স দিয়েছেন। অথচ একিতাবে তিনি হাদীসটিকে 'জাল' বলা তো দূরের কথা, হাদীসটিকে উল্লেখও করেননি। একজনের নামে মিথ্যা অপবাদ, তার উপর আবার মিথ্যা রেফারেন্স ! এতবড় মিথ্যা লিখতে একটুও হাত কাঁপলো না লেখকের !!

লেখক তার মন্তব্যকে শক্তিশালী করতে আবার শায়খ আলবানী রহঃ কৃত "সিলসিলা যঈফাহ" গ্রন্থের ফোরেন্সও দিয়েছেন। অথচ শায়খ আলবানী রহঃ কোথাও একথা বলেননি যে, **"আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহঃ উক্ত বর্ণনাকে জাল বলেছেন।"** অতএব শায়খ আলবানী রহঃ এর নামেও লেখক মিথ্যা অপবাদ রটালেন।

পাঠক! সত্য কথা হলো, মোল্লা আলী ক্বারী রহঃ উল্লেখিত হাদীসকে 'জাল' বলেননি। বরং তিনি অযুতে ঘাড় মাসেহ করার পক্ষতাবলম্বন করেছেন। শুধু তাই নয়, ঘাড় মাসেহ করার সপক্ষে অপর একটি হাদীস সম্পর্কে ইমাম নববী রহঃ এর "হাদীসটি জাল" বলা মন্তব্যকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেই হাদীসটি তিনি তার 'আল-আসরারুল মারফূআহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হলোঃ

مَسْحُ الرُّقْبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغِلِّ.

'ঘাড় মাসেহ করলে বেড়ী থেকে নিরাপদ থাকবে'।

অতঃপর আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহঃ বলেন-

وقال القاري: حديث مسح الرقبة أمان من الغل. قال النووي في شرح المهذب: إنه موضوع. قلت: لكن رواه أبو عبيد عن موسى بن طلحة أنه قال من مسح قفاه مع رأسه وقي من الغل. وهو موقوف لكنه في حكم المرفوع إذ لا يقال بالرأي . ويقويه ما روي مرفوعا من مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف. والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا. ولذا قال أئمتنا إن مسح الرقبة مستحب أو سنة. الأسرار المرفوعة (٣٠٥) كشف الخفاء (٢٠٨/٢)

ইমাম নববী রহঃ শরহুল মুহাযযাব গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি 'জাল'। কিন্তু হাদীসটি ইমাম আবু উবাইদ রহঃ মুসা ইবনে তালহা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন- **যে ব্যক্তি অযুতে মাথার সাথে গর্দান মাসেহ করবে, সে কিয়ামতের দিন গলায় বেড়ি পরানো থেকে মুক্ত থাকবে।** হাদীসটি মাওকূফ কিন্তু মারফূ এর হুকুমে। কেননা, এধরনের সংবাদ রাসূল সাঃ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না। এ হাদীসকে শক্তিশালী করে গ্রহণযোগ্য করে তুলে হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ এর হাদীসটি, যা ইমাম দায়লামী রহঃ যঈফ সনদে সংকলন করেছেন। আর এব্যাপারে সকলেই একমত যে, ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের উপর আমল করা হবে। একারণে আমাদের ইমামগণ বলেন, অযুতে ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব বা সুন্নত। দেখুনঃ আল-আসরারুল মারফূআহ- ৩০৫, কাশফুল খফা ২/২০৮।

পাঠক! আশা করি, লেখকের মিথ্যাচার উন্মোচন হতে আর বাকি নেই। কথায় আছে, একটা মিথ্যা ঢাকতে অনেক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কথাটি বাস্তব। লেখকও তাই করেছেন। হাদীসটিকে 'জাল' বানাতেই হবে, যেভাবেই হোক। এমন উদ্দেশ্যে লেখক একের পর এক মিথ্যাচার করে গেছেন, এতে মোটেও তার অন্তরাত্মা কাঁপেনি। এবার তিনি সনদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েও মিথ্যাচার করেছেন।

হাদীসটিকে জাল বানাতে লেখক আরো বলেনঃ

উক্ত বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনু আমর আল-আনছারী ও মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে মুহাররম নামের দু'জন রাবী ত্রুটিপূর্ণ।[৮৭] মুহাদ্দিছগণ তাদেরকে দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(৮৭) হাদীসটির সনদ সম্পর্কে লেখক এখানে বলছেন, **“উক্ত বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনু আমর আল-আনছারী ও মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে মুহাররম নামের দু’জন রাবী ত্রুটিপূর্ণ।”**

পাঠক! এর সনদে **‘মুহাম্মদ ইবনে আমর আল-আনসারী’** নামক রাবী থাকলেও কিন্তু **‘মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাররম’** নামক কোন রাবী নেই। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে হাদীসটির সনদ নিচে উল্লেখ করে দিলামঃ **ইমাম আবু নুআইম রহঃ বলেন-**

حدثنا محمد بن أحمد بن محمد، ثنا عبد الرحمن بن داود، ثنا عثمان بن خرزاذ، ثنا عمرو بن محمد بن الحسن المكتب، ثنا محمد بن عمرو بن عبيد الأنصاري، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر.

অনুবাদঃ আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **‘মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ’।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **‘আব্দুর রহমান ইবনে দাউদ’।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **‘উসমান ইবনে খারযায’।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **‘আমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান’।** তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, **‘মুহাম্মদ ইবনে আমর আল-আনসারী’।** তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন, **‘আনাস ইবনে সীরীন’** থেকে। আনাস ইবনে সীরীন হাদীসটি বর্ণনা করেন হযরত **‘ইবনে ওমর’** রদ্বিঃ থেকে। **দেখুনঃ** আখবারু ইসবাহান- ৭/৫৩,

পাঠক! দেখতেই পাচ্ছেন, সনদের কোথাও **‘মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাররম’** নামক রাবী নেই। তারপরেও লেখক মিথ্যাচার করলেন শুধু এজন্য যে, হাদীসটিকে ‘জাল’ বানাতে হবে। অথচ এর ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে একটুও চিন্তা করলেন না।

লেখক তার মন্তব্যকে শক্তিশালী করতে শায়খ আলবানী রহঃ কৃত **“সিলসিলা যঈফাহ ১/১৬৯ পৃঃ”** এর রেফারেন্স দিয়েছেন। অথচ শায়খ আলবানী রহঃ কোথাও একথা বলেননি যে, এর সনদে **‘মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাররম’** নামক রাবী আছে। তাহলে স্পষ্ট, মিথ্যা ঢাকতেই তার এই মিথ্যা রেফারেন্স। লেখক এতেও ক্ষান্ত হননি, তিনি আমরণ চাপাবাজি চালিয়ে গেছেন। **অবশেষে ধাপ্পাবাজি করে তিনি আরো বলেনঃ**

উল্লেখ্য যে, ঘাড় মাসাহ করা সম্পর্কে এ ধরনের মিথ্যা বর্ণনা আরো আছে। এর দ্বারা প্রতারিত হওয়া যাবে না। বরং ঘাড় মাসাহ করার অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে।(৮৮)

(৮৮) লেখক বরাবরই দাবি করে আসছেন যে, 'ঘাড় মাসেহ করার হাদীসগুলো জাল এবং ঘাড় মাসেহ করার অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে।' কিন্তু সত্যটা এর বিপরীত। ঘাড় মাসেহ করার সপক্ষে অনেক সহীহ হাদীস আছে এবং অযুতে ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব। এখানে আমি কয়েকটা সহীহ ও আমলযোগ্য হাদীস উল্লেখ করে দেখাব। এতে লেখকের মিথ্যাচার প্রকাশ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ !

হযরত ইয়াহইয়া রহঃ বলেন-

عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء. ثم وصف وضوءه عليه السلام وقال فيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. رواه البخاري (١٨٣)

অনুবাদঃ **এক লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদকে বললো, আপনি কি দেখাতে পারবেন যে, রাসূল সাঃ এর অযু কেমন ছিল ? আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বললেন, হ্যাঁ দেখাতে পারবো। তখন তিনি অযুর পানি নিলেন, অতঃপর রাসূল সাঃ এর অযু কেমন ছিল হুবহু অযু করে তা দেখালেন। অযুতে মাথা মাসেহের সময় তিনি দুই হাত মাথার সামনে থেকে নিয়ে মাসেহ করতে করতে পিছনে নিলেন, এমনকি ঘাড় সহ মাসেহ করে নিলেন। অতঃপর সেখান থেকে মাসেহ করতে করতে দুই হাত আবার সামনে নিয়ে আসলেন**। হাদীসটি সহীহ। দেখুনঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১৮৩,

হযরত মিকদাম রাদ্বিঃ বলেন-

عن المقدام بن معديكرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. حديث صحيح. رواه أبوداود (١٢٢) والبيهقي في الكبرى (٢٧٥) والطبراني في الكبير (٣٧٨/١٩، ٢٧٧/٢٠) والطحاوي في المعاني (١٣٤)

অনুবাদঃ **আমি রাসূল সাঃ কে অযু করতে দেখেছি। অযুতে যখন তিনি মাথা মাসেহ করেন, তখন দুই হাত মাথার সামনে বসান। অতঃপর মাসেহ করতে করতে হাত পিছনে নিয়ে যান, এমনকি ঘাড় সহ মাসেহ করে নেন। অতঃপর সেখান থেকে মাসেহ করতে করতে দুই হাত আবার সামনে নিয়ে আসেন, যেখান থেকে তিনি মাসেহ শুরু করেছেন।** হাদীসটি সহীহ। **দেখুনঃ** সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-১২২।

হযরত আবু আযহার রহঃ বলেন-

عن أبي الأزهر عن معاوية، انه ذكر لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه مسح رأسه بغرفة من ماء حتى يقطر الماء من رأسه أو كاد يقطر. وانه أراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي بدأ منه. رواه أحمد (١٦٨٥٤) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: صحيح لغيره. والطحاوي في المعاني (١٢٥)

হযরত মুআবিয়া রদ্বিঃ রাসূল সাঃ এর অযু করে দেখালেন। অযুতে যখন তিনি মাথা মাসেহ করলেন তখন দুই হাত মাথার সামনে বসালেন, অতঃপর মাসেহ করতে করতে হাত পিছনে নিয়ে গেলেন, এমনকি ঘাড় সহ মাসেহ করে নিলেন। অতঃপর সেখান থেকে মাসেহ করতে করতে দুই হাত আবার সামনে নিয়ে আসলেন, যেখান থেকে তিনি মাসেহ শুরু করেছিলেন। দেখুনঃ শরহে মাআনীল আসার, হাদীস নং-১২৫, হাদীসটি সহীহ। দেখুনঃ শায়খ আরনাউত রহঃ এর তাহকীককৃত মুসনাদে আহমাদ, হাঃ ১৬৮৫৪।

হযরত ক্বাসেম রহঃ বলেন-

وعن القاسم بن محمد الثقفي أن معاوية أراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم بلع بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي بدأ منه. رواه الطبراني في الكبير.

হযরত মুআবিয়া রদ্বিঃ তাদেরকে রাসূল সাঃ এর অযু করে দেখালেন। অযুতে যখন তিনি মাথা মাসেহ করলেন তখন দুই হাত মাথার সামনে বসালেন, অতঃপর মাসেহ করতে করতে হাত পিছনে নিয়ে গেলেন, এমনকি ঘাড় সহ মাসেহ করে নিলেন। অতঃপর সেখান থেকে মাসেহ করতে করতে দুই হাত আবার সামনে নিয়ে আসলেন, যেখান থেকে তিনি মাসেহ শুরু করেছিলেন। দেখুনঃ ইমাম তাবরানীর মু'জামুল কাবীর- ১৫/২৫৯, হাদীসটি সহীহ। দেখুনঃ শায়খ আরনাঊত রহঃ এর তাহকীককৃত মুসনাদে আহমাদ, হাঃ ১৬৮৫৪।

হযরত মুসা ইবনে তালহা রহঃ বলেন-

عن موسى بن طلحة قال: من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة. رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور (٣٨٤/١) رجاله كلهم ثقات.

অনুবাদঃ **হযরত মুসা ইবনে তালহা রহঃ বলেন, যে ব্যক্তি অযুতে মাথার সাথে গর্দান মাসেহ করবে, সে কিয়ামতের দিন গলায় বেড়ি পরানো থেকে মুক্ত থাকবে।** হাদীসটি সহীহ এবং এর সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। হাদীসটি সম্পর্কে এই অধ্যায়ের শুরুতে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।

তবে এ মর্মের একটি হাদীসকে ইমাম নববী যঈফ বলেছেন। এবং অনেক মুহাদ্দীস ইমাম তার এ মন্তব্যের সমালোচনাও করেন। **যেমন ইমাম নববী রহঃ বলেন-**

مسح الرقبة أمان من الغل. أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث عمر وهو ضعيف. شرح الوجيز للرافعي (٤٣٤/١) مغني المحتاج (٢٧٤/١)

অনুবাদঃ **ঘাড় মাসেহ করলে বেড়ী থেকে নিরাপদ থাকবে।** হাদীসটি যঈফ। এটি ইমাম দায়লামী রহঃ হযরত ওমর রদ্বিঃ থেকে সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** শরহুল ওয়াযীজ- ১/৪৩৪, মুগনীল মুহতাজ- ১/২৭৪।

তার এ মন্তব্যের প্রতিবাদে মোল্লা আলী ক্বারী রহঃ বলেন-

وقال القاري: حديث مسح الرقبة أمان من الغل. قال النووي في شرح المهذب: إنه موضوع. قلت: لكن رواه أبو عبيد عن موسى بن طلحة أنه قال من مسح قفاه مع رأسه وقي من الغل . وهو موقوف لكنه في حكم المرفوع إذ لا يقال بالرأي . ويقويه ما روي مرفوعا من مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف. والضعيف يعمل به في

فضائل الأعمال اتفاقا. ولذا قال أئمتنا إن مسح الرقبة مستحب أو سنة. الأسرار المرفوعة (٣٠٥) كشف الخفاء (٢٠٨/٢).

অনুবাদঃ ইমাম নববী রহঃ শরহুল মুহাযযাব গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি ‘জাল’। কিন্তু হাদীসটি ইমাম আবু উবাইদ রহঃ মুসা ইবনে তালহা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন- **যে ব্যক্তি অযুতে মাথার সাথে গর্দান মাসেহ করবে, সে কিয়ামতের দিন গলায় বেড়ি পরানো থেকে মুক্ত থাকবে।** হাদীসটি মাওকূফ কিন্তু মারফূ এর হুকুমে। কেননা, এধরনের সংবাদ রাসূল সাঃ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না। এ হাদীসকে শক্তিশালী করে গ্রহণযোগ্য করে তুলে ইবনে ওমর রদ্বিঃ এর হাদীসটি, যা ইমাম দায়লামী রহঃ যঈফ সনদে সংকলন করেছেন। আর এব্যাপারে সকলেই একমত যে, ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের উপর আমল করা হবে। একারণে আমাদের ইমামগণ বলেন, অযুতে ঘাড় মসেহ করা মুস্তাহাব বা সুন্নত। **দেখুনঃ** আল-আসরারুল মারফূআহ- ৩০৫, কাশফুল খফা ২/২০৮,

আর আমল সংক্রান্ত যঈফ হাদীসের ব্যাপারে খোদ ইমাম নববী’ই বলেন-

وقال النووي الشافعي: ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعبه في غير صفات الله تعالى والأحكام. تدريب الراوي (٣٥٠)

অনুবাদঃ আহলে হাদীস ও অন্যান্য উলামাদের মতে ‘জাল’ হাদীস ব্যতীত যঈফ হাদীসের উপর আমল, বর্ণনা ও শিথিলতা প্রদর্শন করা বৈধ। তবে আল্লাহ তায়ালার সিফাত ও আহকামের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য না। **দেখুনঃ** তাদরীবুর রাবী- ১/২৯৮।

পাঠক! হাদীসটি ফযীলত সংক্রান্ত, অতএব এর সনদ যঈফ হলেও তার উপর আমল করাতে কোন সমস্যা নেই। তাছাড়া এর সপক্ষে সহীহ হাদীসও রয়েছে।

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রদ্বিঃ থেকে বর্ণিত,

وعن وائل بن حجر قال في حديث طويل في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثم مسح رقبته. رواه الطبراني في الكبير (١١٨)

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রদ্বিঃ রাসূল সাঃ এর অযুর বিবরণ দিতে গিয়ে একটি হাদীসে বলেন- অতঃপর তিনি ঘাড় মাসেহ করলেন। হাদীসটি ইমাম তাবরানী রহঃ তার

‘কাবীর’ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদ যঈফ, কিন্তু ঘাড় মাসেহ করার সপক্ষে অন্যান্য সহীহ থাকায় এর দুর্বলতায় কোন সমস্যা নেই। তাছাড়া হাদীসটি ফযীলত সংক্রান্ত, আর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস যঈফ হলেও তার উপর আমল করা হবে। দেখুনঃ তাদরীবুর রাবী- ১/২৯৮, আত-তিবইয়ান ফি আদাবি হামলাতিল কুরআন- ১/১৪, আত-তাক্করীব ওয়াত-তাইসীর ১/৪৮, ইয়াসআলূনাকা- ৫/১৯২, আন-নুকাত আলা ইবনিস সালাহ- ১/১৩১, ইজাহুদ দালীল- ১/৪৬।

হযরত কা’ব ইবনে আমর রদ্বিঃ বলেন-

عن كعب بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح باطن لحيته وقفاه. رواه الطبراني في الكبير (١٨١/١٩) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٢٦٨)

আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে অযু করার সময় দাড়ির পার্শ্ব এবং ঘাড় মাসেহ করতে দেখেছি। হাদীসটি ইমাম তাবরানী রহঃ তার ‘কাবীর’ গ্রন্থে এবং ইমাম আবু নুআইম রহঃ তার ‘মা’রিফাতুস সহাবা’ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদ যঈফ, কিন্তু ঘাড় মাসেহ করার সপক্ষে অন্যান্য সহীহ থাকায় এর দুর্বলতায় কোন সমস্যা নেই। তাছাড়া হাদীসটি ফযীলত সংক্রান্ত, আর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস যঈফ হলেও তার উপর আমল করা হবে। দেখুনঃ তাদরীবুর রাবী- ১/২৯৮, আত-তিবইয়ান ফি আদাবি হামলাতিল কুরআন- ১/১৪, আত-তাক্করীব ওয়াত-তাইসীর ১/৪৮, ইয়াসআলূনাকা- ৫/১৯২, আন-নুকাত আলা ইবনিস সালাহ- ১/১৩১, ইজাহুদ দালীল- ১/৪৬।

হযরত মুজাহিদ রহঃ বলেন-

عن مجاهد عن ابن عمر، أنه كان إذا مسح رأسه مسح قفاه مع رأسه. رواه البهقي في الكبرى (٢٨٢)

হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ অযুতে মাথা মাসেহ করার সময় সাথে তার গর্দানও মাসেহ করতেন। হাদীসটি বায়হাকী রহঃ ‘কাবীর’ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

وعن علي في حديث طويل وفيه: أنه لما مسح رأسه مسح عنقه، وقال لصاحبه بعد فراغه من الطهور: افعل كفعالي هذا. ورواه في التجريد. نيل الأوطار (٣٤٢/١)

অনুবাদঃ হযরত আলী রদ্বিঃ অযুতে মাথা মাসেহ করে তার গর্দানও মাসেহ করলেন। অতঃপর অযু শেষে তার সাথীকে বললেন, অমি যেভাবে অযু করলাম ঠিক সেভাবেই তুমি অযু করবে। **দেখুনঃ** নায়লুল আওতার- ১/৩৪২।

হযরত তালহা তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন-

وحدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طلحة عن أبيه عن جده، أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه هكذا؛ وأمر حفص بيديه على رأسه حتى مسح قفاه. رواه ابن أبي شيبة (١٥٠) وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة هكذا حتى بلغ القذال. رواه أحمد (١٥٩٩٣) وأبو داود (١٣٢) والطبراني في الكبير (٤٠٧) والبيهقي في الكبرى (٢٨١) وفي المعرفة (٤٥١٧) والطحاوي (١٢٤)

অনুবাদঃ **আমি রাসূল সাঃ কে অযু করতে দেখেছি। অযুতে তিনি মাথা এভাবে মাসেহ করেছেন। অতঃপর রাসূল সাঃ এর অযুর পদ্ধতি বাস্তবে দেখাতে রাবী তার দু'হাত মাথায় রেখে মাসেহ করতে করতে পিছনের দিকে নিলেন এবং গর্দানও মাসেহ করলেন।** হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি শায়বা রহঃ সংকলন করেন। অপর এক রেওয়ায়েতে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত আছে যে, **তিনি মাথা এভাবে একবার মাসেহ করলেন। মাসেহ করতে করতে হাত পিছনের দিকে নিলেন, এমনকি 'ঘাড়' সহ মাসেহ করলেন।** হাদীসটি সংকলন করেন ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, তাবরানী, বায়হাকী ও ইমাম ত্বহাবী রহঃ।

হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة. رواه أبو الحسين أحمد بن فارس، وقال الروياني: هذا حديث صحيح إن شاء الله. البدر المنير (٢٢٣/٢) نيل الأوطار (٢٩٤/١)

অনুবাদঃ **যে ব্যক্তি অযুতে গর্দান মাসেহ করবে, সে কিয়ামতের দিন গলায় বেড়ি পরানো থেকে মুক্ত থাকবে।** হাদীসটি সংকলন করেন ইমাম আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনে ফারেস। ইমাম রুইয়ানী রহঃ বলেন, হাদীসটি সহীহ ইনশাআল্লা ! দেখুনঃ ইমাম ইবনে রাসলান রহঃ এর 'শরহে সুনানে আবু দাউদ'- ২/৭২, আল-বাদরুল মুনীর- ২/২২৩, তালখীসুল হাবীর- ১/২৮৮, নায়লুল আওতার- ১/২৯৪। এর সনদে সকল রাবী

নির্ভরযোগ্য। শুধু ‘ফুলাইহ্ ইবনে সুলাইমান’ নামক রাবীর ব্যাপারে কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করলেও ইমাম ইবনে আদী রহঃ বলেন-

قال ابن عدي: هذا عندي لا بأس به، قد اعتمده البخاري

অনুবাদঃ আমি মনে করি, ফুলাইহ্ এর বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। তার বর্ণনায় ইমাম বুখারী রহঃ নির্ভর করেছেন। **দেখুনঃ** সিআরু আ’লামিন নুবালা- ৭/৩৫১, তাহযীবুত তাহযীব- ৭/২১৫, তহযীবুল কামাল- ২৩/৩২১।

এবং ইমাম দারাকুতনী রহঃ বলেন-

قال الدار قطني: يختلفون في فليح، ولا بأس به.

অনুবাদঃ মুহাদ্দিসগণ ফুলাইহ্ এর ব্যাপারে ইখতেলাফ করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। **দেখুনঃ** সিআরু আ’লামিন নুবালা- ৭/৩৫১, তাহয়ীবুত তাহযীব- ৭/২১৫, মীযানুল ই’তিদাল- ২/২৪৮।

এবং ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহঃ বলেন-

وفليح هذا أخرج له الشيخان

অনুবাদঃ আর ফুলাইহ্ এর হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহঃ সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** আল-বাদরুল মুনীর- ২/২২৩।

এছাড়াও ইমাম তিরমিযী রহঃ ফুলাইহ্ এর হাদীসকে ‘হাসান সহীহ’ বলেছেন। **দেখুনঃ** জামেউত তিরমিযী- হাদীস নং ২৭০। অতএব হাদীসটি সহীহ। ফুলাইহ্ এর কারণে হাদীসটিকে ‘ত্রুটিযুক্ত’ বলা বোকামী ছাড়া আর কিছু না। বিশেষ করে যেহেতু হাদীসটির সপক্ষে অন্যান্য হাদীসের সমর্থন রয়েছে।

হযরত আনাস ইবনে সিরীন রহঃ বলেন-

وعن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من توضأ ومسح عنقه، لم يغل بالأغلال يوم القيامة. أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان. صحيح بشواهده، فيه محمد بن عمرو الأنصاري، هو

ضعيف عند الأكثر، ووثقه ابن حبان. وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر: الثقات لابن حبان (٤٤٣٨)

অনুবাদঃ **হযরত ওমর রদ্বিঃ অযুতে গর্দান মাসেহ করতেন। এবং বলতেন, রাসুল সাঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি অযুতে গর্দান মাসেহ করবে কিয়ামতের দিন তাকে বেড়ি পরানো হবে না।** হাদীসটি ইমাম আবু নুআইম রহঃ তার 'তারিখে ইসবাহান' গ্রন্থে সংকলন করেনে। হাদীসটি অন্যান্য হাদীসের সমর্থনে সহীহ। এর সনদে 'মুহাম্মদ ইবনে আমর আনসারী' নামক একজন রাবী রয়েছে, তাকে অনেকে 'যঈফ' বলেছেন। কিন্তু ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে 'নির্ভযোগ্য' বলেছেন। তাছাড়া এর সকল রাবী সহীহ এর মানদণ্ডে উত্তির্ণ। দেখুনঃ 'কিতাবুস সিকাত' (৪৪৩৮)। হাদীসটি সম্পর্কে পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।

আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালনী রহঃ বলেন-

قال الحافظ: وقال أصحابنا هو سنة، وأنا قرأت جزءا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده، عن فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ومسح بيديه على عنقه، وقي الغل يوم القيامة (١٦٧/١).

অনুবাদঃ আমাদের উলামাগণ বলেছেন, অযুতে গর্দান মাসেহ করা সুন্নত। এবং আমি নিজে এক কিতাবে গর্দান মাসেহ করতে হবে মর্মে হাদীস পড়েছি। হাদীসটি সংকলন করেছেন, ইমাম আবুল হুসাইন ইবনে ফারেস রহঃ। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন 'ফুলাইহ্ ইবনে সুলাইমান' থেকে। তিনি বর্ণনা করেন 'নাফে' থেকে। তিনি বর্ণনা করেন হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ থেকে। হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেন- **যে ব্যক্তি অযুতে গর্দান মাসেহ করবে, সে কিয়ামতের দিন গলায় বেড়ি পরানো থেকে মুক্ত থাকবে।** দেখুনঃ আত-তালখীসুল হাবীর- ১/১৬৭।

আহলে হাদীস আলেম আল্লামা শাওকানী রহঃ বলেন-

قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار: وبجميع هذا تعلم أن قول النووي: مسح الرقبة بدعة وأن حديثه موضوع. مجازفة! وأعجب من هذا قوله: ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب.! وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة. فإنه قال الروياني من أصحاب الشافعي في كتابه المعروف بالبحر ما لفظه: قال أصحابنا هو سنة. وتعقب النووي أيضًا ابن الرفعة، بأن البغوي وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه. قال: ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه (٣٤٢/١).

অনুবাদঃ এসমস্ত হাদীস থেকে এটা স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, ইমাম নববী শাফেঈ রহঃ এর মন্তব্য **"গর্দান মাসেহ করা বিদআত এবং এর হাদীসটি জাল"** একথা একেবারেই মনগড়া। আমি আরো আশ্চরয হই যে, তিনি বলেছেন- ইমাম শাফেঈ রহঃ এবং তার জুমহূর অনুসারী কেউ নাকি বলেননি যে, গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব। অথচ ইমাম ইবনুল ক্বাস শাফেঈ রহঃ সহ কিছ সংখ্যাক শাফেঈ উলামাও বলেছেন, অযুতে গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব। এবং ইমাম রুইয়ানী শাফেঈ রহঃ তার 'বাহার' নামক গ্রন্থে বলেছেন, আমাদের শাফেঈ উলামাগণ বলেন- অযুতে গর্দান মাসেহ করা সুন্নত। এবং ইমাম ইবনে রাফআ শাফেঈ রহঃও ইমাম নববী শাফেঈ রহঃ এর এই অলীক মন্তব্য অস্বীকার করে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছেন। কেননা ইমাম বাগাবী শাফেঈ রহঃ যিনি হাদীসের একজন ইমাম, তিনি বলেছেন, অযুতে গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব। কারণ মুস্তাহাব আমল তো কোন একটি হাদীস বা আসার থেকেই প্রমাণিত হয়। আর এধরনের কথা রাসূল সাঃ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে বলা সম্ভব না। **দেখুনঃ** নায়লুল আওতার- ১/৩৪২।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহঃ বলেন-

وقال القاري: لكن روى أبو عبيد عن موسى بن طلحة أنه قال من مسح قفاه مع رأسه وقي من الغل . وهو موقوف لكنه في حكم المرفوع إذ لا يقال بالرأي . ويقويه ما رواه في مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعا بسند ضعيف بلفظ من توضأ ومسح يديه على عنقه أمن من الغل يوم القيامة ، ولذا قال أئمتنا مسح الرقبة مستحب أو سنة. كشف الخفاء (٢/٢٠٨).

অনুবাদঃ কিন্তু হাদীসটি ইমাম আবু উবাইদ রহঃ মুসা ইবনে তালহা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন- **যে ব্যক্তি অযুতে মাথার সাথে গর্দান মাসেহ করবে, সে কিয়ামতের দিন গলায় বেড়ি পরানো থেকে মুক্ত থাকবে।** হাদীসটি মাওকূফ কিন্তু মারফূ এর হুকুমে। কেননা, এধরনের সংবাদ রাসূল সাঃ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না। এ হাদীসকে শক্তিশালী করে গ্রহণযোগ্য করে তুলে হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ এর হাদীসটি, যা ইমাম দায়লামী রহঃ যঈফ সনদে সংকলন করেছেন। আর এব্যাপারে সকলেই একমত যে, ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের উপর আমল করা হবে। একারণে আমাদের ইমামগণ

বলেন, অযুতে ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব বা সুন্নত। **দেখুনঃ** আল-আসরারুল মারফূআহ-১/৩০৫, কাশফুল খফা ২/২০৮।

قلت: وأنه سنة أيضا عند الغزالي الشافعي. الوسيط (٢٨٨/١)

অনুবাদঃ ইমাম গাযালী শাফেঈ রহঃ এর মতেও অযুতে গর্দান মাসেহ করা সুন্নত। **দেখুন** আল-ওয়াসীত- **১/২৮৮।**

ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী শাফেঈ রহঃ বলেন-

وقيل في تحفة المحتاج في شرح المنهاج قول النووي: إنه بدعة، وخبر: مسح الرقبة أمان من الغل، موضوع. لكنه متعقب بأن الخبر ليس بموضوع اهـ.

ইমাম কুরদী রহঃ বলেন-

الكردي: والحاصل أن المتأخرين من أئمتنا قد قلدوا النووي في كون الحديث لا أصل له ولكن كلام المحدثين يشير إلى أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فالذي يظهر للفقير أنه لا بأس بمسحه (٤٩/١).

অনুবাদঃ **"হাদীসটি জাল" এ কথার উপর আমাদের পরবর্তী ইমামগণ ইমাম নববী'র তাকলীদ করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কেরামের বক্তব্য এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, হাদীসটির অনেক সনদ ও সমর্থন রয়েছে। যার ভিত্তিতে হাদীসটি 'হাসান' এর মরযাদা লাভ করে। অতএব প্রত্যাশীদের জন্য স্পষ্ট হলো, ঘাড় মাসেহ করাতে কোন সমস্যা নেই।** দেখুনঃ হাওয়াশীশ শারওয়ানী- **১/২৪১।**

وقيل في فقه الإمام أحمد بن حنبل: وذكر القاضي وغيره أن فيه رواية أخرى أنه مستحب. واحتج بعضهم أن في خبر ابن عباس: امسحوا أعناقكم مخافة الغل. والذي وقفت عليه عن أحمد في هذا أن عبد الله قال : رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه (١١٧/١) المغني لابن قدامة (٨٨/١).

ইমাম ইরাকী রহঃ বলেন-

قال العراقي نعم ورد مسح الرقبة من حديث وائل بن حجر في صفة وضوء النبي أخرجه الطبراني والبزار في الكبير بسند لا بأس به والله أعلم

অনুবাদঃ হ্যাঁ, অযুতে রাসূল সাঃ ঘাড় মাসেহ করেছেন মর্মে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রদ্বিঃ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি ইমাম বাযযার রহঃ সংকলন করেছেন। এবং ইমাম তাবরানী রহঃ তার 'কাবীর' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এর সনদে কোন সমস্যা নেই। **দেখুনঃ** খুলাসাতু তাহযীবিল কামাল ১/৭৮২, তানযীহুশ শারীআহ- ২/৮৫।

আহলে হাদীস আলেম নবাব সিদ্দীক হাসান খান রহঃ বলেন, অযুতে গর্দান মাসেহ করাকে বিদআত বলা ভুল। 'তালখীসুল হাবীর' গ্রন্থের উপরোক্ত রেওয়ায়েত এবং এ বিষয়ের অন্যান্য রেওয়ায়েত গর্দান মাসেহ করার সপক্ষে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া এর বিপরীতে কোন বক্তব্য হাদীসে আসেনি। **দেখুনঃ** বুদুরুল আহিল্লাহ- ১/২৮।

২০ তম অনুচ্ছেদে লেখক বলেনঃ

(২৫) ওযূর পরে সূরা ক্বদর পড়া

ওযূর পর সূরা ক্বদর পড়া যাবে না। উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ওযূর পর 'ইন্না আনযালনা-হু ফী লায়লাতিল ক্বাদরি' অর্থাৎ সূরা ক্বদর একবার পাঠ করবে সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যে দুই বার পাঠ করবে তার নাম শহীদদের দফতরে লিখা হবে এবং যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে আল্লাহ তাকে নবীদের সাথে হাশর-নাশর করাবেন।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল। এর কোন সনদই নেই।(৮৯)

(৮৯) লেখকের কথা সত্য নয়, এটা তার অজ্ঞতা। বরং এর সনদ রয়েছে। এর সনদ সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী মাক্কী রহঃ বলেন-

رواه الديلمي, وفي سنده مجهول والله أعلم.

অনুবাদঃ হাদীসটি ইমাম দায়লামী রহঃ সংকলন করেছেন। এর সনদে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে। **দেখুনঃ** ফাতাওয়া কুবরা, ১/১৭০।

এবং আল্লামা ইমাম সুয়ূতী রহঃ বলেন-

روى الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي عبيدة عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قرأ في أثر وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء" وأبو عبيدة مجهول.

অনুবাদঃ হাদীসটি ইমাম দায়লামী রহঃ তার 'ফিরদাউস' নামক গ্রন্থে রাবী 'আবু উবাইদা' এর সূত্রে সংকলন করেছেন। আবু উবাইদা বর্ণনা করেন 'হাসান' থেকে। হাসান বর্ণনা করেন হযরত আনাস রদ্বিঃ থেকে। আনাস রদ্বিঃ বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন। **যে ব্যক্তি অযুর পর 'ইন্না আনযালনা-হু ফী লায়লাতিল ক্বাদরি' অর্থাৎ সূরা ক্বদর একবার পাঠ করবে সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যে দুই বার পাঠ করবে তার নাম শহীদদের দফতরে লিখা হবে এবং যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে আল্লাহ তাকে নবীদের সাথে হাশর-নাশর করাবেন।** অতঃপর ইমাম সুয়ূতী রহঃ বলেনে, কিন্তু রাবী 'আবু উবাইদা' এর পরিচয় পাওয়া যায় না। **দেখুনঃ** আল-হাবী লিল ফাতাওয়া ১/৫০০,

উল্লেখ্য যে, সনদের রাবী অপরিচিত হলে হাদীসকে 'জাল' বলা হয় না। বরং যঈফ বলা হয়। অতএব এ হাদীসকেও 'জাল' বলা হবে না। বরং যঈফ বলা হবে। লেখকের মন্তব্য "হাদীসটি জাল", এ কথা সত্য হতো যদি এর সনদ না থকতো। কিন্তু যেহেতু এর সনদ রয়েছে, তাই লেখক মুযাফফরের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

২৬ অনুচ্ছেদে লেখক বলেনঃ

(২৬) রক্ত বের হলে ওযূ ভেঙ্গে যায়

শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়।[৯০]

(৯০) লেখকের এমন্তব্য সঠিক নয়। বরং সঠিক এটাই যে, শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া অযু ভঙ্গের কারণ। এর সপক্ষে সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস রয়েছে, তা পেশ করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ! আগে লেখকের মন্তব্যগুলো দেখে নেই।

অতঃপর তিনি বলেনঃ

রক্ত বের হলে ওযূ করতে হবে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ قَالَ تَمِيْمُ الدَّارِيُّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ρ الوضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ.

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয তামীম দারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক প্রবহমান রক্তের কারণেই ওযূ করতে হবে।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[৯১] ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) বলেন, ওমর ইবনু আব্দুল আযীয তামীম দারীর নিকট থেকে শুনেননি। আর ইয়াযীদ ইবনু খালেদ ও ইয়াযীদ ইবনু মুহাম্মাদ দুইজনই অপরিচিত।

(৯১) লেখকের উল্লেখিত এই হাদীসের সনদ যদিও যঈফ, কিন্তু অনেকে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। **দেখুনঃ** ই'লাউস সুনান- ১/১৫৪, তাছাড়াও এ হাদীসটি হুবহু একই শব্দে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রদিঃও বর্ণনা করেছেন। **যেমন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রদ্বিঃ বলেন-**

عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل

অনুবাদঃ **রাসূল সাঃ বলেন, প্রত্যেক প্রবহমান রক্তের কারণেই অযু করতে হবে।** দেখুনঃ ইমাম ইবনে আদী রহঃ এর আল কামিল- ২/৭৮।

হাদীসটি সহীহ। এর সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। শুধু **'আহমাদ ইবনে ফারজ'** নামক একজন রাবীর ব্যাপারে কেউ বিরূপ মন্তব্য করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্ভরযোগ্য। **যেমন ইমাম কাশমীরী রহঃ বলেন-**

والحديث عندي قوي إلا أن في سنده أحمد بن الفرج، وأخرج عنه أبو عوانة في صحيحه، وقد اشترط أن يخرج الصحاح في صحيحه وحديث الباب لم يحكم عليه المصنف بشيء وصححه ابن مندة

অনুবাদঃ আমার মতে হাদীসটি শক্তিশালী। এর সনদে **'আহমাদ ইবনে ফারজ'** নামক একজন রাবী রয়েছে। তার হাদীস ইমাম আবু আওয়ানা রহঃ তার সহীহ হাদীসের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার সে গ্রন্থে শর্ত করেছেন যে, সেখানে শুধু সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ করবেন। এবং তার হাদীসের ব্যাপারে তিনি কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি। এছাড়াও হাদীসটিকে ইমাম ইবনে মানদা রহঃ সহীহ বলেছেন। **দেখুনঃ** আরফুশ শাযী- ১/১২০, ফয়জুল বারী- ১/৪০৫।

তিনি এ হাদীস সম্পর্কে আরেক জায়গায় বলেন-

وفيه أحمد بن الفرج وقد أخرج عنه أبو عَوَانة في «صحيحه» فصار الحديث قوياً

অনুবাদঃ এর সনদে 'আহমাদ ইবনে ফারজ' নামক একজন রাবী রয়েছে। তার হাদীস ইমাম আবু আওয়ানা রহঃ তার সহীহ হাদীসের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতএব হাদীসটি শক্তিশালী। **দেখুনঃ** ফয়যুল বারী- ১/৪০৫।

এবং ইমাম ইবনে আবু হাতিম রহঃ বলেন-

كتبنا عنه ومحله عندنا الصدق

অনুবাদঃ আমরা **'আহমাদ ইবনে ফারজ'** এর থেকে হাদীস গ্রহণ করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে তিনি সত্যবাদী। **দেখুনঃ** মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ- ২/২৫৫, ফাতহুল ক্বাদীর- ১/৬৩।

পাঠক! আশা করি, আর সন্দেহ নাই যে, হাদীসটি সহীহ। এছাড়াও এমর্মে আরো অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। এর কিছু উল্লেখ করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ! আগে দেখে নেই, লেখকের চাপাবাজি কোথায় গিয়ে শেষ হয়।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

তাছাড়া রক্ত বের হওয়া অবস্থায় ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত আদায় করতেন।(৯২)

(৯২) লেখক এখানে কৌশলে মিথ্যাচার করেছেন। লেখকের মন্তব্যটি আবার লক্ষ্য করুন। তিনি এখানে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন, "তাছাড়া রক্ত বের হওয়া অবস্থায় **ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত আদায় করতেন।"** অথচ এমন ঘটনা শুধু একজন সাহাবীর ক্ষেত্রেই ঘটেছিল। তাও আবার অজানাবশত। তাছাড়া এর সনদেও রয়েছে দুর্বলতা। অনেক মুহাদ্দিস এর সনদকে যঈফ বলেছেন। কিন্তু লেখক এই একজন সাহাবীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সকল সাহাবীর উপর মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে দিলেন যে, **"রক্ত বের হওয়া অবস্থায় ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত আদায় করতেন।"** এটা কেবল লেখকের মিথ্যা কৌশল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রবাহিত রক্তের কারণে সাহাবায়ে কেরাম অযু করতেন। যার সপক্ষে রয়েছে ভুরিভুরি প্রমাণ। অতএব লেখকের এই মন্তব্য সামনে রেখে কিছুটা আলোকপাত করতেই হয়। আশা করা যায়, এতে লেখকের মুখোশ উন্মোচন হয়ে যাবে।

লেখকের এ মন্তব্যের জবাব আমি কয়েকটা পয়েন্টে দিব

একঃ- লেখক এমন্তব্য করে তার কথার দলীল হিসেবে টীকায় রেফারেন্স দিয়েছেনঃ **[4]. আবুদাউদ হা/১৯৮, ১/২৬ পৃঃ,** অতঃপর বলেছেনঃ **'সনদ হাসান।'** কিন্তু বাস্তব হলো, অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটির সনদকে যঈফ বলেছেন। কারণ এর সনদে **'আকীল'** নামক

একজন রাবী রয়েছে। সে মাজহূল, আর মাজহূল রাবীর বর্ণিত হাদীস যঈফ। এছাড়াও এর সনদে **“মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক”** নামক আরেকজন রাবী রয়েছে, অনেক ইমাম তাকেও যঈফ বলেছেন। **দেখুনঃ** বাজলুল মাজহূদ- ২/১১২। স্পষ্ট হলো যে, লেখকের মন্তব্যঃ **‘সনদ হাসান’** তা সঠিক নয়। বরং সঠিক হলো, এর সনদ যঈফ। আরো স্পষ্ট হলো যে, একটি যঈফ সনদকে লেখক চাপার জোরে হাসান হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন, শুধু নিজের স্বার্থ হাসিল করতে। যা একেবারেই অনুচিত। দ্বিতীয়ত কথা হলো, সহীহ হাদীসের বিপরীতে যঈফ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা সকলের মতেই নাজায়েয ও অবৈধ। কিন্তু লেখক এই নাজায়েয কাজটিই করেছেন। প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু ভেঙ্গে যায় মর্মে সহীহ হাদীসগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে তিনি এই যঈফ সনদে বর্ণিত হাদীসটি দ্বারাই দলীল পেশ করেছেন। এটা কেবল নিজের স্বার্থকে টিকাতে গিয়েই সম্ভব হয়েছে। কথায় আছে, ক্ষুধা লাগলে বিড়ালও ধান খায়! অনুরূপ স্বার্থ টিকাতে লেখক ‘মুযাফফর বিন মুহসিন’ও যঈফ সনদে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন !! লেখকের গোঁড়ামি দেখে খুব আশ্চরয হতে হয়! তিনি এই বইয়ের অনেক জায়গায় তার মতের বিরুদ্ধে গেছে বলে অনেক সুস্পষ্ট সহীহ হাদীসকে মিথ্যা অভিযোগে আক্রান্ত করে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এতে সামন্যও কর্পণ্য করেননি। আবার তিনিই শুধু নিজের গোঁড়ামিকে বাঁচাতে যঈফ সনদে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। এতেও তিনি সামন্য কর্পণ্য করেননি। অতএব লেখককে তার এই ভ্রান্ত মানসিকতা থেকে ফিরে আসা উচিত।

দুইঃ- এই মহুর্তে আমি মেনে নিলাম যে, লেখকের রেফারেন্সকৃত হাদীসটির সনদ হাসান। সাথে এটাও বলে রাখতে হয় যে, প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু ভেঙ্গে যায় মর্মে বর্ণিত হাদীস সহীহ। আর এটা লেখকও জানেন যে, হাসান হাদীসের চেয়ে সহীহ হাদীসের মূল্যায়ন ও গ্রহণযোগ্যতা অধিক বেশী। এবং হাসান ও সহীহ হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা গেলে, কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার গ্রহণযোগ্য কোন কারণ না থাকলে সহীহ হাদীসটির উপরই আমল করা অধিক যুক্তিসঙ্গত। অতএব প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু ভেঙ্গে যায় মর্মে বর্ণিত সহীহ হাদীস এ আমলের ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়ে গেল।

তিনঃ- লেখকের রেফারেন্সকৃত হাদীসটিতে **‘উবাদ ইবনে বাশার’** নামক সাহাবী নামাযরত অবস্থায় তীরের আঘাতপ্রাপ্ত হন। এতে তিনি রক্তাক্ত হলেও নামায ছাড়েননি। যারা **‘উবাদ**

ইবনে বাশার' নামক সাহাবীর এই ঘটনা খাড়া করে প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু ভেঙ্গে যায় মর্মে বর্ণিত সহীহ হাদীসেগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান করেন। মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে ভ্রান্ততার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। **দেখুনঃ** বাজলুল মাজহূদ- ২/১১৩, আসলে **'উবাদ ইবনে বাশার'** নামক সাহাবীর এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা শুধু জ্ঞানহীনতার পরিচয় প্রকাশ করে। এরচেয়ে বেশী কিছু ফায়দা দেয় না। কারণ, ১) ঘটনাটির সনদ যঈফ। ২) এটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। 'যাতুর রিকা' নামক যুদ্ধ হতে ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটে। যেহেতু প্রাথমিক যুগের ঘটনা, সেহেতু উক্ত সাহাবীর কয়েকটা অবস্থা হতে পারে। ক) তখন পরযন্ত প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু ভেঙ্গে যায় মর্মে কোন বিধান নাযিল হয়নি। কেননা, প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু ভেঙ্গে যায় মর্মে যে হাদীসগুলো পাওয়া যায়, তার সবগুলোই উক্ত ঘটনার পরবর্তী ঘটনা। অথবা এমর্মে বিধান নাযিল হয়েছিল, কিন্তু উক্ত সাহাবী তা জানতে পারেননি। অথবা তার জানা ছিল যে, প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু ভেঙ্গে যায়, কিন্তু তিনি এর ফিকহ অনুধাবন করেছিলেন যে, এটা একটা ওযর বা অপারগতা। এমন অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া বা নতুন করে অযু করার প্রয়োজন নেই। ঠিক যেমন ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীর নামাযরত অবস্থায় রক্ত চালু হলে শুধু ওযরের কারণে তার নতুন করে অযু করার প্রয়োজন হয় না। অথবা তিনি কুরআন তিলাওয়াতের মজায় এতোই বিভোর ছিলেন যে, তিনি বুজতেই পারেননি, তার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অথবা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, তাকে নামায ছেড়ে দিতে হবে। অথবা এটি নফল নামায ছিল বিধায় তিনি তা ছাড়েননি, এই মনে করে যে, তিলাওয়াতের মজা ও সওয়াব তো রয়েই গেছে। অথবা তৎক্ষণাৎ তিনি নামায এই জন্য ছাড়েননি যে, হয়তো এটা মনে করেছিলেন, একেবারে সূরাটির শেষ পরযন্ত তিলাওয়াত করে থামবেন। যেমন **'উবাদ ইবনে বাশার'** নিজেই পরে তার সাথির জবাবে বলেনঃ

كُنْتُ فِى سُورَةٍ أَقْرَأُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا

অনুবাদঃ **আমি যে সূরাটি পাঠ করছিলাম, তাতে এতোই মজা পাচ্ছিলাম যে, তিরের আঘাত খেয়েও মন চাচ্ছিল না এর তিলাওয়াত থামিয়ে দেই।**

অপর একটি রেওয়ায়েতে তিনি এভাবে বলেনঃ

وايم الله، لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم بحفظه، لقطعت نفسي قبل أن أقطعها أو أُنفِذها

দেখুনঃ শরহে আবু দাউদ লিল আইনী- ১/৪৫৩, উমদাতুল কারী- ৫/১৯৫, ৬/১২৭, বাজলুল মাজহূদ- ২/১১৩, হুকমু নাজাসাতি দামিল আদামী- ১/২, আল্লামা আরনাউত রহঃ এর তাহকীককৃত সুনানে আবু দাউদ- ১/১৪২।

চারঃ- লেখকের রেফারেন্সকৃত হাদীসটি শুধু **'উবাদ ইবনে বাশার'** নামক একজন সাহাবীর ঘটনা। তাও আবার অজানাবশত। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে অনেক সাহাবীর আমল এটা যে, প্রবাহিত রক্তের কারণে তারা অযু করতেন। যার সপক্ষে অনেক প্রমাণ রয়েছে। **দেখুনঃ** বাজলুল মাজহূদ- ২/১১০।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

তারা ওযূ করতেন না মর্মে ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِيْ وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ فَحَكَّهُ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

বাকর (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি তার মুখমন্ডলে উঠা ফোড়ায় চাপ দিলেন ফলে কিছু রক্ত বের হল। তখন তিনি আঙ্গুল দ্বারা ঘষে দিলেন। অতঃপর ছালাত আদায় করলেন। কিন্তু ওযূ করেননি।(৯৩)

(৯৩) পাঠক! এ হাদীসের জবাব বুঝতে হলে প্রথমে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, রক্তের সাথে অযু ভাঙ্গার সম্পর্কটা হলো, রক্তটা প্রবাহিত হওয়া। অর্থাৎ শুধু প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু ভেঙ্গে যায়। সামান্য রক্তের কারণে অযু ভাঙ্গে না। যেমন বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেম **উবাইদুল্লাহ মোবারকপুরী রহঃ বলেন-**

أي كثير فاحش لا قليل. فيه أن خروج الدم السائل ولو كان من غير السبيلين، ناقض للوضوء،

অনুবাদঃ অর্থাৎ বেশী রক্ত বের হলে অযু ভাঙ্গবে, অল্প রক্তের কারণে ভাঙ্গবে না। এই প্রবাহিত রক্তটা প্রসাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়াও শরীরের যে কোন স্থান থেকে বের হোক না কেন, তার কারণে অযু ভেঙ্গে যাবে। **দেখুনঃ** মিরআতুল মাফাতীহ- ৩/৩০৪।

এবং ইমাম মুনাভী রহঃ বলেন-

أي يجب من خروج كل دم من أي موضع كان من البدن إذا سال حتى تجاوز موضع التطهير فإن خرج ولم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير لم يجب الوضوء هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد

রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হলে অযু করা ওয়াজিব। আর যদি রক্ত বের হয়ে তার স্থান অতিক্রম না করে তাহলে অযু করা ওয়াজিব হবে না। এটাই ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমাদ রহঃ এর মাযহাব। **দেখুনঃ** ফয়জুল ক্বদীর- ৪/৪৪৪, আত-তায়সীর ২/৯৩৮।

ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের হয়ে নিচে চুয়েও পড়েনি বা গড়িয়েও পড়েনি। বরং তা ক্ষতস্থানেই থেমে গেছে বা লেগে রয়েছে, এমন সামান্য রক্তের কারণে অযু ভাঙ্গে না। এব্যাপারে সকল ইমাম'ই একমত পোষণ করেছেন। এবার লেখকের উল্লেখকৃত ইবনে ওমর রদ্বিঃ এর ফোঁড়ার বিষয়টি নিয়ে একটু আলোকপাত করা যাক। হাদীসটিতে **'ফোঁড়া'** শব্দের যে আরবীটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, (بثرة) **'বাসরা',** আর আরবী ভাষায় **'বাসরা'** এমন **'ফোঁড়া'কে** বলে, যেটা দেখতে ব্রণের মতো ছটো। অথবা ব্রণকেও (بثرة) **'বাসরা',** বলা হয়। যেমন ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহঃ বলেন-

البثرة بفتح الباء الموحدة وسكون الثاء المثلثة ويجوز فتحها وهو خراج صغير

অনুবাদঃ কিঞ্চিত আকারে শরীরে যা উঠে, সেটাই হলো (بثرة) **'বাসরা'**। দেখুনঃ উমদাতুল কারী শরহে সহীহুর বুখারী- ৪/৩২৭।

পাঠক! আশা করি ইতোমধ্যে আপনার অনুমান হয়ে গেছে যে, এই ছোট ফোড়া বা ব্রণ থেকে কতটুকু রক্ত বের হতে পারে। তা গড়িয়ে পড়ার মতোও না এবং চুয়ে পড়ার

মতোও না। এই সামান্য রক্ত থেকে যে, অযু ভঙ্গে না এবং অযু ভাঙ্গার শর্ত যে, রক্তটি প্রবাহিত হওয়া, তা শুধু ইবনে ওমরের নয়, সকলেরই জানা রয়েছে। ঠিক একারণেই তিনি এই সামান্য রক্তের কারণে অযু করার প্রয়োজন মনে করেননি। পক্ষান্তরে এই ইবনে ওমর রদ্বিঃ নিজেও প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু করে দেখিয়েছেন। এবং প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু করার আদেশও করেছেন। এমনকি এর সপক্ষে তিনি ফতোয়াও প্রদান করেছেন। যার সপক্ষে অনেক দলীল রয়েছে। নিচে দু'একটি দলীল পেশ করে দেখালাম।

প্রবাহিত রক্তের কারণে হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ অযু করতেন।

যেমন হযরত নাফে রহঃ বলেন-

أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ فِى الصَّلاَةِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا صَلَّى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ. هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.

নামাযের মধ্যে নাক থেকে রক্ত পড়লে হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ নামায ছেড়ে দিয়ে অযু করতে চলে যেতেন। অতঃপর ফিরে এসে ছেড়ে দেয় নামাযের উপর ভিত্তি করে তা আদায় করে নিতেন। এর মধ্যে কোন কথা বলতেন না।

হাদীসটি সহীহ। এটি সংকলন করেন ইমাম বায়হাকী রহঃ। হযরত ওমর রদ্বিঃ এর হাদীসটি সহীহ। অনুরূপ হাদীস হযরত আলী রদ্বি থেকেও বর্ণিত হয়েছে। **দেখুনঃ** সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী- ২/২৫৬, আসারুস সুনান-১।

প্রবাহিত রক্তের কারণে হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ অযুর আদেশ ও ফতোয়া প্রদান করতেন। **যেমন তিনি বলেন-**

عن ابن عمر قال: إذا رعف الرجل فى الصلاة أو ذرعه القئ أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقى على ما مضى ما لم يتكلم. أخرجه عبد الرزاق (٣٦٠٩) والبيهقي في الكبرى (٣٥١٧) وقال: هذا عن ابن عمر صحيح اه. والشافعي (١١٣١) ومالك (٣٦) قال العلامة النيموي في الآثار: إسناده صحيح.

হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ বলেন, নামাযের মধ্যে কারো যদি নাক থেকে রক্ত ঝরে বা বমি হয় অথবা মযী নির্গত হয়, তাহলে সে যেন ফিরে যায় এবং অযু করে নেয়। এরপর নামাযের যা বাকি আছে তা পূর্ণ করে নেয়। আর এই সময়ে সে কোন কথা বলবে না।

হাদীসটি সহীহ। **দেখুনঃ** আসারুস সুনান, মাসাইলুল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল-৩/১৪০, আত তাহবীল- ১/৭১, সুনানুল কবরা লিলবায়হাকী-২/৪০৩, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক- ১/২৬৬, মুআত্তা মালেক হাঃ ৩৬।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহঃ বলেন-

قال ابن عبد البر: معروف من مذهب ابن عمر إيجاب الوضوء من الرعاف إذا كان سائلا وكذا كل دم سائل من الجسد وروي مقل ذلك عن علي وابن مسعود. الاستذكار (١/٢٨٧)

অনুবাদঃ **প্রসিদ্ধ হচ্ছে, নাক থেকে রক্ত পড়ুক বা শরীরের কোন ক্ষত থেকে, তা যদি প্রবাহিত হয়, তবে পুনরায় অযু করা ওয়াজিব। এটাই হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ এর মাযহাব। অনুরূপ হাদীস হযরত আলী ও হযরত ইবনে মাসউদ রদ্বিঃ থেকেও বর্ণিত আছে।** দেখুনঃ আল ইসতিজকার- ১/২৮৭,

পাঠক! আশা করি, আপনার আর বুঝতে বাকি নেই যে, প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু নষ্ট হয়ে যায়, এটা হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ এরও মাযহাব। অতএব তার ফোড়ার ঘটনাটি উল্লেখ করে লেখক তারই মাযহাবের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে নিজেই নিজের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করেছে। যা এখন আপনার সামনে স্পষ্ট।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, রক্ত বের হলে ওযূ করা ওয়াজিব হবে মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। তা কম হোক বা বেশী হোক।[৯৪]

(৯৪) লেখক 'মুযাফফর বিন মুহসিন' সাহেব এখানে শায়খ আলবানীর তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করতে গিয়ে চরম ভুলের শিকার হয়েছেন। কারণ, শায়খ আলবানীর এই মন্তব্য সত্য নয়। যার প্রমাণ ইতোমধ্যে আপনি পেয়ে গেছেন। অতএব সত্য এটাই যে, প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু নষ্ট হয়ে যায়। এমর্মে উপরে সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এমর্মে আরো সহীহ হাদীস উল্লেখ করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ!

প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু নষ্ট হয়ে যায় মর্মে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা রদ্বিঃ থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। **হাদীসটি নিম্নরূপঃ**

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ . قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ

হযরত আয়িশা রাদ্বিঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ফাতিমাহ বিনতে আবূ হুবায়শ রদ্বিঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন ইস্তিহাযাগ্রস্থ মহিলা। আমি রক্ত থেকে পবিত্র হতে পারি না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত পরিত্যাগ করবো?' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না, এতো শিরা হতে নির্গত রক্ত; হায়য নয়। তাই যখন তোমার হায়য আসবে তখন সালাত ছেড়ে দিবে। আর যখন হায়েযের সময় শেষ হয়ে যাবে, তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা বলেছেনঃ অতঃপর এভাবে আরেক হায়িয না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু করবে।

দেখুনঃ সহীহ বুখারী তাওহীদ পাবঃ হাঃ ২২৮, আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২২৮, সহীহ মুসলিম ৩/১৪, হাঃ ৩৩৩, আহমাদ ২৪৫৭৭।

পাঠক! মার্ক করা অংশটুকু লক্ষ্য করুন, এখানে রাসূল সাঃ ফাতিমাহ বিনতে আবূ হুবায়শ রদ্বিঃ কে রক্তের কারণে প্রত্যেক সালাতে অযু করার আদেশ করলেন। যেখানে তার ইস্তিহাযা, লাগাতার রক্ত বের হতেই থাকে, সেখানে সে নামায ছেড়ে দিবে কি না, এমন

সংশয়ে ভুগছেন। অথচ এমন পরিস্থিতেও রাসূল সাঃ তাকে অযু ছাড়ার অনুমতি দিলেন না। বরং প্রত্যেক সালাতে অযু করার আদেশ করলেন।

এমর্মে হযরত আয়েশা রদ্বিঃ আরো একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে, যা ইমাম ইবনে মাজাহ, ইমাম ইবনে আদী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম বায়হাকী রহঃ সংকলন করেছেন। **হাদীসটি নিম্নরূপঃ**

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه (١٢٢١) والدارقطني (٥٦٣-٥٦٥-٥٦٦-٥٦٨) وابن عدي في الكامل (٢٨٨/١) والبيهقي (١٤٢/١)

অনুবাদঃ **হযরত আয়েশা রদ্বিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন, নামাযের মধ্যে কারো যদি বমি হয় অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরে বা মুখ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য বের হয় কিংবা মযী নির্গত হয়, তাহলে সে যেন নামায ছেড়ে দিয়ে অযু করে। এরপর ছেড়ে দেয়া নামাযের উপর ভিত্তি করে বাকি নামায আদায় করে নেয়। আর এই সময়ে সে কোন কথা বলবে না।** দেখুনঃ সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- **১২২১**, হাদীসটির সনদ সহীহ, এর সকল রাবী নির্ভরযেগ্য। তবে রাবী **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এর ব্যাপারে কেউ কেউ মিথ্যা সন্দেহে পতিত হয়েছেন। তাদের এই সন্দেহ দূর করতে তার গ্রহণযোগ্যতার সপক্ষে নিম্নে কিছু প্রমাণ উল্লেখ করে দিলাম।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সালেহ ওহাযী রহঃ বলেন-

ما رأيت رجلا أكبر نفسا من إسماعيل بن عياش كنا إذا أتيناه إلى مزرعته لا يرضى لنا إلا بالخروف والخبيص، قال: وسمعته يقول: ورثت عَن أبي أربعة آلاف دينار، فأنفقتها في طلب العلم.

অনুবাদঃ আমি **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এর চেয়ে উদার মনের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি। আমরা যখন তার সাক্ষাতে যেতাম তখন তিনি আমাদের আপপায়োনে মেষ জবাই করে দিতেন এবং আমাদের জন্য 'খাবীছ' (এক প্রকার মিষ্টান্ন) এর ব্যবস্থা করতেন। **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- ৩/১৬৩।

ইমাম ইয়াকুব রহঃ বলেন-

قال يعقوب: وتكلم قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة

অনুবাদঃ কিছু লোক **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছে, অথচ তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। **দেখুনঃ** ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- **৩/১৭১,** তারিখুল খতীব- ৬/২২১।

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহঃ বলেন-

رجلان هما صاحبا حديث بلدهما: إسماعيل بن عياش ، وعبد الله بن لَهِيعَة.

অনুবাদঃ দুই ব্যক্তি, যারা নিজ দেশে আহলে হাদীস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। একজন হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিআ। আরেকজন **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** দেখুনঃ ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- **৩/১৬৯।**

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ রহঃ বলেন-

وَقَال عَبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت يحيى بن مَعِين عن إسماعيل بن عياش، فقال: إذا حدث عن الشيوخ الثقات

অনুবাদঃ আমি **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** সম্পর্কে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** যা তার নির্ভরযোগ্য শায়েখদের থেকে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ। **দেখুনঃ** ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭৩, আল কামিল- ২/৯৮।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহঃ বলেন-

عن يحيى بن مَعِين: إسماعيل بن عياش ثقة.

অনুবাদঃ **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭২, আল কামিল- ২/৯৭, তারিখে দাউরী- ২/২৬, নাসবুর রায়াহ- ১/১৪৭।

তিনি আরেক জায়গায় বলেন-

عن يحيى بن مَعِين: أرجو أن لا يكون به بأس.

অনুবাদঃ আমি মনে করি, **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এর বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। **দেখুনঃ** ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭৪, ইমাম ইবনে আদী রহঃ এর আল কামিল- ২/৯৭, তারিখে দরিমী- ১/৫।

ইমাম আবু বকর ইবনে খায়সামা রহঃ বলেন-

قيل ليحيى: أيهما أثبت بقية أو إسماعيل بن عياش؟ فقال: كلاهما صالحان.

অনুবাদঃ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহঃ কে প্রশ্ন করা হলো যে, **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এবং 'বাকিয়্যা' এদুজনের মধ্যে হাদীস বর্ণনায় অধিক শক্তিশালী ও মজবুত কে ? জবাবে তিনি বললেন, তারা দুজনেই সৎ ব্যক্তি।

দেখুনঃ ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭৪, আল জারহু ওয়াত তা'দীল- ১/১৯২, তারিখুল খতীব- ৬/২২৫, আল কামিল- ২/৯৭।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ বলেন-

نظرت في كتابه عن يحيى بن سَعِيد أحاديث صحاح

অনুবাদঃ আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনাকৃত **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এর কিতাব দেখলাম, সেখানে তার সবগুলো হাদীস সহীহ পেয়েছি।

দেখুনঃ ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭৫, মাওসূআতু আকওয়ালিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল- ১/৮০।

পাঠক! ইমামদের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, রাবী **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** নির্ভরযোগ্য এবং তার হাদীস গ্রহণযোগ্য।

হযরত আলী রদ্বিঃ এর হাদীসঃ

عن علي قال: إذا رعف الرجل في صلاته أو قاء فليتوضأ ولا يتكلم وليبن على صلاته. رواه ابن أبي شيبة (٥٩٥٢)

অনুবাদঃ **তিনি বলেন, যদি নামাযে কারো নাক থেকে রক্ত পড়ে অথবা বমি হয়, তবে সে যেন অযু করে নেয়। অযু করে এসে ছেড়ে দেয় নামাযের উপর ভিত্তি করে তা আদায় করে নিবে। এসময় সে কোন কথা বলবে না।**

হাদীসটি সহীহ। **দেখুনঃ** মুসান্নাফে ইমাম ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং- ৫৯৫২, ই'লাউস সুনান- **১/১৮৩,**

হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে ওমর এর হাদীসঃ

عن عبيد الله بن عمر قال: أبصرت سالم بن عبد الله صلى صلاة الغداة ركعة ثم رعف فخرج فتوضأ ثم جاء فبنى على ما بقي من صلاته. رواه ابن أبي شيبة (٥٩٥٨)

অনুবাদঃ **আমি দেখলাম হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ফজরের নামায আদায় করছেন। যখন এক রাকাত আদায় করলেন, তখন তার নাক থেকে রক্ত পড়তে লাগলো। তৎক্ষণাৎ তিনি নামায ছেড়ে দিয়ে অযু করে আসলেন। অতঃপর তার ছেড়ে দেয় নামাযের উপর ভিত্তি করে তা আদায় করে নিলেন।**

হাদীসটি সহীহ। **দেখুনঃ** মুসান্নাফে ইমাম ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং- ৫৯৫৮, আল জাওহারুন নাকী- **১/৩৯।**

হযরত তাঊস রহঃ এর হাদীসঃ

عن طاووس قال: إذا رعف الرجل في صلاته انصرف فتوضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته. رواه ابن أبي شيبة (٥٩٥٧)

তিনি বলেন, যদি নামাযে কারো নাক থেকে রক্ত পড়ে, তাহলে সে নামায ছেড়ে দিয়ে অযু করে আসবে। অতঃপর ছেড়ে দেয়া নামাযের উপর ভিত্তি করে বাকি নামায আদায় করে নিবে। হাদীসটি সহীহ। দেখুনঃ মুসান্নাফে ইমাম ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং- ৫৯৫৭।

হযরত হাসান বসরী রহঃ থেকে বর্ণিতঃ

عن الحسن أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا. رواه ابن أبي شيبة (١٤٦٨) إسناده صحيح.

অনুবাদঃ **তিনি প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু ভেঙ্গে যায় মর্মে মত ব্যক্ত করেছেন**। আসারটি সহীহ। **দেখুনঃ** মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং- **১৪৬৮**।

ইমাম ইবনে সীরীন রহঃ থেকে বর্ণিতঃ

عن بن سيرين في الرجل يبصق دما قال إذا كان الغالب عليه الدم توضأ. رواه عبد الرزاق (٥٧٠) إسناده صحيح.

কারো থুথুর সাথে রক্তের অংশ বেশী হলে পুনরায় তার জন্য অযু করা ওয়াজিব। আসারটি সহীহ। দেখুনঃ মুসান্নাফে ইমাম আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং- ৫৭০, আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহঃ এর ই'লাউস সুনান- **১/১৯২**।

এবং ইমাম শা'বী রহঃ বলেন-

قال الشعبي: الوضوء واجب من كل دم قاطر. قال: وسمعت الحكم يقول، من كل دم سائل. رواه ابن أبي شيبة (١٤٧٢)

অনুবাদঃ **চুয়ে পড়া রক্তের কারণে অযু করা ওয়াজিব। তিনি বলেন, আমি হিকামকে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক প্রবহমান রক্তের কারণেই অযু করা ওয়াজিব**। দেখুনঃ মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং- **১৪৭২**,

ইমাম খাত্তাবী রহঃ বলেন-

وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء وهذا أحوط المذهبين وبه أقول.

অনুবাদঃ অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের মত হলো, প্রসাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়াও শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হলে, অযু ভেঙ্গে যাবে। এটিই হলো, অধিক সতর্কসম্মত মাযহাব। এবং আমার মতেও শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হলে, অযু ভেঙ্গে যাবে। **দেখুনঃ** খাত্তাবী রহঃ মাআলিমুস সুনান- খণ্ড- ১/ ৭০,

আল্লামা ইমাম আইনী রহঃ ইমাম খাত্তাবী রহঃ থেকে বলেন-

نقل العيني في شرح الهداية عن الخطابي : أن أكثر أهل العلم إلى أن الدم السائل الكثير ناقض الوضوء

অনুবাদঃ বেশিরভাগ উলামা এ মত পোষণ করেন যে, প্রবাহিত রক্ত অযু ভঙ্গের কারণ। **দেখুনঃ** আরফুশ শাযী- ১/১২০।

ইমাম বায়হাকী রহঃ বলেন- والاحتياط لمن خرج منه ذلك أن يتوضأ

অনুবাদঃ অধিক সতর্কতা ও নিরাপদের বিষয় হলো, শরীর থেকে রক্ত বের হলে পুনরায় অযু করে নিবে। **দেখুনঃ** সুনানুস সুগরা লিল বায়হাকী- ১/১৬।

এছাড়াও প্রসিদ্ধ প্রায় সকল সাহাবীই মনে করতেন, প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু ভেঙ্গে যায়। **দেখুনঃ** আল মুমাজ্জাদ- ১/৮৯, বাজলুল মাজহূদ- ২/১০৯।

২৭ নং অনুচ্ছেদে লেখক বলেনঃ

(২৭) বমি হলে ওযূ ভেঙ্গে যায়

ওযূ ভঙ্গের কারণ হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থে বমিকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মানুষও তাই আমল করে থাকে। অথচ তার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।[৯৫]

(৯৫) লেখক দাবি করছেন, বমি হলে অযু ভেঙ্গে যায় মর্মে কোন সহীহ হাদীস নেই। অথচ সত্য কথা হলো, অবশ্যই বমি হলে অযু ভেঙ্গে যায়। যার সপক্ষে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। এর প্রমাণ আমি পেশ করবো। আগে দেখে নেই, সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করতে লেখক কী কী মিথ্যাচার করেন। লেখক আগে হযরত আয়েশা রদ্বিঃ এর একটি হাদীস উল্লেখ করে যঈফ বলেছেন। অথচ হাদীসটি যঈফ নই, এর সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।

লেখক আরো লেখেনঃ

(أ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ρ مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَهُوَ فِىْ ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ.

(ক) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতের মধ্যে কারো যদি বমি হয় অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরে বা মুখ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য বের হয় কিংবা মযী নির্গত হয়, তাহলে সে যেন ফিরে যায় এবং ওযূ করে। এরপর পূর্ববর্তী ছালাতের উপর ভিত্তি করে ছালাত আদায় করে। আর এই সময়ে সে কোন কথা বলবে না।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।(৯৬) উক্ত হাদীছের সনদে ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ নামে একজন রাবী আছে, সে যঈফ।(৯৭)

(৯৬) লেখক শুধু গোঁড়ামির কারণে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। অথচ হাদীসটি সহীহ। যে কারণে তিনি হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, তা নিতান্তই হাস্যকর!

(৯৭) ইবনে মাজাহ, হাঃ ১২২১, হাদীসটির সনদ সহীহ, এর সকল রাবী নির্ভরযেগ্য। তবে রাবী **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এর ব্যাপারে কেউ কেউ মিথ্যা সন্দেহে পতিত হয়েছেন। তাদের এই সন্দেহ দূর করতে তার গ্রহণযোগ্যতার সপক্ষে নিম্নে কিছু প্রমাণ পেশ করবো। হাদীসটিকে যঈফ বানাতে লেখক ইমাম বুখারী রহঃ এর মন্তব্য বিকৃতি করে রাবী **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** কে প্রধান অস্ত্র বানিয়েছেন। অথচ **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** নির্ভরযোগ্য রাবী। এজন্য প্রথমে আমি প্রমাণ করে দেখাবো যে, রাবী **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** নির্ভরযোগ্য ও এবং তিনি হাসানুল হাদীস। বরং তার হাদীসকে ইমাম যায়লাঈ রহঃ সহীহ হিসেবে অখ্যায়িত করেছেন। **দেখুনঃ** শরহে তানকীহ- খণ্ড- ২ পৃষ্ঠা- ৪৮৮।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সালেহ ওহাযী রহঃ বলেন-

ما رأيت رجلا أكبر نفسا من إسماعيل بن عياش كنا إذا أتيناه إلى مزرعته لا يرضى لنا إلا بالخروف والخبيص، قال: وسمعته يقول: ورثت عَن أبي أربعة آلاف دينار، فأنفقتها في طلب العلم.

অনুবাদঃ আমি **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এর চেয়ে উদার মনের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি। আমরা যখন তার সাক্ষাতে যেতাম তখন তিনি আমাদের আপপায়নে মেষ জবাই করে দিতেন এবং আমাদের জন্য 'খাবীছ' (এক প্রকার মিষ্টান্ন) এর ব্যবস্থা করতেন। **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- ৩/১৬৩।

ইমাম ইয়াকুব রহঃ বলেন-

قال يعقوب: وتكلم قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة

অনুবাদঃ কিছু লোক **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছে, অথচ তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। **দেখুনঃ** ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭১, তারিখুল খতীব- ৬/২২১।

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহঃ বলেন-

رجلان هما صاحبا حديث بلدهما: إسماعيل بن عياش ، وعبد الله بن لَهِيعَة.

অনুবাদঃ দুই ব্যক্তি, যারা নিজ দেশে আহলে হাদীস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। একজন হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিআ। আরেকজন **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** দেখুনঃ ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৬৯।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ রহঃ বলেন-

وَقَال عَبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت يحيى بن مَعِين عن إسماعيل بن عياش، فقال: إذا حدث عن الشيوخ الثقات

অনুবাদঃ আমি **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** সম্পর্কে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** যা তার নির্ভরযোগ্য শায়েখদের থেকে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ। **দেখুনঃ** ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭৩, আল কামিল- ২/৯৮।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহঃ বলেন-

عن يحيى بن مَعِين: إسماعيل بن عياش ثقة.

অনুবাদঃ **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭২, আল কামিল- ২/৯৭, তারিখে দাউরী- ২/২৬, নাসবুর রায়াহ- ১/১৪৭।

তিনি আরেক জায়গায় বলেন-

عن يحيى بن مَعِين: أرجو أن لا يكون به بأس.

অনুবাদঃ আমি মনে করি, **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এর বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। **দেখুনঃ** ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭৪, ইমাম ইবনে আদী রহঃ এর আল কামিল- ২/৯৭, তারিখে দরিমী- ১/৫।

ইমাম আবু বকর ইবনে খায়সামা রহঃ বলেন-

قيل ليحيى: أيهما أثبت بقية أو إسماعيل بن عياش؟ فقال: كلاهما صالحان.

অনুবাদঃ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহঃ কে প্রশ্ন করা হলো যে, **“ইসমাঈল বিন আইয়াশ”** এবং ‘বাকিয়্যা’ এদুজনের মধ্যে হাদীস বর্ণনায় অধিক শক্তিশালী ও মজবুত কে ? জবাবে তিনি বললেন, তারা দুজনেই সৎ ব্যক্তি।

দেখুনঃ ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭৪, আল জারহু ওয়াত তা’দীল- ১/১৯২, তারিখুল খতীব- ৬/২২৫, আল কামিল- ২/৯৭,

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ বলেন-

نظرت في كتابه عن يحيى بن سَعِيد أحاديث صحاح

আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনাকৃত **“ইসমাঈল বিন আইয়াশ”** এর কিতাব দেখলাম, সেখানে তার সবগুলো হাদীস সহীহ পেয়েছি। দেখুনঃ ইমাম মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭৫, মাওসূআতু আকওয়ালিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল- ১/৮০।

পাঠক! ইমামদের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, রাবী **“ইসমাঈল বিন আইয়াশ”** নির্ভরযোগ্য এবং তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। তারপরেও লেখক কীভাবে পারলেন, একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর উপর মিথ্যা অপবাদ রটাতে!! এটা সম্ভব হয়েছে শুধু সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করার জন্য। এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও খায়েশ মেটানোর জন্য। অন্যথায় সম্ভব হতো না।

হাদীসটিকে ইমাম যায়লাঈ রহঃ সহীহ হিসেবে অখ্যায়িত করেছেন। **দেখুনঃ** শরহে তানকীহ- খণ্ড- ২ পৃষ্ঠা- ৪৮৮।

অতঃপর লেখক বলেনঃ

অতএব বমি হলে ওযূ করতে হবে মর্মে কোন ছহীহ বিধান নেই।(৯৮)

(৯৮) বমি হলে ওযু করতে হবে মর্মে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। তারপরেও লেখক এমন মিথ্যাচার কেন করলেন, তা অজানা। তিনি না জেনে এ মিথ্যাচার করলেন, নাকি জানা সত্ত্বেও এমন্তব্য করে সহীহ হাদীসগুলোকে লুকানোর চেষ্টা করলেন তাও অজানা। এ মর্মে সহীহ হাদীস একটু পরেই উল্লেখ করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ!

লেখক আরো বলেনঃ

জ্ঞাতব্য : হেদায়া ও কুদূরীতে রক্ত বের হওয়া ও বমি হওয়াকে ওযূ ভঙ্গের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সে কারণেই এই আমল চালু আছে। দুঃখজনক হল, ইমাম দারাকুৎনীর উক্ত মন্তব্য থাকতে হেদায়া ও কুদূরীতে কিভাবে তা পেশ করা হল?(৯৯)

(৯৯) লেখককে প্রশ্ন করবো, আপনার দৃষ্টিতে কিতাবে সহীহ হাদীস উল্লেখ করা কি অপরাধ ? তাহলে এ অপরাধ সকল মুহাদ্দিস করেছেন। কারণ সকলেই সহীহ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। আমাদের চোখে সহীহ হাদীস উল্লেখ করা দোষের কিছু না। আমরা জানি, যারা হাদীস বিদ্বেষী তারাই কেবল আল্লাহর রাসূল সাঃ এর হাদীসের পক্ষে কথা বলা ও হাদীস দ্বারা পেশ করাকে দোষণীয় মনে করতে পারে।

লেখকের সকল মন্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত করে ‘বমি হলে অযু ভেঙ্গে যায়’ মর্মে কয়েকটি সহীহ ও হাসান হাদীস নিচে পেশ করলামঃ

১- হযরত আয়েশা রদ্বিঃ এর হাদীস,

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه (١٢٢١) والدارقطني (٥٦٣-٥٦٥-٥٦٦-٥٦٨) وابن عدي في الكامل (٢٨٨/١) والبيهقي (١٤٢/١)

হযরত আয়েশা রদ্বিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন, নামাযের মধ্যে কারো যদি বমি হয় অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরে বা মুখ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য বের হয় কিংবা মযী নির্গত হয়, তাহলে সে যেন ফিরে যায় এবং অযু করে। এরপর পূর্ববর্তী নামাযের উপর ভিত্তি করে যেন নামায আদায় করে নেয়। আর এই সময়ে সে কোন কথা বলবে না।

দেখুনঃ সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস- **১২২১**, হাদীসটির সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। তবে **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** হাসানুল হাদীস। তার সনদ হাসান। এর তাহকীক পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং হাদীসটিকে ইমাম যায়লাঈ রহঃ সহীহ অখ্যায়িত করেছেন। **দেখুনঃ** শরহে তানকীহ- ২/৪৮৮।

২- ইমাম আত্বা রহঃ বলেন-

عن عطاء بن أبي رباح قال: إذا بلغ القلس الفم فقد وجب فيه الوضوء. رواه عبد الرزاق (٥١٩)

বমি যদি গলার নিচ থেকে মুখে চলে আসে, তাহলে অযু ওয়াজিব হয়ে যায়। হাদীসটির সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** মুসান্নাফে ইমাম আব্দুর রাযযাক- খণ্ড- ১ পৃষ্ঠা- ২৬৬।

৩- এবং হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ এর হাদীস,

عن ابن عمر قال: إذا رعف الرجل فى الصلاة أو ذرعه القئ أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقى على ما مضى ما لم يتكلم. أخرجه عبد الرزاق (٣٦٠٩) والبيهقي في الكبرى (٣٥١٧) وقال: هذا عن ابن عمر صحيح اه. والشافعي (١١٣١) ومالك (٣٦) قال العلامة النيموي في الآثار: إسناده صحيح.

অনুবাদঃ **হযরত ইবনে ওমর রদ্বিঃ বলেন, নামাযের মধ্যে কারো যদি নাক থেকে রক্ত ঝরে বা বমি হয় অথবা মযী নির্গত হয়, তাহলে সে যেন ফিরে যায় এবং অযু করে। এরপর নামাযের যা বাকি আছে তা পূর্ণ করে নেয়। আর এই সময়ে সে কোন কথা বলবে না।**

হাদীসটি সহীহ। **দেখুনঃ** আসারুস সুনান, মাসাইলুল ইমাম আহম্দ ইবনে হাম্বল-৩/১৪০, আত তাহবীল- ১/৭১, কবরা লিলবায়হাকী-২/৪০৩, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক-১/২৬৬।

৪- হযরত আলী রদ্বি এর হাদীস,

عن علي قال: إذا رعف الرجل في صلاته أو قاء فليتوضأ ولا يتكلم وليبن على صلاته. رواه ابن أبي شيبة (٥٩٥٢) رجاله على شرط الصحيح. إعلاء السنن (١٨٣/١)

হযরত আলী রদ্বিঃ বলেন, নামাযের মধ্যে কারো যদি নাক থেকে রক্ত ঝরে বা বমি হয়, তাহলে সে যেন ফিরে যায় এবং অযু করে। আর এই সময়ে সে কোন কথা বলবে না। এরপর পূর্ববর্তী নামাযের উপর ভিত্তি করে যেন নামায আদায় করে নেয়। হাদীসটি সহীহ। দেখুনঃ ই'লাইস সুনান- **১/১৮৩।**

৫- এবং হযরত আবু দারদা রদ্বিঃ এর হাদীস,

عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق أنا صببت له وضوءه.
إسناده صحيح. رواه الترمذي (٨٧) وقال: قد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري و ابن المبارك و أحمد و إسحق وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب اه. والحاكم (٢٢/١) وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

হযরত আবু দারদা রদ্বিঃ বলেন- একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বমি করলেন। অতঃপর কিছু খেয়ে অযু করে নিলেন।
রাবী বলেন, পরবর্তীতে দামেস্কের এক মসজিদে হযরত সাওবান রদ্বিঃ এর সাথে আমার দেখা হয়, তখন হযরত সাওবান রদ্বিঃ এর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বমি করে অযু করার ঘটনাটি উল্লেখ করলাম। হযরত সাওবান রদ্বিঃ বললেন, আবু দারদা রদ্বিঃ ঠিক বলেছেন। এ ঘটনার সময় সেদিন আমি'ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অযুর পানি ঢেলে দিয়েছিলাম।

দেখুনঃ জামিউত তিরমিযী, হাদীস নং- ৮৭, হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন, অনেক সাহাবী ও তাবেঈ এই মত পোষণ করেছেন যে, বমি হলে বা নাক থেকে রক্ত বের হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর এটাই হলো, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম ইবনুল মুবারক, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম ইসহাক রহঃ প্রমুখ মুহাদ্দিসের

মাযহাব। হাদীসটি ইমাম হাকিম রহঃও সংকলন করেন। অতঃপর বলেন, হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহঃ এর শর্তানুযায়ী সহীহ। **দেখুনঃ** মুস্তাদরাক আলাস সহীহায়ন- ১/২২।

অতঃপর লেখক ২৮ নং অমুচ্ছেদে হযরত ইবনে উমর রদ্বিঃ এর একটি হাদীস উল্লেখ করে যঈফ বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি যঈফ নয়। বরং হাসান সনদে প্রমাণিত। এর সপক্ষে দলীল পেশ করবো ইনশাআল্লাহ! আগে লেখকের উল্লেখিত হাদীসটি দেখে নেই। **লেখকের উল্লেখিত হাদীসটি হলোঃ**

(ب) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ p قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ الَّتِيْ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلاَنِ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا فَذَلِكَ وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ.

(খ) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার করে ওযূ করবে সে ব্যক্তি ওযূর নিয়ম পালন করল, যা তার জন্য আবশ্যক ছিল। যেব্যক্তি দুইবার করে ধৌত করবে সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে।আর যে ব্যক্তি তিনবার করে ধৌত করবে তার ওযূ আমার ও আমার পূর্বের নবীগণের ওযূর ন্যায় হল।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।উক্ত যঈফ হাদীছ হেদায়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে। এর সনদে যায়েদ আল-আম্মী নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।(১৯৯)

(১০০) হাদীসটি যঈফ নয়, বরং হাসান। এবং ফাযায়েল সংক্রান্ত। হেদায়া কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, এটা দোষের কিছু না।

হাদীসটির সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। শুধু **“যায়েদ আল-আম্মী”** নামক রাবীকে যেমন কেউ কেউ যঈফ বলেছেন, তেমন কেউ কেউ নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। **দেখুনঃ** মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/২৩০। অতএব একগুয়েমি ভাবে তাকে শুধু যঈফ আখ্যায়িত করে একটি হাদীসকে অস্বীকার করা কিছুতেই উচিত হবে না। এখন লেখকের জবাবে আমি বলবো, হাদীসটি যদি **“যায়েদ আল-আম্মী”** নামক রাবীর কারণে ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহলেও কোন সমস্যা নেই। কারণ হাদীসটি আরো অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে, যে সনদে **“যায়েদ আল-আম্মী”** নামক কোন রাবী নেই। **দেখুনঃ** আল-বাদরুল মুনীর ২/১৩৩, ইজাহুল ইশকাল, সুনানে দারাকুতনী- ১/৮০। আর কোন হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়াটা’ই প্রমাণ করে যে, হাদীসটি সুসাব্যস্ত ও প্রমাণিত। অতএব লেখক মুযাফফর বিন মুহসিনের তাহকীক নিতান্তই দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

অতঃপর লেখক হযরত উসমান রদ্বিঃ এর সহীহ হাদীসটি উল্লেখ করে বিনা দলীলে মুনকার বলেছেন। হাদীসটি মুনকার হওয়ার কোন কারণও উল্লেখ করতে পারেননি। **হাদীসটি হলোঃ**

(ج) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ρ يَقُوْلُ لاَ يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوءَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

(গ) ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বান্দা যখন উত্তমরূপে ওযূ করে তখন আল্লাহ তার সামনের ও পিছনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন।

তাহক্বীক : বর্ণনাটি মুনকার বা অস্বীকৃত।(১০১)

(১০১) লেখক বলেছেন, **“বর্ণনাটি মুনকার বা অস্বীকৃত”।** কিন্তু বর্ণনাটি কেন **“মুনকার বা অস্বীকৃত”** এর কোন কারণ বা প্রমাণ লেখক পেশ করতে পারেননি। আর প্রমাণবিহীন এধরনের কোন কথা বা মন্তব্য যে অগ্রহণযোগ্য, তা লেখক নিজেও খুব ভালো জানেন।

তারপরেও যেহেতু উনাকে গোঁড়ামি করতেই হবে, তিনি তাই করেছেন। অথচ উত্তমরূপে অযু করলে সমস্ত পাপ মুছে যায় মর্মে খোদ সহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ হাদীসের কিতাবগুলোতে অনেক সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। এবং উল্লেখিত হাদীসটির সনদকেও অনেক মুহাদ্দিস সহীহ ও হাসান বলেছেন। অথচ লেখক হাদীস অস্বীকার করতে সবসময় একটি চোখ বন্ধ রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি প্রমাণিত।

যেমন ইমাম মারওয়াযী রহঃ বলেন- قال رجال إسناده ثقات عن عثمان

অনুবাদঃ হযরত উসমান রদ্বিঃ থেকে বর্ণিত এই হাদীসের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** আহাদীসুল মুতাজম্মিনাহ, জামিউল আহাদীস **১৭/১৬২।**

ইমাম নূরুদ্দীন হায়সামী রহঃ বলেন-

رواه البزار ورجاله موثقون والحديث حسن إن شاء الله

অনুবাদঃ হাদীসটি ইমাম বাযযার রহঃ সংকলন করেছেন। এর সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। এবং হাদীসটি হাসান ইনশাআল্লাহ! **দেখুনঃ** মাজমাউয যাওয়ায়েদ- **১/৫৪২।**

ইমাম মুনযিরী রহঃ বলেন- رواه البزار بإسناد حسن

অনুবাদঃ হাদীসটি ইমাম বাযযার রহঃ হাসান সনদে সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** আত তারগীব ওয়াত তারহীব তারগীব- **১/৯৩।**

২৯ নং অমুচ্ছেদে তিনি লেখেনঃ

(২৯) মুছল্লীর ওযূতে ত্রুটি থাকলে ইমামের ক্বিরাআতে ভুল হয়

অনেক আলেমের মাঝে উক্ত বিশ্বাস বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।

عَنْ شَبِيْبِ أَبِىْ رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ρ عَنِ النَّبِيِّ ρ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ.

শাবীব আবী রাওহ ছাহাবীদের কোন একজন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) একদা ফজরের ছালাত আদায় করলেন এবং সূরা রূম পড়লেন। কিন্তু পড়ার মাঝে কিছু গোলমাল হল। ছালাত শেষে তিনি বললেন, তাদের কী হয়েছে যে, যারা আমাদের সাথে ছালাত আদায় করে অথচ উত্তমরূপে ওযূ করে না। এরাই আমাদের কুরআন তেলাওয়াতে গোলযোগ সৃষ্টি করে।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[(১০২)] উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুল মালেক বিন উমাইর নামে একজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী রয়েছে।[(১০৩)]

(১০২) লেখকের মন্তব্য সঠিক নয়। বরং সঠিক কথা হলো, হাদীসটি সহীহ। লেখক নিজের খায়েশ মেটাতে একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন।

(১০৩) অথচ **"আব্দুল মালেক বিন উমাইর"** নামক রাবী নির্ভরযোগ্য। এবং তার হাদীস সহীহ। এর কিছু প্রমাণ নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

যেমনঃ ইমাম নাসাঈ রহঃ বলন- قَال النَّسَائي: ليس به بأس.

"আব্দুল মালেক বিন উমাইর" এর বর্ণানায় কোন সমস্যা নেই। দেখুনঃ তাহযীবুল কামাল- ১৮/৩৭৫, তাহযীবুত তাহযীব- ৫/২৮৬, আল কাশেফ- ২/২০৪, তাযকিরাতুল হুফফায- ১/১০২, মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত মাজাল্লাতুল জামিয়া- ৪৩/৮৯।

ইমাম ইজলী রহঃ বলেন- كان على قضاء الكوفة، وهو صالح الحديث

"আব্দুল মালেক বিন উমাইর" কুফার বিচারপতি ছিলেন। তিনি সহীহ হাদীস বর্ণনাকারী। দেখুনঃ ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ১৮/৩৭৪, সিকাতুল ইজলী- ১/৩৫, তাহযীবুত তাহযীব- ৫/২৮৫, মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত মাজাল্লাতুল জামিয়া- ৪৩/৮৯।

ইমাম আবু ইসহাক হামদানী রহঃ বলেন-

سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول: خذوا العلم من عَبد المَلِك بن عمير.

তোমরা **"আব্দুল মালেক বিন উমাইর"** এর কাছ থেকে হাদীসের শিক্ষা অর্জন করো। **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- ১৮/৩৭৪, আল জারহু ওয়াত তা'দীল- ১২/২০৭।

আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেন-

عبد الرحمن بْن مهدي: كان سفيان الثوري يعجب من حفظ عبدالملك. قال صالح

ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহঃ **"আব্দুল মালেক বিন উমাইর"** এর মুখস্থশক্তির প্রখরতা দেখে আশ্চরয হতেন। **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- ১৮/৩৭৫, আল জারহু ওয়াত তা'দীল- ১২/২০৭, তাহযীবুত তাহযীব- ৫/২৮৫।

ইমাম নববী রহঃ বলেন- عبد الملك ثقة فصيح عالم

“আব্দুল মালেক বিন উমাইর” একজন নির্ভরযোগ্য রাবী, সুস্পষ্টভাষী ও আলেম। **দেখুনঃ** তাহযীবুল আসমা- **১**/৪৩৭।

অনুরূপ কথা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহঃও বলেছেন- দেখুনঃ তাকরীবুত তাহযীব- **২/১১৬**, মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিতঃ মাজাল্লাতুল জামিয়া- ৪৩/৮৯,

আল্লামা ইবনে নুমাইর রহঃ বলেন- قال ابن نمير كان ثقة ثبتا في الحديث

“আব্দুল মালেক বিন উমাইর” ছিলেন নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক হাদীস বর্ণনাকারী। দেখুনঃ তাহযীবুত তাহযীব- ৫/২৮৬, মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফতোয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ মাজাল্লাতুল জামিয়া- ৪৩/৮৯।

এবং ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃও **“আব্দুল মালেক বিন উমাইর”** কে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। **দেখুনঃ** সিকাতু ইবনে হিব্বান- ৪/৪২।

হাফেয যাহাবী রহঃ বলেন- عبد الملك بن عمير ثقة مشهور

“আব্দুল মালেক বিন উমাইর” প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযেগ্য রাবী। **দেখুনঃ** আল মুগনী- **১**/৩৯৯।
তিনি আরো বলেন-

ولي قضاء الكوفة بعد الشعبي وكان من العلماء الأعلام، قال النسائي وغيره: ليس به بأس، واحتج به الشيخان

“আব্দুল মালেক বিন উমাইর” কুফায় ইমাম শা’বীর পরবর্তী বিচারপতি হয়েছিলেন। এবং তিনি একজন বরেণ্য আলেম ছিলেন। ইমাম নাসাঈ সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বলেন, **“আব্দুল মালেক বিন উমাইর”** এর বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। তার দ্বারা ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহঃ দলীল গ্রহণ করেছেন। **দেখুনঃ** তাযকিরাতুল হুফফায- **১**/১০২।

আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন-

قال أحمد بن عبد الله: هو صالح الحديث، كان قاضى الكوفة،

“আব্দুল মালেক বিন উমাইর” সহীহ হাদীস বর্ণনাকারী। এবং তিনি কুফার বিচারক ছিলেন। **দেখুনঃ** তাহযীবুল আসমা- **১/৪৩৮।**

আল্লামা ইবনে দুওয়াইশ রহঃ বলেন-

أقول: عبد الملك بن عمير ثقة مخرج له في الصحيحين وغيرها

“আব্দুল মালেক বিন উমাইর” একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। তার হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহঃ সহ অন্যান্য ইমামগণ গ্রহণ করেছেন। **দেখুনঃ** তাম্বীহুল ক্বারী, **১/৮৯।**

এছাড়াও তার হাদীসকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী রহঃ সহ প্রায় সকল ইমাম ও মুহাক্কিক সহীহ বলেছেন। যার প্রমাণ হাদীসের কিতাবগুলোতে অহরহ।

ইমাম নূরুদ্দীন হায়সামী রহঃ বলেন-

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

অর্থঃ এর সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** মাজাল্লাতুল জামিয়া- ৪৩/৮৮।

মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ‘মাজাল্লাতুল জামিয়া’ গ্রন্থে বলা হয়-

سند هذا الحديث حسن

হাদীসটির সনদ হাসান। দেখুনঃ মাজাল্লাতুল জামিয়া- ৪৩/৮৮।

হাফেয ইবনে হাজার রহঃ বলেন- هذا حديث حسن

অনুবাদঃ হাদীসটি হাসান। মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফতোয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিতঃ ‘মাজাল্লাতুল জামিয়া- ৪৩/৮৯।

আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহঃ বলেন- رواه النسائي قال ابن حجر بسند حسن

অনুবাদঃ ইবনে হাজার বলেন, এর সনদ হাসান। **দেখুনঃ** মিরকাতুল মাফাতীহ- ২/২২৬।

ইমাম ইবনে কাসীর রহঃ বলেন- هذا الإسناد حسن ومتن حسن

অনুবাদঃ হাদীসটি সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়েই হাসান। **দেখুনঃ** তাফসীরে ইবনে কাসীর- ৩/৪৪১, তাম্বীহুল কারী- ১/৮৯।

আল্লামা আয়মান সালেহ রহঃ বলেন- وهو حديث حسن

অনুবাদঃ হাদীসটি হাসান। **দেখুনঃ** জামিউল উসূল- ৫/৬৪৭, নাদ্বরাতুন নাঈম- ৭/২৭৩২।

ইমাম সুয়ূতী রহঃ বলেন- حديث حسن

অনুবাদঃ হাদীসটি সহীহ। **দেখুনঃ** সিরাজুল মুনীর- ১/১৯৬।

ইমাম ইবনে হাজার হায়তামী মাক্কী রহঃ বলেন- رواه النسائي بسند حسن

অনুবাদঃ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ রহঃ সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** ফাতহুল ইলাহি- ২/১৭৫, এছাড়াও হাদীসটিকে আহলে হাদীস আলেম শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ রহঃ সহ আরো অনেকে সহীহ বলেছেন।

ইমাম ইবনে মাঈন রহঃ বলেন- عن بن معين ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين

অনুবাদঃ তিনি শুধু তার একটি বা দুটি হাদীসে ভুল করেছেন। **দেখুনঃ** হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ এর তাহযীবুত তাহযীব- ৫/২৮৬, মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিতঃ মাজাল্লাতুল জামিয়া- ৪৩/৮৯।

ইমাম আবু হাতিম রহঃ বলেন-

قَال أبو حاتم: هو صالح الحديث، تغير حفظه قبل موته.

অনুবাদঃ তিনি সহীহ হাদীস বর্ণনাকারী রাবী। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তার সৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। তাহযীবুল কামাল- ১৮/৩৭৪, আল জারহু ওয়াত তা’দীল- ১২/২০৭, আল কাশেফ-

২/২০৪, দেখুনঃ তাহযীবুল আসমা- ১/৪৩৭, মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিতঃ মাজাল্লাতুল জামিয়া- ৪৩/৮৯।

অতঃপর ৩০ নং অনুচ্ছেদে লেখেনঃ

(৩০) মাথার চুলের গোড়ায় নাপাকি থাকবে মনে করে সর্বদা মাথার চুল ছোট করে রাখা বা কামিয়ে রাখা

নাপাকির ভয়ে এক শ্রেণীর মুরব্বী সর্বদা মাথা ন্যাড়া করে রাখেন বা চুল খুব ছোট করে রাখেন এবং একে খুব ফযীলতপূর্ণ মনে করেন। আলী (রাঃ) এরূপ করতেন বলে তারা এর অনুসরণ করে থাকেন। অথচ উক্ত মর্মে যে বর্ণনা প্রচলিত আছে তা যঈফ। মোটেই আমলযোগ্য নয়।(১০৪)

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নাপাকীর একচুল পরিমাণ স্থানও ছেড়ে দিবে এবং উহা ধৌত করবে না, তার সাথে আগুনের দ্বারা এই এই ব্যবস্থা করা হবে। আলী (রাঃ) বলেন, সে অবধিই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি। একথা তিনি তিনবার বললেন। তিনি তার মাথার চুল খুব ছোট করে রাখতেন।

তাহক্বীক : বর্ণনাটি যঈফ।(১০৫) উক্ত বর্ণনার সনদে ‘আত্বা, হাম্মাদ ও যাযান নামের ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ।(১০৬)

(১০৪) লেখকের কথা সত্য নয়। উক্ত মর্মে হাদীস যঈফ হলেও এর উপর আমল করা বৈধ ছিল। কারণ হাদীসটি ফাযায়েল সংক্রান্ত। কিন্তু উক্ত মর্মের হাদীস সহীহ। হাদীসটি সহীহ হওয়ার সপক্ষে যথাযত প্রমাণ পেশ করবো ইনশাআল্লাহ!

(১০৫) হাদীসটি যঈফ নয়, বরং সহীহ এবং এর সনদে কোন সমস্যা নেই। লেখক হাদীসটি অস্বীকার করতে গিয়ে একটি মিথ্যা অভিযোগ করেছেন, যার কোন ভিত্তি নেই।

(১০৬) লেখক হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করতে **'আত্বা, হাম্মাদ ও যাযান'** নামক তিনজন রাবীকে কোন প্রমাণ ছাড়াই ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। এমনকি তারা তিনজন কেন ত্রুটিপূর্ণ, এমন কোন কারণও উল্লেখ করতে পারেননি। এখন প্রশ্ন হলো, আসলেই কি তারা তিনজন ত্রুটিপূর্ণ? না পাঠক! লেখকের এ মন্তব্য একেবারেই মিথ্যা। বরং সত্যটা এর বিপরিত। লেখকের এ মিথ্যাচার তার গোঁড়ামি ও সহীহ হাদীস বিদ্বেষী মনোভাবকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। এই তিনজন রাবী নির্ভরযোগ্য এবং তাদের হাদীস সহীহ। এত কোন সন্দেহ নেই। এর সপক্ষে কিছু প্রমাণ নিচে পেশ করে দেখালাম।

আত্বা'র নির্ভরযোগ্যতার সপক্ষে কিছু প্রমাণ

ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম তাবরানী, ইমাম শো'বা, ইমাম ইবনে সা'দ, ইমাম ইজলী, ইমাম সুখতিয়ানী ও ইমাম আবু হাতিম রহঃ সহ অনেকে বলেন- 'আত্বা' হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** কাশফুল মানাহিজ- ১/২২৩, মুখতাসার সুনানে আবু দাউদ লিল মুনযিরী- ১/৯১, তাহযীবুল কামাল- ২০/৯২, সিকাতুল ইজলী- ১/৩৮, আল জারহু ওয়াত তা'দীল- তরজমাঃ ১৮৪৮, সিকাতু ইবনে হিব্বান- ৬/৭৮।

ইমাম হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রহঃ বলেন-

عن حماد بن زيد: أتينا أيوب، فقال: اذهبوا فقد قدم عطاء بن السائب من الكوفة وهو ثقة، اذهبوا إليه فاسألوه

হাদীসের শিক্ষা অর্জন করতে আমরা ইমাম আয়ূব রহঃ এর নিকট গমন করলাম। তখন তিনি আমাদের কে উপদেশ দিলেনঃ কুফা থেকে আত্বা এসেছে। তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য। তোমরা তার কাছে গিয়ে হাদীসের শিক্ষা অর্জন করো। **দেখুনঃ** ইমাম ইউসুফ

মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ২০/৮৯, আল জারহু ওয়াত তা'দীল- ৬/ তরজমাঃ ১৮৪৮, আল কামিল- ২/৩২৫, তাহযীবুত তাহযীব- ৬/১৪৯।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ বলেন-

قَال أحمد بن حنبل: عطاء بن السائب ثقة ثقة رجل صالح.

অনুবাদঃ **'আত্বা'** হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। এবং তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ সৎ ব্যক্তি। **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- ২০/৯০, আল জারহু ওয়াত তা'দীল- তরজমাঃ ১৮৪৮, তাহযীবুত তাহযীব- ৬/১৪৯।

তিনি আরো বলেন-

كان عطاء بن السائب من خيار عباد الله، كان يختم القرآن كل ليلة.

আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দাদের একজন ছিলেন, **আত্বা।** তিনি প্রত্যেক রাতে কুরআন খতম করতেন। দেখুনঃ তাহযীবুল কামাল- ২০/৯০, সুআলুতুল আজরী- ৩/ তরজমাঃ ২০৯।

হাম্মাদের নির্ভরযোগ্যতার সপক্ষে কিছু প্রমাণ

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম ইবনে মাঈন রহঃ বলেন-

حماد بن سلمة أثبت الناس

অনুবাদঃ **অন্যদের তুলনায় 'হাম্মাদ' অধিক নির্ভরযোগ্য।** দেখুনঃ ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৭/২৫৯।

ইবনে হাবীব রহঃ বলেন-

قَال محمد بن حبيب: سمعت أبا عَبد الله، وسئل عن حماد بن زيد، وحماد بن سلمة أيهما أحب إليك ؟ قال: كلاهما.

অনুবাদঃ আবু আব্দুল্লাহ কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার কাছে অধিক প্রিয় কে, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ নাকি সালামা ? জবাবে তিনি বললেন, তারা দুজনেই আমার কাছে অধিক প্রিয়। **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- ৭/২৫৯।

ইমাম আবুল হারেস রহঃ বলেন-

حَدَّثَنَا أبو الحارث أن أبا عَبد الله قيل له: أيما أحب إليك حماد بن زيد أو حماد بن سلمة؟ قال: ما منهما إلا ثقة

অনুবাদঃ আবু আব্দুল্লাহ কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার কাছে অধিক প্রিয় কে, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ নাকি সালামা ? জবাবে তিনি বললেন, তারা দুজনেই তো নির্ভরযোগ্য রাবী। **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- ৭/২৬০।

ইমাম ইবনে মাঈন রহঃ বলেন- عن يحيى بن مَعِين: حماد بن سلمة ثقة.

হাম্মাদ হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য রাবী।

দেখুনঃ ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৭/২৬২, আল জারহু ওয়াত তা'দীল- ৩/ তরজমাঃ ৬২৩, তাযকিরাতুল হুফফায- ১/৫১, তাকরীবুত তাহযীব, তাহযীবুত তাহযীব- ২/৮।

তিনি আরো বলেন-

من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد.

অনুবাদঃ যদি কারো বর্ণনা হাম্মাদের বর্ণনা থেকে ভিন্ন পাওয়া যায়, হাম্মাদের বর্ণনাটিই সঠিক ধরা হবে। **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- ৭/২৬২।

ইমাম ইবনুল মাদীনী রহঃ বলেন-

عن علي ابن المديني: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة.

ইমাম সাবেত রহঃ এর ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও সঠিক হাদীস বর্ণনাকারী হলেন হাম্মাদ। **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- ৭/২৬২, জারহু ওয়া তা'দীল- তরজমাঃ ৬২৩।

ইবনুল বারা রহঃ বলেন-

تذاكر قوم عند يحيى بن الضريس: حماد بن سلمة أحسن حديثًا أو الثوري ؟ فقال يحيى: حماد أحسن حديثًا.

অনুবাদঃ একবার ইমাম ইবনে দ্বারীস রহঃ এর নিকট কিছু লোক এই বিষয়ে আলোচনা করছিল যে, 'হাম্মাদ' ও 'সাওরী' এদু'জনের মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী কে? একথা শুনে ইমাম ইবনে দ্বারীস রহঃ বললেন, এদু'জনের মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী হলেন হাম্মাদ। **দেখুনঃ** ইমাম মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৭/২৬৩।

হাজ্জাজ ইবনে মানহাল রহঃ বলেন-

قَال حجاج بن المنهال: حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، وكان من أئمة الدين.

অনুবাদঃ **আমাদের কাছে হাম্মাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছিলেন একজন ইমাম**। দেখুনঃ ইমাম মিযযী রহঃ তাহযীবুল কামাল- ৭/২৬৩।

ইমাম ইবনে জারীর রহঃ বলেন-

حدثنا على بن جرير قال سألت عبد الله بن المبارك بالبصرة عن مسائل فقال ائت معلمى قلت ومن هو قال حماد بن سلمة

অনুবাদঃ ইমাম ইবনে জারীর রহঃ বলেন- আমি বসরাতে একবার ইমাম ইবনে মোবারক রহঃ এর নিকট কিছু মাসআলা জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, এগুলোর সমাধান জানতে তুমি আমার শিক্ষকের কাছে যাও। আমি বললাম, আপনার কোন শিক্ষকের কাছে যাবো ? তিনি বললেন, হাম্মাদের কাছে। **দেখুনঃ** সিকাতু ইমাম ইবনে হিব্বান- ৫/৬৫।

যাযানের নির্ভরযোগ্যতার সপক্ষে কিছু প্রমাণ

অনুবাদঃ **যাযান'ও** নির্ভরযোগ্য রাবী এবং তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। যেমনঃ ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম ইবনে হিলাল, ইমাম ইবনে মাঈন ইমাম ইজলি, খতীব, হাফেয যাহাবী, হাফেয ইবনে হাজার, আল্লামা ইয়াযীদ ইবনে হায়সাম রহঃ সহ অনেকেই তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

দেখুনঃ শরহে আবু দাউদ লিল আইনী- **১/৫৫২**, ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- **৯/২৬৫**, সিকাতু ইবনে শাহীন, তাহযীবুত তাহযীব- **২/১৯৮**, তাকরীবুত তাহযীব- **১/৩৩৩**, তারীখে বাগদাদ- **৯/৫১৫**, আল কাশেফ- **১/৪০০**, তারিখে খলীফা- **৩/৪৩৭**।

ইমাম ইবনে সা'দ রহঃ বলেন- قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث

অনুবাদঃ **'যাযান'** একজন নির্ভরযোগ্য রাবী এবং তিনি প্রচুর হাদীস জানতেন। **দেখুনঃ** ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ এর তাহযীবুত তাহযীব- **২/১৯৮**।

এবং ইমাম ইবনে আদী রহঃ বলেন-

قَال أبو أحمد بن عدي: أحاديثه لا بأس بها

যাযানের বর্ণিত হাদীসগুলোতে কোন ত্রুটি নেই। **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- **৯/২৬৫**, আল কামিল-**১/৩৭৮**, তাহযীবুত তাহযীব- **২/১৯৮**।

পাঠক! আশা করি এতক্ষণে আপনার সামনেও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, লেখক **'মুযাফফর বিন মুহসিন'** যেই তিনজন রাবীর কারণে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে সেই তিনজন রাবীর মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। বরং তারা সকলেই নির্ভরযোগ্য ও তাদের বর্ণিত হাদীস সহীহ। এতে কোন সন্দেহ নেই। লেখক শুধু তার ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করতেই গোঁড়ামিবশত নির্দোষ রাবীদের উপর মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে রাসূল সাঃ এর সুপ্রমাণিত হাদীসকে হত্যা করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। যা লেখকের সহীহ হাদীস বিদ্বেষী মনোভাবকে চরমভাবে উন্মোচন করে দিয়েছে। লেখক হয়তো ভেবেছিলেন যে, তার এমন মিথ্যাচার ও হাদীসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা দেখেও আহলে হাদীসগণ তার প্রতিবাদ না

করে চুপ করে বসে থাকবেন। ইতোমধ্যে লেখকের এই ধারণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে। এবং আহলে হাদীস উলামাগণ তার ভ্রান্তির বিরুদ্ধে নতুন উদ্যামে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। এবং দুর্বার প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন।

পাঠক! স্পষ্ট যে, হাদীসটির সনদে কোন সমস্যা নেই। অতএব হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত। তাছাড়া ইমামগণও এটিকে সহীহ বলেছেন। যেমনঃ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইমাম যিয়াউদ্দিন মাকদিসী, ইমাম মানবাজী, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ইমাম কুরতুবী, ইমাম ত্বহাবী, ইমাম সানআনী, ইমাম জামালুদ্দীন আসনাবী, ইমাম আব্দুল গনী, আল্লামা ইবনে দাহীশ ও আইমান সালেহ সহ আরো অনেকে। এবং অনেকে এটিকে হাসান বলেছেন। যেমনঃ ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী মাক্কী, ইমাম ইবনুত তুরকুমানী, আল্লামা মোল্লা আলী কারী ও শায়খ জুবায়ের আলী যায় রহঃ সহ আরো অনেকে।

দেখুনঃ মিরআতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ- ৩/২৮৬, মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ- ২/৩৬৬, জাওহারুন নাকী- ১/১৭৮, আল লুবাব- ১/১২৮, তোহফাতুল মুহতাজ- ১/২০৫, আল মাজমূ- ১/৩৬৩, শরহুল মুহাযযাব, আল মুহিম্মাত- ২/২৬১, মুশকিলুল আসার-১/১৪৯, উমদাতুল আহকাম- ১/৪৮, জামিউল উসূল- ৭/২৮০, আত তামীয- ১/৩৮২, শরহে সুনানে আবু দাউদ লিইবনে রাসলান- ২/৩৯৬, বাযলুল মাজহূদ- ২/২৭৪।

এবং মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'মাজাল্লাতুল জামিয়া' গ্রন্থে বলা হয়,

حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن

অনুবাদঃ হাদীসটি 'হাসান', এটি ইমাম আবু দাউদ ও অন্যান্য ইমামগণ হাসান সনদে সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** মাজাল্লাতুল জামিয়া- ১৭/৩০৯।

আশা করি এতেই যথেষ্ট লেখকের মুখোশ উন্মোচিত হতে। অতএব হাদীসটির সপক্ষে আরো প্রমাণ উল্লেখ করে বইটি দীর্ঘ করার আবাদত প্রয়োজন মনে করছি না। প্রয়োজনে পরবর্তীতে আরো প্রমাণ পেশ করা যাবে ইনশাআল্লাহ! অতঃপর লেখক হযরত আবু

হুরাইরা রদ্বিঃ এর একটি যঈফ সনদে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির সনদ যদিও যঈফ, কিন্তু অন্যান্য হাদীসের সমর্থনে শক্তিশালী।

লেখকের উল্লেখিত হাদীসটি হলোঃ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ρ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক চুলের নীচেই নাপাকি রয়েছে। সুতরাং চুলগুলোকে ভালভাবে ধৌত করবে এবং চামড়াকে সুন্দর করে পরিষ্কার করবে।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[১০৭] এর সনদে হারিছ ইবনু ওয়াজীহ নামক এক রাবী আছে। ইমাম আবুদাঊদ বলেন, তার হাদীছ মুনকার আর সে দুর্বল রাবী।[১০৮]

(১০৭) লেখক হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। তা ঠিক নয়, শুধু এর সনদই যঈফ। হাদীসটি অন্যান্য হাদীসের সমর্থনে শক্তিশালী।

(১০৮) হাদীসটির সনদ যঈফ। কিন্তু এমর্মে অন্যান্য সাহাবী থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে, যার সমর্থনে হাদীসটি শক্তিশালী হয়ে উঠে। যেমনঃ

إسناده ضعيف، وله شاهد حديث علي، عند أبي داؤد رقم (٢٤٩) وعند ابن ماجه رقم (٥٩٩) وعند أبي يعلى رقم (٧٢٧) وشاهد آخر حديث أنس ابن مالك، عند أبي يعلى رقم (٣٦٢٤) وعند الطبراني في الصغير رقم (٨٥٦) وشاهد آخر حديث أبي أيوب، عند ابن ماجه رقم (٥٩٨)

এর সমর্থন করে হযরত আলী রদ্বিঃ এর হাদীসটি। যা ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনে মাজা ও ইমাম আবু ইয়া'লা রহঃ সংকলন করেছেন। এবং এর সমর্থন করে হযরত আনাস

রদ্বিঃ এর হাদীসটি। যা ইমাম আবু ইয়া'লা ও ইমাম তাবরানী রহঃ সংকলন করেছেন। এবং এর সমর্থন করে হযরত আবু আয়ূব রদ্বিঃ এর হাদীসটি। যা ইমাম ইবনে মাজা রহঃ সংকলন করেছেন। এবং এর সমর্থন করে হযরত আয়েশা রদ্বিঃ এর হাদীসটি। যা ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুইয়া রহঃ সংকলন করেছেন।

অতঃপর লেখক হযরত আবু আয়ূব রদ্বিঃ এর হাদীসটি উল্লেখ করে যঈফ বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি সহীহ। **লেখকের উল্লেখিত হাদীসটি হলোঃ**

عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا قُلْتُ وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً.

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ, আমানত আদায় করা- এর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা। আমি বললাম, আমানত আদায়ের অর্থ কী? তিনি বললেন, জানাবাতের গোসল করা। কারণ প্রতিটি পশমের গোড়ায় নাপাকি রয়েছে।

তাহক্বীক : উক্ত হাদীছও যঈফ।[১০৯] এর সনদে উতবা ইবনু আবী হাকীম নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[১১০]

(১০৯) হাদীসটি যঈফ নয়, বরং সহীহ। এর প্রমাণ উল্লেখ করবো, আগে দেখে নেই লেখক কী কারণে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। হাদীসটিকে যঈফ বানিয়ে হত্যা করার তামান্না নিয়ে লেখক মুযাফফর বলেনঃ

(১১০) লেখক বলেন, **"এর সনদে উতবা ইবনু আবী হাকীম নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।"** লেখকের এমন্তব্য একেবারে মিথ্যা। কারণ "**উতবা ইবনু আবী হাকীম**" নামক

রাবী দুর্বল নয়, বরং শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য। এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমনঃ **ইমাম মুরওয়ান রহঃ বলেন-**

مروان بن محمد الطاطري يقول: عتبة بن أبي حكيم ثقة

অনুবাদঃ **"উতবা ইবনু আবী হাকীম"** হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য। দেখুনঃ তাহযীবুল কামাল- ১৯/৩০১, তারিখে আবু যুরআ- ৩৮৫, তাহযীবুত তাহযীব- ৬/৬৭।

ইমাম ইবনে মাঈন রহঃ বলেন- عتبة بن أبي حكيم ثقة অনুবাদঃ **"উতবা ইবনু আবী হাকীম"** হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য। দেখুনঃ তারিখে দাওরী- ২/৩৮৯, তাহযীবুত তাহযীব- ৬/৬৭, মীযানুল ই'তিদাল- ২/১৮, ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ১৯/৩০১।

ইমাম আবু হাতিম রহঃ বলেন- صالح لا بأس به.

অনুবাদঃ **"উতবা ইবনু আবী হাকীম"** সৎ ব্যক্তি, তার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। দেখুনঃ তাহযীবুল কামাল- ১৯/৩০২, আল জারহু ওয়াত তা'দীল- ১৪/১৮, তাহযীবুত তাহযীব- ৬/৬৭, মীযানুল ই'তিদাল- ২/১৮।

ইমাম দাহীম রহঃ বলেন- عن دحيم: لا أعلمه الا مستقيم الحديث.

অনুবাদঃ আমার জানামতে অবশ্যই **"উতবা ইবনু আবী হাকীম"** সঠিক হাদীস বর্ণনাকারী। দেখুনঃ তাহযীবুল কামাল- ১৯/৩০২, তাহযীবুত তাহযীব- ৬/৬৭।

ইমাম আবু যুরআ রহঃ বলেন- عتبة بن أبي حكيم ثقة

অনুবাদঃ **"উতবা ইবনু আবী হাকীম"** হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য। দেখুনঃ তাহযীবুল কামাল- ১৯/৩০২, তারিখে আবু যুরআ- ১/৭৩, তাহযীবুত তাহযীব- ৬/৬৭।

ইমাম ইবনে আদী রহঃ বলেন- وأرجو أنه لا بأس به.

অনুবাদঃ **আমি মনে করি, তার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই।** দেখুনঃ ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ১৯/৩০২, তাহযীবুত তাহযীব- ৬/৬৭, খুলাসাতু তাহযীব- ১/৫৬৯, মীযানুল ই'তিদাল- ২/১৮।

ইমাম তাবরানী রহঃ বলেন-

قَال أبو القاسم الطبراني: عتبة بن أَبي حكيم من ثقات المسلمين

অনুবাদঃ **"উতবা ইবনু আবী হাকীম"** হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য লোকদের অন্তর্ভুক্ত। দেখুনঃ তাহযীবুল কামাল- ১৯/৩০২, তাহযীবুত তাহযীব- ৬/৬৭।

এবং ইমাম যাহাবী রহঃ বলেন- وهو متوسط حسن الحديث .

অনুবাদঃ **"উতবা ইবনু আবী হাকীম"** হাসানুল হাদীস। (অর্থাৎ তার হাদীস হাসান) দেখুনঃ মীযানুল ই'তিদাল- ২/১৮।

এছড়াও ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ **"উতবা ইবনু আবী হাকীম"** কে নির্ভরযোগ্য রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। **দেখুনঃ** সিকাতু ইবনে হিব্বান- ৬/৮৫।

এবং হাদীসটির সনদকে সহীহ বলেছেনঃ ইমাম বাযযার, ইমাম মুগালতাই, ইমাম যায়লাঈ, ইমাম বূসীরী ও ইমাম মাগরিবী রহঃ সহ আরো অনেকে।

দেখুনঃ মিসবাহুয যুজাজা- ১/৯৮, শরহে ইবনে মাজা লিল মুগালতাঈ- ১/৭৭০, নাসবুর রায়া- ২/১৬, বাদরুত তাতাম- ২/১২৩।

এছাড়াও এমর্মে হযরত আনাস রদ্বিঃ থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। দেখুনঃ আল কাশিফ ওয়াল বায়ান- ৪/৩৩, তাহযীবুল আসার- ৪/৪৭৭।

পাঠক! আশ করি, হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই। এবং প্রমাণিত যে, লেখকের মন্তব্য স্পষ্ট মিথ্যাচার।

অতঃপর ৩১ নং অমুচ্ছেদে লেখেনঃ

(৩১) ঋতুবতী বা অপবিত্র ব্যক্তিদেরকে সাধারণ কাজকর্ম করতে নিষেধ করা

অপবিত্র ব্যক্তি সালাম-মুছাফাহা করতে পারে না, কোন বিশেষ পাত্র স্পর্শ করতে পারে না ও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না বলে যে কথা সমাজে প্রচলিত আছে, তা কুসংস্কার মাত্র। কারণ তারা স্বাভাবিকভাবে সাধারণ কাজকর্ম করতে পারে। উল্লেখ্য যে, অপবিত্র ব্যক্তি বা ঋতুবতী মহিলা কুরআন স্পর্শ না করে যিকির হিসাবে কোন অংশ মুখস্থ তেলাওয়াত করতে পারে। তবে পবিত্র ও ওযূ অবস্থায় পাঠ করা উচিৎ। এটাই উত্তম। কুরআন মুখস্থও পড়া যাবে না যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ।[১১১] যেমন-ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঋতুবতী এবং অপবিত্র ব্যক্তি কুরআনের কোন অংশ পড়তে পারবে না।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুনকার।[১১২]

(১১১) লেখকের উক্ত মন্তব্য একবোরেই মিথ্যা। জুনুবী ব্যক্তির জন্য কুরআন মুখস্থও পড়া যাবে না মর্মে যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে তার সবগুলো ত্রুটিপূর্ণ নয়। এর প্রমাণ একটু পরেই পেশ করবো ইনশাআল্লাহ! আগে দেখে নেই লেখক এমর্মে কোন কোন হাদীস উল্লেখ করে কী কী মিথ্যাচার করেন।

(১১২) লেখকের তাহকীকটি ভুল। হাদীসটি ‘মনাকার’ নয়, বরং হাদীসটি হাসান। লেখক হাদীসটিকে ‘মুনকার’ বানাতে গিয়ে **বলেনঃ**

ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, ইসমাঈল বিন আইয়াশ হিজায ও ইরাকের অধিবাসীদের থেকে বর্ণনা করেছে। তার হাদীছগুলো মুনকার। সে যঈফ হাদীছ বর্ণনা করেছে।(১১৩)

(১১৩) এখানে লেখক দুটি ভুল করেছেন, একঃ সঠিক অনুবাদ করতে পারেননি। দুইঃ ইমাম তিরমিযী রহঃ এর পুরো মন্তব্য উল্লেখ করেননি। একারণে হয়তো তিনি ভুল বুঝে হাদীসটিকে 'মুনকার' বলেছেন। অথবা বুঝেও না বুঝার ভান করে ধোঁকা দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী'র মন্তব্যঃ

إسمعيل بن عياش يروى عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث منا كير

লেখক এর অনুবাদ করেছেন, **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ হিজায ও ইরাকের অধিবাসীদের থেকে বর্ণনা করেছে। তার হাদীছগুলো মুনকার"**।

লেখকের এ অনুবাদ সঠিক নয়। এর সঠিক অনুবাদ হলোঃ রাবী **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ হিজায ও ইরাকের অধিবাসীদের থেকে কিছু 'মুনকার' হাদীস বর্ণনা করেছেন"।**

পাঠক! মার্ক করা অংশের সুক্ষ বিষয়টি লক্ষ্য করুন, লেখক অনুবাদ করেছেনঃ **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ হিজায ও ইরাকের অধিবাসীদের থেকে বর্ণনা করেছে। তার হাদীছগুলো মুনকার"**। অথচ ইমাম বুখারী রহঃ বলেছেনঃ **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ হিজায ও ইরাকের অধিবাসীদের থেকে কিছু 'মুনকার' হাদীস বর্ণনা করেছেন"।**

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহঃ এ মন্তব্য দ্বারা এটা বোঝাননি যে, **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এর সব হাদীস যঈফ। বরং **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** ইমাম বুখারী রহঃ এর নিকট নির্ভরযোগ্য এবং তার হাদীস সহীহ। শুধু তার **'হিজায ও ইরাকের অধিবাসীদের'** থেকে বর্ণনাকৃত কিছু হাদীস 'মুনকার'।

পাঠক! ইমাম বুখারী রহঃ এর মন্তব্যটি বুঝতে পারলে এতক্ষণে আপনার নিকট কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে। যেমনঃ

একঃ ইমাম বুখারী রহঃ নির্দিষ্ট করে উল্লেখিত হাদীসকে 'যঈফ' বা 'মুনকার' বলেননি। **দুইঃ** এবং তিনি ব্যক্তি **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** কে 'যঈফ' বা 'মুনকার' বলেননি। **তিনঃ** এবং ঢালাওভাবে তার বর্ণনাকৃত সব হাদীসকে 'যঈফ' বা 'মুনকার' বলেননি। **চারঃ** শুধু এটা বলেছেন যে, **হিজায ও ইরাকীদের** থেকে বর্ণনাকৃত তার কিছু হাদীস 'মুনকার'।

অতএব আল্লাহর রাসূল সাঃ এর একটি সুপ্রমাণিত হাদীসকে 'যঈফ' বানিয়ে প্রত্যাখ্যান করতে লেখক ইমাম বুখারী রহঃ এর বক্তব্য বিকৃতি করে যে কারচুপি করেছেন, তা নিতান্তই দুঃখজনক। এবং হাদীস গবেষণার নামে এটা চরম খেয়ানত। যা চরম দুঃসাহসও বটে! এতে এটাও প্রমাণ হয় যে, হাদীস গবেষণার কোন যোগ্যতাই অর্জন হয়নি লেখকের।

হাদীসটিকে যঈফ বানাতে লেখক বুখারী রহঃ এর মন্তব্য বিকৃতি করে রাবী **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** কে প্রধান অস্ত্র বানিয়েছেন। এজন্য প্রথমে আমি প্রমাণ করে দেখাবো যে, রাবী **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ও তার হাদীস সহীহ।

যেমনঃ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সালেহ ওহাযী রহঃ বলেন-

ما رأيت رجلا أكبر نفسا من إسماعيل بن عياش كنا إذا أتيناه إلى مزرعته لا يرضى لنا إلا بالخروف والخبيص، قال: وسمعته يقول: ورثت عَن أبي أربعة آلاف دينار، فأنفقتها في طلب العلم.

অনুবাদঃ আমি "ইসমাঈল বিন আইয়াশ" এর চেয়ে উদার মনের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি। আমরা যখন তার সাক্ষাতে যেতাম তখন তিনি আমাদের আপপায়োনে মেষ জবাই করে দিতেন এবং আমাদের জন্য 'খাবীছ' (এক প্রকার মিষ্টান্ন) এর ব্যবস্থা করতেন। **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- ৩/১৬৩।

ইমাম ইয়াকুব রহঃ বলেন-

قال يعقوب: وتكلم قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة

অনুবাদঃ কিছু লোক **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছে, অথচ তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। **দেখুনঃ** ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- **৩/১৭১,** তারিখুল খতীব- ৬/২২১।

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহঃ বলেন-

رجلان هما صاحبا حديث بلدهما: إسماعيل بن عياش، وعبد الله بن لَهِيعَة.

অনুবাদঃ দুই ব্যক্তি, যারা নিজ দেশে আহলে হাদীস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। একজন হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিআ। আরেকজন **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** দেখুনঃ ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৬৯।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ রহঃ বলেন-

وَقَال عَبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت يحيى بن مَعِين عن إسماعيل بن عياش، فقال: إذا حدث عن الشيوخ الثقات

অনুবাদঃ আমি **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** সম্পর্কে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** যা তার নির্ভরযোগ্য শাখেদের থেকে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ। **দেখুনঃ** ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭৩, আল কামিল- ২/৯৮।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহঃ বলেন-

عن يحيى بن مَعِين: إسماعيل بن عياش ثقة.

অনুবাদঃ **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭২, আল কামিল- ২/৯৭ তারিখে দাউরী- ২/২৬।

তিনি আরেক জায়গায় বলেন-

عن يحيى بن مَعِين: أرجو أن لا يكون به بأس.

অনুবাদঃ আমি মনে করি, এর বর্ণনায় কো সমস্যা নেই। তারিখে দরিমী- ১/৫, **দেখুনঃ** তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭৪, আল কামিল- ২/৯৭।

ইমাম আবু বকর ইবনে খায়সামা রহঃ বলেন-

قيل ليحيى: أيهما أثبت بقية أو إسماعيل بن عياش؟ فقال: كلاهما صالحان.

অনুবাদঃ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহঃ কে প্রশ্ন করা হলো যে, **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এবং 'বাকিয়্যা' এদুজনের মধ্যে হাদীস বর্ণনায় অধিক শক্তিশালী ও মজবুত কে ? জবাবে তিনি বললেন, তারা দুজনেই সৎ ব্যক্তি।

দেখুনঃ ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭৪, আল জারহু ওয়াত তা'দীল- ১/১৯২, তারিখুল খতীব- ৬/২২৫, আল কামিল- ২/৯৭।

এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ বলেন-

نظرت في كتابه عن يحيى بن سَعِيد أحاديث صحاح

অনুবাদঃ আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনাকৃত **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** এর কিতাব দেখলাম, সেখানে তার সবগুলো হাদীস সহীহ পেয়েছি। **দেখুনঃ** ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- ৩/১৭৫, মাওসূআতু আকওয়ালিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল- ১/৮০।

পাঠক! ইমামদের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, রাবী **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** নির্ভরযোগ্য এবং তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। এত কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া হাদীসটিকে অনেকে 'হাসান' বলেছেন। যেমনঃ আল্লামা হাফেয মুনযিরী, ও আল্লামা শুআইব আরনাউত সহ অনেকে হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। **দেখুনঃ** আস-সায়লুল জাররার ১/১০৮, ফাযাইলুল কুরআনিল কারীম- ১/৮।

পাঠক! উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, লেখকের উল্লেখিত হাদীসটির সনদে কোন সমস্যা নেই। এবং হাদীসটি সহীহ না হলেও হাসান হবে ইনশাআল্লাহ! অতএব ষড়যন্ত্রকারীদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

ঋতুবতী এবং অপবিত্র ব্যক্তি কুরআন পড়তে পারবে না মর্মে সুপ্রমাণিত হাদীস রয়েছে, তা আপনার সামনে এখন স্পষ্ট। তাছাড়া এ মতের সপক্ষেই সাহাবা, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও পরবর্তী উলামাগণ মতামত দিয়েছেন।

যেমনঃ ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন-

وهُو قَوْلُ أَكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم والتّابعينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلِ: سُفْيانَ، وَابْنِ المُبارَكِ، والشّافعيّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحاقَ، قَالُوا: لا تَقْرَإِ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ مِنَ القُرْآنِ شَيئاً إلاّ طَرَفَ الآيةِ وَالْحَرْفَ وَنحْوَ ذَلكَ، وَرَخّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التّسْبيح وَالتّهْلِيلِ.

রাসূল সাঃ এর সাহাবী, তাবেঈ ও তাদের পরবর্তী অধিকাংশ উলামা এ হাদীসের উপরই আমল করার ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন। যেমন ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মুবারক, শাফেঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক বলেন- ঋতুবতী এবং অপবিত্র ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে না। তবে আয়াতের অংশ বা হরফ পাঠ করতে পারবে। এবং তারা মত প্রকাশ করেন যে, ঋতুবতী এবং জুনুবী ব্যক্তি তাসবীহ ও তাহলীল পাঠ করতে পারবে।

এবং ইমাম বায়হাকী রহঃ বলেন- হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, আত্বা, আবুল আলিয়া, নাখঈ ও সাঈদ ইবনে জুবায়ের তারা সকলেই বলেন- ঋতুবতী মহিলা কুরআন পাঠ করতে পারবে না। **দেখুনঃ** সুনানুল কুবরা **১/৩০৯।**

এবং ইমাম দারাকুতনী রহঃ হাদীসটি অপর আরেকটি সূত্রে সংকলন করেছেন। যে সূত্রে **"ইসমাঈল বিন আইয়াশ"** নামক রাবী নেই। **দেখুনঃ** সুনানে ইমাম দারাকুতনী- **১/১৪২,**

এছাড়াও ঋতুবতী এবং অপবিত্র ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে না মর্মে আরো সহীহ হাদীস রয়েছে। দেখুনঃ শরহুয যাদ- ২৫/১০৪, তোহঃ আহওয়াযী ২/১৩, ই'লামুল খায়েস ১/১০।

অতঃপর লেখক হযরত আলী রদ্বিঃ এর একটি হাদীস উল্লেখ করে যঈফ বলেছেন। অথচ হাদীসটি যঈফ নয়। **হাদীসটি হলোঃ**

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) অপবিত্র না থাকলে প্রত্যেক অবস্থাতেই তিনি আমাদের কুরআন পড়াতেন।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।(১১৪) এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।(১১৫)

(১১৪) হাদীসটি যঈফ নয়। এর সনদ সহীহ এবং মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। লেখক হাদীসটিকে অস্বীকার করার বাহানা হিসেবে একজন নির্ভরযোগ্য রাবীকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

(১১৫) **"আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ"** দুর্বল নয়, বরং তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী৷ ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম ইজলী ও ইমাম ইয়কুব ইবনে শায়বা রহঃ সহ অনেকেই **"আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ"**কে নির্ভরযোগ্য রাবী বলেছেন।

দেখুনঃ তাহযীবুত তাহযীব- ৪/১৭৬, কিতাবুস সিকাত লিইবনে হিব্বান- ৫/১২, মারিফাতুস সিকাত লিল ইজলী- ২/৪, তাহযীবুল কামাল- ১৫/৫২, খুলাসা তাহযীবুল কামাল- ১/৪৩৮, আল-মুহাররার ১/১৩৭, উমদাতুল কারী- ৫/৪১০, ফাতহুল বারী- ২/৯৫, বাদরুল মুনীর- ২/৫৫৪, তানকীহুত তাহকীক- ১/৯১, শুআইব আরনাউত রহঃ এর তাহকীককৃত সুনানে আবু দাউদ- ১/১৬৪৷

এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালনী রহঃ বলেন-

عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي صدوق

অনুবাদঃ **“আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ”** একজন সত্যবাদী রাবী। দেখুনঃ হাফেয ইবনে হাজার আসকালনী রহঃ এর তাকরীবুত তাহযীব- **১/৪৯৬।**

ইমাম ইবনে আদী রহঃ বলেন-

قَال أبو أحمد بن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

অনুবাদঃ আমি মনে করি **“আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ”** এর বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। দেখুনঃ ইমাম ইউসুফ মিযযী রহঃ এর তাহযীবুল কামাল- **১৫/৫২**, উমদাতুল কারী- ৫/৪১০, তানকীহুত তাহকীক- **১/৯১।**

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ও আহলে হাদীস আলেম আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরি রহঃ বলেন-

والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة

সত্য কথা হলো, **“আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ”** হাসানুল হাদীস, তার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। **দেখুনঃ** তোহফাতুল আহওয়াযী শরহে জামেউত তিরমিযী- **১/৩৭৭।** ফাতহুল বারী- **১/৪০৮**, শুআইব আরনাউত রহঃ এর তাহকীককৃত সুনানে আবু দাউদ- **১/১৬৪।**

এছাড়াও ইমাম তিরমযী, ইমাম হাকেম, হাফেয যাহাবী, ইমাম ইবনুস সাকান, ইমাম আবদুল হক, ইমাম বাগাবী ও ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ সহ অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এবং আল্লামা শুআইব আরনাউত রহঃ সহ অনেকে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। কিন্তু লেখক মুযাফফরকে কোন ভূতে ধরলো !

ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন-

حديث علي هذا حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر وبه يقول سفيان الثوري والشافعي و أحمد و إسحق

অনুবাদঃ হযরত আলী রদ্বিঃ এর এই হাদীসটি 'হাসান সহীহ'। আর এ হাদীসের উপরই অনেক সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ আমল করার ব্যাপরে ফতোয়া দিয়েছেন। তারা বলেন, বিনা অযুতে কুরআন শরীফ মুখস্থ পড়া যাবে, কিন্তু বিনা অযুতে তা স্পর্শ করা যাবে না। এছাড়াও এ মত পোষণ করেছেন, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক রহঃ। **দেখুনঃ** জামিউত তিরমিযী- ১/২৭২।

এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন-

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب

অনুবাদঃ সকল ইমাম একমত পোষণ করেছেন যে, অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পাঠ করা হারাম। **দেখুনঃ** ফাতাওয়াল ইসলাম ১/৩৯৫।

অতঃপর লেখক হযরত আলী রদ্বিঃ এর আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে যঈফ বলেছেন। অথচ এ হাদীসও যঈফ নয়। **হাদীসটি হলোঃ**

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পায়খানা হতে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। অপবিত্রতা ছাড়া কুরআন হতে তাঁকে কোন কিছু বাধা দিতে পারত না।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[১১৬] এর সনদেও আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[১১৭]

(১১৬) হাদীসটি যঈফ নয়, বরং সহীহ।

(১১৭) লেখকের এমন্তব্য মিথ্যা। **"আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ"** দুর্বল নয়, বরং তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। এর প্রমাণ পূর্বের হাদীসের আলোচনায় পেশ করা হয়েছে।

"আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ" নির্ভরযোগ্য। একথা প্রমাণিত হওয়ার পরেও তার কারণে হাদীসটিকে 'যঈফ' বলে অস্বীকার করা গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই না।

এছাড়াও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেনঃ ইমাম যিয়াউদ্দীন মাকদিসী, মুখতারা কিতাবের মুহাক্কিক আল্লামা ইবনে দাহীশ ও ইমাম নববী রহঃ সহ আরো অনেকে। **দেখুনঃ** ইমাম যিয়াউদ্দীন মাকদিসী রহঃ এর 'আল মুখতারা'- ১/২৬৭, খুলাসাতুল আহকাম ১/২০৭, আউনুল মা'বুদ।

এবং ইমাম সুয়ূতী রহঃ বলেন, হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইমাম ইবনে খুযায়মা, ইমাম তহাবী, ইমাম আবূ ইয়ালা, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম আজরী, ইমাম হাকিম ও ইমাম যিয়াউদ্দীন মাকদিসী রহঃ **দেখুনঃ** ইমাম সুয়ূতী রহঃ এর জামিউল আহাদীস ৩০/৩৪১।

এবং আল্লামা আহমাদ শাকের রহঃ বলেন- এর সনদ সহীহ। দেখুনঃ উলূমুল কুরআন ইনদা ইবনে আব্দিল বার ১/৩০৯।

এবং হাদীসটিকে অনেকেই সহীহ বলেছেন, যেমনঃ

صححه الإمام الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والحافظ الذهبي وغيرهم، وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط وسليم أسد وزبير علي زئ وغيرهم.

অনুবাদঃ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনে খুযায়মা, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম ইবনে জারূদ, ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী রহঃ সহ আরো অনেকে।
ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন-

حديث علي هذا حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر وبه يقول سفيان الثوري والشافعي و أحمد و إسحق

অনুবাদঃ হযরত আলী রদ্বিঃ এর হাদীসটি 'হাসান সহীহ'। আর এ হাদীসের উপরই অনেক সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ আমল করার ব্যাপরে ফতোয়া দিয়েছেন। তারা বলেন, বিনা অযুতে কুরআন শরীফ মুখস্থ পড়া যাবে, কিন্তু বিনা অযুতে তা স্পর্শ করা যাবে না। এছাড়াও এ মত পোষণ করেছেন, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক রহঃ। **দেখুনঃ** জামিউত তিরমিযী- ১/২৭২।

এছাড়াও হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, সুলাইম আসাদ, জুবায়ের আলী যাঈ, ও শুআইব আরনাউত রহঃ সহ অনেকে।

দেখুনঃ মুসনাদে আবু ইয়া'লা- ১/৩২৭, মুসনাদে আহমাদ- ১/১০৭, রওজাতুল মুহাদ্দিসীন- ১/১৪১, ফাতহুল বারী- ১/৪০৮, জামে আহকামুস সালাহ- ১/২৮৮, শুআইব আরনাউত রহঃ এর তাহকীককৃত সুনানে আবু দাউদ- ১/১৬৪।

অতঃপর ৩২ নং অমুচ্ছেদে লেখেনঃ

(৩২) পবিত্রতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কয়েকটি যঈফ ও জাল হাদীছ

নিম্নে কয়েকটি বর্ণনা পেশ করা হল, যেগুলো মানুষের মুখে মুখে খুবই প্রচলিত। অথচ তা যঈফ ও জাল বর্ণনা। এ সমস্ত বর্ণনা প্রচার করা উচিৎ নয়।(১১৮)

(১১৮) লেখকের এ মন্তব্য একেবারেই ভিত্তিহীন। তিনি **"পবিত্রতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কয়েকটি যঈফ ও জাল হাদীছ"** নামক শিরোনাম দিয়ে এর অধীনে কয়েকটা হাদীস উল্লেখ করেছেন। এমনকি **"এসমস্ত হাদীস প্রচার করা উচিৎ নয়",** বলে মন্তব্যও করেছেন। অথচ এখানে উল্লেখিত তার প্রত্যেকটা হাদীস'ই সহীহ বা হাসান। এর প্রমাণ যথাস্থানে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ! লেখক প্রথমে হযরত আনাস রদ্বিঃ এর একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। **হাদীসটি হলোঃ**

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ρ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ.

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) যখন টয়লেটে প্রবেশ করতেন তখন আংটি খুলে রাখতেন।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুনকার ও যঈফ।[১১৯] **ইমাম আবুদাঊদ বলেন, ‘এই হাদীছ মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য’।**[১২০]

(১১৯) লেখক হাদীসটিকে ‘মুনকার’ ও ‘যঈফ’ বলেছেন। কিন্তু হাদীসটি কেন ‘মুনকার’ ও ‘যঈফ’ তার কোন কারণ উল্লেখ করতে পারেননি।

প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি সহীহ। এবং এটি সহীহ হওয়ার পক্ষে অনেক মুহাদ্দিস মন্তব্য করেছেন। যেমন এটিকে সহীহ বলেছেন- ইমাম তিরমিযী, ইমাম হকিম, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম আবু ইয়া’লা, ইমাম ইবনুত তারকামানী, ইমাম ক্বাহতানী, ইমাম মুনযিরী, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী, ইমাম কুশায়রী, ইমাম হুওয়াইনী, শায়খ শুআইব আরনাউত, শায়খ ওয়ালিদ ইবনে রাশেদ, ও শায়খ সুলাইম আসাদ রহঃ সহ আরো অনেকে। তবে ইমাম আবু দাউদ রহঃ হাদীসটিকে ‘মুনকার’ বলেছেন। তার ‘মুনকার’ বলার কারণ একটু পরে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ!

(১২০) আবু দাউদ রহঃ হাদীসটিকে ‘মুনকার’ বলেছেন একারণে যে, এর রাবী ‘হাম্মাম ইবনে ইয়াহইয়া’র ব্যাপারে কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আসলে ‘হাম্মাম ইবনে ইয়াহইয়া’ নির্ভরযোগ্য এবং বুখারী ও মুসলিমের রাবী। **যেমন আল্লামা হাতিম রহঃ বলেন-**

أخرجه أبو داود بسند صحيح، ثم قال عنه: هذا حديث منكر. وبيّن العلماء سبب نكارته: أنه تفرّد به راوٍ اسمه: همّام بن يحيى، وهو ثقة من رجال الشيخين

অনুবাদঃ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহঃ সহীহ সনদে সংকলন করেন, অতঃপর বলেন- হাদীসটি মুনকার। উলামাগণ বলেন, ইমাম আবু দাউদ রহঃ হাদীসটিকে ‘মুনকার’ বলেছেন এজন্য যে, **‘হাম্মাম ইবনে ইয়াহইয়া’** হাদীসটি একাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি নির্ভরযোগ্য এবং বুখারী ও মুসলিমের রাবী। **দেখুনঃ** আত-তাখরীজ ওয়া দিরাসাতুল আসানীদ- **১/১০৪**।

পাঠক! ইমাম আবু দাউদ রহঃ হাদীসটিকে ‘মুনকার’ বলেছেন শুধু **‘হাম্মাম ইবনে ইয়াহইয়া’** এর কারণে। ইমাম আবু দাউদ রহঃ বলেন, **‘হাম্মাম ইবনে ইয়াহইয়া’** হাদীসটি

একাই বর্ণনা করেছেন। এর জবাবে আমি বলবো, মহান আল্লাহ ইমাম আবু দাউদ এর উপর রহম করুন! তিনি এখানে ভুল করে ফেলেছেন। কারণ হাদীসটি **‘হাম্মাম ইবনে ইয়াহইয়া’** একাই বর্ণনা করেননি। বরং ইয়াহইয়া ইবনে মুতাওয়াক্কাল’ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। **দেখুনঃ** ইমাম হাকিম রহঃ এর আল-মুসতাদরাক- ১/১৮৭, তামামুর রাযী- ১/১৪৪, শরহুস সুন্নাহ- ১/৩৭৯, আখবারু ইসবাহান- ২/১১০।

পাঠক! যখন স্পষ্ট হলো যে, হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম আবু দাউদ রহঃ এর মন্তব্যটি সঠিক নয় এবং এতে তিনি ভুল করে ফেলেছেন। তখন এটাও স্পষ্ট হলো যে, পরবর্তীতে যারা’ই ইমাম আবু দাউদ রহঃ এর তাকলীদ করেছেন (অন্ধ অনুসরণ করেছেন) তার সকলে’ই ভুল করেছেন। যেমন লেখক ভুল করেছেন। অজানাবসত মানুষ ভুল করতে’ই পারে, এটা দোষণীয় নয়। কিন্তু সত্য টা জানার পরেও গোঁড়ামিবসত সেই ভুলকে ধরে রাখা হলো দোষণীয়। অতএব লেখকের প্রতি আমার আহ্বান রইল, তিনি যেন তার এই ভুল পরিহার করে সত্য টা গ্রহণ করে নেন। সত্য গ্রহণে কোন লজ্জা নেই।

অতঃপর লেখক হযরত আবু রাফে রদ্বিঃ থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করে যঈফ বলেছেন। কিন্তু হাদীসটি হাসান। **হাদীসটি হলোঃ**

আবু রাফে‘ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাতের জন্য ওযূ করতেন, তখন আপন আঙ্গুলে পরিহিত আংটিকে নেড়ে দিতেন।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।(১২১) এর সনদে মা‘মার ও তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু উবায়দুল্লাহ নামে দুইজন দুর্বল রাবী আছে।(১২২)

(১২১) লেখক বলেছেন, হাদীসটি যঈফ। কিন্তু তার একথা সত্য নয়। বরং সত্য হলো, হাদীসটি হাসান। তার প্রমাণ একটু পরেই উল্লেখ করা হবে।

(১২২) লেখক হাদীসটিকে যঈফ বানাতে এর ত্রুটি হিসেবে বলেছেন, **“এর সনদে মা'মার ও তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু উবায়দুল্লাহ নামে দুইজন দুর্বল রাবী আছে।”** অথচ হাদীসটির সনদে এ দুই নামের কোন রাবী নেই। নিচে হাদীসটি সনদ সহ উল্লেখ করে দেখালাম।

حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا محمد بن خالد بن حرملة العبدي ثنا إبراهيم بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أبيه عن جده أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وضوءه للصلاة حرك خاتمه في إصبعه

অনুবাদঃ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হুসাইন ইবনে ইসহাক। তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে খালেদ। তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবনে উবাইদিল্লাহ। তিনি বর্ণনা করেন তার পিতা থেকে। তিনি তার দাদা হযরত আবু রাফে রদ্বিঃ থেকে। হযরত আবু রাফে রদ্বিঃ বলেন, **রাসূল সাঃ যখন নামাযের অযু করতেন, তখন আপন আঙ্গুলে পরিহিত আংটিকে নেড়ে দিতেন।** দেখুনঃ ইমাম তাবরানী রহঃ এর মু'জামুল কাবীর- ১৭/২২৪।

পাঠক! স্পষ্ট যে, এর সনদে **“মা'মার ও তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু উবায়দুল্লাহ”** নামক রাবী নেই। অতএব তাদের কারণে লেখকের মন্তব্য “হাদীসটি যঈফ” একথা অগ্রহণযোগ্য। আসলে হাদীসটি ‘হাসান’। এবং এর একাধিক সনদ রয়েছে, যার একাটি আরেকটিকে সমর্থন দিয়ে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য করে তুলে। এছাড়াও এর সনদকে অনেকে ‘হাসান’ বলেছেন। যেমন ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী মাক্কী ও মোল্লা আলী কারী রহঃ এর সনদকে ‘হাসান’ বলেছেন। দেখুনঃ ফাতহুল ইলাহি- ২/৮৫৬, মিরকাত- ২/১২৩।

অতঃপর লেখক হযরত আয়েশা রদ্বিঃ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করে যঈফ বলেছেন। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। **হাদীসটি হলোঃ**

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ρ وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّىْ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই সকল ঘরের দরজা মসজিদের দিক হতে (অন্য দিকে) ফিরিয়ে দাও। কারণ আমি মসজিদকে ঋতুবতী ও নাপাক ব্যক্তির জন্য জায়েয মনে করি না।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[১২৩] এর সনদে জাসরা বিনতে দিজাজা নামক একজন বর্ণনাকারী আছে। সে অত্যধিক ত্রুটিপূর্ণ।[১২৪]

(১২৩) লেখক বলেছেন, হাদীসটি যঈফ। কিন্তু তার একথা সত্য নয়। বরং সত্য হলো, হাদীসটি সহীহ, তার প্রমাণ একটু পরেই উল্লেখ করবো।

(১২৪) লেখকের এ মন্তব্য অত্যধিক অসত্য। বরং অত্যধিক সত্য এই যে, **“জাসরা বিনতে দিজাজা”** নামক রাবী অত্যধিক নির্ভরযোগ্য। এতে কোন সন্দেহ নেই। তার কিছু প্রমাণ নিচে উল্লেখ করে দিলাম।

এক- ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ তাকে নির্ভরযোগ্য রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। **দেখুনঃ** ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ এর কিতাবুস সিকাত, ৩/৩৩, ই'লামুল খায়েস, ১/৭।

দুই- ইমাম যাহাবী রহঃ বলেন, **“জাসরা বিনতে দিজাজা”** নির্ভরযোগ্য রাবী। দেখুনঃ আল-কাশেফ- ১/২১৫, ই'লামুল খায়েস ১/৭।

তিন- ইমাম ইজলী রহঃ বলেন, **“জাসরা বিনতে দিজাজা”** তাবেঈ এবং নির্ভরযোগ্য রাবী। দেখুনঃ তাহযীবুল কামাল- ৩৫/১৪৩, লিসানুল মীযান- ৭/২৬৯, মা'রিফাতুস সিকাত- ২/৭১, মীযানুল ই'তিদাল- ১/২৬৫, শরহে আবু দাউদ লিল আইনী- ১/৫১৫, আল-বাদরুল মুনীর- ২/৫৬০, ৬/২০০, ই'লামুল খায়েস ১/৭, তাহযীবুত তহিযীব- ১১/২৩৮।

চার- আল্লামা আব্দুর রহমান সাহীম রহঃ বলেন-

جسرة بنت دجاجة، وهي مقبولة

অনুবাদঃ **"জাসরা বিনতে দিজাজা"** গ্রহণযোগ্য রাবী। **দেখুনঃ** শরহে উমদা -২/৬২।

পাঁচ- আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ বলেন- **"জাসরা বিনতে দিজাজা"** গ্রহণযোগ্য রাবী। **দেখুনঃ** হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ এর তাকরীবুত তাহযীব, তরজমা- ৮৫৫১, ই'লামুল খায়েস ১/৭,

ছয়- ইমাম আবু যুরআ রহঃ বলেন-

قال أبو زرعة: الصحيح حديث جسرة عن عائشة

অনুবাদঃ **হযরত আয়েশা রদ্বিঃ থেকে জাসরার হাদীস সহীহ।**

দেখুনঃ আল-বাদরুল মুনীর- ২/৫৫৮, আত-তালখীসুল হাবীর- ১/২৫৮, ই'লামুল খায়েস ১/৬, তাফসীরে ইবনে কাসীর- ২/৩১২।

লেখক টীকাতে ইমাম বুখারী রহঃ এর মন্তব্য উল্লেখ করেও হাদীসটিকে যঈফ বলে হত্যা করার ব্যর্থপ্রয়াস চালিয়েছেন। ইমাম বুখারী রহঃ এর মন্তব্যের যথার্থ জবাব ইমাম যাহাবী রহঃ অনেকেই দিয়ে গেছেন। **যেমনঃ ইমাম যাহাবী রহঃ বলেন-**

فقوله عندها عجائب ليس بصريح في الجرح

অনুবাদঃ ইমাম বুখারী রহঃ যে, বলেছেন **"জাসরা বিনতে দিজাজা এর কাছে কিছু আশ্চরযকর হাদীস রয়েছে"** এমন্তব্য থেকে স্পষ্ট এটা প্রমাণ হয় না যে, "জাসরা বিনতে দিজাজা" যঈফ। মীযানুল ই'তিদাল- ১/২৬৫।

এবং ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহঃ বলেন-

وأما ابن القطان فإنه حسنه، وقال: قول البخاري في جسرة «أن عندها عجائب» لا يكفي في رد أخبارها

অনুবাদঃ ইমাম ইবনুল কাত্তান রহঃ বলেন, হাদীসটি হাসান। তিনি আরো বলেন, ইমাম বুখারীর মন্তব্যে এটা প্রমাণ হয় না যে, **"জাসরা বিনতে দিজাজা"** এর হাদীসগুলো প্রত্যাখ্যান করতে হবে। দেখুনঃ ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহঃ এর আল-বাদরুল মুনীর- ২/৫৬১, ই'লামুল খায়েস ১/৭।

এবং আল্লামা সাআতী রহঃ বলেন-

رواه أبو داود وصححه جماهير المحدثين به وقامت الحنفية والمالكية

অনুবাদঃ হাদীসটি সংকলন করেন ইমাম আবু দাউদ। এবং মুহাদ্দিসীনে কেরামের এক বিরাট দল একে সহীহ বলেছেন। এ হাদীস দ্বারা হানাফী ও মালেকী উলামাগণ দলীল পেশ করেন। **দেখুনঃ** ফাতহুর রব্বানী- ২/১৬৫।

এছাড়াও হাদীসটিকে অনেকে সহীহ বলেছেন। যেমন সহীহ বলেছেনঃ ইমাম ইবনে খুযায়মা, ইমাম বায়হাকী, ইমাম যাইলাঈ, ইমাম মুগালতাঈ, ইমাম শাওকানী, ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন, ইমাম আবু যুরআ, ইমাম ইবনে সায়্যিদুন নাস, আল্লামা ইবনে বায ও আল্লামা আয়মান সালেহ রহঃ সহ আরো অনেকে। এবং এটিকে হাসান বলেছেন, ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী মাক্কী, আল্লামা শুআইব আরনাউত ও শায়খ জুবায়ের আলী যাঈ রহঃ সহ আরো অনেকে। এছাড়াও হাদীসটিকে সমর্থন করে হযরত উম্মে সালামা রদ্বিঃ এর হাদীসটি। যা ইমাম ইবনে মাজা রহঃ সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** ২/২১১।

অতঃপর লেখক হযরত আলী রদ্বিঃ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করে যঈফ বলেছেন। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। **হাদীসটি হলোঃ**

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ρ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ.

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, (রহমতের) ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যাতেকোন ছবি রয়েছে অথবা কুকুর বা নাপাক ব্যক্তি রয়েছে।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।(১২৫)

(১২৫) লেখক বলেছেন, হাদীসটি যঈফ। কিন্তু তার একথা সত্য নয়। বরং সত্য হলো, হাদীসটি সহীহ। এবং হাদীসটিকে অনেকে সহীহ ও হাসান বলেছেন। যেমন হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম মাকদিসী, ইমাম ইবনে রাসলান, আল্লামা আহমাদ শাকের, রহঃ সহ আরো অনেকে। এবং এর সনদকে হাসান বলেছেন, ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী মাক্কী, ইমাম ইবনে মাফলাহ, ইমাম মানসূর বুহাইতী, আল্লামা মুহাম্মদ তাইমী, আল্লামা ইবনে দাহীশ, আল্লামা হামূদ তুওয়াজিরী, শায়খ আয়মান সালেহ, জুবায়ের আলী যাই,

দেখুনঃ সহীহ ইবনে হিব্বান, ইমাম হাকিমরহঃ এর মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, ফাতহুল ইলাহি, আহাদীসুল মুখতারা- ১/৩৯৫, জামিউল উসূল- ৭/৩১৪, ই'লানুন নাকীর- ১/৩৪, মাজমূআতুল হাদীস- ১/৩০৭, আল ফরূ- ২/১৯, আল মাবদা- ২/৭০, কাশফুল কনা- ১/৪৩৭, মাত্বালিবে আওলান নুহা- ২/৩৭৪, তাহরীমুত তাসউইর- ১/১৭, আত তারগীব ওয়াত তারহীব- ১/৯০, গিযাউল আলবাব- ৩/৭০, আল ফিরকানি- ১/১৭৯, শরহে আবু দাউদ লিল ইমাম ইবনে রাসলান- ১৬/৪৫৪, উনাইসুস সারী- ৩/১৭২০।

অতঃপর লেখক হযরত আলী রদ্বিঃ থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে যঈফ বলেছেন। কিন্তু হাদীসটি হাসান। **হাদীসটি হলোঃ**

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ p فَقَالَ إِنِّىْ اغْتَسَلْتُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ p لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ.

আলী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি নাপাকীর গোসল করেছি ও ফজরের ছালাত পড়েছি। অতঃপর দেখি এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি, রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তখন তুমি উহার উপর তোমার (ভিজা) হাত মুছে দিতে, তবে তোমার পক্ষে যথেষ্ট হত।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[১২৬] এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু উবায়দুল্লাহ নামে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছে।

(১২৬) বরং এর সনদকে ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী মাক্কী রহঃ হাসান বলেছেন। এবং আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহঃ বলেছেন, মীরাক বলেন-

ورجاله موثقون، قاله ميرك.

অনুবাদঃ হাদীসটির সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। **দেখুনঃ** ফাতহুল ইলাহী- ২/৩১১, মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ- ২/১৩৯। এছাড়াও হাদীসটিকে সমর্থন করে হযরত আনাস রদ্বিঃ এর হাদীসটি। যা ইমাম ইবনে মাজা রহঃ সহ অনেকে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। **দেখুনঃ** সুনানে ইবনে মাজা- খণ্ড- ১ পৃষ্ঠা- ৪২৩।

অতঃপর ৩৩ নং অমুচ্ছেদে লেখেনঃ

(৩৩) তায়াম্মুমের সময় দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা

তায়াম্মুম করার সময় একবার মাটিতে হাত মারতে হবে অতঃপর মুখমন্ডল এবং দুই হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ।[১২৭] যেমন- ইবনু ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তায়াম্মুমে দুইবার হাত মারবে। মুখের জন্য একবার আর দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য একবার।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[১২৮]

(১২৭) লেখকের এ মন্তব্য ভিত্তিহীন ও মিথ্যাচার। বরং সত্য কথা হলো, তায়াম্মুমে দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা সম্পর্কে টনটনে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর প্রমাণ একটু পরেই উল্লেখ করবো। লেখক এখানে যে কারচুপি করেছেন তা হলো, তিনি হযরত জাবের রদ্বিঃ থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসটি গোপন করে হযরত ইবনে উমর রদ্বিঃ এর যঈফ সনদে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করে এ মিথ্যাচার চালিয়েছেন। অথচ এর পক্ষে সহীহ হাদীস রয়েছে।

(১২৮) এ হাদীসটি যঈফ হলেও মাটিতে দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা সম্পর্কে একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন হযরত জাবের রদ্বিঃ থেকেও এমর্মে সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। **হাদীসটি হলো-**

عن جابر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين

অনুবাদঃ **হযরত জাবের রদ্বিঃ বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন- তায়াম্মুমে মাটিতে দুইবার হাত মারবে। মুখের জন্য একবার আর দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য**

একবার। হাদীসটি সহীহ। **দেখুনঃ** আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন- ১/২৪৮, সুনানুদ দারাকুতনী- ১/৬৬, উমদাতুল ক্বারী- ৭/১৬৬, নাসবুর রায়াহ- ১/১৫১, আল-বাদরুল মুনীর-২/১৫৫, ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার- ১/৯৭,

পাঠক! এক বিষয়ে অনেক হাদীস বিদ্যমান থাকতে পারে। তার মধ্যে সহীহ ও যঈফ উভয় প্রকার হাদীস থাকতে পারে। তাই বলে কি তার মধ্য থেকে কোন যঈফ হাদীস উল্লেখ করে ঢালাওভাবে সব হাদীসকে 'জাল/যঈফ' ট্যাগ লাগিয়ে অস্বীকার করা জায়েয হবে! কিন্তু লেখক সেই নাজায়েয কাজটিই করেছেন। শুধু নিজের মতকে প্রাধান্য দিতেই তিনি এ গোঁড়ামি করেছেন। মাটিতে দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা সম্পর্কে যে, সহীহ হাদীস রয়েছে তা আপনার চোখের সামনেও সুস্পষ্ট। এবং সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে লেখকের ষড়যন্ত্রও আপনার সামনেও সুস্পষ্ট। অতএব সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে যারা শরয়ী বিষয়ে ধোঁকা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে। এবং দ্বীন নিয়ে টানাহেঁচড়া করে, তাদের থেকে। আল্লাহ প্রতারকদের থেকে সবাইকে হেফাযত করুন।

অতঃপর ৩৪ নং অমুচ্ছেদে লেখেনঃ

তায়াম্মুমের সঠিক পদ্ধতি

মুছল্লী পবিত্র হওয়ার নিয়ত করে 'বিসমিল্লাহ' বলে মাটিতে দুই হাত একবার মারবে। অতঃপর ফুঁক দিয়ে ঝেড়ে ফেলে প্রথমে মুখমন্ডল তারপর দুই হাত একবার কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করবে।

জ্ঞাতব্য : আবুদাউদে দুইবার হাত মারা ও পুরো হাত বগল পর্যন্ত মাসাহ করা সংক্রান্ত যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ বিশুদ্ধ হলেও সেগুলো মূলতঃ কতিপয় ছাহাবীর ঘটনা মাত্র, যা রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার আগে ঘটেছিল।(১২৯)

(১২৯) লেখক ‘মুযাফফর বিন মুহসিন’ অনেক যুক্তি পেশ করলেন। কিন্তু আমি যুক্তি পেশ করবো না। শুধু সহীহ বুখারী ও মুসলিম থেকে সহীহ হাদীস পেশ করে এটাই প্রমাণ করবো যে, স্বয়ং রাসূল সাঃ নিজেই তায়াম্মুম করতে মুখমন্ডল এবং দুইহাত কনুই পরযন্ত মাসেহ করেছেন। এতে লেখকের সকল চাতুরীর জট খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ! আবু জুহাইম রদ্বিঃ এর হাদীসটি লক্ষ্য করুনঃ

হযরত আবু জুহাইম রদ্বিঃ বলেন-

فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.

অনুবাদঃ একদা রাসূল সাঃ ‘জামাল’ নামক একটি কূপের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তাকে দেখে এক লোক সালাম দিলেন। কিন্তু তিনি সালামের জবাব না দিয়ে একটি দেওয়ালের কাছে গেলেন। সেখানে গিয়ে মুখমন্ডল এবং দুইহাত কনুই পরযন্ত মাসেহ করে তায়াম্মুম করলেন। তারপর লোকটির সালামের জবাব প্রদান করলেন।

হাদীসটি সহীহ। **দেখুনঃ** সহীহ বুখারী- ১/১২৯, সহীহ মুসলিম- ১/২৮১। হাদীসটি অন্য রেওয়ায়েতে আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, **“রাসূল সাঃ মাটিতে প্রথমবার হাত মেরে মুখমন্ডল মাসেহ করলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মেরে দুইহাত কনুই পরযন্ত মাসেহ করে তায়াম্মুম করলেন।”** দেখুনঃ শরহে ইলালে ইবনে আবু হাতেম- ১/৩৭।

প্রশ্ন হলো, তায়াম্মুমে মাটিতে দুইবার হাত মারা এবং মুখমন্ডল ও দুইহাত কনুই পরযন্ত মাসেহ করার সপক্ষে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস থাকার পরেও লেখক কীভাবে তার বিরুদ্ধে বিষেদগার করলেন?

অতঃপর লেখক বলেনঃ

অতএব রাসূলের আমল ও বক্তব্যই উম্মতের জন্য অনুসরণীয়।[১৩০]

(১৩০) লেখক এখানে বলেছেন, **“অতএব রাসূলের আমল ও বক্তব্যই উম্মতের জন্য অনুসরণীয়।”** কিন্তু একটু পূর্বে তিনি নিজেই আবার রাসূল সাঃ এর আমলের বিরুদ্ধে বিষেদগার করেছেন। রাসূল সাঃ তায়াম্মুমে মুখমন্ডল ও দুইহাত কনুই পরযন্ত মাসেহ করেছেন মর্মে সহীহ হাদীস থাকার পরেও লেখক এ আমলের কোন পাত্তা দেননি। পাঠক! মনে রাখতে হবে, প্রতারক ও ধোঁকাবাজরাও কখনো কখনো সত্য অথবা সুন্দর সুন্দর কথা বলে শুধু এজন্য যে, যাতে মানুষকে সহজে ধোঁকা দেওয়া যায়। অতএব তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। শুধু রাসূল সাঃ'ই তায়াম্মুমে মুখমন্ডল ও দুইহাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করেননি, বরং তাকে অনুসরণ করে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও পরবর্তী উলামাগণও এভাবেই তায়াম্মুম করতেন। যার সপক্ষে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। প্রয়োজন হলে পরবর্তীতে তা উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ!

৩৫ নং অমুচ্ছেদে লেখেনঃ

ওযূ করার সঠিক পদ্ধতি

মুছল্লী প্রথমে মনে মনে ওযূ করার নিয়ত বা সংকল্প করবে। তারপর ‘বিসমিল্লাহ’ বলবে। অতঃপর ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। সেই সাথে হাতের আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে। আংটি থাকলে পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। ডান হাতে পানি নিয়ে একই সঙ্গে মুখে এবং নাকে পানি দিবে[১৩১] ও নাক ঝাড়বে।

(১৩১) পাঠক! রাসূল সাঃ যেমন কখনো কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করাতে এক অঞ্জলি পানি ব্যবহার করেছেন। অনুরূপ কখনো কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করাতে আলাদা আলাদা অঞ্জলি পানি ব্যবহার করেছেন, যা অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু কুলি করা ও নাক পরষ্কিার করাতে আলাদা আলাদা অঞ্জলি পানি ব্যবহার করাই উত্তম।

যেমন হযরত তালহা তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন-

عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلْتُ يَعْنِىْ عَلَى النَّبِيِّ ρ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيْلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ.

তিনি বলেন, আমি যখন রাসূল সাঃ এর নিকট গেলাম তখন তিনি অযু করছিলেন। আর পানি তাঁর মুখমন্ডল ও দাড়ি থেকে তাঁর বুকে পড়ছিল। অতঃপর আমি তাকে দেখলাম, তিনি কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করাতে পৃথক পৃথক পানি ব্যাবহার করলেন।

দেখুনঃ আবু দাঊদ, হাদীস- ১৩৯, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ এর বুলূগুল মারাম হাদীস- ৪৯।

হাদীসটি হাসান, অনেকে হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। এবং ইমাম আবু দাউদ রহঃ নিজেও হাদীসটির কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি। সাধরণত হাদীসের কোন ত্রুটি থাকলে তিনি তা উল্লেখ করে দেন। কিন্তু এ হাদীসের কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি। অতএব এটি তার নিকট সহীহ ও দলীলযোগ্য। **আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহঃ বলেন-**

رواه أبو داود (١٣٩) وسكت عنه، فهو صالح عنده للاحتجاج اه.

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহঃ সংকলন করেন এবং এর কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি। অতএব হাদীসটি তার নিকট সহীহ ও দলীলযোগ্য। দেখুনঃ আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহঃ এর ই'লাউস সুনান ১/৮১।

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহঃ বলেন-

وقال الحافظ العيني في نخب الأفكار: وهو دليل رضاه بالصحة.

ইমাম আবু দাউদের কোন ত্রুটি উল্লেখ না করে চুপ থাকাটা প্রমাণ করে হাদীসটি তার নিকট সহীহ। দেখুনঃ নুখাবুল আফকার ১/২৬৫।

এছাড়াও হাদীসটিকে ইমাম ইবনুস সালাহ রহঃ 'হাসান' বলেছেন। **দেখুনঃ** আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহঃ এর ইলাউস সুনান ১/৮১।

তবে কেউ কেউ ভুলে অথবা গোঁড়ামিবশত হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। এর জবাব আহলে হাদীস আলেম আল্লামা শাওকানী রহঃ বহু পূর্বেই দিয়ে গেছেন। যারা হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন তাদের জবাবে তিনি বলেন-

وقد أعلوا هذا الحديث بجهالة مصرف والد طلحة ولكنه قد حسن إسناده ابن الصلاح

হাদীসটিকে তারা মুসাররাফের অপরিচিতির কারণে ত্রুটিযুক্ত করছে। অথচ ইমাম ইবনুস সালাহ মুসাররাফের সনদকে হাসান বলেছেন। **দেখুনঃ** আস-সায়লুল জাররার **১**/৮৯।

হাদীসটি যে, হাসান ও দলীলযোগ্য তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তারপরেও বলি, এ মর্মে শুধু একটি না, অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। তার কিছু হাদীস নিচে উল্লেখ করে দিলাম। এব্যাপারে হযরত উসমান রদ্বিঃ এর হাদীস বর্ণিত আছে। তা সম্পর্কে আল্লামা শামসুল হক আবাদী রহঃ বলেন-

أنه دعا بماء فأتى بميضأة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. الحديث وفيه رفعه وهو ظاهر في الفصل.

তিনি পানি চায়লে তাকে পানি দেওয়া হলো। তখন তিনি ডান হাতে পানি ঢাললেন, অতঃপর পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তিনবার কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিলেন। হাদীসটি লম্বা, শেষে তিনি এ আমল রাসূল সাঃ এর দিকে সম্বোধন করেছেন। হাদীসটি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াটা আলাদা আলাদা ভাবে হবে। দেখুনঃ আল্লামা শামসুল হক আবাদী রহঃ এর আউনুল মা'বূদ ২৭/২৩০।

হযরত আবদে খায়র রহঃ এর হাদীস,

عن عبد خير قال: أتينا عليا رضي الله عنه وقد صلى فدعا بكوز ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا تمضمض من الكف الذي يأخذ وغسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا. ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. رواه أحمد (١١٩٨) وقال الشيخ الأرنؤوط فيه: صحيح.

হযরত আবদে খায়র বলেন, আমি হযরত আলী রদ্বিঃ এর নিকট আসলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি এইমাত্র নামায পড়লেন। তখন তিনি পানির পাত্র চেয়ে নিলেন। অতঃপর তিনবার

কুলি করলেন তারপর তিনবার নাকে পানি দিলেন। অতঃপর মুখমন্ডল ধুলেন তিনবার। তারপর ডান হাত তিনবার এবং বাম হাত তিনবার ধুলেন। অযু শেষে তিনি বলেন, যে, রাসূল সাঃ এর অযুর বিবরণ জেনে খুশি হতে চায় সে দেখুক, রাসূল সাঃ এর অযু এটাই। হাদীসটি ইমাম আহমাদ রহঃ সংকলন করেছেন। আল্লামা শুআইব আরনাউত রহঃ বলেন, হাদীসটি সহীহ। **দেখুনঃ** মুসনাদে আহমাদ, হাদীস- **১১৯৮**।

হযরত শাকীক ইবনে সালমা রহঃ এর হাদীস,

عن شقيق بن سلمة قال: شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وأفرد المضمضة من الاستنشاق ثم قال: هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. رواه المقدسي في المختارة (٣٤٧) وقال: إسناده حسن. وابن السكن في صحاحه.

হযরত শাকীক ইবনে সালমা বলেন, আমি হযরত উসমান রদ্বিঃ কে অযু করতে দেখেছি। তিনি তিনবার তিনবার করে অযু করেছেন। এবং পৃথকভাবে কুলি করেছেন ও নাকে পানি দিয়েছেন। অযু শেষে তিনি বলেন, রাসূল সাঃ এভাবেই অযু করেছেন। হাদীসটি ইমাম মাকদিসী রহঃ তার মুখতারাহ নামক সহীহ হাদীসের গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনুস সাকান তার 'সিহাহ' নামক সহীহ হাদীসের গ্রন্থে সংকলন করেছেন। আল্লামা ইবনে দাহীশ রহঃ বলেন, হাদীদসটির সনদ সহীহ। **দেখুনঃ** আল মুখতারা, হাদীস নম্বর- ৩৪৭।

হযরত ইবনে মুলায়কা রহঃ এর হাদীস,

سئل ابن أبى مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتى بميضأة فأصغى على يده اليمنى ثم أدخلها فى الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. الحديث. وقال عقب الوضوء: أين السائلون عن الوضوء، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه أبوداود (١٠٨) وقال: أحاديث عثمان رضى الله عنه الصحاح كلها. والبيهقي في الكبرى (٢٢٨-٣٠٤) قال الشيخ الأرنؤوط: صحيح، وقال الألباني: حسن صحيح. وأورده النموي في الآثار، وقال إسناده صحيح.

হযরত ইবনে মুলায়কা কে অযুর বিবরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি একবার দেখলাম হযরত উসমান রদ্বিঃ কে অযুর বিবরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি অযুর পানি চেয়ে নিলেন। অতঃপর ডান হাতে পানি ঢাললেন। তারপর পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তিনবার কুলি করলেন, তারপর তিনবার নাক ঝারলেন ।হাদীসটি লম্বা, অযু

শেষে তিনি বললেন, অযুর বিবরণ সম্পর্কে যারা জিজ্ঞেস করেছিল তারা কই ? এইযে, এভাবেই আমি রাসূল সাঃ কে অযু করতে দেখেছি। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহঃ সংকলন করেন এবং বলেন, এমর্মে হযরত উসমান রদ্বিঃ এর সবগুলো হাদীস সহীহ। এছাড়াও আল্লামা শুআইব আরনাউত রহঃ বলেন, হাদীসটি সহীহ। এবং শায়খ আলবানী রহঃ বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ। এবং আল্লামা নীমাবী রহঃ তার "আসারুস সুনান" গ্রন্থে বলেন, এর সনদ সহীহ।

হযরত আবু কাহিল রদ্বিঃ এর হাদীস,

عن أبي كاهل قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فقلت: يا رسول الله! قد أعطانا الله منك خيرا كثيرا، فغسل كفيه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. الحديث. رواه الطبراني في الكبير (٩٢٦)

হযরত আবু কাহিল রদ্বিঃ বলেন, আমি একবার রাসূল সাঃ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি অযু করছিলেন। তখন আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ আপনার মাধমে আমাদের কে অনেক কল্যাণ দান করেছেন। তখন তিনি তার দুহাতের কব্জি ধুলেন। অতঃপর তিনবার কুলি করলেন, তারপর তিনবার নাকে পানি দিলেন। হাদীসটি লম্বা। এটি সংকলন করেছেন ইমাম তাবারানী রহঃ তার মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে।

হযরত রাশেদ আবু মুহাম্মদ হাম্মানী রহঃ এর হাদীস,

راشد أبو محمد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك بالزاوية فقلت له: أخبرني عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان فإنه بلغني أنك كنت توضئه. قال: نعم. فدعا بوضوء فأتى. وفيه: ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. الحديث. أورده الحافظ نور الدين الهيثمي في المجمع (١١٧٢) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.

হযরত রাশেদ আবু মুহাম্মদ হাম্মানী রহঃ বলেন, আমি হযরত আনাস রদ্বিঃ কে যাওয়াইত নামক স্থানে দেখতে পেলাম। তখন আমি তাকে বললাম, রাসূর সাঃ এর অযুর পদ্ধতি কেমন ছিল তা আপনি আমাকে বলুন। কেননা, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি রাসূল সাঃ কে অযু করিয়েছেন। হযরত আনাস রদ্বিঃ বললেন, হ্যাঁ আমি রাসূল সাঃ কে অযু

করিয়েছি। তখন তিনি অযুর পানি চেয়ে নিলেন। এবং রাসূল সাঃ এর অযুর পদ্ধতি দেখালেন। অযুতে তিনি প্রথমে তিনবার কুলি করেন, অতঃপর তিনবার নাকে পানি দেন।

হাদীসটি লম্বা। হাফেয নূরুদ্দীন হায়সামী রহঃ বলেন, এটি ইমাম তাবারানী তার আওসাত গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এর সনদ হাসান।

হযরত আবু বাকারা রদ্বিঃ এর হাদীস,

وعن أبي بكرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. الحديث رواه البزار (٣٦٨٧) قال الهيثمي في المجمع: رواه البزار وقال: لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد وبكار ليس به بأس وابنه عبد الرحمن صالح. قلت: وشيخ البزار محمد بن صالح بن العوام لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح.

হযরত আবু বাকারা রদ্বিঃ বলেন, আমি দেখলাম, রাসূল সাঃ দুই হাত ধুলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন, তারপর তিনবার নাকে পানি দিলেন।

হাদীসটি লম্বা। ইমাম নূরুদ্দীন হায়সামী রহঃ বলেন, হাদীসটি ইমাম বাযযার রহঃ সংকলন করেছেন। সনদে ইমাম বাযযারের উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ এর পরিচয় পাওয়া যায় না। তাছাড়া এর সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।

হযরত তালহা এর হাদীস,

عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت (يعنى) على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. رواه أبو داود (١٣٩) وسكت عنه، فهو صالح عنده للاحتجاج اه. وقال الحافظ العيني في نخب الأفكار: وهو دليل رضاه بالصحة اه. (٢٦٥/١) وحسنه الحافظ ابن الصلاح. إعلاء السنن (٨١/١) والبيهقي في الكبرى (٢٣٧) والمعرفة (١٥٥) والطبراني في الكبير (٤١٠)

হযরত তালহা তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, একবার আমি রাসূল সাঃ এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি অযু করছিলেন। আর অযুর পানি তার মুখ ও দাড়ি বেয়ে বুকের উপর পড়ছিল। আমি দেখলাম অযুতে তিনি পৃথক পৃথকভাবে

কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ সংকলন করেন এবং এর কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি। অতএব হাদীসটি তার নিকট সহীহ ও দলীলযোগ্য। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহঃ বলেন- ইমাম আবু দাউদের কোন ত্রুটি উল্লেখ না করে চুপ থাকাটা প্রমাণ করে হাদীসটি তার নিকট সহীহ। দেখুনঃ নুখাবুল আফকার ১/২৬৫, এছাড়াও হাদীসটিকে ইমাম ইবনুস সালাহ হাসান বলেছেন।

হযরত হাসান থেকে রবী এর হাদীস,

حدثنا علي أنا الربيع عن الحسن، أنه كان يفرد المضمضة من الاستنشاق. رواه ابن الجعد (٣١٥٩) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: وأن الأحاديث التي وقع فيها مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا تدل صراحة على الفصل (١ / ١٧٠) اه. الربيع هو الربيع بن صبيح أبو حفص البصري. قَال فيه عَبد الله بن أحمد بن حنبل عَن أبيه: لا بأس به، رجل صالح. وَقَال عثمان بن سَعِيد الدارمي: سألت يحيى بن مَعِين عن الربيع بن صبيح. فقال: ليس به بأس. وَقَال أبو زُرْعَة: شيخ صالح صدوق. وَقَال أبو حاتم: رجل صالح. وَقَال يعقوب بن شَيْبَة: رجل صالح صدوق ثقة. وَقَال أبو أحمد بن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة، ولم أر له حديثًا منكرا جدا، وأرجو أنه لا بأس به، ولا برواياته اه. واستشهد به البخاري في الكفارات، وروى له التِّرْمِذِيّ وابن ماجة. تهذيب الكمال ليوسف المزي (٩ / ٩٤) وتهذيب التهذيب لأبن حجر (٢ / ١٦١) وقال بن أبي شيبه عن أبن المديني: هو عندنا صالح وليس بالقوي. تهذيب التهذيب لأبن حجر (٢ / ١٦١) اه. وقد تكلم فيه البعض. فقلت هو على الأقل حسن الحديث إن شاء الله! وحسن له الترمذي في الجامع (٣٠٠٠) والحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة فقيه فاضل وزاهد مشهور.

হযরত হাসান অযুতে পৃথকভাবে কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন। হাদীসটি ইবনুল জা'দ সংকলন করেছেন। এর সনদ হাসান। আল্লামা মোবারকপুরী রহঃ বলেন, যে হাদীসগুলোতে তিনবার কুলি করা এবং তিনবার নাকে পানি দেওয়ার কথা আছে, সেগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পৃথকভাবে কুলি করতে হবে ও নাকে পানি দিতে হবে। দেখুনঃ আল্লামা মোবারকপুরী রহঃ এর তোহফাতুল আহওয়াযী- ১/১৭০, তাহযীবুল কামাল- ৯/৯৪, তাহযীবুত তাহযীব- ২/১৬১, সুনানুত তিরমিযী- হাদীস নং ৩০০০।

হযরত আবু উমামা রদ্বিঃ এর হাদীস,

عن أبي أمامة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. رواه أحمد (٢٢٣٦٤) صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط.

হযরত আবু উমামা রদ্বিঃ বলেন, রাসূল সাঃ অযু করলেন। অযুতে তিনি তিনবার কুলি করলেন, অতঃপর তিনবার নাকে পানি দিলেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ রহঃ সংকলন করেছেন। এবং আল্লামা শুআইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ মুসনাদে আহমাদ- হাদীস নং ২২৩৬৪।

হযরত তালহা এর হাদীস,

عن طلحة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، يأخذ لكل واحدة ماء جديدا. رواه الطبراني في الكبير (٤٠٩) إسناده ضعيف، لكن المتن ثابت بشواهد.

অনুবাদঃ তালহা তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সাঃ অযু করলেন। অযুতে তিনি তিনবার কুলি করলেন, অতঃপর তিনবার নাকে পানি দিলেন। প্রত্যেকবার কুলি করার জন্য ও নাকে পানি দেওয়ার জন্য তিনি নতুন পানি নিয়েছেন। হাদীসটি সহীহ লিগাইরহি। হাদীসটি ইমাম তাবরানী রহঃ তার মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে সংকলন করেন।

وعن أبي حية وهو بن قيس قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. حديث صحيح. رواه أحمد (١٠٦٤-٩٧١-١٠٥٠) إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أبي حية فمن رجال أصحاب السنن اه. وأخرجه الضياء (٧٩٥) وقال محققه: إسناده حسن. وأبوداود (١١٦) والنسائ في الكبرى (١٠١) وفي المجتبى (٩٦) والبزار (٧٣٦) وأبو يعلى (٤٩٩) وقال الشيخ سليم أسد في مسنده: إسناده حسن. والترمذي (٤٨-٤٩) وقال: وهذا حديث حسن صحيح.

অনুবাদঃ হযরত আবু হাইয়া বলেন, আমি হযরত আলী রদ্বিঃ কে অযু করতে দেখলাম। প্রথমে তিনি দু'হাতের কব্জি ভালোভাবে ধুয়ে নিলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন, তারপর তিনবার নাকে পানি দিলেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ সহ

অনেকে সংকলন করেছেন। হাদীসটি সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। **দেখুনঃ** জামিউত তিরমিযী- **১/৬৮।**

আহলে হাদীস আলেম আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী রহঃ বলেন-

إن الفصل والوصل كلاهما ثابتان جائزان كما قال العلامة العيني

নিশ্চয় এক অঞ্জলি পানি দিয়ে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা এবং উভয়টিতে আলাদা আলাদা পানি নেয়া, এ দুটি আমলই সুপ্রমাণিত ও জায়েয। অনুরূপ কথা আল্লামা আইনী রহঃ বলেছেন। দেখুনঃ তোহফাতুল আহওয়াযী **১/১৬৯।**

অতএব নিজের মতের হাদীসকে সহীহ বলা, আর অপর মতের সহীহ ও সুপ্রমাণিত হাদীসগুলোকে জাল-যঈফ ট্যাগ লাগিয়ে অস্বীকার করা, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল সাঃ এর হাদীসের সাথে চরম সত্রুতা পোষণ করার নামান্তর।

তিনি আরেক জায়গায় বলেন-

اعلم أن اختلاف الأئمة في الوصل والفصل إنما هو في الأفضلية لا في الجواز وعدمه وقد صرح به الخطيب الشافعي وابن أبي زيد المالكي وغيرهما.

জেনে রাখ, ইমামদের মাঝে অযুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কাজটা পৃথকভাবে করা বা একিসাথে করার ইখতিলাফ শুধু উত্তম বা অনুত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে। জায়েয বা নাজায়েযের ক্ষেত্রে নয়। খতীব শাফেঈ ও ইবনে আবু যায়েদ মালেকী সহ অনেকে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। দেখুনঃ তোহফাতুল আহওয়াযী শরহে সুনানুত তিরমিযী- **১/১৭১।**

ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহঃ বলেন-

أصحهما: أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق أفضل

অযুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার আমলটা পৃথকভাবে আদায় করা বা একই পানি দিয়ে আদায় করা, এই দুই পদ্ধতির অধিক বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো, এতে পৃথক পৃথক পানি ব্যবহার করবে, এটাই উত্তম। দেখুনঃ বাদরুল মুনীর- ২/১০২। **তিনি আরো বলেন,**

أن الفصل أفضل بلا خلاف، وحيث ذكر الجمع أراد بيان الجواز

এতে পৃথক পৃথক পানি ব্যবহার করা যে, অধিক উত্তম তাতে কোন ইখতেলাফ নেই। আর যে হাদীসে একই অঞ্জলি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা আছে, তাতে শুধু তা জায়েয বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন,

أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاثا للاستنشاق؛ لأنه أقرب إلى النظافة وأيسر

অনুবাদঃ **প্রথমে তিনবার কুলি করাতে তিন অঞ্জলি পানি ব্যবহার করবে। তারপর নাকে তিনবার তিন অঞ্জলি পানি দিবে। এপদ্ধতি অধিক সহজ এবং অধিক পরিচ্ছন্নতা লাভের কারণ।** দেখুনঃ বাদরুল মুনীর- ২/১০৩।

আল্লামা সানআনী রহঃ বলেন-

والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذا لكل واحد ماء جديد وقد دل له أيضا حديث على عليه السلام وعثمان أنهما أفرادا المضمضة والاستنشاق ثم قالا هكذا رأينا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ أخرجه أبو على بن السكن في صحاحه وذهب إلى هذا جماعة

অনুবাদঃ **হাদীসটি প্রমাণ করে যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াটা পৃথকভাবে আদায় করা হবে। তা এভাবে যে, প্রত্যেকবারে নতুন নতুন পানি নিবে। তাছাড়া হযরত আলী ও উসমানের হাদীসটিও তা প্রমাণ করে। তারা উভয়ে পৃথকভাবে কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। এবং বলেন, আমরা এভাবেই রাসূল সাঃ কে অযু করতে দেখেছি। হাদীসটি ইমাম ইবনুস সাকান তার সহীহ হাদীসের গ্রন্থ "সিহাহ" তে সংকলন করেছেন। আর এপদ্ধতির উপরই এক জামাত উলামা মতামত ব্যক্ত করেছেন।** দেখুনঃ সুবুলুস সালাম ১/৫৪।

ইমাম নববী রহঃ বলেন-

الفصل أفضل قطعا. وفي كيفيته وجهان. أصحهما: يتمضمض من غرفة ثلاثا، ويستنشق من أخرى ثلاثا.

অনুবাদঃ **অকাট্যভাবে অধিক উত্তম পদ্ধতি এই যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াতে পৃথক পৃথক পানি ব্যবহার করবে। এর দুটি পদ্ধতি আছে। অধিক বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো, প্রথমে তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার কুলি করবে, তারপর তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার নাকে পানি দিবে**। দেখুনঃ রওজাতুত ত্বলিবীন **১/১৬৪**।

আল্লামা শামসুদ্দীন রহঃ বলেন-

الْأَفْضَلُ أَنَّهُ يَتَمَضْمَضُ بِغَرْفَةٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِأُخْرَى ثَلَاثًا

অধিক বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো, প্রথমে তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার কুলি করবে, তারপর তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার নাকে পানি দিবে। দেখুনঃ নিহায়াতুল মুহতাজ, খণ্ড- ২ পৃষ্ঠা- ৮২।

আল্লামা জামালুদ্দীন ইসনাবী রহঃ বলেন-

أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق أفضل من الجمع

অনুবাদঃ **একই অঞ্জলি পানি দিয়ে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করার চেয়ে পৃথক পৃথক পানি ব্যবহার করা অধিক উত্তম**। তিনি আরো বলেন-

هذا يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاثًا وأخرى يستنشق منها ثلاثًا

এটা এভাবে হবে যে, প্রথমে এক অঞ্জলি দ্বারা তিনবার কুলি করবে, তারপর এক অঞ্জলি দ্বারা তিনবার নাকে পানি দিবে। দেখুনঃ আল-মুহিম্মাত **২/১৬৭**।

আল্লামা ক্বাহতানী রহঃ বলেন-

إن شئت تمضمضت مضمضة منفصلة عن الاستنشاق ثلاثاً واستنشقت ثلاثاً وإن شئت جمعت بين المضمضة والاستنشاق مرةً واحدةً ثم ثانية ثم ثالثة، فالصورتان واردتان.

অনুবাদঃ **তুমি চায়লে পৃথক তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার কুলি করবে, তারপর তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার নাক পরিষ্কার করবে। অথবা চায়লে এক অঞ্জলি দ্বারাই কুলি করবে ও নাক পরিষ্কার করবে, অতঃপর আরেক অঞ্জলি দ্বারা কুলি করবে ও নাক পরিষ্কার করবে,**

অতঃপর আরেক অঞ্জলি দ্বারা কুলি করবে ও নাক পরিষ্কার করবে। এ উভয় পদ্ধতি হাদীসে বর্ণিত আছে। দেখুনঃ দুরূসুল ক্বাহতানী, খণ্ড- ১৪ পৃষ্ঠা- ৮৪।

পাঠক! চাইলে আরো অনেক দলীল পেশ করা যাবে। কিন্তু অনেক দলীল পেশ করে কী হবে, যদি সত্য গ্রহণের মানসিকতা না থাকে ? প্রশ্ন হলো, এতো সহীহ হাদীস থাকতে লেখক মুযাফফর কীভাবে তা অস্বীকার করেছেন ??

তারপর শেষে আরো লেখেনঃ

ওযূ শেষে বাম হাতে কিছু পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিবে।[১৩২]

(১৩২) লেখক বলেছেন, **"অযু শেষে বাম হাতে কিছু পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিবে।"** একথার সপক্ষে তিনি 'সুনানে আবু দাউদ' এর যে হাদীসের রেফারেন্স দিয়েছেন, সে হাদীসটি হলো-

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه.

রাসূল সাঃ প্রসাব করে অযু করলেন। এসময় তিনি তার লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেন।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহঃ তার সুনান গ্রন্থে সংকলন করেছেন। কিন্তু এ হাদীস দ্বারা লেখকের মন্তব্য **"অযু শেষে বাম হাতে কিছু পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিবে।"** একথা প্রমাণ হয় না। কারণ লেখকের বক্তব্য থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, **"লজ্জাস্থান বরাবর কাপড়ের উপরে পানি ছিটিয়ে দিবে।"** অথচ রাসূল সাঃ **"লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটিয়েছেন"** হাদীসটিতে একথা বল হয়নি। বরং সরাসরি লজ্জাস্থনে পানি দিয়েছেন একথাই বলা হয়েছে। অতএব লেখকের বক্তব্য প্রমাণিত নয়।

তাছাড়া হাদীসটি মুজতারিব। আর ‘মুজতারিব’ হাদীস যঈফ এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ হাদীসটি ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ রহঃ’ই তার সুনান গ্রন্থে হাদীসটি আরেকভাবে সংকলন করেছেন। সেখানে বলা হয়-

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه.

আমি দেখলাম রাসূল সাঃ প্রসাব করলেন। অতঃপর তার লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দিলেন।

পাঠক! লক্ষ্য করুন, এখানে কিন্তু অযুর কথা নেই। এছাড়াও হাদীসটি আরো ভিন্নভাবে বর্ণিত আছে। একই হাদীস কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বর্ণিত হয়েছে, এমন হাদীসকেই ‘মুজতারিব’ হাদীস বলা হয়। আর ‘মুজতারিব’ হাদীস যঈফ এর অন্তর্ভুক্ত। এধরনের হাদীস প্রমাণ ছাড়া একটি প্রত্যাখ্যান করে আরেকটি দ্বারা দলীল দেয়া জায়েয নেই। হাদীসটিকে অনেক মুহাদ্দিস মুজতারিব বলেছেন। **যেমন ইমাম আইনী রহঃ বলেন-**

وهو حديث مضطرب

অনুবাদঃ **“হাদীসটি মুজতারিব।”** দেখুনঃ শরহে আবু দাউদ লিল আইনী- ১/৩৮৭।

এবং আল্লামা শুআইব আরনাউত রহঃ বলেন- حديث ضعيف لاضطرابه

অনুবাদঃ **“হাদীসটি মুজতারিব হওয়ার কারণে যঈফ”।**

দেখুনঃ শুআইব আরনাউত রহঃ তাহকীককৃত মুসনাদে আহমাদ- ১১/৩৮, ১৯/১৯০, ১৯/২৭১, ২১/৯৫, ২১/১৬৫ এবং শুআইব আরনাউত রহঃ তাহকীককৃত সুনানে আবু দাউদ- ১/১২১। এছাড়াও হাদীসটি সম্পর্কে আরো অন্যান্য মুহাদ্দিসদের মন্তব্য জানতে দেখুনঃ আল্লামা আয়মান সালেহ রহঃ এর তাহকীককৃত জামিউল উসূল- ৭/১৪২, শরহে মুসনাদুশ শাফেঈ- ১/১৭৯, জামিউল মাসানীদ ৭/৩৯৫, শরহে ইবনে মাজাহ লিল মুগালতাই- ১/৩৬৭, আল-ফতহুর রব্বানী- ১/২৮৮।

অতএব সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে যঈফ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা, লেখক নিজের মূর্খতাকে চরমভাবে প্রকাশ করেছে।

দ্বিতীয় কথাঃ এহাদীস থেকে কিন্তু এটা জানা যায় না যে, শরীর বা কাপড়ের কোথাও প্রসাব লাগলে পানি ছিটিয়ে দিলেই হয়ে যাবে, ধোয়ার প্রয়োজন নেই। সাধারণভাবে শুধু এটা বলা হয়েছে যে, তিনি অযু করে পানি ছিটিয়ে দিতেন। কিন্তু কোথায় ছিটাতেন তারও উল্লেখ নেই। তার পরেও মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর জবাবে বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হলো, ওয়াসওয়াসা দূর করা। অর্থাৎ প্রসাব লগেনি এবং প্রসাব দেখাও যায়নি, শুধু ধারণা জাগছে যে, প্রসাব লাগলো কিনা! এই ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্যই এ আমল করবে যে, পানি ছিটিয়ে দিবে। কিন্তু যখন স্পষ্ট দেখা যাবে যে, প্রসাব লেগে আছে তখন অবশ্যই তা ধুয়ে পবিত্র করতে হবে। অন্যথায় এই নাপাক নিয়ে নামায পড়লে নামাযের যে, বিশাল ত্রুটি হয়ে যাবে তা লেখকও ভালো জানে, কিন্তু সত্যটা প্রকাশ করে না। **দেখুনঃ** শরহে আবু দাউদ লিল আইনী- **১/৩৯০**, ফাতহুর রব্বানী- **১/২৮৮**।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

প্রশংসা জ্ঞাপন করছি ঐ মহান আল্লাহর, যার নুসরত ও সাহায্যে বিভ্রান্তিকর এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী **"জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত"** নামক বইটির খণ্ডন শেষ করতে পারলাম, আলহামদুলিল্লাহ!

<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

“জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত” বইয়ের লেখক “মুযাফফর বিন মুহসিন” এর উদ্দেশ্যে কিছু কথা।

জনাব! আশা করি ভালো'ই আছেন। এবং দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা ভালো রাখুন। আমি জানি না, হাদীস সম্পর্কে আপনার জ্ঞান কতোদূর। তবে আপনার লিখিত **“জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত”** নামক বইটি পড়ে বোঝা যায় যে, হাদীস বিষয়ে আপনার জ্ঞান এখনো অনেক কাঁচা৷ বইটিতে হাদীসের তাহকীক করতে গিয়ে আপনার অনেক বড় বড় ভুল হয়ে গেছে। যেগুলো মেনে নেয়ার মতো না। আপনি বইটির শুরুতেই মেসওয়াক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এর ফযীলত সংক্রান্ত একটি ‘সহীহ হাদীস'কে বিনা প্রমাণে ‘জাল' বলেছেন। অথচ হাদীসটি জাল হওয়ার মতো না সনদে কোন ত্রুটি আছে, আর না হাদীসের কোন ইমাম এটিকে জাল বলেছেন। বইটিতে আপনার উল্লেখিত প্রায় সব হাদীসের ক্ষেত্রেই শায়খ আলবানীর তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের ক্ষেত্রে আপনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে শায়খ আলবানীকেও তালাক দিয়েছেন। যদিও আপনি এখানে ৫নং টীকা উল্লেখ করে শায়খ আলবানীর **[5]. আলবানী, মিশকাত হা/৩৮৯-এর টীকা দ্রঃ, ১/১২৪ পৃঃ।** এর রেফারেন্স দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে শায়খ আলবানী রহঃ এখানে সহ তার কোন কিতাবেই হাদীসটিকে জাল বলেননি। হাদীস বিষয়ে আরো কিছুটা পরিপক্ক হতে পারলে আপনি নিজেই নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারবেন। হাদীস বিষয়ে পরিপক্ক হলে আপনার এই বইয়ের ভুলগুলো শুধরে নিবেন কি না, তা অজানা। শুধরে নিলেও কতোদিনে পরিপক্ক হবেন, তাও অজানা। আর এতোদিনে আপনার এ বই পড়ে অনেক মুসলমান চরম ভুলে পতিত হবে। এবং ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে থাকবে। এমনকি ধীরে ধীরে তাদের হাদীসবিদ্বেষী মনোভাব আরো বাড়তে থাকবে। যার কিছু কুপ্রভাব ইতোমধ্যে সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। আপনার বইটি পড়ে অনেক পাঠক আপনার তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করতে গিয়ে ভুলে বা অজানাবশত সহীহ হাদীসের উপর আমলকারী অনেক মুসলমান ভাইকে ভ্রান্ত, গোমরাহ, বিদআতী, মুশরিক, জাহান্নামী ইত্যাদি বলে ফেলে। এখন তাদেরকে কে বুঝাতে পারবে যে, আপনিও একজন মানুষ, আপনারও ভুল হতে পারে! এবং যাচাই বাছাই না করে এককভাবে আপনারও তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) জায়েয হবে না! এজন্য আপনার এবইয়ের কুপ্রভাব থেকে উম্মতকে বাঁচাতে যেদিন বইটি প্রথম পড়েছিলাম, সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, এরকিছু

ত্রুটি উল্লেখ করে আপনাকে দেখাবো। যাতে আপনিও সেগুলো শুধরে নিতে পারেন। এতে উম্মত এর কুপ্রভাব ও ভ্রান্তি থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু দীর্ঘদিনের পড়াশোনার ব্যস্ততায় কটে যায় কয়েকটি বছর। একাজে হাত লাগানোর সুযোগ আর হয়ে উঠেনি। অবশেষে মহান আল্লাহ যখন বইটির দিকে পুনরায় নযর দেওয়ার সুযোগ দান করলেন, ততোদিনে বইটির কুপ্রভাব সমাজে প্রকট আকার ধারণ করে ফেলেছে। তারপরেও নিরাশ না হয়ে, বইটির উল্লেখযোগ্য কিছু ত্রুটি চিহ্নিত করে এবং এর সপক্ষে দলীলাদি সংগ্রহ করে আপনার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। শুধু এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, যদি স্পষ্ট প্রমাণাদি পাওয়ার পরে আপনি নিজের ভুলগুলো শুধরে নিতে পারেন। কিন্তু সর্বাত্মক চেষ্টার পরেও যখন বুঝতে পারলাম যে, আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী নন, তখন বাধ্য হয়ে আমিও আপনার সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা নস্যাৎ করে দিয়ে তা বই আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এখন আপনার লিখিত **"জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত"** নামক বইটির খণ্ডনে আমার লিখিত **"ষড়যন্ত্রের কবলে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর হাদীস"** নামক বইটি যদি আপনি পড়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই ইতোমধ্যে আপনার সামনেও বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে গেছে। **অতএব এখন আপনার উদ্দেশ্যে আমার মূল ম্যাসেজ হলো,** সত্যটা গ্রহণ করে আপনি এ বইয়ের ভুলগুলো শুধরে নিবেন। আপনার সামনে এখন দু'টো পথ। ১) হয়তো সত্যটা গ্রহণ করে ভুলগুলো শুধরে নিবেন। ২) নাহয় মিথ্যাকেই আকড়ে ধরে গোঁড়ামি চালিয়ে যাবেন। যদি সত্যটা গ্রহণ করে নেন। তাহলে দুই অবস্থা। ক) বইটির ভুলগুলো শুধরে নিয়ে নতুনভাবে লিখবেন। খ) যদি তাতে অপারগ হন, তাহলে আপনি নিজেই বইটিকে 'বাতিল' আখ্যায়িত করে তার ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন। আর যদি মিথ্যাকেই আকড়ে ধরে গোঁড়ামি চালিয়ে যান, তাহলে হয়তো দুনিয়ার মাঠে আপনাকে আমি ঠেকাতে পারবো না, কিন্তু সেদিন হাশরের মাঠে আপনি অবশ্যই ঠেকে যাবেন। আপনার বইটি পড়ে যতো মানুষ গোমরাহ হবে, তারা সকলেই সেদিন আল্লাহর আদালতে আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে আপনাকে ঠেকিয়ে দিবে। একজন হক্কানী আলেমের পরিচয় তো এটাই যে, নিজের ভুল বুঝতে পারলে তৎক্ষণাৎ তা সংশোধন করে নিবে। এতে তার ভুল থেকে অসংখ্য মুসলমানও বেঁচে যাবে এবং তিনি নিজেও নিরাপদ থাকবেন। অনুরূপ আপনিও যদি সংশোধন করে নেন, তাহলে অনেক মুসলমানও ভুল থেকে নিরাপদ থাকবে। আরেকটি কথা বলে রাখতেই হয়,

আমিও মানুষ, আমারও ভুল হতে পারে। অতএব আমিও ভুল করেছি, এমন অভিযোগ খাড়া করে আপনি নিজের ভুলের মধ্যে বসে থাকতে পারবেন না। বরং প্রকৃতপক্ষেই যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, তাহলে সবার আগে আমাকেই অবগত করবেন। তা আমি সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ! এতে বিন্দুমাত্রও আমি কার্পণ্য করবো না। তবে আপনারও এই মানসিকতা থাকা চাই যে, যেটা সত্য সেটা মেনে নিবেন। এটাই যথেষ্ট হয়ে যাবে। আমি শুধু আপনার বইয়ের 'পবিত্রতা' অধ্যায়টির আলোচনা প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করলাম। আপনি যদি নিজের ভুল ও মিথ্যাচারগুলো পরিহার করে সংশোধন করে নেন, তাহলে বইটির বাকি 'সালাত' সম্পর্কিত অংশের আলোচনাগুলো প্রকাশ করবো না। আর যদি আপনি নিজের গোঁড়ামি ও ভুলকেই আকড়ে থাকেন। বা ভুলগুলো স্বীকার না করে, বিভিন্ন অযুহাত ও টালবাহানা দেখিয়ে পাশ কেটে যাওয়ার মনোভাব দেখান। অথবা নতুন করে কোন ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার ফন্দি আটেন। তাহলে আমিও বাকি অংশ প্রকাশ করতে বাধ্য হবো ইনশাআল্লাহ! আশা করি, সত্যটা গ্রহণ করে নিবেন। **সত্য গ্রহণে লজ্জা নেই।**

বিনীত

মুফতী জুবায়ের আহমাদ চৌধুরী

মোহনপুর, রাজশাহী ০১৭১৫১৯৩২৬০

০৫/০৭/২১ ইং, রোজ সোমবার